বেদ
অথর্ববেদ সংহিতা

ষষ্ঠ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অমৃতপ্রদাতা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সবিতা। ছন্দ : জগতী, উষ্ণিক্]

দোষো গায় বৃহদ্ গায় দ্যুমদ্ধেহি।
আথর্বণ স্তুতি দেবং সবিতারম্ ॥ ১॥
তমু ষ্টুহি যো অন্তঃ সিন্ধৌ সূনুঃ।
সত্যস্য যুবানমদ্রোঘবাচং সুশেবম্ ॥ ২॥
স ঘা নো দেবঃ সবিতা সাবিষদমৃতানি ভূরি।
উভে সুষ্টুতী সুগাতবে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অথর্বা-পুত্র দধ্যঙ্! দিবারাত্র স্তুতিযোগ্য বৃহৎ সাম গান করো। হে স্তুতি করণশীল! সেই গানের দ্বারা দান ইত্যাদি গুণযুক্ত সবিতা দেবের স্তুতি করো ॥ ১॥ যে সবিতা পরমব্রহ্মের প্রথম উৎপন্ন পুত্র, হে স্তোতা। তুমি তাঁকেই আপন স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করো। তিনি সমুদ্র হ'তে উদিত হচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে। সেই সতত যুবা, রাত্রির অন্ধকারকে লোপকারী ও শোভন বাক্যশালী সবিতাদেবকে স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করো ॥ ২॥ আমাদের হবিঃ-প্রদান ইত্যাদি কর্মসমূহকে সবিতাদেবই দেবতাগণের নিকট প্রাপ্ত করান এবং অমরত্বের সাধন তথা সুন্দর স্তুতির সাধন, দুই-ই বৃহৎ ও রথন্তর সামগানে আমাদের প্রেরণা দিতে থাকুক ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : জেতা ইন্দ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সোমো বনস্পতি। ছন্দ : উষ্ণিক্]

ইন্দ্রায় সোমমৃত্বিজঃ সুনোতা চ ধাবত।
স্তোতুর্যো বচঃ শৃণবদ্ধবং চ মে ॥ ১॥
আ যং বিশন্তীন্দবো বয়ো ন বৃক্ষমন্ধসঃ।
বিরপ্শিন্ বি মৃধো জহি রক্ষস্বিনীঃ ॥ ২॥
সুনোতা সোমপাম্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
যুবা জেতেশানঃ স পুরুষ্টুতঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অধ্বর্যু প্রমুখ ঋত্বিক্‌বর্গ! তোমরা সেই ইন্দ্রের নিমিত্ত সোমের অভিষব করো, যিনি আমার স্তুতিরূপ আহ্বানকে আদরপূর্বক শ্রবণ করেন ॥ ১॥ পক্ষী যেমন আপন নিবাসে স্বয়ং উপনীত হয়, তেমনই অভিষুত সোম ইন্দ্রের দেহে স্বয়ংই প্রবিষ্ট হচ্ছে। হে ইন্দ্রদেব! তুমি সোমের প্রভাবে হর্ষিত হয়ে শত্রুসেনাগণকে উৎপীড়িত করো ॥ ২॥ হে অধ্বর্যুবৃন্দ! সোমপায়ী, বজ্রধারী, শত্রু-মর্দনে সমর্থ ইন্দ্রের নিমিত্ত সোমের অভিষব করো। সেই ইন্দ্র সতত যুবা, শত্রুগণের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বানকারী, বিজেতা এবং অখিল বিশ্বের প্রভু। যজমান আপন কামনা পূর্তির উদ্দেশে তাঁর স্তুতি ক'রে থাকে ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র 'দোষো গায়' ইতি প্রথম সূক্তং। তত্র আদ্যেন সূক্তেন (তৃচেন) নবশালায়াং পুষ্টিকামো ঘৃতং মধুমিশ্রং জুহুয়াৎ।....তথা তেনৈব তৃচেন স্বস্ত্যয়নকামঃ আজ্যসমিৎপুরাডাশাদিশষ্কুল্যন্তানি ত্রয়োদশ দ্রব্যাণি জুহুয়াৎ।...তথা অনেন তৃচেন সর্বলোকাধিপত্যকামঃ অথর্বাণং যজত উপতিষ্ঠতে বা। তথা অনেনৈব সমাবর্তনান্তরং ভুক্তং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ।...ইত্যাদি।। (৬কা. ১অ. ১-২সূ)।।

টীকা — উপরে যে দু'টি সূক্ত (১ম ও ২য়) ও তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে তার বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এই সূক্তদ্বয়ের দ্বারা পুষ্টিকামী ব্যক্তি নূতন গৃহে মধুমিশ্রিত ঘৃতে হোম করবেন। তথা এই সূক্তদ্বয়ের দ্বারা স্বস্ত্যয়নের নিমিত্ত আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ শষ্কুল্য অবধি ত্রয়োদশ দ্রব্যের আহুতি প্রদান কর্তব্য। তথা এই সূক্তদ্বয়ের দ্বারা সর্বলোকে আধিপত্যকামী জন অথর্বাণের যাগ করবেন বা উপাসনা করবেন। তথা এই সূক্তদ্বয়ের দ্বারা সমাবর্তনের পর ভুক্তদ্রব্য অভিমন্ত্রিত ক'রে ভোজন করানো কর্তব্য।... ইত্যাদি। পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস বলেছেন—'যদ্যপি অস্মিন্ কাণ্ডে প্রায়েন সর্বাণি সূক্তানি তৃচাত্মকান্যেব তথাপি অধ্যাপকসম্প্রদায়ানুরোধেন তৃচদ্বয়ং একীকৃত্য সূক্তত্বেন ব্যবহ্রিয়তে।' কিন্তু আমরা ঐভাবে দু'টি বা তিনটি তৃচ্ এক ক'রে একটি সূক্ত গঠন করিনি,—মূল সংহিতা অনুসারে এক একটি, স্বতন্ত্র সূক্ত হিসেবেই উল্লেখ করেছি; এর ফলে প্রতিটি সূক্তের যথাযথ সংজ্ঞা, ঋষি, দেবতা ইত্যাদিরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য, 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশটি উদ্ধৃতকরণের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণে বাধ্য হয়েছি; কারণ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে দুই বা ততোধিক সূক্তের একত্র বিনিয়োগ এইভাবেই দেওয়া হয়েছে।। (৬কা. ১অ. ১-২সূ)।।

◆

তৃতীয় সূক্ত : আত্মগোপনম্

[ঋষি : অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকাম)। দেবতা : ইন্দ্র, পূষা ইত্যাদি। ছন্দ : বৃহতী, জগতী]

পাতং ন ইন্দ্রাপূষণাদিতিঃ পান্তু মরুতঃ।
অপাং নপাৎ সিন্ধবঃ সপ্ত পাতন পাতু নো বিষ্ণুরুত দ্যৌঃ ॥ ১॥
পাতাং নো দ্যাবাপৃথিবী অভিষ্ঠয়ে পাতু গ্রাবা
পাতু সোমো নো অংহসঃ।
পাতু নো দেবী সুভগা সরস্বতী
পাত্বগ্নিঃ শিবা যে অস্য পায়বঃ ॥ ২॥

পাতাং নো দেবাশ্বিনা শুভস্পতী উষাসানক্তোত ন উরুষ্যতাম্।
অপাং নপাদভিহ্রুতী গয়স্য চিদ্ দেব ত্বষ্টর্বর্ধয় সর্বতাতয়ে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! হে পূষন্! আমাদের রক্ষা করো। দেবমাতা অদিতি আমাদের রক্ষা করুন। 'অপাংনপাত' নামক জলের পৌত্ররূপে মান্যশালী অগ্নি ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ-গণ আমাদের রক্ষা করুন। সপ্ত সমুদ্র, আকাশ ও বিষ্ণুদেবও আমাদের রক্ষক হোন॥ ১॥ আমাদের ইচ্ছিত ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত দ্যাবা-পৃথিবী, নিষ্পন্ন সোম, অভিষবের প্রস্তর, মন্ত্ররূপিনী সরস্বতী, আহ্বানীয় অগ্নি এবং সুখ-প্রদানশালিনী কিরণরাশি—এঁরা আমাদের রক্ষক হোন॥ ২॥ উষাসনাক্তা নামক দিন-রাত্রির দেবতা, দান ইত্যাদি গুণসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মেঘে স্থিত জলকে পতন হ'তে রোধকারী অপাংনপাত নামক অগ্নি, এঁরা সকল হিংসা হ'তে আমাদের রক্ষা করুন। হে ত্বষ্টা! তুমি সকল প্রকারের ফল দানের নিমিত্ত আমাদের বৃদ্ধি করো॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : আত্মগোপনম্

[ঋষি : অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকাম)। দেবতা : ত্বষ্টা ইত্যাদি। ছন্দ : বৃহতী, গায়ত্রী]

ত্বষ্টা মে দৈব্যং বচঃ পর্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরদিতির্নু পাতু নো দুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ ॥ ১॥
অংশো ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমাদিতিঃ পান্তু মরুতঃ।
অপ তস্য দ্বেষো গমেদভিহ্রুতো যাবয়চ্ছত্রুমন্তিতম্ ॥ ২॥
ধিয়ে সমাশ্বনা প্রাবতং ন উরুষ্যা ণু উরুজ্মন্নপ্রযুচ্ছন্।
দ্যৌষ্পিতর্যাবয় দুচ্ছুনা যা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ত্বষ্টাদেব আমার স্তুতি শ্রবণ করুন, বৃষ্টিকারক পর্জন্যদেব ও মন্ত্রের অধিপতি ব্রহ্মণস্পতি আমার স্তুতি শ্রবণ করুন। আপন পুত্র ও ভ্রাতাদের সাথে অদিতি দেবী আমাদের রক্ষক অজেয় বলের রক্ষণশালিনী হোন॥ ১॥ অদিতিদেবী এবং তাঁর ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা নামক পুত্র মরুৎ-বর্গ আমাদের রক্ষক হোন। আমরা যে শত্রুদের নিকট হ'তে নিজেদের রক্ষা-কামনা করছি, তাদের অনিষ্ট-কর্ম আমাদের নিকট যেন না আসে। আমাদের নিকট হ'তে অপগত হিংসক দ্বেষ সেই শত্রুদের আমাদের নিকট হ'তে দূর করুক॥ ২॥ হে বিস্তৃত গমনশীল বায়ু! আমাদের রক্ষা করো। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আমাদের রক্ষক হও। হে পিতা রূপ দ্যুলোক! কৃত্যার ন্যায় অনিষ্টশালিনী পাপের দেবীকে আমাদের নিকট হ'তে অপসারিত ক'রে দাও॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পাতং নঃ' ইতি তৃচেন বিজয়স্বস্ত্যয়নকর্মণি আজ্যং হুত্বা খড়্গাদি শস্ত্রং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য যোধকায় প্রযচ্ছেৎ॥ তথৈব স্বস্ত্যয়নকামো রাত্রৌ শয়নকালে এতং তৃচং জপন প্রাদেশেন মুখং প্রমায় স্বপ্যাৎ॥ তথৈব সুপ্তোত্থিতস্য সুপ্তোত্থিতঃ অনেন তৃচেন স্বস্ত্যয়নার্থং ত্রীণি পদানি তিস্রো দিষ্টির্বা প্রমায় উত্তিষ্ঠেৎ...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ সূক্তের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে নানা রকম নির্দেশ আছে। তার মধ্যে প্রধান এই যে, এই সূক্তদ্বয়ের দ্বারা বিজয়কর্মে আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক খড়্গ ইত্যাদি শস্ত্র অভিমন্ত্রিত ক'রে যোদ্ধাকে প্রদান করা কর্তব্য। তথা, স্বস্ত্যয়নকামী রাত্রে শয়নকালে এই সূক্ত জপ ক'রে শয়ন করবেন এবং সুপ্তোত্থিত হয়ে (অপর) সূক্তটি জপ করতে করতে স্বস্ত্যয়নার্থে তিন পদ চলে উঠতে হবে।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১অ. ৩-৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বর্চঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উদেনমুত্তরং নয়াগ্নে ঘৃতেনাহুত।
সমেনং বর্চসা সৃজ প্রজয়া চ বহুং কৃধি ।।১।।
ইন্দ্রেমং প্রতরং কৃধি সজাতানামসদ্ বশী।
রায়স্পোষেণ সং সৃজ জীবাতবে জরসে নয় ।।২।।
যস্য কৃণ্মো হবির্গৃহে তমগ্নে বর্ধয়া ত্বম্।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবদয়ং চ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি ঘৃতের দ্বারা আহূতকৃত হয়ে থাকো। তুমি এই যজমানকে উত্তম পদ লাভ করাও, এঁকে দেহ-কান্তির সাথে যুক্ত করো এবং সন্তান ইত্যাদির দ্বারা এর বৃদ্ধি সাধিত করো ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র! এই যজমানের অত্যন্ত বর্ধন করো। এই যজমান তোমার কৃপায় সকলকে বশীভূত রাখার সামর্থ্যশালী হোন এবং স্বয়ং স্বতন্ত্র হয়ে উঠুন। এঁকে ধনের দ্বারা সম্পুষ্ট করো এবং বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত এর আয়ুকে লম্বিত করো (অর্থাৎ ইনি যেন পূর্ণ আয়ুষ্কাল ভোগ করতে পারেন) ॥ ২॥ হে অগ্নি! যে যজমানের গৃহে আমরা হব্য ইত্যাদি সম্পন্ন করছি, সেই যজমানকে সমৃদ্ধ করো। সোমদেব এঁকে আপন লোক ব'লে ঘোষণা করুন এবং ব্রহ্মণস্পতি 'এই জন আমার' ব'লে অনুগৃহীত করুন ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি, সোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যোঽস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽদেবো অভিমন্যতে।
সর্বং তং রন্ধয়াসি মে যজমানায় সুন্বতে ॥১॥
যো নঃ সোম সুশংশিনো দুঃশংস আদিদেশতি।
বজ্রেণাস্য মুখে জহি স সংপিষ্টো অপায়তি ॥২॥

যো নঃ সোমাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অপ তস্য বলং তির মহীব দ্যৌর্বধত্মনা ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ব্রহ্মণস্পতি! দেবতাগণের প্রতি ভক্তিহীন শত্রু যদি আমাদের বধযোগ্য ব'লে মনে করে, তবে তাদের আমাদের সোমঅভিষবকারী যজমানের বশীভূত ক'রে দাও ॥ ১॥ হে সোম! যে মন্দ বিচারবুদ্ধিশালী শত্রু আমাদের শোভন বিচারবুদ্ধিকে তিরস্কার করে, তুমি তাদের মুখের উপর বজ্র-প্রহার করো, যাতে তারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দূরীভূত হয়ে যায় ॥ ২॥ হে সোম! যে (সনাভি অর্থাৎ সগোত্রীয় বা সপিণ্ড) শত্রু আমাদের নাশ করতে আকাঙ্ক্ষা করে অথবা যে শত্রু আমাদের সন্তাপিত করে, তুমি তাদের বলকে দ্যুলোকের অশনিরূপ আয়ুধের দ্বারা সংহার-করণের ন্যায় বিনাশ ক'রে দাও ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উদেনং উত্তরং নয়' 'যোঽস্মান ব্রহ্মণস্পতে' ইতি তৃচাভ্যাং গ্রামকামঃ ইন্দ্রং যজতে উপতিষ্ঠতে বা॥ তথা আভ্যাং তৃচাভ্যাং উদুম্বরপলাশকর্কন্ধূতক্ষণাধানং সভোপস্তরণ-তৃণাধানং অভিমন্ত্রিতান্নাসবপ্রদানাং বা কুর্যাৎ॥ সূত্রিতং হি।...তথা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ আগ্নেয়চরুং... ইত্যাদ্যাভিস্তিসৃভির্ঋগ্ ভির্জুহুয়াৎ।...তথা অগ্নিচয়নে...। ...তথা অদ্ভুতমহাশান্তৌ ইন্দ্রয়জনে....ইত্যাদি॥ (৬কা. ১অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তদ্বয়ের দ্বারা গ্রামকামী জন ইন্দ্রের যাগ করবেন। তথা এই সূক্তের দ্বারা উদুম্বর, পলাশ, কর্কন্ধু ইত্যাদির স্থাপন ও উপস্তরণ তৃণাধান বা অভিমন্ত্রিত অন্ন আসব প্রদান করণীয়। তথা দর্শপূর্ণ মাস যাগে এই সূক্তের দ্বারা আগ্নেয় চরুর হোম করণীয়। অগ্নিচয়নেও এই সূক্তদ্বয়ের বিনিয়োগ আছে। তথা অদ্ভুত মহাশান্তিতে ইন্দ্রযজ্ঞে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১অ. ৫-৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : অসুরক্ষয়ণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সোম, বিশ্বদেবা। ছন্দ : গায়ত্রী]

যেন সোমাদিতিঃ পথা মিত্রা বা যন্ত্যদ্রুহঃ।
তেনা নোঽবসা গাহি ॥১॥
যেন সোম সাহন্ত্যাসুরান্ রন্ধয়াসি নঃ।
তেনা নো অধি বোচত ॥২॥
যেন দেবা অসুরানামোজাংস্যবৃণীধ্বম্।
তেনা নঃ শর্ম যচ্ছত ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে সোম! যে দেবযান-মার্গে অদ্বেষী দেবমাতা অদিতি ও তাঁর কৃপাপরায়ণশীল মিত্র ইত্যাদি দ্বাদশ পুত্ররূপী আদিত্যবর্গ বিচরণ করেন, সেই মার্গ ধরে কল্যাণের সাথে আগমন করো ॥ ১॥ হে সোম! তুমি যে বলের দ্বারা রাক্ষসগণকে বশীভূত ক'রে থাকো, সেই বলের কথা আমাদের ব'লে দাও ॥ ২॥ হে দেবতাগণ! যে বলের দ্বারা তোমরা অসুরবর্গের বলকে তাদের

মধ্যেই অলস ক'রে দিয়ে নিজেদের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছো, সেই বলের দ্বারা আমাদের সুখী ক'রে দাও ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : কামাত্মা

[ঋষি : জমদগ্নি। দেবতা : কামাত্মা। ছন্দ : পংক্তি]

যথা বৃক্ষং লিবুজা সমন্তং পরিষস্বজে।
এবা পরি ষ্বজস্ব মাং যথা মাং কামিন্যসো
যথা মন্নাপগা অসঃ ॥১॥
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্।
এবা নি হন্মি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো
যথা মন্নাপগা অসঃ ॥২॥
যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ।
এবা পর্যেমি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো
যথা মন্নাপগা অসঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন তাম্বুল ইত্যাদি বল্লী (লতা) আপন আশ্রয়দাতা বৃক্ষকে সর্ব দিক হ'তে বেষ্টন ক'রে থাকে, তেমনই, হে জায়া! তুমি আমাতে সংলগ্ন থাকো (বা আলিঙ্গন করো)। যাতে তুমি আমাকেই কামনা ক'রে আমারই নিকটে অবস্থান করো, সেই উদ্দেশেই আমি এই মন্ত্রের প্রয়োগ করছি ॥ ১॥ আপন স্থান হ'তে উড্ডীয়মান হয়ে গরুড় যেমন পৃথিবীর উপর আপন পক্ষ দু'টির তাড়না করে, তেমনই হে পত্নী! আমি তোমার মনকে বশান্বিত করছি, যাতে তুমি আমাকেই কামনা ক'রে আমারই নিকটে অবস্থান করো (বা অন্য কোথাও গমন না করো), সেই উদ্দেশেই আমি এই মন্ত্রের প্রয়োগ করছি ॥ ২॥ এই আকাশ, পৃথিবী ও স্বর্গকে সূর্য যেমন সকল দিক হ'তে ব্যাপ্ত ক'রে থাকে, তেমনই আমি, হে স্ত্রী! তোমার মনকে ব্যাপ্ত করছি; যাতে তুমি আমাকে কামনা ক'রে আমারই নিকটে অবস্থান করো এবং অন্যত্র না গমন করো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যেন সোম' ইতি তৃচেন যাগবিঘ্নশমনার্থং সরূপবৎসায়াঃ গোঃ ক্ষীরে পক্বং পায়সং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। তথা অযাজ্যযাজনদোষশমনার্থং চ যাগসমাপ্তানন্তরং চরুণা সোমং যজেত। সূত্রিতং হি।...'যথা বৃক্ষং লিবুজা' ইতি তৃচেন স্ত্রীবশীকরণকর্মণি বৃক্ষত্বকশরখণ্ড-তগরাঞ্জনকুষ্ঠাদিদ্রব্যাণি পেষয়িত্বা আজ্যেন আলোড়্য স্ত্রিয়া অঙ্গং অনুলিম্পেৎ। সূত্রিতং হি।....ইত্যাদি॥ (৬কা. ১অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্ত দু'টির মধ্যে প্রথমটির দ্বারা যাগবিঘ্ন নাশের নিমিত্ত গো-ক্ষীরে পক্ক পায়স সম্পাতিত ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক ভক্ষণ করণীয়। তথা অযাজ্য যাজনদোষের উপশমার্থে যাগ সমাপনের পর চরুর দ্বারা সোমের যজন কর্তব্য।...দ্বিতীয় সূক্তটির দ্বারা স্ত্রীবশীকরণ কর্মে বৃক্ষত্বক, শরখণ্ড, তগর,

অঞ্জন, কুষ্ঠ ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ পেষণ পূর্বক আজ্যের দ্বারা আলোড়িত ক'রে স্ত্রীর অঙ্গে অনুলেপন করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১অ. ৭-৮সূ.) ॥

◆

নবম সূক্ত : কামাত্মা

[ঋষি : জমদগ্নি। দেবতা : কামাত্মা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বাঞ্ছ মে তন্বং পাদৌ বাঞ্ছাক্ষৌ বাঞ্ছ সক্থ্যৌ।
অক্ষৌ বৃষণ্যন্ত্যাঃ কেশা মাং তে কামেন শুষ্যন্তু ॥১॥
মম ত্বা দোষণিশ্রিষং কৃণোমি হৃদয়শ্রিষম্।
যথা মম ঋতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥২॥
যাসাং নাভিরারেহণং হৃদি সংবননং কৃতম্।
গাবো ঘৃতস্য মাতরোঽমূং সং বানয়ন্তু মে ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পত্নী! তুমি আমার শরীর, পাদ, নেত্র ও জঙ্ঘা কামনা করো। তুমি সেচনসমর্থ পুরুষকে কামনাকারিণী। তোমার কেশ ও নেত্র অত্যন্ত সুন্দর; সেগুলি আমার মনকে কাম-বিকারে আগ্রস্ত করছে ॥ ১॥ হে পত্নী! তুমি আমার ইচ্ছানুকূলা হয়ে মনকে প্রসন্নকারিণী হও, যাতে আমি তোমাকে বাহুপাশে গ্রহণ ক'রে হৃদয়ে রমণ করছি বুঝবো ॥ ২॥ যে স্ত্রীগণের নাভিদেশ (অঙ্গ) প্রশংসনীয় হয়ে থাকে, যাদের হৃদয়ে বশীকরণের শক্তি আছে, সেই স্ত্রীগণকে ঘৃত-দুগ্ধ দানশালিনী গাভীগণ আমার অধিকৃতা ক'রে দিক ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : সম্প্রোক্ষণম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্য ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী]

পৃথিব্যৈ শ্রোত্রায় বনস্পতিভ্যোঽগ্নয়েঽধিপতয়ে স্বাহা ॥১॥
প্রাণায়ান্তরিক্ষায় বয়োভ্যো বায়বেঽধিপতয়ে স্বাহা ॥২॥
দিবে চক্ষুষে নক্ষত্রেভ্যঃ সূর্যায়াধিপতয়ে স্বাহা ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — পৃথিবীর নিমিত্ত, শব্দ শ্রবণের শক্তিসম্পন্ন শ্রোত্রের নিমিত্ত, ভূ-স্থিত বৃক্ষসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নিমিত্ত এবং ভূস্বামী অগ্নির নিমিত্ত এই হব্য স্বাহুত হোক ॥ ১॥ বায়ুরূপ প্রাণের নিমিত্ত, তার সাথে সাথে সম্বন্ধিত অন্তরিক্ষের নিমিত্ত, পক্ষিগণের নিমিত্ত এবং বায়ুদেবতার নিমিত্ত এই হব্য স্বাহুত হোক ॥ ২॥ আকাশের নিমিত্ত, চক্ষুর নিমিত্ত, নক্ষত্রের নিমিত্ত এবং দ্যুলোকের অধিপতি দিবাকরের উদ্দেশে এই হব্য স্বাহাকৃত হোক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বাঙ্ মে' ইতি তৃচস্য 'যথা বৃক্ষং লিবুজা' ইতি তৃচবৎ বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ।... 'পৃথিব্যৈ শ্রোত্রায়' ইতি তৃচেন সর্বসম্পৎ কর্মসু আজ্যং জুহুয়াৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১অ. ৯-১০সূ)॥

টীকা — নবম সূক্তটির বিনিয়োগ অষ্টম সূক্তের অনুরূপ (অর্থাৎ স্ত্রীবশীকরণ কর্মে প্রযোজ্য)। দশম সূক্তটির দ্বারা সকল সম্পৎকর্মে আজ্যাহুতি প্রদান কর্তব্য ॥ (৬কা. ১অ. ৯-১০সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পুংসবনম্

[ঋষি : প্রজাপতি। দেবতা : রেতঃ, মন্ত্রোক্ত দেবতাগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

শমীমশ্বত্থ আরূঢ়স্তত্র পুসুবনং কৃতম্।
তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষ্বা ভরামসি ॥ ১॥
পুংসি বৈ রেতো ভবতি তৎ স্ত্রিয়ামনু ষিচ্যতে।
তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ প্রজাপতিরব্রবীৎ ॥ ২॥
প্রজাপতিরনুমতিঃ সিনীবাল্যচীক্লৃপৎ।
স্ত্রৈষূয়মন্যত্র দধৎ পুমাংসমু দধদিহ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — অগ্নিরূপ পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত স্ত্রীরূপিণী শমীবৃক্ষের উপরে পুরুষরূপী অশ্বত্থ বৃক্ষ আরোহণ করেছে। (ঈদৃশাৎ অশ্বত্থাৎ অগ্নিমন্থনার্থং অরণ্যোরাহরণং'—অর্থাৎ এইরকমে অশ্বত্থ হ'তে অগ্নিমন্থনার্থে অরণিদ্বয় আহরণ করা হয়)। আমরা পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত কর্ম স্ত্রীগণের মধ্যে সম্পাদিত করছি। অশ্বত্থের যে কর্মের দ্বারা পুত্রপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, সেই পুংসবন কর্ম পুত্রকে অবশ্যই প্রাপ্ত করিয়ে থাকে ॥ ১॥ পুরুষের বীজভূত বীর্য গর্ভাশয়ের মধ্যে সিঞ্চিত হয়ে যায়,তাতেই পুত্রপ্রাপ্তি ঘটে থাকে। এই পুত্র-জননের উপায় প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাদের বলেছেন ॥ ২॥ অমাদেবতা সিনীবালী, পৌর্ণমাসীর দেবতা অনুমতি ও সম্বৎসরাত্মকা দেব প্রজাপতি গর্ভাশয় স্থিত বীজকে অতিরিক্ত স্থানে স্থাপিত ক'রে সন্তানের হস্ত-পদ ইত্যাদি অঙ্গসমূহকে নির্মাণ করেছেন ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সর্প-বিষ-নিবারণম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : তক্ষক (বিষনিবারণ)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পরি দ্যামিব সূর্যোহহীনাং জনিমাগমম্।
রাত্রী জগদিবান্যদ্ধংসাৎ তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ১॥

যদ্ ব্রহ্মভির্যদৃষিভির্যদ্ দেবৈর্বিদিতং পুরা।
যদ্ ভুতং ভব্যমাসন্বৎ তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ২॥
মধ্বা পৃঞ্চে নদ্যঃ পর্বতা গিরয়ো মধু।
মধু পরুষ্ণী শীপালা শমাস্নে অস্তু শং হৃদে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — অন্তরিক্ষে সূর্যের ব্যাপ্ত হওয়ার ন্যায়, রাত্রির সংসারকে অন্ধকারে আবৃত করার ন্যায়, সর্পদলের সকল জন্মকে আমি জ্ঞাত হয়ে গিয়েছি। যে বিষ বিষগ্রস্তের সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাকে আমি এই ঔষধির দ্বারা বিনষ্ট ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ (হে বিষগ্রস্ত জন!) যে ঔষধিকে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ জ্ঞাত আছেন, যা অগস্ত্য-বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণও জেনেছেন, এবং যা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেই ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের ঔষধির দ্বারা আমি তোমার দেহগত বিষকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ গঙ্গা ইত্যাদি নদী সমুদায়, বৃহৎ-ক্ষুদ্র পর্বত সমূহ, পরুষ্ণী নাম্নী নদী তোমার শরীরে মধু সিঞ্চিত করুক। বিষ-হরণকারী অমৃতরূপ মধুকে আমি তোমার সম্পূর্ণ দেহের উপর লেপন ক'রে দিচ্ছি। এই বিষ-নাশক মধু তোমার মুখ ও হৃদয়ের পক্ষে সুখ-করণশালী হোক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ....তত্র আদ্যেন তৃচেন পুংসবণকর্মণি শমীগর্ভাশ্বত্থাগ্নিং মধুমন্থে প্রক্ষিপ্য অভিমন্ত্র্য স্ত্রিয়ং পায়য়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি তথাবিধমেবাগ্নিং কৃষ্ণোর্ণয়া বেষ্টয়িত্বা অনেন তৃচেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য স্ত্রিয়া বধ্নীয়াৎ।...'পরি দ্যামিব' ইতি তৃচেন সর্পবিষভৈষজ্য-কর্মণি মধুক্রীড়ং অভিমন্ত্র্য বিষাবৃতং পায়য়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি অনেন তৃচেন 'ব্রাহ্মণো জজ্ঞে' (৪।৬) ইতি সূক্তোক্ত-জপাচমনাদীনি কর্মণি কুর্যাৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ২অ. ১-২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের দ্বারা পুংসবন কর্মে শমীগর্ভস্থিত অশ্বত্থাগ্নি মধুমন্থে প্রক্ষিপ্ত ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক স্ত্রীকে পান করানো কর্তব্য। তথা এই কর্মে অগ্নিকে কৃষ্ণবর্ণের উর্ণায় বেষ্টন পূর্বক এই সূক্তে অভিমন্ত্রিত ক'রে স্ত্রীর অঙ্গে বন্ধন ক'রে দেওয়া উচিত।...দ্বিতীয় সূক্তটির দ্বারা সর্পবিষভৈষজ্য কর্মে মধুক্রীড় অভিমন্ত্রিত ক'রে বিষাবৃত জনকে ভোজন করানো কর্তব্য। এই কর্মে চতুর্থ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তে উক্তমতে জপ আচমন ইত্যাদি কর্ম করণীয়।....ইত্যাদি। প্রথম সূক্তে অশ্বত্থ বৃক্ষের নামোৎপত্তি সম্পর্কে সায়নাচার্যের উক্তি—'স চ অগ্নি অশ্বো ভূত্বা যস্মিন্ বৃক্ষে পুরা সম্বৎসরং অবাৎসীৎ স বৃক্ষঃ অশ্বত্থঃ।'...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ২অ. ১-২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : মৃত্যুজয়ঃ

[ঋষি : অথর্ব (স্বস্ত্যয়নকাম। দেবতা : মৃত্যু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

নমো দেববধেভ্যো নমো রাজবধেভ্যঃ।
অথো যে বিশ্যানাং বধাস্তেভ্যো মৃত্যো নমোঽস্তু তে ॥ ১॥
নমস্তে অধিবাকায় পরাবাকায় তে নমঃ।
সুমত্যৈ মৃত্যো তে নমো দুর্মত্যৈ ত ইদং নমঃ ॥ ২॥

নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজেভ্যঃ।
নমস্তে মৃত্যো মূলেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্য ইদং নমঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের মারক অস্ত্রসমূহকে নমস্কার। হে মৃত্যু! রাজা, বৈশ্য ও দেববর্গের শস্ত্রসমূহ হ'তে রক্ষা করণের নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ১॥ হে মৃত্যু! তোমার বচন-বাহী ও অপরকে পরাভবক্ষম বচনশালী দূতসমূহের উদ্দেশে নমস্কার করছি। তোমার কৃপাপূর্ণ মতি (অর্থাৎ অপরের প্রতি অনুগ্রহান্বিত) ও নিগ্রহ-সমন্বিত বুদ্ধির নিমিত্তও নমস্কার ॥ ২॥ হে মৃত্যু! রক্ষা-করণশালী ঔষধিসমূহ, পীড়া-প্রদানশালী যাতুধানবর্গ এবং তোমার মূল বলভূত পুরুষগণের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি। সেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি, যাঁরা শাপ প্রদানে এবং কৃপা-করণেও যুগপৎ সমর্থ ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বলাসনাশনম্

[ঋষি : বভ্রুপিঙ্গল। দেবতা : বলাস। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অস্থিস্রংসং পরুস্রংসমাস্থিতং হৃদয়াময়ম্।
বলাসং সর্বং নাশয়াঙ্গেষ্ঠা যশ্চ পর্বসু ॥ ১॥
নির্বলাসং বলাসিনঃ ক্ষিণোমি মুষ্করং যথা।
ছিনদ্ম্যস্য বন্ধনং মূলমুর্বার্বা ইব ॥ ২॥
নির্বলাসেতঃ প্র পতাশুংগঃ শিশুকো যথা।
অথো ইট ইব হায়নোপ দ্রাহ্যবীরহা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত, অস্থিগুলিকে কম্পিত করণশালী, অঙ্গের সংযোগকারী পর্বগুলিকে শ্লথকারী, বল-ক্ষয়কারক হৃদয়স্থ কাসশ্বাসাত্মক যে শ্লেষ্মা ব্যাধি আছে, সেই সবকে মন্ত্রশক্তি নাশ করুক ॥ ১॥ যেমন সরোবরের মধ্য হ'তে কমল সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনই আমি এই রোগীর শ্লেষ্ম সম্বন্ধী রোগকে মূল সহ উৎপাটিত করছি। পরিপক্ক কর্কটী (কাঁকুড়) ফল যেমন আপনিই বৃন্ত হ'তে পৃথক্ (চ্যুত) হয়ে যায়, সেই রকমেই অকস্মাৎই আমি এই রোগের বিনাশ করবো ॥ ২॥ যেমন বিগত হয়ে যাওয়া বৎসর আর প্রত্যাবর্তন করে না, তেমনই হে বল-ক্ষয়কারক ব্যাধি! তুমি আমার পুত্র ইত্যাদির বিনষ্টি না ক'রে গমন করো। যেমন দ্রুতগামী মৃগ দূরে ধাবিত হয়ে চলে যায়, তেমনই তুমি এ ব্যাধিগ্রস্তের দেহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে দূরে পলায়ন করো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'নমো দেববধেভ্যঃ' ইতি তৃচেন জয়কামঃ স্বসেনাং পরিতঃ প্রতিদিশং উপস্থানং কুর্যাৎ।....তথা বৈশ্যস্য সংগ্রামজয়ার্থং প্রহরণোদ্যতান্ শত্রুন্ পশ্যন্ এনং তৃচং জপেৎ।... 'অস্থিস্রংসং' ইতি তৃচেন শ্লেষ্মভৈষজ্যকর্মণি সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতবৃক্ষশকলেন সহ ব্যাধিতং অবসিঞ্চেদ্ মার্জয়েৎ আচাময়েচ্চ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ২অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — তৃতীয় সূক্তটির দ্বারা জয়কামী জন আপন সেনার চতুর্দিকে উপস্থান করবেন।...তথা বৈশ্যের সংগ্রাম জয়ার্থে অস্ত্র নিয়ে উদ্যত শত্রুদের দর্শন পূর্বক এই মন্ত্র জপনীয়।...চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রত্রয় শ্লেষ্মাব্যাধির ভৈষজ্য কর্মে সম্পাতিতব্য। এই মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা অভিমন্ত্রিত বৃক্ষখণ্ডের সাথে ব্যাধিত জনের অঙ্গ সিঞ্চন, মার্জন ও তাঁকে আচমন করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ২অ. ৩-৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : উদ্দালক। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উত্তমো অস্যোষধীনাং তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ।
উপস্তিরস্তু সোঽস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥১॥
সবন্ধুশ্চাসবন্ধুশ্চ যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
তেষাং সা বৃক্ষাণামিবাহং ভূয়াসমুত্তমঃ ॥২॥
যথা সোম্ ওষধীনামুত্তমো হবিষাং কৃতঃ।
তলাশা বৃক্ষানামিবাহং ভূয়াসমুত্তমঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে সোমপর্ণোৎপন্ন পলাশ! তুমি ঔষধিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য বৃক্ষ তোমার অনুগত। যে আমাদের ক্ষীণ (বা হিংসা) করতে ইচ্ছা করে, সেই শত্রু (আমাদের প্রতি) তোমার কৃপার ফলে ক্ষীণ হয়ে যাক ॥ ১॥ সগোত্র সম্পন্ন বা অন্য গোত্র সম্পন্ন যে শত্রু আমাদের ক্ষীণ ক'রে দিতে চায়, সেই দুই রকমের শত্রুদের মধ্যেই আমি পলাশের সমান শ্রেষ্ঠ হবো ॥ ২॥ যেমন বৃক্ষের মধ্যে পলাশকে উত্তম ব'লে স্বীকার করা হয়, যেমন অন্য ঔষধি অপেক্ষা সোমকেই পুরোডাশ ইত্যাদিতে প্রযুক্ত করা হয়ে থাকে, তেমনই সগোত্রীয় জনদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ হবো ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অক্ষিরোগভৈষজম্

[ঋষি : শৌনক। দেবতা : চন্দ্রমা ও মন্ত্রোক্ত দেবতাগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ইত্যাদি]

আবয়ো অনাবয়ো রসস্ত উগ্র আবয়ো।
আ তে করম্ভমদ্মসি ॥১॥
বিহহ্লো নাম তে পিতা মদাবতী নাম তে মাতা।
স হিন ত্বমসি যস্ত্বমাত্মানমাবয়ঃ ॥২॥
যথা ভূমির্মৃতমনা মৃতান্মৃতমনস্তরা।
যথোত মম্রুযো মন এবের্ষ্যোর্মৃতং মনঃ ॥৩॥

অদো যৎ তে হৃদি শ্রিতং মনস্কং পতয়িষ্ণুকম্।
ততস্ত ঈর্ষ্যাং মুঞ্চামি নিরূষ্মাণং দৃতেরিব ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে সর্ষপকাণ্ড (সরিষার শাক)! তুমি রোগ-বিনষ্টির নিমিত্ত ভক্ষিত হয়ে থাকো, তোমার তৈল মহান্ বলশালী। সেই তৈলে ভৃষ্ট (ভাজা) তোমার শাক বা করম্ভকে আমরা অভিমন্ত্রিত ক'রে সেবন ক'রে থাকি ॥ ১॥ হে সরিষার শাক! তোমার পিতা বিহংল এবং মাতা মদাবতী নামে পরিচিত। তুমি আপন শরীরকে অপরের খাদ্যের নিমিত্ত দান ক'রে দিয়ে থাকো, সেই কারণে শুধুই প্রশস্ত মাতা-পিতার ন্যায় হয়ে থাকো না ॥ ২॥ হে তৌবিলিক নাম্নী পিশাচী! তুমি রোগের নিদানভূত, অতএব আমাদের রোগকে পরাজিত ক'রে নিম্নমুখে প্রেরণ করো। এই ঐলব নামক নেত্র-রোগ দূর হয়ে যাক। বভ্রু ও বভ্রুকর্ণ (বভ্রুরোগের কারণ) রোগীর নিকট হ'তে দূরে গমন করুক। হে নিরাল নামক রোগ! তুমিও এই পুরুষের শরীর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পলায়ন করো ॥ ৩॥ হে সস্যমঞ্জরী! তোমার নাম অলসালা। প্রথম গ্রহণ-করণের কারণে তুমি পূর্বা। হে শলাঞ্জালা! তুমি শেষে গৃহীতা হয়েছো ব'লে তুমি উত্তরা। হে নীলাগলসলা! ঐ দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে গৃহীতা হওয়ার জন্য তুমি তৃতীয়া ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উত্তমো অসি' ইতি তৃচেন পুষ্টিকামঃ পালাশমনিং বাসিতং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ।...'আবয়ো অনাবয়ো' ইতি চতুর্ঋচেন অক্ষিরোগ-ভৈষজ্যে সার্ষপতৈলেন সম্পাতিতং সর্ষপকাণ্ডমণিং অভিমন্ত্র্য রোগার্তস্য বধ্নীয়াৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ২অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — তিনটি ঋক্ সমন্বিত উপর্যুক্ত পঞ্চম সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকামী জন পালাশমণি বাসিত পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে ধারণ করবেন। চারিটি মন্ত্র সমন্বিত ষষ্ঠ সূক্তের দ্বারা চক্ষুরোগে সরিষার তৈলের সাথে সম্পাতিত সর্ষপকাণ্ডমণি অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগার্তের অঙ্গে বন্ধন করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ২অ. ৫-৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : গর্ভদৃংহণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : গর্ভদৃংহণম্, পৃথিবী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যথেয়ং পৃথিবী মহী ভূতানাং গর্ভমাদধে।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥১॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্ বনস্পতীন্।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥২॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধার পর্বতান্ গিরীন্।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥৩॥
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধার বিষ্ঠিতং জগৎ।
এবা তে ধ্রিয়তাং গর্ভো অনু সূতুং সবিতবে ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে স্ত্রী! এই মহতী পৃথিবীর দ্বারা প্রাণীবর্গের শরীরকে ধারণ করণের ন্যায়

তোমার গর্ভও প্রসবের সময় পর্যন্ত (দশমাস কাল) গর্ভাশয়ে স্থিত থাকুক ॥ ১॥ হে নারী! এই বিশাল পৃথিবী যে রকমে বনস্পতিরাজিকে ধারণ ক'রে আছে, তেমনই তোমার গর্ভও প্রসবের সময় পর্যন্ত (দশমাস কাল) গর্ভাশয়ে স্থিত থাকুক ॥ ২॥ হে স্ত্রী! এই মহতী পৃথিবী যে রকমে পর্বত বা মহাশৈলরাজিকে ধারণ ক'রে আছে, তেমনই তোমার গর্ভও প্রসবের সময় পর্যন্ত (দশমাস কাল) গর্ভাশয়ে স্থিত থাকুক ॥ ৩॥ হে স্ত্রী! এই মহতী পৃথিবী যে রকমে সমগ্র চরাচরকে ধারণ ক'রে আছে, তেমনই তোমার গর্ভও প্রসব কাল আসন্ন হওয়ার নিমিত্ত (দশমাস কাল) গর্ভাশয়ে স্থিত হয়ে থাকুক ॥ ৪॥

◆

অষ্টম সূক্ত : ঈর্ষ্যাবিনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ঈর্ষ্যাবিনাশম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ঈর্ষ্যায়া ধ্রাজিং প্রথমাং প্রথমস্যা উতাপরাম্।
অগ্নিং হৃদয্যং শোকং তং তে নির্বাপয়ামসি ॥ ১॥
যথা ভূমির্মৃতমনা মৃতান্মৃতমনস্তরা।
যথোত মম্রুযো মন এবের্ষ্যোর্মৃতং মনঃ ॥ ২॥
অদো যৎ তে হৃদি শ্রিতং মনস্কং পতয়িষ্ণুকম্।
ততস্ত ঈর্ষ্যাং মুঞ্চামি নিরূষ্মাণং দৃতেরিব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঈর্ষাযুক্ত পুরুষ! 'এই স্ত্রীকে অপর কেউ যেন না দর্শন করে'—তোমার এই ঈর্ষাপূর্ণ গতিকে শান্ত ক'রে আমরা তোমার মধ্যস্থ ক্রোধ ও শোককেও পৃথক ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ দেহ হ'তে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হ'লে শব যেমন মৃতমনা হয়না, যেমন সর্বক্লেশসহ্যকারিণী পৃথিবী সর্বদা শান্ত মনঃশালিনী হয়ে থাকে এবং কখনও ঈর্ষা করে না; তেমনই পুরুষের স্ত্রী-বিষয়ক ঈর্ষাযুক্ত মন যেন ঈর্ষাকে প্রাপ্ত না হয় ॥ ২॥ হে পুরুষ! আমি তোমার হৃদয়গত স্ত্রী-বিষয়ক ক্রোধাগ্নিকে নিঃশেষে অপসারিত ক'রে দিচ্ছি, যেমন কর্মকার ভস্ত্রিকার (চর্মনির্মিত হাপরের) মুখ দিয়ে তার অন্তঃপূরিত বায়ুকে নিঃসরিত ক'রে দেয় ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যথেয়ং পৃথিবী মহী' ইতি সূক্তেন গর্ভদৃংহনকর্মণি ধনুর্জ্যাং ত্রিরুদ্‌গ্রথ্য স্ত্রিয়ং বধ্নীয়াৎ। তথা অনেন সূক্তেন ক্ষেত্রমৃত্তিকাং অভিমন্ত্র্য প্রত্যৃচং গার্ভিনীং প্রাশয়েৎ। কৃষ্ণাসিকতা অভিমন্ত্র্য গার্ভিন্যাঃ শয়নং পরিকিরেদ্ বা। তথা জন্মগ্রহণেপি তচ্ছান্ত্যর্থং অনেন সূক্তেন ধনুর্জ্যা-বন্ধনাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ।....'ঈর্ষ্যায়া ধ্রাজিং' ইতি তৃচেন স্ত্রীবিষয়ের্ষ্যা-নিবৃত্ত্যর্থং ঈর্ষোপেতং দৃষ্ট্বা জপেৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ২অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সপ্তম সূক্তের দ্বারা গর্ভদৃংহন কর্মে গর্ভকে স্থিরভাবে ধারণের উদ্দেশে কৃত ক্রিয়ায়) ধনুকে জ্যার সাথে তিনবার গাঁইট দিয়ে স্ত্রীকে বন্ধন করা কর্তব্য। তথা এই সূক্তের দ্বারা ক্ষেত্রমৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত ক'রে প্রতিটি ঋকের উচ্চারণ পূর্বক গর্ভিণীকে খাওয়ানো কর্তব্য। তথা পুত্রের জন্মগ্রহণেও তার

শান্তির নিমিত্ত এই সূক্তের দ্বারা ধনুর্জ্যা-বন্ধন ইত্যাদি কর্ম করণীয়।...অষ্টম সূক্তের দ্বারা স্ত্রীবিষয়ক ঈর্ষা নিবৃত্তির জন্য ঐ ঈর্ষাযুক্ত পুরুষকে দর্শন ক'রে জপ করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ২অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : পাবমানম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : চন্দ্রমা, দেবজন সমূহ ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনবো ধিয়া।
পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি পবমানঃ পুনাতু মা ॥১॥
পবমানঃ পুণাতু মা ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে।
অথো অরিষ্টতাতয়ে ॥২॥
উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ ।
অস্মান্ পুনীহি চক্ষসে ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — দেবজন আমাকে পবিত্র করুন, মনুষ্যগণ আমাকে কর্ম ও বুদ্ধির দ্বারা পবিত্র করুক। সকল প্রাণী, অন্তরিক্ষে বিচরণশীল পবমান বায়ু এবং দশাপবিত্রে শোধ্যমান (পরিশুদ্ধমান) সোম, এরা সকলে আমাকে পবিত্র ক'রে দিক ॥ ১॥ শুদ্ধ হওমান (পবমান) সোম কর্মের নিমিত্ত, বল প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং অহিংসার নিমিত্ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২॥ হে সবিতাদেব! তুমি সকলকে প্রেরণাদানকারী। তোমার তেজঃ ও প্রেরণা—এই পবিত্র-করণের সাধন; এর দ্বারা আমাদের ইহলোক ও পরলোকে সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত পবিত্র করো ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : যক্ষ্মনাশনম্। ছন্দ : জগতী, পংক্তি]

অগ্নেরিবাস্য দহত এতি শুষ্মিণ উতেব মত্তো বিলপন্নপায়তি।
অন্যমস্মদিচ্ছতু কং চিদব্রতস্তপুর্বধায় নমো অস্তু তক্মনে ॥১॥
নমো রুদ্রায় নমো অস্তু তক্মনে নমো রাজ্ঞে বরুণায় ত্বিষীমতে।
নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধীভ্যঃ ॥২॥
অয়ং যো অভিশোচয়িষ্ণুর্বিশ্বা রূপাণি হরিতা কৃণোষি।
তস্মৈ তেহরুণায় বভ্রবে নমঃ কৃণোমি বন্যায় তক্মনে ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ — দাবাগ্নির ন্যায় সব কিছুকে দহনকারী এই জ্বরের জ্বলন সমগ্র অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সময় উন্মত্তের মতো প্রলাপ করতে করতে মনুষ্য জ্বরের সাথে সংসার হ'তে গমন

ক'রে থাকে। এই হেন জ্বর আমার নিকট হ'তে অপসারিত হয়ে কোন দুরাচারী জনকে প্রাপ্ত হোক। এই নিমিত্ত জ্বরের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ১॥ জ্বরের তাপে ক্রন্দনাতুরকারী রুদ্রদেবতাকে নমস্কার, জ্বরকেও নমস্কার; বরুণ, আকাশ, পৃথিবীকে নমস্কার এবং পৃথিবীর উপর উৎপন্নশীল ঔষধিসমূহেরও উদ্দেশে নমস্কার। (দ্যাবা ও পৃথিবী ভূতজাতের মাতাপিতাস্বরূপ, সেই জন্য তাঁদের উদ্দেশে নমস্কার; পৃথিবীতে উৎপন্ন ব্রীহি ইত্যাদি ঔষধ সেবনে ও পথ্যক্রমে আরোগ্য উপজাত হওয়ার কারণে সেগুলির উদ্দেশে নমস্কার) ॥ ২॥ সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে, প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা আগমন পূর্বক রক্তকে দূষিত ক'রে হরিদ্রাবর্ণ-দানশালী পিত্ত জ্বরের উদ্দেশে আমি নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পুনন্তু মা' ইত্যস্য তৃচস্য বৃহদ্‌গণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাদৌ বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ।....'অগ্নেরিবাস্য দহতঃ' ইতি তৃচেন পিত্তজ্বরভৈষজ্যে দাবাগ্নৌ তাম্রস্রুবেণ আজ্যং হুত্বা ব্যাধিতস্য মূর্ধ্নি সম্পাতান্ আনয়েৎ।...ইত্যাদি।। (৬কা. ২অ. ৯-১০সূ)।।

টীকা — নবম সূক্তটির বৃহদ্‌গণে পঠিত শান্ত্যুদক ইত্যাদি কর্মে বিনিয়োগ দেখা যায়।....দশম সূক্তটির দ্বারা পিত্তজ্বরের ভৈষজ্যে যজ্ঞীয় তাম্রপাত্রে দাবাগ্নির উদ্দেশে আজ্য আহুত ক'রে ব্যাধিত জনের মস্তকে (বা কেশে) সম্পাতিত করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ২অ. ৯-১০সূ)।।

◆◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : কেশবর্ধনী ঔষধিঃ

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : চন্দ্রমা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ইমা যাস্তিস্রঃ পৃথিবীস্তাসাং হ ভূমিরুত্তমা।
তাসামধি ত্বচো অহং ভেষজং সমু জগ্রভম্ ॥ ১॥
শ্রেষ্ঠমসি ভেষজানাং বসিষ্ঠং বীরুধানাম্।
সোমো ভগ ইব যামেষু দেবেষু বরুণো যথা ॥ ২॥
রেবতীরনাধৃষঃ সিষাসবঃ সিষাসথ।
উত স্থ কেশদৃংহনীরথো হ কেসবর্ধনীঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — পৃথিবী ইত্যাদি তিনটি লোকের মধ্যে ঐহিক ফলভোগের কারণ হওয়ায়, এবং স্বর্গ ইত্যাদি ফলের সাধন যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মের কারণ হওয়ায়, এই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীর ত্বচের (চর্মের) ন্যায় ভূমিভাগে ব্যাধিসমূহের শমন-করণশালী যে ঔষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, সেগুলি আমি সংগ্রহ করবো ॥ ১॥ হে অমোঘ বীর্য যুক্ত হরিদ্রা! তুমি সকল ঔষধি ও বীরুধ সমুদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন দিবা-রাত্রির কালাবচ্ছেদের কারণে চন্দ্র ও সূর্য শ্রেষ্ঠ, যেমন দেবতাগণের মধ্যে বরুণ মুখ্য, তেমনই তুমি ॥ ২॥ হে ঔষধিসমূহ! তোমরা কারও দ্বারা হিংসিত না হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্না,

ধনশালিনী, এবং নীরোগ দানশালিনী হয়ে আছো। তোমরা আমার কেশরাশিকে দৃঢ় করো ও সেগুলির বৃদ্ধি করো ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ভৈষজ্যম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : আদিত্যরশ্মি, মরুৎ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎ পতন্তি।
ত আববৃত্রন্ত্সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবীং ব্যূদুঃ ॥ ১॥
পয়স্বতীঃ কৃণুথাপ ওষধীঃ শিবা যদেজথা মরুতো রুক্মবক্ষসঃ।
ঊর্জং চ তত্র সুমতিং চ পিন্বত যত্রা নরো মরুতঃ সিঞ্চথা মধু ॥ ২॥
উদপ্রুতো মরুতস্তাঁ ইয়র্ত বৃষ্টির্যা বিশ্বা নিবতস্পৃণাতি।
এজাতি গ্লহা কন্যেব তুন্নৈরুং তুন্দানা পত্যেব জায়া ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে অন্তরিক্ষলোকে নক্ষত্র-চক্র নিয়মিত ভাবে বিচরণ করে, তাকে প্রাপ্ত হয়েই সূর্যরশ্মিসমূহ সকল পার্থিব রসকে গ্রহণ ক'রে সূর্য মণ্ডলে ঊর্ধ্বারোহণ করছে, এবং পুনরায় সেখান হ'তে বর্ষা করণের জন্য আগত হয়ে পৃথিবীকে সিক্ত করছে ॥ ১॥ হে স্বর্ণাভূষণ-ধারী মরুৎ-গণ! তোমরা নিজেদের গমনকালে জল ও ঔষধিসমূহকে পুষ্ট ক'রে থাকো। যে দেশে জল-বর্ষণ করো, সেখানে বলদায়ক অন্ন ও সুবুদ্ধি যুক্ত প্রজাগণকে পোষণ ক'রে থাকো ॥ ২॥ হে মরুৎ-গণ! সকল ধান্য ও নিম্নাভিমুখে গমনশালিনী নদীগুলিকে তৃপ্ত করণশালী মেঘসমূহকে প্রেরিত করো। দরিদ্র মাতা-পিতার আপন কন্যাকে দর্শন ক'রে কম্পায়মান হওয়ার তুল্য, গর্জন রূপী ভীতিতে স্তনয়িত্নুরূপা মাধ্যামিকা বাক্ বৃষ্টির নিমিত্ত সেই মেঘদলকে কম্পিত করছে। পতিকে সম্ভাষণ ক'রে স্ত্রী যেমন অন্ন ইত্যাদি প্রদান করে, তেমনই সেই বাণী গমনশীল মেঘকে অন্ন ইত্যাদি প্রদান করছে ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...'ইমা যাস্তিস্রঃ' ইতি তৃচেন কেশবৃদ্ধিকামং বৃক্ষভূমিজাতৌষধিভিঃ অবজ্বালিতোদকেন বা বিভীতকক্বাথোদকেন বা হরিদ্রাক্বাথোদকেন বা অভিমন্ত্রিতেন উষঃকালে অবসিঞ্চেৎ।...'কৃষ্ণং নিয়ানং' ইতি তৃচেন উদরতুন্দাদিভৈষজ্যার্থং চিত্তিপ্রায়শ্চিত্ত্যাদ্যোষধিসহিতং উদকং অভিমন্ত্র্য তেনোদকেন ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৩অ. ১-২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটির দ্বারা কেশবৃদ্ধিকামীকে বৃক্ষ বা ভূমিজাত ঔষধির দ্বারা অথবা অবজ্বালিত জলের দ্বারা অথবা বিভীতকের ক্বাথের (অর্থাৎ অগ্নিপক্ক রসের) সাথে মিশ্রিত জলের দ্বারা অথবা হরিদ্রার ক্বাথে মিশ্রিত জলের দ্বারা উষাকালে অবসিঞ্চন করণীয়।...দ্বিতীয় সূক্তের দ্বারা উদর-ব্যথা জনিত কষ্টের ভৈষজ্যের নিমিত্ত চিত্তি-প্রায়শ্চিত্তি ইত্যাদি ঔষধির সাথে জল অভিমন্ত্রিত পূর্বক তার দ্বারা ব্যাধিতকে অবসিঞ্চন কর্তব্য।...ইত্যাদি। ॥ (৬কা. ৩অ. ১-২সূ)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : অপাং ভৈষজ্যম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, উষ্ণিক্]

সস্রুষীস্তদপসো দিবা নক্তং চ সস্রুষীঃ।
বরেণ্যক্রতুরহমপো দেবীরূপ হ্বয়ে ॥ ১॥
ওতা আপঃ কর্মণ্যা মুঞ্চন্ত্বিতঃ প্রণীতয়ে।
সদ্যঃ কৃণ্বন্ত্বেতবে ॥ ২॥
দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম কৃণ্বন্তু মানুষাঃ।
শং নো ভবন্ত্বপ ওষধীঃ শিবাঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সর্বপ্রাণীর জীবনাত্মক রূপে প্রসিদ্ধ, সংসারের রক্ষা-কর্মের কারণে নিরন্তর প্রবাহিত, সেই জলসমূহকে (বা ঈদৃশী জলরূপা দেবীগণকে) আমি উত্তম কর্মকারী (স্তোতা) নিকটে আহ্বান করছি ॥ ১ ॥ নিরন্তর প্রবাহশালী হয়ে অবস্থিত জলসমূহ উত্তম ফলের নিমিত্ত অনর্থের জড় পাপ হ'তে আমাদের রক্ষা করুক। তারা আমাদের মঙ্গল প্রাপ্তি করানোর নিমিত্ত পাপ হ'তে মুক্ত করুক ॥ ২॥ সূর্যদেবের প্রেরণায় মনুষ্যগণ সকল বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করুক। কল্যাণপ্রদ ঔষধিসমূহ ও তাদের পুষ্ট-করণশালী জলরাশি আমাদের কল্যাণ সাধন পূর্বক পাপকে নষ্ট ক'রে দিক ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অপাং ভৈষজ্যম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : আপঃ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

হিমবতঃ প্র স্রবন্তি সিন্ধৌ সমহ সংগমঃ।
আপো হ মহ্যং তদ্ দেবীর্দদন্ হৃদ্যোতভেষজম্ ॥ ১॥
যন্মে অক্ষ্যোরাদিদ্যোত পার্ষ্ণ্যোঃ প্রপদোশ্চ যৎ।
আপস্তৎ সর্বং নিষ্করন্ ভিষজাং সুভিষক্তমাঃ ॥ ২॥
সিন্ধুপত্নীঃ সিন্ধুরাজ্ঞীঃ সর্বা বা নদ্য স্থন।
দত্ত নস্তস্য ভেষজং তেনা বো ভুনজামহৈ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হিমালয় হ'তে পাপ-নাশক গঙ্গা ইত্যাদির জল প্রবাহিত হচ্ছে; তারা সকলে সমুদ্রে সংযুক্ত হচ্ছে। এই জলরাশি আমাকে এমনই ঔষধিসমূহ প্রদান করুক, যা হৃদয়ের দাহকে প্রশমিত করতে সমর্থ ॥ ১॥ দেবতা-সমান জলরাশি আমার নেত্রের ব্যাধি, পার্ষ্ণির (অর্থাৎ পদের উপরভাগের) ব্যাধি, প্রপদের (অর্থাৎ পদের পুরোভাগের) ব্যাধি ইত্যাদিকে দূরীভূত ক'রে দিক। এই

জলরাশি ব্যাধি দূরীকরণশালিনী ঔষধির মধ্যে পরম কুশল চিকিৎসক ॥ ২॥ হে জলদেবীগণ! তোমাদের স্বামী সমুদ্র, এবং তোমরা তার পত্নী। তোমরা ব্যাধিসমূহকে দূরীকরণশালিনী ঔষধি প্রদান করো, যাতে আমরা অন্ন ইত্যাদি বলদানশালী পদার্থগুলিকে সেবন করতে সমর্থ হই ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সস্রুষীঃ' 'হিমবতঃ প্র স্রবন্তি' ইতি তৃচয়োঃ ঃপুনন্তু মা' (৬/১৯) ...'বায়ো পূতঃ পবিত্রেণ' (৬।৫১) ইতি বৃহদ্‌গণে (কৌ.১।৯) পাঠাৎ শান্ত্যদকাদৌ বিনিয়োগঃ।...তথা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমনকামঃ আভ্যাং তৃচাভ্যাং....ক্ষীরৌদনহবনাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ।...তথা উদর-তুন্দাদিভৈষজ্যে 'কৃষ্ণং নিয়ানং' (৬।২২) ইতি তৃচোক্তানি কর্মাণি কুর্যাৎ।....তথা হৃদয়দোষ-জলোদরকামলরোগশান্ত্যর্থং নদ্যাদকং প্রবাহানুগুণং আহৃত্য তত্র বলীকতৃণানি প্রক্ষিপ্য অনেন তৃচেন অবসিচ্য ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ মার্জয়েৎ আচাময়েৎ বা।...সূত্রিতং হি। ...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৩অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্ত দু'টির শান্তিকর্মে বিনিয়োগ হয়। (ষষ্ঠ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম সূক্ত এবং ষষ্ঠ কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাকের দশম সূক্তের সাথে এর বিনিয়োগ সংশিষ্ট)। বিঘ্নবিনাশের কামনাকারী জন এই সূক্ত দু'টির সম্পাতনে দুগ্ধ, অন্ন প্রভৃতির দ্বারা যাগকর্ম করবেন। তথা উদরতুন্দ ইত্যাদির ভৈষজ্যে 'কৃষ্ণ নিয়ানং' (ষষ্ঠ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের দ্বিতীয়) সূক্তের কর্ম ইত্যাদি করণীয়। হৃদয়-দোষ, জলোদর, কামলরোগ ইত্যাদির শান্তির নিমিত্ত প্রবাহানুগুণ নদীর জল আহরণ ক'রে বলীক-তৃণ প্রক্ষিপ্ত ক'রে এই সূক্তের দ্বারা ব্যাধিতকে অবসিঞ্চন, মার্জন বা আচমন করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৩অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : মন্যাবিনাশনম্

[ঋষি : শুনঃশেপ। দেবতা : মন্যাবিনাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পঞ্চ চ যাঃ পঞ্চাশচ্চ সংযন্তি মন্যা অভি।
ইতস্তাঃ সর্বা নশ্যন্তু বাক্য অপচিতামিব ॥ ১॥
সপ্ত চ যাঃ সপ্ততিশ্চ সংযন্তি গ্রৈব্যা অভি।
ইতস্তাঃ সর্বা নশ্যন্তু বাকা অপচিতামিব ॥ ২॥
নব চ যা নবতিশ্চ সংযন্তি স্কন্ধ্যা অভি।
ইতস্তাঃ সর্বা নশ্যন্তু বাকা অপচিতামিব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — গলদেশের শিরাসমূহের মধ্যে এই পঞ্চান্নটি কণ্ঠমালা (বা গণ্ডমালা) ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেগুলি এই মন্ত্রের প্রয়োগে বিনষ্ট হয়ে যাক, যেমন পতিব্রতা স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয়ে (পুরুষের) দোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ১॥ গ্রীবাদেশে নাড়ীসমূহে সাতাত্তরটি কণ্ঠমালা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেগুলি এই মন্ত্রের প্রয়োগে বিনষ্ট হয়ে যাক, যেমন পতিব্রতা স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয়ে (পুরুষের) দোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ২॥ স্কন্ধের ধমনীসমূহের মধ্যে নিরানব্বুইটি কণ্ঠমালা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেগুলি এই মন্ত্রের প্রয়োগে বিনষ্ট হয়ে যাক, যেমন পতিব্রতা স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয়ে (পুরুষের) দোষসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ৩॥

ষষ্ঠ সূক্ত : পাপনাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : পাপ্মা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অব মা পাপ্মান্তসৃজ বশী সন্ মৃড়য়াসি নঃ।
আ মা ভদ্রস্য লোকে পাপ্মন্ ধেহ্যবিহ্রুতম্ ॥ ১॥
যো নঃ পাপ্মন্ ন জহাসি তমু ত্বা জহিমো বয়ম্।
পথামনু ব্যাবর্তনেঽন্যং পাপ্মানু পদ্যতাম্ ॥ ২॥
অন্যত্রাস্মন্ন্যুচ্যতু সহস্রাক্ষো অমর্ত্যঃ।
যং দ্বেষাম তমৃচ্ছতু যমু দ্বিষ্মস্তমিজ্জহি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পাপের অভিমানী দেবতা! তুমি সকলকে বশে রক্ষণশালী (বশয়িতা)। তুমি আমাকে ত্যাগ করো এবং সুখী করো। তুমি আমাকে আমার পুণ্যের কারণে স্বর্গে প্রাপ্ত করাও ॥ ১॥ হে পাপ্মন্ (পাপাভিমানী দেবতা)! তুমি যদি আমাকে না ত্যাগ করো, তবে আমরা তোমাকে এই অনুষ্ঠান-কর্মের দ্বারা বলপূর্বক পথের চৌমাথায় পরিত্যাগ করছি। এই স্থান হ'তে তুমি আমাদের শত্রুদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ২॥ যাদের আমরা দ্বেষ ক'রি, তাদেরই এই ইন্দ্রসম শক্তিশালী পাপ প্রাপ্ত হোক। হে পাপ! তুমি তাদের (অর্থাৎ আমাদের যারা দ্বেষ করে, সেই শত্রুদের) বিনাশ ক'রে দাও ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পঞ্চ চ যাঃ' ইতি তৃচেন গণ্ডমালানিবৃত্ত্যর্থং পঞ্চাধিকপঞ্চাশৎসংখ্যাকৈঃ সূত্রোক্তকাষ্ঠৈঃ প্রজ্বালনং ইত্যেবমাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।....'অব মা পাপ্মন্' ইতি (তৃচেন) সর্বরোগভৈষজ্যকর্মণি সূত্রোক্তপ্রকারেণ তন্ত্রং কৃত্বা অপরেদ্যুস্ত্রীংস্ত্রীন্ পুরোডাশসংবর্তাংশ্চতুষ্পথে-অবচরেৎ। সূত্রিতং হি।....মহাশান্ত্যাদৌ ক্রিয়মানে নৈর্ঋতকর্মণি এতং তৃচং জপন্ নদীতীরং গচ্ছেৎ।.... ইত্যাদি॥ (৬কা. ৩অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চম সূক্তটির দ্বারা গণ্ডমালা নিবৃত্তির নিমিত্ত পঞ্চান্নটি সূত্রোক্ত কাষ্ঠের প্রজ্বালন ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠান করণীয়। ষষ্ঠ সূক্তটির দ্বারা সর্বরোগের ভৈষজ্যকর্মে সূত্রোক্ত প্রকারের দ্বারা তন্ত্র সাধন পূর্বক তিন তিনটি পুরোডাশ চতুষ্পথে বিতায়িত করণীয়। তথা মহাশান্তি ইত্যাদি ক্রিয়মানে নৈর্ঋতকর্মে এই সূক্তের মন্ত্রত্রয় জপ পূর্বক নদীতীরে গমনীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৩অ. ৫-৬সূ) ॥

সপ্তম সূক্ত : অরিষ্টক্ষয়ণম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : যম, নির্ঋতি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্ দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।
তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১॥

শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহং নঃ।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্নঃ পরি হেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু ॥ ২॥
হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্রী পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শিবো গোভ্য উত পুরুষেভ্যো নো অস্তু
মা নো দেবা ইহ হিংসীৎ কপোতঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেববৃন্দ! নির্ঋতি নাম্নী এই পাপদেবতার দূতরূপ কপোতাখ্য পক্ষী আমাদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা করছে; তার নিবারণের নিমিত্ত আমরা তোমাদের হব্য ইত্যাদির দ্বারা পূজা করছি। আমাদের দ্বিপদ পুত্র প্রজা ইত্যাদি ও চতুষ্পদ গো-ইত্যাদি প্রাণীসমূহের কল্যাণ হোক ॥ ১॥ হে দেববৃন্দ! পাপদেবতার এই দূত যেন আমাদের গৃহকে দুঃখগ্রস্ত করতে না পারে, সে যেন আমাদের সুখদায়ক হয়। বিজ্ঞ অগ্নি এই নিমিত্ত আমাদের হব্যকে গ্রহণ করুন। তাঁর কৃপায় এই কপোত আমাদের যেন অকল্যাণ না করতে পারে। তার পক্ষযুক্ত আয়ুধ আমাদের যেন নাশ না করে। আমাদের এই গো ও পুরুষদের পক্ষে যেন সে সুখ-প্রদানশালী হয়, হে দেবগণ! এই কবুতর যেন আমাদের সন্তাপকারক না হয় ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : অরিষ্টক্ষয়ণম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : যম, নির্ঋতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী]

ঋচা কপোতং নুদত প্রণোদমিবং মদন্তঃ পরি গাং নয়ামঃ।
সংলোভয়ন্তো দুরিতা পদানি হিত্বা ন ঊর্জং প্র পদাৎ পথিষ্ঠঃ ॥ ১॥
পরীমেহগ্নিমর্ষত পরীমে গামনেষত।
দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাঁ আ দধর্ষতি ॥ ২॥
যঃ প্রথমঃ প্রবতমাসসাদ বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানঃ।
যোহস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদস্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেববৃন্দ! এই কপোতকে আমাদের গৃহ হ'তে বিতাড়িত ক'রে দাও। আমরা অন্নের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে গো-সকলকে সঞ্চারণ করছি। এই কপোতের পদচিহ্নকে সম্যক্ প্রমার্জনার দ্বারা শান্তিময় ক'রে তুলছি। এই কপোত আমাদের পাকশালার অন্নকে ত্যাগ ক'রে উড্ডীয়মান হয়ে যাক ॥ ১॥ কবুতরের প্রবেশকে শমিত করণের নিমিত্ত এই ঋত্বিক্‌গণ অগ্নিকে গৃহে আনয়ন (বা সংগ্রহ) করেছেন। এই গো-সকল সর্বত্র সঞ্চারণ করছে এবং দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য ইত্যাদি সমর্পিত করা হচ্ছে। এই হেন শান্তিকর্মের উপরান্তে কোন হিংসক পুরুষ আমাদের পীড়িত করতে সক্ষম হবে না ॥ ২॥ 'এই আজ মারণের যোগ্য, এই কল্য মারণের যোগ্য' এইরকম অনুক্রম করতে থেকে যমরাজ ফল দানের নিমিত্ত স্থিত আছেন (বা পরিগণনা করতে করতে পরিক্রমণ ক'রে চলেছেন)। তিনি দ্বিপদশালী মনুষ্য ইত্যাদি ও চতুষ্পদশালী পশুবর্গের নিয়ন্তা। সেই মৃত্যুকে

প্রেরণশালী যমরাজের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — গৃহাদিষু কপোতোলূকপ্রবেশশান্ত্যর্থং শান্ত্যদকাভিমন্ত্রণে বিনিযুক্তে-মহাশান্তিগণে 'দেবাঃ কপোতঃ' (৬/২৭) 'ঋচা কপোতং (৬/২৮) 'অমূন্ হেতি' (৬/২৯) ইতি ত্রয়স্তৃচা আবপনীয়াঃ।....ইত্যনয়া ঋচা কপোতোলূকপ্রবেশ শান্ত্যর্থমেব গাং অগ্নিং আনীয় শালাং কপোতপ্রবেশস্থলং বা ত্রিঃ পরিভ্রাময়েৎ। সূত্রিতং হি।.... ইত্যাদি।। (৬কা. ৩অ. ৭-৮সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত ৭ম ও ৮ম এবং পরবর্তী ৯ম সূক্তের মন্ত্রগুলি গৃহ ইত্যাদিতে কপোত (কবুতর, মতান্তরে ঘুঘু), উলূক (পেঁচা) প্রবেশ করলে তার শান্তির জন্য বিনিয়োগ হয়। এই উদ্দেশে গৃহে হোমাগ্নি আবপনীয় ও কপোতের প্রবেশ স্থলে গাভীকে তিনবার পরিভ্রামিত করানো কর্তব্য ॥ (৬কা. ৩অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : অরিষ্টক্ষয়ণম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : যম, নির্ঋতি। ছন্দ : গায়ত্রী, অষ্টি]

অমূন্ হেতিঃ পতত্রিণী ন্যেতু যদুলূকো বদতি মোঘমেতৎ।
যদ্ বা কপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি ॥ ১॥
যৌ তে দূতৌ নির্ঋত ইদমেতোঽপ্রহিতৌ প্রহিতৌ বা গৃহং নঃ।
কপোতোলূকাভ্যামপদং তদস্তু ॥ ২॥
অবৈরহত্যায়েদমা পপত্যাৎ সুবীরতায়া ইদমা সসদ্যাৎ।
পরাঙেব পরা বদ পরাচীমনু সংবতম্।
যথা যমস্য ত্বা গৃহেঽরসং প্রতিচাকশানাভূকং প্রতিচাকশান্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই পক্ষশালী (পক্ষীরূপ) আয়ুধ দূরস্থে পরিদৃশ্যমান শত্রুগণকে প্রাপ্ত হোক। ঐ অশোভন বাণী উচ্চারণকারী উলূক (পেঁচা) নির্বীর্য হয়ে যাক, পচনাগ্নির (রন্ধনশালাস্থিত অগ্নির) নিকট পদচিহ্ন রক্ষণকারী অশুভসূচক কপোতও নির্বীর্য হয়ে যাক ॥ ১॥ হে পাপদেবতা নির্ঋতি! তোমার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এই কপোত ও উলূক আমাদের ঘরে আগত হয়েও যেন না প্রাপ্ত হ'তে পারে ॥ ২॥ এই কপোত ও উলূকের আগমন জনিত অশুভ চিহ্ন আমাদের নিমিত্ত অহিংসক হয়ে যাক। আমাদের বীরবর্গ পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তনের ভাবকে যেন প্রাপ্ত না হয়। হে যমের দূতরূপ কপোত! যেমন তোমার অধিস্বামীর গৃহে সেখানকার প্রাণীগণ তোমাকে নির্বীর্যরূপে দর্শন করে, তেমনই যেন আমরাও দেখি ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : পাপশমনম্

[ঋষি : উপরিবভ্রব দেবতা : শমী। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

দেবা ইমং মধুনা সংযুতং যবং সরস্বত্যামধি মণাবচর্কৃষুঃ।
ইন্দ্র আসীৎ সীরপতিঃ শতক্রতুঃ কীনাশা আসন্ মরুতঃ সুদানবঃ ॥ ১॥

যস্তে মদোঽবকেশো বিকেশো যেনাভিহস্যং পুরুষং কৃণোষি।
আরাৎ ত্বদন্যা বনানি বৃক্ষি ত্বং শমি শতবল্‌শা বি রোহ ॥ ২॥
বৃহৎপলাশে সুভগে বর্ষবৃদ্ধ ঋতাবরি।
মাতেব পুত্রেভ্যো মৃড কেশেভ্যঃ শমি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — মধু-রসযুক্ত এই যবকে দেবতাগণ সরস্বতী নদীর নিকট মনুষ্যগণকে দান করেছিলেন। সেই সময় কর্ষণ ক'রে ধান্য উৎপন্ন করার নিমিত্ত ইন্দ্র হল ধরেছিলেন এবং শোভন দানশালী মরুৎ-বর্গ কৃষক হয়েছিলেন ॥ ১॥ হে শমী (শাঁই বৃক্ষ)! তোমার যে হর্ষ (মদ) অবমত (অপকৃষ্ট) বা বিকেশসম্পন্ন জনের কেশের উৎপাদক, এবং সেই কেশের বৃদ্ধিকারক হয়ে থাকে, তাতে তুমি পুরুষকে সর্বত্র হর্ষযুক্ত ক'রে থাকো। তুমি শতশাখা সম্পন্না হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। আমি তোমাকে ছেদন করছি না, অন্য বৃক্ষকে ছেদন করছি ॥ ২॥ হে সৌভাগ্যের করণরূপা, বিনা প্রযত্নেই বর্ষার জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত-শালিনী, বৃহৎ বৃহৎ পত্রশালিনী শমী! মাতা কর্তৃক পুত্রকে সুখ প্রদানের সমান, তুমি কেশসমূহের সুখকারী হও ॥ ৩॥

◆

একাদশ সূক্ত : গৌঃ

[ঋষি : উপরিবভ্রব। দেবতা : গৌ। ছন্দ : গায়ত্রী]

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।
পিতরং চ প্রয়ন্ত্স্বঃ ॥ ১॥
অন্তশ্চরতি রোচনা অস্য প্রাণাদপানতঃ।
ব্যখ্যন্মহিষঃ স্বঃ ॥ ২॥
ত্রিংশদ্ ধামা বি রাজতি বাক্ পতঙ্গো অশিশ্রিয়ৎ।
প্রতি বস্তোরহর্দ্যুভিঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সূর্য উদয়াচলের উপর আরোহণ ক'রে পূর্ব-দিক্‌ভাগে দর্শন দান করছেন। এঁর কিরণসমূহ সকলের মাতৃস্বরূপা পৃথিবীকে আবৃত বা ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। পুনরায় ইনি স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ লোককে ব্যাপ্ত করেছেন. এই সূর্য বৃষ্টির জলকে দোহন করার কারণে গো নামে অভিহিত হয়ে থাকেন ॥ ১॥ প্রাণ ও অপান ব্যাপারের, করণশালী (অর্থাৎ প্রাণাপানযুক্ত) প্রাণীগণের দেহের মধ্যে সূর্যের প্রভা বিচরণ করছে। এই মহান্ সূর্য স্বর্গ ও উপরস্থ সকল লোককেও প্রকাশমান ক'রে তুলছে ॥ ২॥ দিবা ও রাত্রির অঙ্গ রূপ ত্রিশ মুহূর্তকাল এই সূর্যের রশ্মিসমূহ হ'তেই দেদীপ্যমান হয়ে থাকে এবং বেদত্রয়ী বাণীও সূর্যের আশ্রয়েই অবস্থিত থাকে ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অমুন্ হেতিঃ' ইতি তৃচস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।...'দেবা ইমং' ইত্যচ্য পৌনসিরসবে মধুমন্থাভিমর্শনাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ।....'আয়ং গৌঃ' ইতি তৃচেন পৃশ্নিসবে

গোরভিমর্শন সম্পাতাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ। ....দ্বাদশাহে অবিবাক্যেহনি মানসস্তোত্রং অনেন তৃচেন অনুমন্ত্রয়েত।... ইত্যাদি।। (৬কা. ৩অ. ৯-১১সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বসূক্তের সাথে উক্ত হয়েছে। দশম সূক্তের দ্বারা মধুমন্থাভিমর্শন ইত্যাদি কর্ম করণীয়। একাদশ সূক্তের দ্বারা দ্বাদশাহে মানসস্তোত্রের অনুমন্ত্রণ করণীয়। এই সূক্তে 'গৌঃ' অর্থে বলা হয়েছে 'গমনশীলঃ'। আবার, 'স এব বৃষ্ট্যুদকলক্ষণস্য অমৃতস্যাদোহনাদ্ গৌরিত্যুচ্যতে'—অর্থাৎ বৃষ্টির জললক্ষণ অমৃতের দোহনের নিমিত্ত সূর্যকে গৌ বলা হয়েছে। 'বেদত্রয়ী বাণীও সূর্যের আশ্রয়েই অবস্থিত থাকে'—এই উক্তি প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণের (৩/১২/৯১) বক্তব্য তুলে ধরেছেন—'দ্যুলোকে সূর্যদেব ঋগ্বেদের দ্বারা পূর্বাহ্নে, যজুর্বেদের দ্বারা মধ্যাহ্নে এবং সামবেদের দ্বারা সায়াহ্নে পূজিত হয়ে থাকেন।'...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৩অ. ৯-১১সূ) ॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : যাতুধানক্ষয়ণম্

[ঋষি : চাতন ও অথর্বা। দেবতা : অগ্নি, রুদ্র, মিত্রাবরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

অন্তর্দাবে জুহুতা স্বেহতদ্ যাতুধানক্ষয়ণং ঘৃতেন।
আরাদ্ রক্ষাংসি প্রতি দহ ত্বমগ্নে ন নো গৃহাণামুপ তীতপাসি ॥ ১॥
রুদ্রো বো গ্রীবা অশরৈৎ পিশাচাঃ পৃষ্টীর্বোহপি শৃণাতু যাতুধানাঃ।
বীরুদ্ বো বিশ্বতোবীর্যা যমেন সমজীগমৎ ॥ ২॥
অভয়ং মিত্রাবরুণাবিহাস্তু নোঽর্চিষাত্রিণো নুদতং প্রতীচঃ।
মা জ্ঞাতারং মা প্রতিষ্ঠাং বিদন্ত মিথো বিঘ্নানা উপ যন্তু মৃত্যুম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঋত্বিকবৃন্দ! যাতুধানদের (রোগের কীটানুরূপ রাক্ষসগণের) বিনাশ-করণশালী হব্যকে ঘৃতের সাথে এই অগ্নিতে উত্তম প্রকারে আহুতি দান করো। হে অগ্নি! এই উপদ্রবীদের ভস্ম ক'রে আমাদের গৃহসমূহকে সন্তাপ হ'তে রক্ষা করো ॥ ১॥ হে যাতুধানরূপী পিশাচগণ (মাংসখাদকগণ)! তোমাদের পঞ্জরস্থ অস্থিসমূহকে রুদ্রদেব ছেদন ক'রে ফেলুন। হে মাংসভক্ষী পিশাচগণ! রুদ্র দেবতা তোমাদের কণ্ঠসমূহকে ছেদন ক'রে দিন। বীর্যময়ী ঔষধিসমূহও তোমাদের যম-প্রাপ্তি ঘটাক ॥ ২॥ হে মিত্রাবরুণ! আমরা যেন নির্ভয় হয়ে এই দেশে থাকতে পারি। তোমরা এই মাংসভক্ষী রাক্ষসগুলিকে আমাদের নিকট হ'তে বিতাড়িত ক'রে দাও। ওদের যেন কোন ভূমি এবং আশ্রয়দাতা না মেলে। ওরা পরস্পর বিহন্যমান হয়ে (অর্থাৎ হানাহানি ক'রে) নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যাক ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ইন্দ্রস্তবঃ

[ঋষি : জাটিকায়ন।- দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্‌।]

যস্যেদমা রজো যুজস্তুজে জনা বনং স্বঃ।
ইন্দ্রস্য রন্ত্যং বৃহৎ ॥ ১॥
নাধৃষ আ দধুষতে ধৃযাণো ধৃষিতঃ শবঃ।
পুরা যথা ব্যথিঃ শ্রব ইন্দ্রস্য নাধৃযে শবঃ ॥ ২॥
স নো দদাতু তাং রয়িমুরুং পিশঙ্গসংদৃশম্‌।
ইন্দ্রঃ পতিস্তুবিষ্টমো জনেম্বা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে মনুষ্যগণ! যে ইন্দ্রের রঞ্জক-জ্যোতি শত্রু-হিংসার প্রেরণা জোগায়, তাঁর সেই সেবনীয় তেজকে তোমরা গ্রহণ করো ॥ ১॥ সেই ইন্দ্র অপরের দ্বারা তিরস্কৃত না হয়ে আপন তেজে শত্রুকে দমিত ক'রে দেন। বৃত্রবধের সময়ে তাঁর বলকে কেউ অবদমিত করতে পারেনি; সেই রকম আজও কারো দ্বারা অভিভূত হয়নি ॥ ২॥ সেই ইন্দ্র আমাদের পীতবর্ণের প্রভূত সুবর্ণ প্রদান করুন। সেই দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদির অধিস্বামী, সকল রকমে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র আদ্যেন তৃচেন পিশাচরক্ষোজনিতভয়নিবৃত্তয়ে সূত্রোক্ত- প্রকারেণ অগ্নিং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পুরোডাশং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।... 'যস্যেদমা রজঃ' ইতি তৃচেন কৃষিকর্মাণি ক্ষেত্রং গত্বা যুগলাঙ্গলং বধ্নাতি।...ইত্যাদি।। (৬কা. ৪অ. ১-২সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটির দ্বারা পিশাচ-রাক্ষস-জনিত ভয় নিবৃত্তির নিমিত্ত সূত্রোক্ত প্রকারে অগ্নিকে তিন বার প্রদক্ষিণ ক'রে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া কর্তব্য।...দ্বিতীয় সূক্তের দ্বারা কৃষিকর্মের উদ্দেশে ক্ষেত্রে গমন ক'রে যুগল লাঙ্গল বন্ধন করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৪অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্‌

[ঋষি : চাতন। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী]

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয় বৃষভায় ক্ষিতীনাম্‌।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ১॥
যো রক্ষাংসি নিজূর্বত্যগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ২॥
যঃ পরস্যাঃ পরাবতস্তিরো ধন্বাতিরোচতে।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৩॥

যো বিশ্বাভি বিপশ্যাতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৪॥
যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত।
স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে স্তোতা! ইচ্ছিত-বর্ষক (অর্থাৎ কামবর্ষণশীল), যাতুধানবর্গের সংহারক, অগ্নিকে স্তুতি-করণশালী বাণীসমূহ উচ্চারণ করো। সেই অগ্নিদেবতা আমাদের রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদি হ'তে মুক্ত করুন ॥ ১॥ যে অগ্নি আপন তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা যাতুধানগণকে বিনাশ করেন, তিনি আমাদের শত্রুগণ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ২॥ যে অগ্নিদেব জল-বিহীন মরুভূমিতে রেতঃ-রূপে অধিক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেন (অথবা যে অগ্নি অত্যন্ত দূরদেশ হ'তে জলবর্জিত দেশকে অন্তর্হিত ক'রে অতিশয়রূপে দীপ্যমান হন), তিনি রাক্ষস, পিশাচ ও শত্রুগণ হ'তে আমাদের মুক্ত করুন ॥ ৩॥ যে অগ্নিদেব জঠরাগ্নি ইত্যাদি অনেক রূপে দর্শন দান করেন এবং সূর্যরূপে সকল ভুবনকে প্রকাশ করেন, সেই অগ্নিদেব রাক্ষস, পিশাচ ও শত্রুগণ হ'তে আমাদের মুক্ত করুন ॥ ৪॥ এই পৃথিবীর উপরস্থ অন্তরিক্ষলোকে যে সূর্যাত্মক অগ্নি প্রকট হয়ে থাকেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের রাক্ষস, পিশাচ, শত্রু ইত্যাদি হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৫॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বৈশ্বানরঃ

[ঋষি : কৌশিক। দেবতা : বৈশ্বানর। ছন্দ : গায়ত্রী]

বৈশ্বানরো ন ঊতয় আ প্র যাতু পরাবতঃ।
অগ্নির্নঃ সুষ্টুতীরুপ ॥ ১॥
বৈশ্বানরো ন আগমদিমং যজ্ঞং সজূরুপ।
অগ্নিরুক্‌থেষ্বংহসু ॥ ২॥
বৈশ্বানরোঽঙ্গিরসাং স্তোমমুক্‌থং চ চাক্লৃপৎ।
ঐষু দ্যুম্নং স্বর্যমৎ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সকল মনুষ্যের হিতকরী (বৈশ্বানর) অগ্নিদেব দূর দেশ হ'তে আমাদের রক্ষার্থে আগমন পূর্বক আমাদের সুন্দর স্তুতিগুলি শ্রবণ করুন ॥ ১॥ সেই বৈশ্বানর অগ্নিদেব আমাদের সমীপে আগমন ক'রে আমাদের স্তুতি রূপ উক্থ-মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে যজ্ঞে স্থিত হোন ॥ ২॥ বৈশ্বানর অগ্নিদেব অঙ্গিরা মহর্ষিগণের স্তোম ও শস্ত্র নামক স্তুতিকে সমর্থ ক'রে, তাঁদের উজ্জ্বল যশ ও অন্ন প্রাপ্ত হওয়ার বিধি রচনা ক'রে, শোভন স্বর্গকে প্রাপ্তি করিয়ে দিয়েছেন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্রাগ্নয়ে বাচং' ইতি পঞ্চর্চেন রক্ষোগ্রহজনিতপীড়ানিবৃত্তয়ে সমিদাজ্যশষ্কুল্যন্তানি ত্রয়োদশ দ্রব্যাণি জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি। 'বৈশ্যানরো ন ঊতয়' (৬।৩৫) 'ঋতাবানং বৈশ্বানরং' (৬।৩৬) ইতি তৃচাভ্যাং সর্বভৈষজ্যকর্মণি উদকহরিদ্রাসর্পিরাদিকপায়নদ্রব্যাণি অভিমন্ত্র্য

পারয়েৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৪অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চ-ঋক্ সমন্বিত (পঞ্চর্চেন) তৃতীয় সূক্তটির দ্বারা রাক্ষস গ্রহ জনিত পীড়া নিবৃত্তির উদ্দেশে সমিৎ, আজ্য, শষ্কুলী ইত্যাদি ত্রয়োদশ সংখ্যক দ্রব্য আহুতি প্রদান করণীয়। চতুর্থ সূক্তটি ও তার পরবর্তী (৫ম) সূক্তটির দ্বারা সকল ভৈষজ্যকর্মে জল, হরিদ্রা ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ অভিমন্ত্রিত করে ব্যাধিত জনকে খাওয়ানো কর্তব্য।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৪অ. ৩-৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বৈশ্বানরঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : গায়ত্রী]

ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্।
অজস্রং ঘর্মমীমহে ॥ ১॥
স বিশ্বা প্রতি চাক্লৃপ ঋতূংরুৎ সৃজতে বশী।
যজ্ঞস্য বয়ঃ উত্তিরন্ ॥ ২॥
অগ্নিঃ পরেষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য।
সম্রাডেকো বি রাজতি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা সেই বৈশ্বানর অগ্নির উপাসনা করছি, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠাবান এবং যজ্ঞানুষ্ঠাত্মক জ্যোতির অধিপতি এবং সদৈব প্রকাশমান থাকেন। তাঁর নিকট হ'তে আমরা উত্তম (ঈপ্সিত) ফল প্রার্থনা করছি ॥ ১॥ সকল প্রজাকে ফলদানশীল এই বৈশ্বানর অগ্নি দেবতাগণকে যজ্ঞাত্মক অন্ন প্রাপ্ত করাতে এবং সূর্য রূপে বসন্ত ইত্যাদি ঋতুসমূহকে রচনা করছেন ॥ ২॥ একমাত্র অগ্নিই উত্তম স্থানসমূহের অধিস্বামী; তিনি উৎপাদিত ও উৎপাদ্যমান প্রাণীসমূহকে তাদের ঈপ্সিত ফল প্রদান করণের নিমিত্ত অধিক তেজস্বীরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকেন ॥৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শাপমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকামঃ। দেবতা : চন্দ্রমা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উপ প্রাগাৎ সহস্রাক্ষো যুক্ত্বা শপথো রথম্।
শপ্তারমন্বিচ্ছন্ মম বৃক ইবাবিমতো গৃহম্ ॥ ১॥
পরি ণো বৃঙ্গ্ধি শপথ হ্রদমগ্নিরিবা দহন্।
শপ্তারমত্র নো জহি দিবো বৃক্ষমিবাশনিঃ ॥ ২॥
যো নঃ শপাদশপতঃ শপতো যশ্চ নঃ শপাৎ।
শুনে পেষ্ট্রমিবাবক্ষামং তং প্রত্যস্যামি মৃত্যবে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শাপক্রিয়ার কর্তা হয়ে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র রথে আরোহিত হয়ে (বা অশ্ব সংযুক্ত ক'রে) আমাদের নিকট আগমন করুন এবং আমাদের শাপ প্রদানশীল শত্রুর প্রতি সেই ভাবেই জিঘাংসু হয়ে উঠুন, যেভাবে মেষপালকের গৃহে অগমন ক'রে বৃক (নেকড়ে বাঘ বা শৃগাল) তত্রত্য মেষগুলিকে হনন করে ॥১॥ হে শপথ (শাপক্রিয়ার কর্তা)! তুমি বাধক হয়ো না, আমাদের পরিত্যাগ করো। যেমন পতনশীল বিদ্যুৎ বা বজ্র বৃক্ষকে ভস্ম করে, তেমনভাবেই তুমি আমাদের শাপ-প্রদানকারী শত্রুসমূহকে ভস্ম ক'রে দাও ॥২॥ আমরা শাপ প্রদান ক'রি না, পরন্তু যে শত্রু আমাদের শাপ প্রদান করে বা কঠোর ভাষণ প্রয়োগ করে, এমন উভয়বিধ শত্রুকে কুক্কুরের সম্মুখে পিষ্টময় খাদ্যের (পিঠা বা রুটির) মতো মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করো ॥৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ঋতাবানং বৈশ্বানরং' ইতি তৃচস্য সর্বরোগভৈষজ্যকর্মণি পূর্বতৃচেন সহ উক্ত বিনিয়োগঃ।....'উপ প্রাগাৎ সহস্রাক্ষঃ' ইতি তৃচেন অভিচারজনিত দোষনিবৃত্তয়ে অভিমন্ত্রিতায়াঃ শ্বেতমৃত্তিকায়াঃ শুনে প্রদানং সম্পাতিত্যাভিমন্ত্রিত-পালাশমণিপ্রদানং ইঙ্গিডহোমং সমিদাধানং বা কুর্যাৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৪অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — উপযুক্ত পঞ্চম সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী (চতুর্থ) সূক্তের মতো সর্বভৈষজ্যকর্মে উক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ সূক্তের দ্বারা অভিচারজনিত দোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত শ্বেত মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত ক'রে কুক্কুরকে প্রদেয়। সেইরকমে সম্পাতিত অভিমন্ত্রিত পালাশমণি প্রদান, ইঙ্গিড়হোম অথবা সমিদাধান করণীয়।... ইত্যাদি। মন্ত্রের মধ্যে 'সহস্রাক্ষো যুক্তবা' শব্দদ্বয় দর্শন ক'রে আচার্য সায়ণ 'ইন্দ্র'-কে লক্ষ্য করেছেন। সেইমতো ব্যাখ্যাও করেছেন। কিন্তু এখানে সহস্রাক্ষ অর্থে যদি সহস্রাংশু ধরা যায়, তাহলে ইন্দ্রের পরিবর্তে 'সূর্যে' লক্ষ্য আসে। আবার, অসংখ্য অংশুমান হিসেবে 'চন্দ্র'-কেও লক্ষ্য করা যায়। সেই দিক থেকে, আমাদের মনে হয়, এই ষষ্ঠ সূক্তের শাপক্রিয়ার কর্তা-রূপ দেবতা চন্দ্রমা। এই সূক্তের উদ্দিষ্ট দেবতাও 'চন্দ্রমা'। অবশ্য, এটি আমাদেরই ধৃষ্টতাজনিত ধারণা হ'তে পারে॥ (৬কা. ৪অ. ৫-৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : বর্চস্যম্

[ঋষি : অথর্বা (বর্চস্কামঃ)। দেবতা : ত্বিষি, বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সিংহে ব্যাঘ্র উত যা পৃদাকৌ ত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥১॥
যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চস্য সংবিদানা ॥২॥
রথে অক্ষেষ্বৃষভস্য বাজে বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥৩॥
রাজন্যে দুন্দুভাবায়তায়ামশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ।
ইন্দ্রং-যা দেবী সুভগা জজানসা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — সিংহ, ব্যাঘ্রে ও সর্পের মধ্যে যে আক্রমণাত্মক তেজ (ত্বিষি অর্থাৎ দীপ্তি বা

কান্তি) আছে, অগ্নির মধ্যে যে দাহরূপ তেজ আছে, ব্রাহ্মণের মধ্যে যে শাপরূপ তেজ আছে, সূর্যের মধ্যে যে তাপরূপ তেজ আছে, সেই সকল তেজের দ্বারাই ইন্দ্র প্রকট হয়েছেন। সেই তেজোরূপা সৌভাগ্যময়ী দেবী আমাদের অভীপ্সিত তেজের সাথে মিলিত হয়ে প্রাপ্ত হোন ॥ ১ ॥ হস্তীতে বলোৎকর্ষরূপে; ব্যাঘ্রেতে হিংসনরূপে; স্বর্ণেতে বর্ণোৎকর্ষরূপে এবং জল, গাভী ও পুরুষে তাদের সাধারণরূপ যে তেজ (ত্বিষি অর্থাৎ দীপ্তি বা কান্তি) আছে, সেগুলির দ্বারাই সৌভাগ্যযুক্তা (ত্বিষ্যাত্মিকা) দেবী ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছেন। সেই তেজোরূপা দেবী আমাদের অভীপ্সিত তেজের সাথে মিলিত হয়ে প্রাপ্ত হোন ॥ ২ ॥ বর্ষা কারক মেঘে, গমন-সাধন-রূপ রথে, সেচনসামর্থ্যযুক্ত বৃষে, দ্রুত বেগশালী বায়ু ও মেঘের অধিপতি বরুণের মধ্যে যে তেজ বা দীপ্তি আছে, সেগুলির দ্বারাই সৌভাগ্যযুক্তা দীপ্তিময়ী দেবী ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছেন। সেই তেজোরূপা দেবী আমাদের অভীপ্সিত তেজের সাথে মিলিত হয়ে প্রাপ্ত হোন ॥ ৩ ॥ রাজপুত্রের অভিষেকে বাদিত দুন্দুভিতে, অশ্বের শীঘ্র গমনে ও পুরুষের উচ্চ রবের মধ্যে যে তেজ আছে, এবং এই যে তেজগুলির দ্বারাই যে সৌভাগ্যযুক্তা দেবী ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছেন, সেই তেজোরূপা দেবী আমাদের অভীপ্সিত তেজের সাথে মিলিত হয়ে প্রাপ্ত হোন ॥ ৪ ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : বর্চস্যম্

[ঋষি : অথর্বা (বর্চস্কামঃ)। দেবতা : বৃহস্পতি, ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যশো হবির্বর্ধতামিন্দ্রজূতং সহস্রবীর্যং সুভৃতং সহস্কৃতম্।
প্রসর্স্রাণমনু দীর্ঘায় চক্ষসে হবিষ্মন্তং মা বর্ধয় জ্যেষ্ঠতাতয়ে ॥ ১ ॥
অচ্ছা ন ইন্দ্রং যশসং যশোভির্যশস্বিনং নমসানা বিধেম।
স নো রাস্ব রাষ্ট্রমিন্দ্রজূতং তস্য তে রাতৌ যশসঃ স্যাম ॥ ২ ॥
যশা ইন্দ্রো যশা অগ্নির্যশাঃ সোমো অজায়ত।
যশা বিশ্বস্য ভূতস্যাহমস্মি যশস্তমঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের দ্বারা ইন্দ্রকে প্রদানশালিনী অত্যন্ত শক্তিময়ী, বলদায়িনী, পরাভবকারিণী, যশোদাত্রী হবিঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। হে ইন্দ্রদেব! সেই হবিঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আমা হেন হবির্যুক্ত যজমানকে চিরকাল বৃদ্ধিসম্পন্ন ক'রে রাখো ॥ ১ ॥ যশোদাতা ইন্দ্র আমাদের সম্মুখে বর্তমান; আমরা তাঁকে নমস্কার ইত্যাদির দ্বারা পরিচর্যা করবো। হে ইন্দ্র! সেই হেন তোমার প্রদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে আমরা যশস্বী হয়ে থাকি ॥ ২ ॥ ইন্দ্র, অগ্নি ও সোম যশ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ক'রে উৎপন্ন (সৃষ্ট) হয়েছেন। এঁদের যশস্বী হওয়ার ন্যায় আমি হেন যশের কামনাশালীও দেবতা ও মনুষ্য ইত্যাদি জীবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যশস্বী হবো ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সিংহে ব্যাঘ্রে' 'যশো হবিঃ' ইতি তৃচাভ্যাং বর্চস্কামঃ স্নাতক সিংহব্যাঘ্রাদীনাং সূত্রোক্তানাং সপ্তানাং অন্যতমস্য নাভিলোমমণিং লাক্ষাহিরণ্যাভ্যাং বেষ্টায়ত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র বধ্নীয়াৎ।। তথা আভ্যামেব তৃচাভ্যাং পালাশাদিদশশান্তবৃক্ষশকলনির্মিতমণিং লাক্ষাহিরণ্যবেষ্টিতং

সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বর্চস্কামো বধ্নীয়াৎ॥ সূত্রিতং হি। .... তথা উৎসর্জনাখ্যে কর্মণি আভ্যাং তৃচাভ্যাং আজ্যং হুত্বা রসেষু সম্পাতান্ আনয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৪অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তদ্বয়ের দ্বারা তেজস্কামী জন সূত্রোক্ত স্নাতক, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদির মধ্যে যে কোনও একটির নাভিলোম-মণি লাক্ষা ও হিরণ্যের সাথে বেষ্টন পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে ধারণীয়। তথা এই দুই সূক্তের দ্বারাই পালাশ ইত্যাদি দশ-শান্ত বৃক্ষখণ্ডে নির্মিত মণি ঐভাবে বর্চস্কামী জনকে ধারণ করানো কর্তব্য। তথা উৎসর্জন নামে আখ্যাত কর্মে ঐ সূক্তদ্বয়ের দ্বারা আজ্য আহুত করণীয়।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৪অ. ৭-৮সূ)॥

◆

নবম সূক্ত : অভয়ম্

[ঋষি : অথর্বা (অভয়কামঃ), অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকামঃ)। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী, চন্দ্রমা, সবিতা, সপ্তঋষিসমুদায়, ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্]

অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী ইহাস্তু নোঽভয়ং সোমঃ সবিতা নঃ কৃণোতু।
অভয়ং নোঽস্তূর্বন্তরিক্ষং সপ্তঋষীণাং চ হবিষাভয়ং নো অস্তু ॥ ১॥
অস্মৈ গ্রামায় প্রদিশশ্চতস্র ঊর্জং সুভূতং স্বস্তি সবিতা নঃ কৃণোতু।
অশত্রিন্দ্রো অভয়ং নঃ কৃণোত্বনাত্র রাজ্ঞামভি যাতু মন্যুঃ ॥ ২॥
অনমিত্রং নো অধরাদনমিত্রং ন উত্তরাৎ।
ইন্দ্রানমিত্রং নঃ পশ্চাদনমিত্রং পুরস্কৃধি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে দ্যাবা ও পৃথিবী! তোমাদের কৃপায় আমরা নির্ভয় হয়ে আছি। চন্দ্রমা, সূর্য এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত অন্তরিক্ষ আমাদের অভয় প্রদান করুক। সপ্ত-ঋষিগণের (অর্থাৎ-বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বসিষ্ঠ ও কশ্যপের) প্রাপ্তব্য হবিও আমাদের অভয় প্রদান করুক ॥ ১ ॥ হে সবিতা! আমাদের অধ্যুষিত গ্রামের চতুর্দিকে প্রভূত অন্ন উৎপন্ন হোক। আমাদের এই স্থানে সদা মঙ্গল বিরাজিত থাকুক। ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুভয় হ'তে মুক্ত রাখুন। তাঁর (অর্থাৎ ইন্দ্রের) কৃপায় আমাদের নিকট হ'তে রাজরোষ বহু দূরে গমন করুক ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! দক্ষিণদিক শত্রুরহিত করো, আমাদের উত্তর দিক শত্রুহীন করো, আমাদের পশ্চিম দিক শত্রুশূন্য করো, এবং আমাদের পূর্ব দিক শত্রুবর্জিত ক'রে দাও ॥৩॥

◆

দশম সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : চন্দ্রমা, সরস্বতী, মন ইত্যাদি দৈব্য ঋষিগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

মনসে চেতসে ধিয় আকূতয় উত চিত্তয়ে।
মত্যৈ শ্রুতায় চক্ষসে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ১॥

অপানায় ব্যানায় প্রাণায় ভূরিধায়সে।
সরস্বত্যা উরুব্যচে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ২॥
মা নো হাসিষুর্ঋষয়ো দৈব্যা যে তনূপা যে নস্তন্বস্তনূজাঃ।
অমর্ত্যা মর্ত্যা অভি নঃ সচধ্বমায়ুর্ধত্ত প্রতরং জীবসে নঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সুখ ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ-করণশালী মনের নিমিত্ত, জ্ঞানসাধন চেতনার নিমিত্ত, ধ্যান-সাধন বুদ্ধির নিমিত্ত, স্তুতি-সাধন মতির নিমিত্ত, জ্ঞানরূপ শ্রুতির নিমিত্ত এবং চাক্ষুষ জ্ঞানরূপ দর্শন শক্তির নিমিত্ত আমরা হব্য ইত্যাদির দ্বারা ইন্দ্রের পূজন (বা পরিচর্যা) করছি ॥ ১ ॥ মুখ ও নাসিকার দ্বারা বহির্বিনির্গত বায়ুর পুনরায় অন্তঃপ্রবেশরূপ অপাননব্যাপারকে, ঊর্ধ্ব ও অধোবৃত্তি পরিত্যাগের দ্বারা বায়ুর অবস্থানরূপ ব্যানব্যাপারকে ও শরীরস্থ প্রাণবায়ুকে মুখনাসিকার দ্বারা বহির্বিনির্গমনরূপ প্রাণনব্যাপারকে তথা প্রাণাপান ইত্যাদি বহুর ধারক মুখ্য প্রাণকে এবং সরস্বতী দেবীকে আমরা হব্য ইত্যাদির দ্বারা সেবা করছি ॥ ২॥ প্রাণাধিদেব সপ্ত ঋষি আমাদের শরীরের রক্ষক হোন, তাঁরা ইন্দ্রিয়রূপে উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁরা যেন আমাদের ত্যাগ না করেন। হে অবিনাশী দেবগণ। তোমরা আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আয়ুর স্থাপনা করো ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী' ইতি তৃচেন গ্রামাদ্যভয়কামঃ তস্যৈব প্রতিদিশং সপ্তর্ষীন্ যজতে উপতিষ্ঠতে বা। সূত্রিতং হি।...তথা সেনাভয়-নিবৃত্ত্যর্থং তস্যা প্রতিদিশং সপ্তর্ষীণাং যাগং উপস্থানং বা কুর্যাৎ।...'মনসে চেতসে ধিয়ে ' ইতি তৃচেন গোদানাখ্যে সংস্কারকর্মণি মহাব্রীহিময়ং স্থালীপাকং শান্ত্যদকেন অভ্যুক্ষ্য অভিমন্ত্র্য আয়ুষ্কামং মাণবকং প্রাশয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৪অ. ৯-১০সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তের দ্বারা গ্রাম ইত্যাদির অভয় কামনা পূর্বক তার চতুর্দিকে সপ্তার্ষির উদ্দেশে যাগ বা উপাসনা করণীয়। তথা সেনাভয় নিবৃত্তির নিমিত্তও প্রতি দিকে ঐরকম যাগ বা উপস্থান করণীয়। দশম সূক্তটির দ্বারা গোদান নামে আখ্যাত সংস্কার কর্মে মহাব্রীহিময় স্থালীপাক শান্ত্যদকের দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অভিমন্ত্রিত ক'রে আয়ুষ্কামী মানবককে খাওয়ানো কর্তব্য॥ (৬কা. ৪অ. ৯-১০সূ) ॥

◆ ◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পরস্পরচিত্তৈকীকরণম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : মন্যু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অব জ্যামিব ধন্বনো মন্যুং তনোমি তে হৃদঃ।
যথা সংমনসৌ ভূত্বা সখায়াবিব সচাবহৈ ॥ ১॥
সখায়াবিব সচাবহা অব মন্যুং তনোমি তে।
অধস্তে অশ্মনো মন্যুমুপাস্যামসি যো গুরুঃ ॥ ২॥

অভি তিষ্ঠামি তে মন্যুং পার্ষ্ণ্যা প্রপদেন চ।
যথাবশো ন বাদিযো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ধনুর্ধারী কর্তৃক ধনুকের দণ্ড হ'তে জ্যা উন্মুক্ত করণের ন্যায়, হে পুরুষ! আমি তোমার হৃদয় হ'তে ক্রোধকে অপসারিত ক'রে দিচ্ছি। আমরা উভয়ে যেন পরস্পর অনুরাগ রক্ষা ক'রে একমনাঃ হয়ে কার্য সাধন করতে পারি ॥ ১॥ আমরা এক মনে কার্যে নিয়োজিত হ'তে পারি, সেই কারণে আমি তোমার ক্রোধকে গুরুভার প্রস্তরের নীচে প্রেরিত করছি ॥ ২॥ আমি তোমার ক্রোধের উপর দণ্ডায়মান হয়ে পায়ের অগ্রভাগ এবং পার্ষ্ণির (গোড়ালির) দ্বারা সেই ক্রোধকে নিষ্পীড়ন পূর্বক আমার অধীন ক'রে নিচ্ছি। আমি তোমার ক্রোধকে অবদমিত ক'রে তোমাকে আপন অনুকূল ক'রে নিচ্ছি ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : মন্যুশমনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : মন্যুশমনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অয়ং দর্ভো বিমন্যুকঃ স্বায় চারণায় চ।
মন্যোর্বিমন্যুকস্যায়ং মন্যুশমন উচ্যতে ॥ ১॥
অয়ং যো ভূরিমূলঃ সমুদ্রমবতিষ্ঠতি।
দর্ভঃ পৃথিব্যা উত্থিতো মন্যুশমন উচ্যতে ॥ ২॥
বি তে হনব্যাং শরণিং বি তে মুখ্যাং নয়ামসি।
যথাবশো ন বাদিযো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই দর্ভ (কুশসমূহ), আপন জাতির অথবা শত্রুজনের ক্রোধকে নষ্ট করণে সমর্থ হয়ে সম্মুখে অবস্থান করছে। স্বভাবতঃ ক্রোধী ও কারণবশতঃ ক্রোধ-করণশালীর ক্রোধকে নিবারণের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ এক উপায়স্বরূপ ॥ ১॥ এই পুরোবর্তী কুশসমূহ অনেক মূলসম্পন্ন হয়ে তথা অধিক জলসম্পন্ন ভূভাগকে অবলম্বন ক'রে অবস্থিত রয়েছে। পৃথিবী হ'তে অন্তরিক্ষের দিকে উত্থিত এই দর্ভকে ক্রোধের শান্তি-করণশালী বলা হয়েছে ॥ ২॥ হে ক্রোধবন্ত! ক্রোধকে প্রকট-করণশালিনী তোমার হনুসম্বন্ধিনী ক্রোধাভিব্যঞ্জিকা ধমনিসমূহকে আমরা শান্ত ক'রে দিচ্ছি; এবং ক্রোধাবেশে মুখের উপর প্রকটশীলা ধমনিসমূহকেও শান্ত ক'রে দিচ্ছি। আমি তোমার ক্রোধকে অবদমন পূর্বক পরাধীন ক'রে তোমাকে আপন অনুকূল ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র আদ্যেন তৃচেন স্ত্রীপুরুষয়োঃ স্ত্রীবিষয়ে পুরুষস্য মন্যুবিনাশার্থং কুপিতং পুরুষং পশ্যন্ অস্মানং অভিমন্ত্র্য হস্তেন গৃহীত্বা 'সখায়ামিব' ইতি দ্বিতীয়াং ঋচং জপন্ অশ্মানং ভূমৌ প্রক্ষিপ্য 'অভি তিষ্ঠামি' ইতি তৃতীয়াং ঋচং জপন্ তস্যাশ্মন উপরি নিষ্ঠীবেৎ।। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি কুপিতস্য পুরুষস্য চ্ছায়ায়াং অনেন তৃচেন ধনুরভিমন্ত্র সজ্যং কুর্যাৎ। এবং পুরুষবিষয়ে স্ত্রিয়া

মন্যুবিনাশার্থং উক্তং কর্ম কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...তথা দীক্ষায়াং যজমানঃ ক্রোধে প্রাপ্তে এতং তৃচং জপেৎ।....সর্ববিষয়-মন্যুবিনাশার্থং 'অয়ং দর্ভ্য' ইতি তৃচেন দর্ভমূলং ঔষধিবৎ খাত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ১-২সূ)॥

টীকা — প্রথম সূক্তের দ্বারা স্ত্রী-বিষয়ে পুরুষের ক্রোধ অপনয়নের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ পুরুষকে দর্শন ক'রে একটি প্রস্তর অভিমন্ত্রিত ক'রে হস্তে ধারণ পূর্বক এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটি ('সখায়ামিব' ইত্যাদি) জপ ক'রে প্রস্তরটি ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত ক'রে পরবর্তী তৃতীয় মন্ত্রটি ('অভি তিষ্ঠামি' ইত্যাদি) জপ ক'রে তার উপর থুৎকার করণীয়। এমন কর্ম কুপিত পুরুষের ছায়াতেও এই সূক্তমন্ত্রে ধনুঃ অভিমন্ত্রিত ক'রে করণীয়। এই রকমেই পুরুষ-বিষয়ে স্ত্রীলোকের ক্রোধ অপনয়ন করা যায়। দীক্ষায় ক্রোধপ্রাপ্ত যজমান এই সূক্ত জপ করবেন।... সকল বিষয় সম্পর্কিত ক্রোধ অপনোদনের নিমিত্ত দ্বিতীয় সূক্তিটির দ্বারা দর্ভমূল ঔষধির মতো খনন পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে ধারণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : রোগনাশনম্

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

অস্থাৎ দ্যৌরস্থাৎ পৃথিব্যস্থাদ্ বিশ্বমিদং জগৎ।
অস্থুর্বৃক্ষা ঊর্ধ্বস্বপ্নাস্তিষ্ঠাদ্ রোগো অয়ং তব ॥ ১॥
শতং যা ভেষজানি তে সহস্রং সঙ্গতানি চ।
শ্রেষ্ঠমাস্রাবভেষজং বসিষ্ঠং রোগনাশনম্ ॥ ২॥
রুদ্রস্য মূত্রমস্যমৃতস্য নাভিঃ।
বিষাণকা নাম বা অসি পিতৃণাং মূলাদুত্থিতা বাতীকৃতনাশনী ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে প্রকারে গ্রহ নক্ষত্রসমূহের সাথে দ্যুলোক আপন স্থানে অবস্থান করছে, যে প্রকারে সকলের আধারভূত পৃথিবীও অবস্থিত আছে এবং যে প্রকারে এই জঙ্গম প্রাণীসমূহ পৃথিবীর উপর আশ্রিত আছে, যে প্রকারে এই বৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান হয়ে নিদ্রা অনুভব পূর্বক আপন স্থিতিতে অটল হয়ে থাকে, তেমনই, হে ব্যাধিত পুরুষ! তোমার রুধির স্থির ভাবে অবস্থান করুক, যেন ক্ষরিত (বাহিত) না হয় ॥ ১॥ হে রোগী! রোগকে প্রশমন করণশালিনী যে শত বা সহস্র সংখ্যক ঔষধি প্রাপ্য হয়ে থাকে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো এই রক্তস্রাব দূরীকরণশালী কর্ম ॥ ২॥ হে গোশৃঙ্গোদক! তুমি রুদ্রের মূত্রস্বরূপ এবং চিরকাল জীবনরূপ অমৃতকে বন্ধনশালী; অতএব তুমি রোগকে বিনাশ করো। হে গোশৃঙ্গ! তোমার বিষাণকা নাম (নাম বৈ) বিশেষভাবে রোগ-শমনের সূচক ও পিতৃদেবগণের মূল আস্রাব রোগের উপাদান স্বরূপ পাপকে নির্মূল করণশালী ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : অঙ্গিরা প্রভৃতি। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশন। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

পরোঽপেহি মনস্পাপ কিমশস্তানি শংসসি।
পরেহি ন ত্বা কাময়ে বৃক্ষাং বনানি সং চর গৃহেষু গোষু মে মনঃ ॥ ১॥
অবশসা নিঃশাসা যৎ পরাশসোপারিম জাগ্রতো যৎ স্বপন্তঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্যজুষ্টান্যারে অস্মদ্ দধাতু ॥ ২॥
যদিন্দ্র ব্রহ্মণস্পতেঽপি মৃষা চরামসি।
প্রচেতা ন আঙ্গিরসো দুরিতাৎ পাত্বংহসঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পাপে আসক্তি রক্ষণশালী আমার মন! তুমি আমা হ'তে দূরে থাকো, আমাদের দুঃস্বপ্ন প্রদর্শন করো না। তুমি অশোভন উক্তি আনয়ন ক'রে থাকো, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে কামনা ক'রি না। তুমি বৃক্ষভূয়িষ্ঠ বনানীতে প্রবেশ ক'রে সেখানেই অবস্থান করো। আমার মন স্ত্রী, পুত্র ও গো-ইত্যাদি পশুসমূহের মধ্যে যথোচিত ভাবে অবস্থান করুক ॥১॥ আমরা যে দুঃস্বপ্নের দ্বারা পীড়িত হচ্ছি, সেই দুঃস্বপ্নের কারণ রূপ পাপকে অগ্নিদেব আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে দিন ॥২॥ হে মন্ত্রস্বামী ব্রহ্মণস্পতি! হে ইন্দ্রদেব! পাপবশ যে দুঃস্বপ্নের দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা মিথ্যালোকে বিচরণ ক'রি, সেই পাপ হ'তে আঙ্গিরস-মন্ত্রশালী (প্রচেতা বা প্রকৃষ্টজ্ঞানশালী) বরুণ আমাদের রক্ষা করুন ॥৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অস্মাদ্ দ্যৌঃ' ইতি তৃচেন অপবাদভৈষজ্যকর্মণি স্বয়ং পতিতং গোশৃঙ্গং সম্পাত্য তদ্ উদকে নিধায় অভিমন্ত্র্য তদ্ উদকং আচময়েৎ প্রোক্ষেচ্চ। সূত্রিতং হি।...'পরোপেহি' ইতি তৃচেন দুঃস্বপ্নদর্শননিমিত্তদোষ নির্হরণার্থং উত্থায় মুখং প্রক্ষালয়েৎ। তথা অতিঘোরদুঃস্বপ্নদোষনির্হরণ-কর্মণি ব্রীহিযবগোধূমাদি মিশ্রধান্যময়ং পুরোডাশদ্বয়ং কৃত্বা একং অনেন তৃচেন অগ্নৌ জুহুয়াৎ। অপরংশত্রুক্ষেত্রে নিদধ্যাৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — তৃতীয় সূক্তটির দ্বারা অপবাদের ভৈষজ্যকর্মে স্বয়ংপতিত গোশৃঙ্গ সম্পাতিত ক'রে জল রক্ষা পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে সেই জলে আচমন ও প্রোক্ষণ করণীয়। চতুর্থ সূক্তটির দ্বারা দুঃস্বপ্নদর্শননিমিত্ত দোষ নিবারণকল্পে শয্যা হ'তে উত্থিত হয়ে মুখ প্রক্ষালন কর্তব্য। তথা অতিঘোর দুঃস্বপ্ন দর্শনজনিত দোষ নিবারণ কর্মে ব্রীহি-যব-গোধূম ইত্যাদি মিশ্রিত দু'টি পুরোডাশ প্রস্তুত ক'রে একটি এই (৪র্থ) সূক্তের দ্বারা অগ্নিতে হোম করণীয়। অপর পুরোডাশটি শত্রুক্ষেত্রে প্রক্ষেপণীয়।...ইতাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : অঙ্গিরা, প্রচেতা ও যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশন। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

যো ন জীবোঽসি ন মৃতো দেবানামমৃতগর্ভোঽসি স্বপ্ন।
বরুণানী তে মাতা যমঃ পিতাররুর্নামাসি ॥ ১॥

বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং দেবজামীনাং পুত্রোঽসি যমস্য করণঃ।
অন্তকোঽসি মৃত্যুরসি।
তং ত্বা স্বপ্ন তথা সং বিদ্ম স নঃ স্বপ্ন দুষ্বপ্ন্যাৎ পাহি ॥ ২॥
যথা কলাং যথা শফং যথর্ণং সংনয়ন্তি।
এবা দুষ্বপ্ন্যং সর্বং দ্বিষতে সং নয়ামসি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে স্বপ্ন! তুমি প্রাণধারকও নও, মৃতও নও; তুমি জাগ্রতাবস্থার অনুভব হ'তে উৎপন্ন। হে স্বপ্ন! বরুণের পত্নী তোমার মাতা ও বরুণ তোমার পিতা। তুমি অররু (আর্তিকর অসুর) নামে অভিহিত ॥ ১॥ হে স্বপ্নাভিমানী দেবতা! আমরা তোমার জন্ম সম্পর্কে জ্ঞাত আছি। তুমি বরুণপত্নীর পুত্র। তুমি যমের ব্যাপার (কার্য) সাধন করণশীল। আমরা তোমাকে উত্তম প্রকারে জ্ঞাত আছি। তুমি দুঃস্বপ্নের ভীতি হ'তে আমাদের রক্ষা-করণশালী ॥ ২॥ যেমন ঋণী মনুষ্য ধন প্রত্যর্পণের দ্বারা ঋণকে চুকিয়ে দেয়, যেমন গাভীর খুর ইত্যাদি দূষিত অঙ্গকে ছেদন ইত্যাদি কর্মের দ্বারা দূর করা হয়, তেমনই আমরা দুঃস্বপ্ন হ'তে সঞ্জাতব্য ভয়সমূহকে নিজেদের নিকট হ'তে দূর ক'রে শত্রুদের উপর আরোপিত (প্রেরিত) ক'রে দেবো ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অঙ্গিরা, প্রচেতা। দেবতা : অগ্নি, বিশ্বে দেবা, সুধন্বা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নিঃ প্রাতঃসবনে পাত্বস্মান্ বৈশ্বানরো বিশ্বকৃদ্ বিশ্বশংভূঃ।
স নঃ পাবকো দ্রবিণে দধাত্বায়ুষ্মন্তঃ সহভক্ষাঃ স্যাম ॥ ১॥
বিশ্বে দেবা মরুত ইন্দ্রো অস্মানস্মিন্ দ্বিতীয়ে সবনে ন জহ্যুঃ।
আয়ুষ্মন্তঃ প্রিয়মেষাং বদন্তো বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ২॥
ইদং তৃতীয়ং সবনং কবীনামৃতেন যে চমসমৈরয়ন্ত।
তে সৌধন্বনাঃ স্বরানশানাঃ স্বিষ্টিং নো অভি বস্যো নয়ন্তু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সেই অগ্নিদেবতা প্রাতঃসবন কর্মে আমাদের রক্ষা করুন। সেই বিশ্বের কর্তা, প্রাণীবর্গের হিতৈষী, দুঃখকে শান্ত করণশালী (বৈশ্বানর) আমাদের যজ্ঞের ফলরূপ ধনে স্থাপিত করুন। তাঁর কৃপায় আমরা দীর্ঘায়ু লাভ ক'রে জীবিত থেকে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথে একত্রে ভোজন করতে থাকবো ॥ ১॥ ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যক মরুৎ ও তাঁদের অধিস্বামী ইন্দ্রদেব আমাদের অর্থাৎ এই ঋত্বিক ও যজমানদের দ্বিতীয় সবনে যেন ত্যাগ না করেন। আমরা তাঁদের প্রসন্ন-করণশীল স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ ক'রে শতায়ু লাভ করবো এবং তাঁদের কৃপার পাত্র হয়ে থাকবো ॥ ২॥ এই তৃতীয় সবন সেই ঋতু-দেবতাগণের, যাঁরা সোম-ভক্ষণের পাত্র এই চমসকে আপন শিল্পকর্মের দ্বারা প্রস্তুত করেছিলেন। সেই ঋভুগণ, (অর্থাৎ সুধন্বা অঙ্গিরার ঋভু, বিভু ও বাজ

নামে পুত্রত্রয়), রথ চমস্ ইত্যাদি নির্মাণের কারণে দেবত্ব লাভ করেছেন। এই হেন সেই ঋভুগণ যজ্ঞের উত্তম ফলকে স্মৃতিতে রক্ষা ক'রে আমাদের সিদ্ধি প্রাপ্ত করান ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যো ন জীবঃ' ইতি তৃচেন দুঃস্বপ্নজনিতদোষনিবৃত্তিকামঃ 'পরোপেহি' (৪৫) ইতি তৃচোক্তানি কর্মাণি কুর্যাৎ।....'অগ্নি প্রাতঃসবনে ইতি ত্রিসৃভির্ঋগ্‌ভির্য্যথাক্রমং প্রাতরাদিত্রিষু সবনেষু সবনসমাপ্তিহোমান্ জুহুয়াৎ। ....ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — পঞ্চম সূক্তটির দ্বারা দুঃস্বপ্ন ও অতিঘোর দুঃস্বপ্নজনিত দোষ নিবৃত্তির কামনায় বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ৪র্থ সূক্তে উক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ সূক্তের দ্বারা যথাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন-সবন ও তৃতীয় সবনের সমাপ্তিহোম করণীয়।...ইত্যাদি। পঞ্চম সূক্তের প্রথমে স্বপ্নকে যে 'ন জীবোহসি ন মৃতোহসি' বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যা এই যে, ''মিথ্যাপরিকল্পিতস্বভাবত্বাৎ স্বপ্নস্য জীবনমরণয়োঃ প্রাণিধর্ময়োরসম্ভব ইত্যর্থঃ'।—অর্থাৎ স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে জীবের মিথ্যা কল্পনা হ'তে সঞ্জাত, সুতরাং জীবন বা মৃত্যুরূপে প্রাণীর যে ধর্ম, তা স্বপ্নের মধ্যে থাকা অসম্ভব ॥ (৬কা. ৫অ. ৫-৬সূ) ॥ ৪॥

◆

সপ্তম সূক্ত : স্বস্তিবচনম্

[ঋষি : অঙ্গিরা, প্রচেতা ও যম। দেবতা : শ্যেন, ঋভু, বৃষা। ছন্দ : উষ্ণিক্]

শ্যেনোহসি গায়ত্রচ্ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা ॥ ১॥
ঋভুরসি জগচ্ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা ॥ ২॥
বৃষাসি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে প্রশংসনীয় গতিশালী প্রাতঃসবনে সাধিতব্য যজ্ঞ! তুমি বাজপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী। তোমার স্তোত্রসমূহে গায়ত্রী ছন্দের আধিক্য থাকার কারণে তুমি গায়ত্রচ্ছন্দা। আমি তোমাকে দণ্ডের ন্যায় গ্রহণ করছি, অতএব তুমি আমাকে যজ্ঞের অন্তিম শ্রেষ্ঠ ঋক্-সমূহ প্রাপ্ত করাও (অর্থাৎ যজ্ঞের সুষ্ঠু সমাপ্তি ঘটাও)। তোমার উদ্দেশে এই স্বাহাকৃত হবিঃ আহুত হচ্ছে ॥ ১॥ হে তৃতীয় সবনশালী যজ্ঞ! জগতী ছন্দের অধিক প্রয়োগ হওয়ার কারণে তুমি জগচ্ছন্দা। ঋভুগণকে প্রসন্ন করণশালী হওয়ার কারণে তুমি ঋভু-নামধারী। আমি তোমাকে দণ্ডের ন্যায় গ্রহণ করছি। তুমি আমাকে যজ্ঞের অন্তিম শ্রেষ্ঠ ঋক্-সমূহ প্রাপ্ত করাও। তোমার উদ্দেশে এই স্বাহাকৃত হবিঃ আহুত হচ্ছে ॥ ২॥ হে মাধ্যন্দিন সবনশালী যজ্ঞ! তোমার স্তোত্রসমূহে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের অধিক প্রয়োগ হওয়ার কারণে তুমি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দা, এবং সেচন-সমর্থ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করণশালী হওয়ার কারণে তুমি ইন্দ্র-রূপ। আমি তোমাকে দণ্ডের ন্যায় গ্রহণ করছি। তুমি আমাকে যজ্ঞের অন্তিম শ্রেষ্ঠ ঋক্-সমূহ প্রাপ্ত করাও। তোমার উদ্দেশে এই স্বাহাকৃত হবিঃ আহুত হচ্ছে ॥ ৩॥

অষ্টম সূক্ত : অগ্নিস্তবঃ

[ঋষি : গার্গ্য। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী]

নহি তে অগ্নে তন্বঃ ক্রুরমানংশ মর্ত্যঃ।
কপির্বভস্তি তেজনং স্বং জরায়ু গৌরিব ॥ ১॥
মেষ ইব বৈ সং চ বি চোর্বচ্যসে যদুত্তরদ্রাবুপরশ্চ খাদতঃ।
শীর্ষ্ণা শিরোঽপ্সসাপ্সো অর্দয়ন্নংশূন্ বভস্তি হরিতেভিরাসভিঃ ॥ ২॥
সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যব্যাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।
নি যন্নিয়ন্ত্যপরস্য নিষ্কৃতিং পুরূ রেতো দধিরে সূর্যশ্রিতঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! বানরের ন্যায় চঞ্চল গতিশালিনী ও দেহগত জলকে পানকারিণী তোমার শিখাসমূহ এই জীব-দেহকে সেইভাবেই ভস্ম ক'রে দেয়, যেভাবে প্রসূতা গাভীর দ্বারা প্রসবের পর ভূমিতে পতিত আপন জরায়ু (গর্ভবেষ্টন ঝিল্লি) ভক্ষিত হয়ে থাকে ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি দহন-যোগ্য পুরুষের দেহে সেই রকমে ব্যাপ্ত হয়ে থাকো। যেমন শুষ্ক তৃণময় বনের মধ্যে গমন ক'রে মেষসমূহ সেই তৃণরাশিকে ভক্ষণের নিমিত্ত ব্যাপ্ত হয়ে যায়। বৃক্ষযুক্ত বনে সঞ্চরণশীল দাবাগ্নি ও শবকে ভস্ম-করণশালী শবাগ্নি যখন ভস্ম করতে থাকে, তখন তারা বৃক্ষ বা পুরুষকে, (জীবদেহকে) ভস্ম করতে করতে সোম ইত্যাদি লতাকেও ভক্ষণ ক'রে থাকে ॥ ২॥ হে অগ্নি! তোমার জ্বালাসমূহ আনন্দে উৎফুল্ল কৃষ্ণমৃগের লম্ফ-ঝম্পের ন্যায় আকাশে উত্থিত হয়ে নৃত্য করছে। তারা (অর্থাৎ তোমার সেই শিখাসমূহ) বাজ পক্ষীর ন্যায় বেগশালিনী হয়ে দাহাত্মক ধ্বনি উৎসারিত করছে। তারা অধিক ধূম উৎপন্ন ক'রে মেঘসমূহকে রচনা করছে। হে অগ্নি! সূর্যমণ্ডলকে প্রাপ্ত হয়ে তোমার দীপ্তিসমূহ, প্রাণীবর্গের উপাদান-রূপ বৃষ্টির জলকে সংসারের নিমিত্ত ধারণ করছে ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শ্যেনোঽসি' ইতি তৃচেন উপনীতস্য মাণবকস্য আচার্য্যো দণ্ডং অভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ। সোপি মাণবকঃ এতৎ তৃচং জপন্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ। ...তথা অভয়কামঃ অনেন তৃচেন সপ্তর্ষীন্ যজতে উপতিষ্ঠতে বা ।...তথা 'শ্যেনোঽসি' ইত্যাদ্যাভির্ঋগ্‌ভিঃ যথাক্রমং সবনসমাপ্তিহোমান্ জুহুয়াৎ।...'নহি তে অগ্নে' ইতি তৃচেন মৃতাচার্যদহনাগ্নৌ শ্রেয়াস্কামো ব্রহ্মচারি সূত্রোক্তপ্রকারেণ পুরোডাশং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি ....ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — সপ্তম সূক্তের দ্বারা আচার্য কর্তৃক উপনীত মানবককে অভিমন্ত্রিত দণ্ড প্রদান, অভয়কামী ব্যক্তি কর্তৃক সপ্তর্ষির যাগ করণ, তিনটি সবনে ব্রহ্মা কর্তৃক যজমানকে পাঠ করানো এবং যথাক্রমে সবনের সমাপ্তি-হোম কর্তব্য। অষ্টম সূক্তের দ্বারা মঙ্গলকামী ব্রহ্মচারী কর্তৃক সূত্রোক্ত প্রকারের দ্বারা পুরোডাশ হোম করণীয় ॥ (৬কা. ৫অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : অভয়যাচনা

[ঋষি : অথর্বা (অভয়কামঃ)। দেবতা : অশ্বিনদ্বয়। ছন্দ : জগতী, পংক্তি]

হতং তর্দং সমঙ্কমাখুমশ্বিনা ছিন্তং শিরো অপি পৃষ্টীঃ শৃণীতম্।
যবান্নেদদানপি নহ্যতং মুখমথাভয়ং কৃণুতাং ধান্যায় ॥ ১॥
তর্দ হৈ পতঙ্গ হৈ জভ্য হা উপক্বস।
ব্রহ্মেবাসংস্থিতং হবিরনদন্ত ইমান্ যবানহিংসন্তো অপোদিত ॥ ২॥
তর্দাপতে বঘাপতে তৃষ্টজম্ভা আ শৃণোত মে।
য আরণ্যা ব্যদ্বরা যে কে চ স্থ ব্যদ্বরাস্তাংস্তান্ত্সর্বান্ জম্ভয়ামসি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা এই হিংসক আখুদের (মূষিকদের) বিনাশ পূর্বক তাদের শিরগুলি বিচ্ছিন্ন ক'রে দাও, তাদের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ ক'রে দাও। তোমরা আমাদের ব্রীহি যব ইত্যাদি ধান্যকে রক্ষা করণের নিমিত্ত তাদের মুখগুলি বন্ধ ক'রে দাও ॥ ১॥ হে হিংসক মূষক, পতঙ্গ ইত্যাদি! তোরা উপদ্রবী হওয়ার কারণে হিংসার যোগ্য। ব্রহ্মের সমতুল্য ভয়ঙ্কর এই হবিঃ তোদের বিনাশ-করণের নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সমর্পণ করা হ'তে যাচ্ছে। অতএব এই হবিঃ-কর্মের আগেই তোরা আমাদের যব ইত্যাদি শস্যকে ভক্ষণ না ক'রে এই স্থান হ'তে অন্যত্র চলে যা ॥ ২॥ হে মূষক ও পতঙ্গ ইত্যাদির অধিস্বামী! সম্মুখস্থ হয়ে আমার বচন শ্রবণ করো। তোমরা যদি ইচ্ছা করো, তবে জঙ্গলেরই হোক বা গ্রামেরই হোক, যেখানেরই হও না কেন, আমরা আপন এই কর্মের দ্বারা তোমাদের সকলকেই বিনাশ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : এনোনাশনম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : সোম, আপ, বরুণ। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

বায়োঃ পূতঃ পবিত্রেণ প্রত্যঙ্ সোমো অতি দ্রুতঃ।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১॥
আপো অস্মান্ মাতরঃ সূদয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ২॥
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরন্তি।
অচিত্ত্যা চেৎ তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — বায়ু-সম্বন্ধী পবনসাধন দশাপবিত্রের দ্বার শুদ্ধ হয়ে রসতত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়ে সোম প্রত্যেক শরীরস্থ মুখ হ'তে নাভি পর্যন্ত উপনীত হচ্ছে। সেই সোম ইন্দ্রের সখা ॥ ১॥ সংসারের

মাতৃরূপ জল (জলদেবীগণ) আমাদের পাপ-রহিত করুন। ক্ষরণশীল রসের দ্বারা জগৎ-সংসারকে পবিত্র-করণশালী ক্ষরণশীল সারের (বা ঘৃতের দ্বারা) সেই জলদেবীগণ আমাদের পবিত্র করুন। সেই দেব-রূপ জল স্নান, আচমন, প্রোক্ষণ ইত্যাদি কর্মের দ্বারা সকল পাপকে প্রবাহিত (বা ক্ষালন)-করণশালী হয়ে থাকে। আমি এইরকম জলে স্নান ইত্যাদির দ্বারা পবিত্র হয়ে (যজ্ঞ) কর্মের নিমিত্ত উত্থিত হচ্ছি ॥ ২॥ হে বরুণ! দেব-সম্বন্ধী যে পাপ মনুষ্যগণ ক'রে থাকে, এবং অজ্ঞানবশে ধর্মকে পালন না ক'রে বিপরীত আচরণ করে; সেই অজ্ঞান হ'তে উৎপন্ন পাপের দণ্ড-রূপী তোমরা আমাদের বিনাশ করো না ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'হতং তর্দং' ইতি তৃচেন মূষকপতঙ্গশলভটিট্টিভকীটহরিণশল্যক—গোধাদীনাং সস্যভক্ষকানাং নিবৃত্তয়ে লোহময়ং সীসং ঘর্ষন এতং তৃচং জপন্ মূষকাদিযুক্তং ক্ষেত্রং অতিক্রামেৎ। তথা অনেন তৃচেন শর্করা অভিমন্ত্র্য মূষকাদিস্থানে পরিকিরেৎ।...'বায়োঃ পূতঃ' ইতি তৃচেন ....সর্বরোগভৈষজ্যে আজ্যহোমং পলাশাদিশান্তবৃক্ষসমিদাধানং চ (কুর্যাৎ)। ....ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৫অ. ৯-১০সূ)॥

টীকা — নবম সূক্তটির দ্বারা মূষক-পতঙ্গ ইত্যাদি শস্যভক্ষকদের নিবারণ করা হয়। এই নিমিত্ত লোহময় সীসা ঘর্ষণ পূর্বক এই সূক্তটি জপ ক'রে মূষিক ইত্যাদি অধ্যুষিত ক্ষেত্র অতিক্রম করণীয়। তথা এই মন্ত্রগুলির দ্বারা শর্করা অভিমন্ত্রিত ক'রে ঐসকল স্থানে পরিকীর্ণ ক'রে দেওয়া কর্তব্য। দশম সূক্তটির দ্বারা সর্বরোগভৈষজ্যে আজ্যহোম করণে, সোমবমনপান ইত্যাদি জনিত ব্যাধিপ্রশমনে, অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমন ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়।...ইত্যাদি।॥ (৬কা. ৫অ. ৯-১০সূ) ॥

◆ ◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ভৈষজ্যম্

[ঋষি : ভাগলি। দেবতা : সূর্য, গাভী, ভেষজ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উৎ সূর্যো দিব এতি পুরো রক্ষাংসি নিজূর্বন্।
আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা ॥ ১॥
নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্ নি মৃগাসো অবিক্ষত।
ন্যূর্ময়ো নদীনাং ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥ ২॥
আয়ুর্দদং বিপশ্চিতং শ্রুতাং কণ্বস্য বীরুধম্।
আভারিষং বিশ্বভেষজীমস্যাদৃষ্টান্ নি শময়ৎ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — রাত্রির অন্ধকারে যে পিশাচ ইত্যাদি হিংসকগণ উপদ্রব ক'রে থাকে, তাদের বিনাশকরণের নিমিত্ত সূর্যদেব অন্তরিক্ষে উদিত হচ্ছেন। সেই সূর্যকে সকলে সম্মুখে দর্শন করছে, কেননা তিনি উদায়চল পর্বতের শিখরের উপর উদয় হচ্ছেন। আমাদের নিকট অদৃশ্যবান

যাতুধানসমূহ (কীটানু সমুদায়) কেও তিনি হনন করছেন ॥ ১॥ সূর্যের উদয়ের পর যে নদীসকল রাত্রিতে দৃশ্যমান হচ্ছিল না, তাদের দর্শন করা যাচ্ছে। সূর্যদেব অন্ধকারাত্মক রাক্ষসগণকে বিনাশ ক'রে ফেলেছেন। এখন আমাদের গাভীগণ নির্ভয় হয়ে গোশালা সমূহে অবস্থান করছে এবং বন্য পশুগুলিও আপন আপন স্থান প্রাপ্ত হয়েছে ॥ ২॥ শতায়ু-করণশালিনী, রোগ-বিনাশিনী, মহর্ষি কন্বের দ্বারা কথিত এই চিত্তি প্রায়শ্চিত্তি ঔষধি শমীকে আমি রোগ নিবারণার্থে আনয়ন (বা সংগ্রহ) করছি। সেই ঔষধি অদৃষ্ট রাক্ষস ইত্যাদির (কীটানুগুলির) দ্বারা উৎপন্ন-কৃত এই ব্যাধিত জনের ব্যাধিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করুক ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সর্বতো রক্ষণম্

[ঋষি : বৃহচ্ছুক্র। দেবতা : পৃথিবী, দ্যৌ, শুক্র, সোম, অগ্নি, বায়ু, সবিতা, ভগ, বৈশ্বানর, ত্বষ্টা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চ প্রচেতসৌ শুক্রো বৃহন্ দক্ষিণয়া পিপর্তু।
অনুস্বধা চিকিতাং সোমো অগ্নির্বায়ুর্নঃ পাতু সবিতা ভগশ্চ ॥ ১॥
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ন ঐতু পুনশ্চক্ষুঃ পুনরসুর্ন ঐতু।
বৈশ্বানরো নো অদব্ধস্তনূপা অন্তস্তিষ্ঠাতি দুরিতানি বিশ্বা ॥ ২॥
সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন।
ত্বষ্টা নো অত্র বরীয়ঃ কৃণোত্বনু নো মার্ষ্টু তন্বো যদ্ বিরিষ্টম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সূর্যদেব দক্ষিণ দিক হ'তে আমাকে রক্ষা করুন এবং বস্ত্র-ধন ইত্যাদি-যুক্ত দানে আমাকে পূর্ণ করুন। আকাশ ও পৃথিবীর অভিমানী দেবতা আমাকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করুন। পিতৃগণ সম্বন্ধী স্বাধীকারের অভিমানী দেবতা আমাদের নিকট অন্ন ইত্যাদি প্রেরণ করুন। সোম, অগ্নি, বায়ু, সবিতা ও ভগ দেবতা আমাদের কার্যের অনুকূল হোন ॥ ১॥ মুখ ও নাসিকায় সঞ্চারণশীল প্রাণরূপ জীবন আমাদের পুনঃপ্রাপ্ত হোক। সকল মনুষ্যের হিতকরী বৈশ্বানর অগ্নিদেব আমাদের পাপকে দূর ক'রে আমাদের শরীর-মধ্যে স্থিত হয়ে রক্ষা করুন ॥ ২॥ আমরা সুন্দর অন্তঃকরণের সাথে যুক্ত হবো। দেহের হস্ত পদ ইত্যাদি সকল অঙ্গের সাথে যুক্ত হবো। দেহ-কান্তি ও সারভূত রসের সাথে যুক্ত হবো। ত্বষ্টাদেব আমাদের দেহের রোগ-পীড়িত অঙ্গকে রোগরহিত ক'রে আমাদের শরীরকে পুষ্ট করুন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র 'উৎ সূর্য' ইতি....তৃচেন রক্ষোগ্রহভৈষজ্যার্থং চিত্ত্যাদ্যোষধিসহিতং পূর্ণঘটং অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ। তথা শমীসহিতোদকেন বা শমীবিল্বসহিতোদকেন বা শীর্ণপর্ণসহিতোদকেন বা অনেন তৃচেন অভিমন্ত্রিতেন ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ। সূত্রিতং হি।...'দ্যৌশ্চ মে' ইতি তৃচেন দুষ্টগণ্ডব্রণভৈষজ্যার্থং তৈলং অভিমন্ত্র্য তেন ব্রণং অবমৃজ্যাৎ। তথা এতং তৃচং জপন্ ব্রণদেশং হস্তেন অবমৃজ্যাৎ। তথা অনেন তৃচেন স্থূণায়াং ব্রণদেশং ঘর্ষয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৬অ. ১-২সূ)॥

টীকা — প্রথম সূক্তটির দ্বারা রক্ষোগ্রহভৈষজ্যের জন্য চিত্যাদি ঔষধির সাথে জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত ক'রে বা শমী ইত্যাদির সাথে জল অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্যাধিত জনকে অবসিঞ্চিত করণীয়। দ্বিতীয় সূক্তটির দ্বারা দুষ্ট গণ্ডব্রণ ইত্যাদির ভৈষজ্যার্থে তৈল অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্রণদেশে লেপন, ব্রণদেশে হস্তের দ্বারা মৃদু-স্পর্শন পূর্বক এই মন্ত্রের জপন্, এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গৃহস্তম্ভে ব্রণদেশ ঘর্ষণ ইত্যাদি করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৬অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : অমিত্রদম্ভনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি ও সোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ইদং তদ্ যুজ উত্তরমিন্দ্রং শুম্ভাম্যষ্টয়ে।
অস্য ক্ষত্রং শ্রিয়ং মহীং বৃষ্টিরিব বর্ধয়া তৃণম্ ॥ ১॥
অস্মৈ ক্ষত্রমগ্নীষোমাবস্মৈ ধারয়তং রয়িম্।
ইমং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে কৃণুতং যুজ উত্তরম্ ॥ ২॥
সবন্ধুশ্চাসবন্ধুশ্চ যো অস্মাঁ অভিদাসতি।
সর্বং তং রন্ধয়াসি মে যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — অভিচারদোষ-বিনাশনের ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ কর্মকে অভীপ্সিত ফলের নিমিত্ত সাধিত করছি। আমি ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রের দ্বারা সুশোভিত ক'রে প্রসন্ন করছি। বৃষ্টি যেমন ধন-ধান্য ইত্যাদির বৃদ্ধি সাধিত করে, তেমনই, হে ইন্দ্রদেব! অভিচার কর্মের দ্বারা পীড়িত (অথবা অভিচর্যমান) এই পুরুষের ধন, বল, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদির বৃদ্ধি করো ॥ ১॥ হে অগ্নি! হে সোম! এই যজমানে বল স্থাপনা পূর্বক একে ধন দান করো। এই যজমানের ফলসিদ্ধি প্রাপ্ত হোক; এই নিমিত্ত আমি এই শ্রেষ্ঠ কর্ম সাধিত করছি ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! যে সগোত্রীয় বা অন্য গোত্রীয় শত্রু আমাদের হিংসা করণের ইচ্ছা করছে, তুমি সেই দুই প্রকার শত্রুকে সোমাভিষব-করণশীল আমার যজমানের বশীভূত ক'রে দাও ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : সৌমনস্যম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সকল দেবগণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি।
তেষামজ্যানিং যতমো বহাতি তস্মৈ দেবাঃ পরি ধত্তেহ সর্বে ॥ ১॥
গ্রীষ্মো হেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ শরদ্ বর্ষাঃ স্বিতে নো দধাত।
আ নো গোষু ভজতা প্রজায়াং নিবাত ইদ্ বঃ শরণে স্যাম ॥ ২॥

ইদাবৎসরায় পরিবৎসরায় সংবৎসরায় কৃণুতা বৃহন্নমঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে পথ সমূহে দেবতাগণই গমন করেন, সেই বিভিন্ন লোক-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ পথ পৃথিবীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। তার মধ্যে বৃদ্ধি প্রদানশীল যে পথ আছে, এই দেশস্থ সেই পথ, হে দেবতাগণ! তোমরা আমাকে প্রাপ্ত করাও ॥ ১॥ গ্রীষ্ম, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত শরৎ ও বর্ষার অভিমানী ছয় দেবতা আমাদের সুসাধ্য ধনসমূহে স্থিত করুন। হে ঋতুসমূহ! তোমরা গাভী, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদির সাথে আমাদের যুক্ত করো. আমরা আপন গৃহের সমান তোমাদের আশ্রয়ে সমস্ত দুঃখ কারণ রহিত হয়ে থাকবো ॥ ২॥ হে মনুষ্যবর্গ! ইদাবৎসর (ত্রিশটি সূর্যোদয়সমন্বিত মাসের একত্রীকৃত দ্বাদশ মাস), পরিবৎসর (বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কাল বা বৎসর) ও সম্বৎসর (সূর্যের দ্বাদশরাশি অতিক্রমের কাল বা বৎসর)-কে নমস্কারের দ্বারা প্রসন্ন করো। এই যজ্ঞের যোগ্য তাদের কৃপা-বুদ্ধি আমাদের উপর থাকুক এবং তা হ'তে উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ ফলও আমরা প্রাপ্ত হবো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইদং তৎ যুজে' ইতি তৃচেন অভিচারকর্মণি পলাশমধ্যমপর্ণেন ফলীকরনান্ জুহুয়াৎ। 'অস্মৈ ক্ষত্রং' ইত্যনয়া পৌর্ণমাসযাগে অগ্নীষোমীয়ং চরুং জুহুয়াৎ। সুত্রিতং হি।...'যে পন্থানঃ' ইতি তৃচেন দেশান্তরং গচ্ছতঃ পুরুষস্য স্বস্ত্যয়নকামঃ সমিদাজ্যপুরোডাশাদিত্রয়োদশ দ্রব্যাণি জুহুয়াৎ। তথা অনেন তৃচেন স্বস্ত্যয়নার্থং মন্থৌদনৌ দদ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...অভিচারিকে কর্মণি ব্রতবিসর্জনার্থং 'ইদাবৎসরায়' ইত্যানয়া আজ্যং জুহুয়াৎ সমিধশ্চ আদধ্যাৎ॥ (৬কা. ৬অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — তৃতীয় সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে পলাশমধ্যমপর্ণ্যের দ্বারা হোম করণীয়। ঐ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটির দ্বারা পৌর্ণমাস যাগে চরু নির্বপণীয়। চতুর্থ সুক্তের দ্বারা দেশান্তরগত পুরুষের স্বস্ত্যয়নকামনায় ত্রয়োদশ দ্রব্য সহযোগে হোমকরণ, স্বস্ত্যয়নার্থে মন্থিত অন্ন দান ইত্যাদির বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে। অভিচারিক কর্মে ব্রতবিসর্জনের নিমিত্ত ইদাবৎসরের উদ্দেশে এই সূক্তের দ্বারা আজ্য হোম ইত্যাদি করণীয় ॥ (৬কা. ৬অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : সর্পেভ্যোরক্ষণম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : সর্বদেবগণ, রুদ্র। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

মা নো দেবা অহির্বধীৎ সতোকান্ত্সহপূরুষান্।
সংযতং ন বি ষ্পরদ্ ব্যাত্তং ন সং যমন্নমো দেবজনেভ্যঃ ॥ ১॥
নমোঽস্ত্বসিতায় নমস্তিরশ্চিরাজয়ে।
স্বজায় বভ্রবে নমো নমো দেবজনেভ্যঃ ॥ ২॥
সং তে হন্মি দতা দতঃ সমু তে হন্বা হনূ।।
সং তে জিহ্বয়া জিহ্বাং সম্বাস্নাহ আস্যম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিষ-শমনকর্তা দেববর্গ! সর্প যেন আমাদের, আমাদের পুত্র-পৌত্রদের, ভৃত্য ইত্যাদির সাথে হিংসা করতে না পারে। সর্পগণের মুখ যেন দংশনের নিমিত্ত উন্মুক্ত হ'তে না পারে এবং তাদের বিশ্লিষ্ট মুখ মন্ত্রশক্তির দ্বারা যেন যথাযথ থাকে। সর্প ইত্যাদির বিষের শমন কর্তা দেবতাগণের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন ক'রি ॥ ১॥ তির্যক দিকে বলসম্পন্ন তিরশ্চিরাজ নামক সর্পশ্রেষ্ঠের উদ্দেশে নমস্কার, অসিত নামক কৃষ্ণবর্ণ সর্পাধিপতির উদ্দেশে নমস্কার, বভ্রুবর্ণের স্বজ নামক সর্প সমূহের উদ্দেশে নমস্কার এবং তাদের বশে রক্ষণশালী দেবতাগণের উদ্দেশেও নমস্কার ॥ ২॥ হে সর্প! তোর উপরের দন্ত-পংক্তির সাথে নীচের দন্ত-পংক্তিকে মিলিত ক'রে দিচ্ছি, তোর উপরের ও নীচের হনুদ্বয়কেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ক'রে দিচ্ছি; তোর জিহ্বার সাথে জিহ্বাকে মিলিত ক'রে উপরের মুখভাগকে নীচের ভাগের মধ্যে মিলিয়ে দিচ্ছি এবং বহু সর্পের ফণাগুলিকে এক সাথে বদ্ধ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : জলচিকিৎসা

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : রুদ্র (ভেষজম্)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

ইদমিদ্ বা উ ভেষজমিদং রুদ্রস্য ভেষজম্।
যেনেষুমেকতেজনাং শতশল্যামপব্রবৎ ॥ ১॥
জালাষেণাভি ষিঞ্চত জালাষেণোপ সিঞ্চত।
জালাষমুগ্রং ভেষজং তেন নো মৃড় জীবসে ॥ ২॥
শং চ নো ময়শ্চ নো মা চ নঃ কিং চনামমৎ।
ক্ষমা রপো বিশ্বং নো অস্তু ভেষজং সর্বং নো অস্তু ভেষজম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই ব্রণরোগের নিবর্তক ভেষজ আমি রচনা করবো। এটি সেই রুদ্রদেবের ঔষধি, যিনি অন্তকালে সকলকে রোদন করান ব'লে রুদ্র নামে অভিহিত। এই ভেষজটি মহাদেব ত্রিপুর-সংহারকালে এক বেণুকাণ্ডকে শতশল্যময় তীক্ষ্ণ শল্যে পরিণত করেছিলেন ॥ ১॥ হে পরিচারকবৃন্দ! তোমরা গো-মূত্রের ফেন-জলের দ্বারা ব্রণকে ধৌত ক'রে এই রোগকে দূরীকরণে শ্রেষ্ঠ। হে রুদ্র! এই ঔষধির দ্বারা আমাদের সুখ প্রদান করো ॥ ২॥ আমাদের সুখ মিলুক, আমাদের পশু-মনুষ্য যেন রোগ-গ্রস্ত না হয় এবং আমাদের পাপের যেন বিনাশ হয়। সমগ্র বিশ্ব ও তার শ্রেষ্ঠ কর্ম আমাদের পক্ষে ঔষধির সমান হোক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'মা নো দেবা' ইতি তৃচেন সর্পবৃশ্চিকাদিভয়নিবৃত্তয়ে গৃহক্ষেত্রাদিষু সিকতা অভিমন্ত্র্য পরিতঃ পরিকিরেৎ। তথা অনেন তৃণমালাং সম্পাত্য গৃহনগরাদিদ্বারে বধ্নীয়াৎ। তথা অনেন তৃচেন গোময়ং অভিমন্ত্র্য গৃহে বিসর্জনং দ্বারি নিখননং অগ্নৌ হোমং বা কুর্যাৎ। তথা অনেন অপামার্গমঞ্জরীং গুডূচীং বা অভিমন্ত্র্য পূর্ববৎ গৃহাদিষু বিসর্জনাদিকং কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি। তথা উপাকর্মণি অনেন তৃচেন আজ্যং হুত্বা দধিসক্তুষু সংপাতন্ আনয়েৎ। সূত্রিতং হি।...'ইদমিৎ বা উ ভেষজং' ইতি

তৃচেন মুখরহিতব্রণ-ভৈষজ্যার্থং গোমূত্রেণ ব্রণং মর্দয়েৎ। তথা অনেন দন্তমলং অভিমন্ত্র্য প্রলিম্পেৎ। তথা অনেন ফেনং অভিমন্ত্র্য ব্রণং প্রলিম্পেৎ। সূত্রিতং হি। ...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৬অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — পঞ্চম সূক্তটির দ্বারা সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদির ভয় নিবৃত্তির নিমিত্ত গৃহ ক্ষেত্র ইত্যাদিতে কিছু বালুকা অভিমন্ত্রিত ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য। এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা তৃণমালা সম্পাতিত ক'রে গৃহ নগর ইত্যাদির দ্বারে বন্ধন, গোময় অভিমন্ত্রিত ক'রে দ্বারে নিখনন্ বা অগ্নি-হোম করণ, অপামার্গমঞ্জরী বা গুড়ূচী অভিমন্ত্রিত ক'রে পূর্ববৎ বিসর্জন ইত্যাদি হয়ে থাকে। উপকর্মে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা দধিসক্তুর আজ্য আহুত ক'রে সম্পাতন কর্তব্য। ....ষষ্ঠ সূক্তটির দ্বারা মুখরহিত ব্রণ ভৈষজ্যার্থে গোমূত্রের দ্বারা ব্রণ মর্দন, দন্তমল অভিমন্ত্রিত ক'রে প্রলিপ্ত করণ, গোমূত্রের ফেন অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্রণে প্রলেপন ইত্যাদি করণীয়। ॥(৬কা. ৬অ. ৫-৬সূ)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : যশঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা (যশস্কামঃ)। দেবতা : বৃহস্পতি, ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী, সবিতা, অগ্নি, সোম।
ছন্দ : জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

যশসং মেন্দ্রো মঘবান্ কৃণোতু যশসং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
যশসং মা দেবঃ সবিতা কৃণোতু প্রিয়ো দাতুর্দক্ষিণায়া ইহ স্যাম্ ॥ ১॥
যথেন্দ্রো দ্যাবাপৃথিব্যোর্যশস্বান্ যথাপ ওষধীষু যশস্বতীঃ।
এবা বিশ্বেষু দেবেষু বয়ং সর্বেষু যশসঃ স্যাম ॥ ২॥
যশা ইন্দ্রো যশা অগ্নির্যশাঃ সোমো অজায়ত।
যশা বিশ্বস্য ভূতস্যাহমস্মি যশস্তমঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যাবাপৃথিবী, ইন্দ্র, সবিতা, আমাকে যশস্বী করুন। এই ভাবে যশস্বী হয়ে দক্ষিণা ধারণকারীগণের প্রিয় হবো ॥ ১॥ ইন্দ্র যে প্রকারে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বৃষ্টি ইত্যাদি কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠ (কীর্তিমান) হয়ে থাকেন, যে প্রকারে ঔষধিসমূহে জল শ্রেষ্ঠ (কীর্তিমান্) রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে, সেই প্রকারেই সকল দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ হবো ॥ ২॥ ইন্দ্র, অগ্নি ও সোম যশের আকাঙ্ক্ষা ক'রে উৎপন্ন (সৃষ্ট) হয়েছেন। এঁদের যশস্বী হওয়ার ন্যায় আমি হেন যশের কামনাশালীও দেবতা ও মনুষ্য ইত্যাদি জীবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যশস্বী হবো ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : ঔষধিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অরুন্ধতী ঔষধি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অনডুদ্ভ্যস্ত্বং প্রথমং ধেনুভ্যস্ত্বমরুন্ধতি।
অধেনবে বয়সে শর্ম যচ্ছ চতুষ্পদে ॥ ১॥

শর্ম যচ্ছত্বোষধিঃ সহ দেবীররুন্ধতী।
করৎ পয়স্বন্তং গোষ্ঠমযক্ষ্মাঁ উত পূরুষান্ ॥ ২॥
বিশ্বরূপাং সুভগামচ্ছাবদামি জীবলাম্।
সা নো রুদ্রস্যাস্তাং হেতি দূরং নয়তু গোভ্যঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে (অরোধনশীলা সহদেবী নামে আখ্যাতা শাস্ত্যুদক ইত্যাদিতে প্রযুজ্যমানা) অরুন্ধতী (ঔষধি)! তুমি প্রথমে বলীবর্দকে, গাভীবর্গকে এবং পঞ্চবৎসরের অনধিক আয়ুঃসম্পন্ন গো, অশ্ব ইত্যাদিকে সুখী করো ॥ ১॥ হে সহদেবী, হে অরুন্ধতী! তুমি আমাদের গোষ্ঠকে দুগ্ধে পূর্ণ করো। আমারে পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ইত্যাদিকে রোগরহিত ক'রে আমাদের সুখী করো ॥ ২॥ হে সহদেবী! আমি তোমার নিকটে অভীপ্সিত ফল প্রার্থনা করছি. তুমি সৌভাগ্যযুক্ত জীবন-দানশালিনী অনেক-রূপিণী হয়ে থাকো। এই ঔষধি রুদ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রকে আমাদের পশুসমূহ হ'তে পৃথক্ ক'রে দূরস্থানে অপনীত ক'রে দিক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যশসং মেন্দ্র' ইতি তৃচেন যশস্কামঃ ইন্দ্রং যজতে উপষ্ঠতে বা। তথা উৎসর্জনকর্মণি অনেন তৃচেন আজ্যং হুত্বা রসেযু সম্পাতান্ আনয়েৎ।...'অনডুদ্ভ্যস্ত্বং প্রথমং' ইতি তৃচস্য বৃহদ্গণে পাঠাৎ শাস্ত্যুদকাদৌ বিনিয়োগঃ। তথা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমনকর্মণি 'বায়োঃ পূতঃ' (৬/৫১) ইতি তৃচোক্তানি ক্ষীরৌদনহবনাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।.....তথা স্বস্ত্যয়নকর্মণি অনেন তৃচেন আজ্যসমিৎপুরোডাশাদীনি শষ্কুলান্তানি ত্রয়োদশ দ্রব্যাণি জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি। ...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৬অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — সপ্তম তৃচের দ্বারা যশস্কামী জনের পক্ষে ইন্দ্রের যাগ করণীয়। এই তৃচের দ্বারা আজ্য আহুত করণ ইত্যাদিও কর্তব্য। অষ্টম তৃচের বৃহদ্গণে পঠিত ও শাস্ত্যুদকে বিনিয়োগ হয়। এই তৃচের দ্বারা বিঘ্নশমন (৬/৫১ সূক্তের অনুরূপ) কর্মে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। স্বস্ত্যয়ন কর্মে এই তৃচের দ্বারা আজ্যসমিৎপুরোডাশ ইত্যাদি ত্রয়োদশ দ্রব্যের দ্বারা হোম করণীয় ॥ ৭ম সূক্তের ৩য় মন্ত্রটি ও ৪র্থ অনুবাকের ৮ম সূক্তের শেষ মন্ত্রটি একই ॥(৬কা. ৬অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : পতিলাভঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অর্যমা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অয়মা যাত্যর্যমা পুরস্তাদ্ বিষিতস্তুপঃ।
অস্যা ইচ্ছন্নগ্রুবৈ পতিমুত জায়ামজানয়ে ॥ ১॥
অশ্রমদিয়মর্যমন্নন্যাসাং সমনং যতী।
অঙ্গো ন্বর্যমন্নস্যা অন্যাঃ সমনমায়তি ॥ ২॥
ধাতা দাধার পৃথিবীং ধাতা দ্যামুত সূর্যম্।
ধাতাস্যা অগ্রুবৈ পতিং দধাতু প্রতিকাম্যম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে সূর্যের রশ্মিসমূহ পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে, সেই সূর্য এই স্ত্রীরহিত পুরুষকে স্ত্রী ও কন্যার নিমিত্ত পতি রূপে প্রদান করণের অভিলাষে উদয় হচ্ছেন ॥ ১॥ এই কন্যা অপর পতিব্রতা রমণীগণের ন্যায় শান্তিকর্ম অনুষ্ঠিত করেছিলেন; তার ফলেও এই পতি-অভিলাষিণী কন্যা, নিজে পতিলাভ না করায় দুঃখিত। হে অর্যমা (সূর্য)! অন্য স্ত্রীগণও এর নিমিত্ত শান্তিকর্ম অনুষ্ঠিত করছেন ॥ ২॥ অখিল বিশ্বের ধারক বিধাতা পৃথিবীকে স্থাপিত ক'রে দ্যুলোক ও সবিতাদেবকে সূর্যমণ্ডলে স্থাপিত করেছিলেন। সেই জগৎ-সংসারের নিয়ন্তা এই কন্যার নিমিত্ত কাম্য পতি প্রদান করুন ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : বিশ্বস্রষ্টা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মহ্যমাপো মধুমদেরয়ন্তাং মহ্যং সূরো অভরজ্জ্যোতিষে কম্।
মহ্যং দেবা উত বিশ্বে তপোজা মহ্যং দেবঃ সবিতা ব্যচো ধাৎ ॥ ১॥
অহং বিবেচ পৃথিবীমুত দ্যামহমৃতূংরজনয়ং সপ্ত সাকম্।
অহং সত্যমনৃতং যদ্ বদাম্যহং দৈবীং পরি বাচং বিশশ্চ ॥ ২॥
অহং জজান পৃথিবীমুত দ্যামহমৃতুংরজনয়ং সপ্ত সিন্ধুন্।
অহং সত্যমনৃতং যদ্ বদামি যো অগ্নীষোমাবজুষে সখায়া ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের প্রেরক সূর্য আমার নিমিত্ত সুখকারিণী তেজঃ-রূপ কিরণসমূহকে প্রকট করেছেন। জল ও জলাভিমানী দেবতাগণ মধুর জলকে আমার নিমিত্ত আনয়ন করুন। ব্রহ্মার তপস্যা হ'তে প্রকটিত সকল দেবতা আমাকে ঈপ্সিত ফল প্রদান করুন। সবিতাদেব ঈপ্সিত ফলপ্রাপক ব্যাক্তি স্থাপিত করুন, যাতে সেইগুলি প্রেরণা-দানশালী হয় ॥ ১॥ আমি পৃথিবী ও স্বর্গকে পৃথক্ করেছি। আমি ছয় ঋতুর সাথে অধিমাস রূপ সপ্তম ঋতুকে যুক্ত করেছি। সংসারের সত্যাসত্য বাক্যের তথা দৈববানীকেও আমিই উচ্চারণ করছি ॥ ২॥ পৃথিবী, স্বর্গ, ঋতু, গঙ্গা ইত্যাদি সপ্ত নদী ও সপ্ত সমুদ্রও আমিই উৎপন্ন করেছি। সত্য ও মিথ্যা ভেদে লোকে প্রসিদ্ধ বাক্য আমিই উচ্চারণ ক'রি। এই প্রকারে ভোক্তা ও ভোগ রূপ অগ্নি ও সোমকে আমি ব্রহ্মাত্মভাবে সংসারের রচনা কর্মে সহায়ক রূপে প্রাপ্তি সম্পন্ন করেছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অয়ম্ আ যাতি' ইতি তৃচেন পতিলাভকর্মণি কাকসঞ্চারাৎ পূর্বং আজ্যং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি। ....'মহ্যং আপঃ' ইতি তৃচস্য বৃহদ্‌গণে পাঠাৎ শান্ত্যদকাদৌ বিনিয়োগোনুসন্ধেয়। তথা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমনকর্মণি ক্ষীরৌদনহবনাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি। ...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৬অ. ৯-১০সূ)॥

টীকা — নবম সূক্তটির দ্বারা পতিলাভকর্মে রাত্রিশেষে (কাক জাগবার আগেই) আজ্য হোম করণীয়। দশম সুক্তটির বৃহদ্‌গণে পঠিত শান্ত্যদককর্মে বিনিয়োগ হয়। তথা এই সূক্তের দ্বারা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমন

কর্মে সূত্রোক্ত প্রকারে বিনিয়োগ হয়।।—দশম সূক্তের ২য় ও ৩য় ঋক্ সম্পর্কে ব্যাখ্যা—'মন্ত্রদ্রষ্টা স্বাত্মনঃ সর্বগতব্রহ্মাত্মভাবং অনুসন্দধানং সর্বকর্তৃত্বং আবিষ্করোতি।' অর্থাৎ এই দুই ঋকে মন্ত্রদ্রষ্টা অথর্বা ঋষি সর্বগত ব্রহ্মাত্মভাবে অনুসন্ধান পূর্বক আপন সর্বকর্তৃত্ব আবিষ্কার করেছেন। এখানে যেন তিনি নিজেই ব্রহ্মরূপে সবকিছু সৃষ্টি করছেন ॥ (৬কা. ৬অ. ৯-১০সূ) ॥

◆ ◆

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পাবমানম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র, বৈশ্বানর, বায়ু, দ্যাবাপৃথিবী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৈশ্বানরো রশ্মিভির্নঃ পুনাতু বাতঃ প্রাণেনেষিরো নভোভিঃ।
দ্যাবাপৃথিবী পয়সা পয়স্বতী ঋতাবরী যজ্ঞিয়ে নঃ পুনীতাম্ ॥ ১॥
বৈশ্বানরীং সুনৃতামা রভধ্বং যস্যা আশাস্তন্বো বীতপৃষ্ঠাঃ।
তয়া গৃণন্তঃ সধমাদেষু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ২॥
বৈশ্বানরীং বর্চস আ রভধ্বং শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
ইহেড়য়া সধমাদং মদন্তো জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সকল প্রাণীতে জঠরাগ্নিরূপে বর্তমান অগ্নি, বৈশ্বানর সূর্য, প্রাণ রূপে দেহমধ্যে বিচরণশীল তথা অন্তরিক্ষে গমনশালী বায়ু ও যজ্ঞকে পূর্ণ-করণশালী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পবিত্র করুন ॥ ১॥ হে মনুষ্যবর্গ! বৈশ্বানরাত্মক সত্য স্তুতিরূপ বাণী প্রারম্ভ করো। যে বাণীর শরীর রূপ উপরের ভাগ বিস্তৃত হয়ে আছে, সেই বাণীর দ্বারা আমরা ধনের অধিপতি হওয়ার নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নির স্তুতি ক'রি ॥ ২॥ হে মনুষ্যবর্গ! ব্রহ্মবর্চস্ ইত্যাদি তেজকে প্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিযুক্ত বাণী আরম্ভ করো। পুনরায় আমরা বৈশ্বানর অগ্নির কৃপায় তেজস্বী হয়ে অপরকেও পবিত্র করতে সমর্থ হবো। আমরা অন্নের দ্বারা পুষ্ট থেকে চিরকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ দীর্ঘজীবীরূপে) সূর্যোদয়কে দর্শন করবো ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : বর্চোবলপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : দ্রুহ্বণ। দেবতা : নির্ঋতি প্রভৃতি। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্।]

যৎ তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ দাম গ্রীবাস্ববিমোক্যং যৎ।
তৎ তে বি য্যাম্যায়ুষে বর্চসে বলায়াদোমদমন্নমদ্ধি প্রসূতঃ ॥ ১॥

নমোঽস্তু তে নির্ঋতে তিগ্মতেজোঽয়স্ময়ান্ বি চৃতা বন্ধপাশান্।
যমো মহ্যং পুনরিৎ ত্বাং দদাতি তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ২॥
অয়স্ময়ে দ্রুপদে বেধিষ ইহাভিহিতো মৃত্যুভির্যে সহস্রম্।
যমেন ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদান উত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৩॥
সংসমিদ্ যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইড়স্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে পুরুষ! অনিষ্টকারিণী দ্যোতমানা নির্ঋতি দেবতা তোমার কণ্ঠগত ধমনীতে যে অবিমোক্য (মোচন করা যায় না, এমন) পাপরূপ বন্ধন (বা পাশ) আরোপিত করেছেন, আমি তোমাকে চিরকাল জীবিত রাখার নিমিত্ত তোমার অঙ্গ হ'তে সেই পাপ-পাশ দূর ক'রে (বা মুক্ত ক'রে) দিচ্ছি। তুমি সেই পাশ হ'তে মুক্ত হয়ে আমাদের দ্বারা প্রেরিত হওয়ার পর এই তৃপ্তিদায়ক অন্ন চিরকাল সেবন করো ॥ ১॥ হে তীক্ষ্ণদীপ্তি নির্ঋতি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাদের এই নমস্কারে প্রসন্ন হয়ে এই লৌহময় অতি দৃঢ় পাশ-বন্ধন মুক্ত করো। হে সাধক! সেই পাপ-পাশ হ'তে মুক্ত হওয়ার পর যম পুনরায় তোমাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ ক'রে দিয়েছেন, (অর্থাৎ নির্ঋতি-পাশের দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হয়ে পূর্বে তুমি মৃতপ্রায় হয়ে ছিলে, ইদানীং তা বিমোচিত হওয়ায় লব্ধজীবন হয়েছো, সেই কারণে যম তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন)। সেই যমের উদ্দেশে নমস্কার ॥ ২॥ হে নির্ঋতি! যখন তুমি লৌহপাশের দ্বারা বিজড়িত ক'রে কারো পদে শৃঙ্খল আরোপিত করো, তখন জ্বর ইত্যাদি ব্যাধি তাকে বন্ধন ক'রে নেয়। তুমি আপন অধিষ্ঠাতা যমরাজ ও পিতৃগণের সহমতি গ্রহণ ক'রে একে দুঃখরহিত স্বর্গকে প্রাপ্তি করাও ॥ ৩॥ হে কাম্যবর্ষক অগ্নি! তুমি সকলকে সকল ধন প্রাপ্ত করিয়ে থাকো, অতএব আমাদের ধন দান করো। তুমি বেদীর উপর দেদীপ্যমান হও ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ...তত্র 'বৈশ্বানরো রশ্মিভিঃ' ইতি আদ্যস্য তৃচস্য বৃহদ্গণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। তথা অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমনকর্মণি অনেন তৃচেন ক্ষীরৌদনহবনাদীনি কর্মানি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি। 'মহ্য আপঃ' (৬/৬১) 'বৈশ্বানরো রশ্মিভিঃ (৬/৬২) ইত্যভিবর্ষণাবসেচনানাং' ইতি (কৌ.৫/৫) তথা অস্য তৃচস্য পবিত্রগণে পাঠাৎ সর্বযজ্ঞেষু প্রোক্ষণে বিনিয়োগঃ।....তথা অগ্নিচয়নে 'যৎ তে দেবী' ইতি নৈর্ঋতেষ্টকোপধানানন্তরং রুক্মপাশসহিতাং প্রাস্তাৎ আসন্দীং অনুমন্ত্রয়তে।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৭অ. ১-২সূ)॥

টীকা — প্রথম সূক্তটি শান্তিকর্মে বিনিযুক্ত হয়। অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমন কর্ম ইত্যাদির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তের অনুরূপ। দ্বিতীয় সূক্তটি অগ্নিচয়নে সূত্রোক্ত প্রকারে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে নির্ঋতি প্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের বর্ণনা 'অয়স্ময়ে অয়োবিকারে শৃঙ্খলাদৌ দ্রুপদে দারুনির্মিতে পাদবন্ধনে....' ইত্যাদি আমাদের মনঃপূত হয়নি। আমরা পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাকারদের অনুসরণ করেছি ॥ (৬কা. ৭অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : সামমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাংমনস্যম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

সং জানীধ্বং সং পৃচ্যধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ১॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বম্ ॥ ২॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে সমান-মনঃশালী জনবর্গ! তোমাদের জ্ঞানও সমান হোক। তোমরা পুনরায় একই কর্মে যুক্ত হয়ে যাও। তোমাদের অন্তঃকরণ একই অর্থকে জ্ঞাতশীল হোক। যেমন ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ একই কার্যে জ্ঞান রক্ষা ক'রে (অর্থাৎ একই যজ্ঞে লক্ষ্য রেখে) হব্য ইত্যাদি গ্রহণ করেন, সেই রকমে তোমরা ঈপ্সিত ফলকে প্রাপ্তির উদ্দেশে পরস্পরের বিদ্বেষকে ত্যাগ করো ॥ ১॥ এই পুরুষবর্গের কার্য-অকার্য সম্বন্ধী জ্ঞান সমান; এদের কর্ম, অন্তঃকরণও সমান। শ্রেষ্ঠ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে আমি একীকরণশালী ঘৃত ইত্যাদি হব্য প্রদান করছি। তোমরা এক-চিত্ততা প্রাপ্তশালী হও ॥ ২॥ হে সমানতা আকাঙ্ক্ষাকারী জনগণ! তোমাদের অন্তঃকরণ ও সঙ্কল্প একসাথেই থাকুক। তোমাদের মন একই রকম থাকুক। যাতে তোমাদের সকল কার্য শোভন রীতি অনুসারে সমান হয়, তার নিমিত্ত আমি এই সমানাত্মক কর্ম সাধিত করছি ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পরাশর, ইন্দ্র। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

অব মন্যুরবায়তাব বাহূ মনোযুজা।
পরাসর ত্বং তেষাং পরাঞ্চং শুষ্মমর্দয়াধা নো রয়িমা কৃধি ॥ ১॥
নির্হস্তেভ্যো নৈর্হস্তং যং দেবাঃ শরুমস্যথ।
বৃশ্চামি শত্রূণাং বাহূননেন হবিষাহম্ ॥ ২॥
ইন্দ্রশ্চকার প্রথমং নৈর্হস্তমসুরেভ্যঃ।
জয়ন্তু সত্বানো মম স্থিরেণেন্দ্রেণ মেদিনা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুর ক্রোধ শান্ত হোক। তাঁদের আয়ুধ অসফল হোক। আপন মনে নিবিষ্ট হয়ে থাকায় শত্রুর ভুজসমূহ শস্ত্রাস্ত্র চালনায় অশক্ত হোক। হে পরাশর (পরাগতা শৃণাতি হিনস্তিশত্রূন

ইতি পরাশর ইন্দ্র)! তুমি শত্রুশক্তিকে পরাঙ্মুখ ক'রে হননশালী; এই শত্রুকে পরাহত করো এবং এর ধনসমূহ আমাদের প্রদান করো ॥ ১॥ হে দেবগণ! তোমরা শত্রুবর্গের ভুজবলকে ক্ষীণ-করণশালী যে বাণ চালনা ক'রে থাকো, সেই বাণরূপ দেবতাগণের উদ্দেশে দীয়মানা এই হবিঃ-রূপ আয়ুধের দ্বারা শত্রুদের ভুজসমূহকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ পুরাকালে দেবতাগণের অধিপতি ইন্দ্র রাক্ষসগণকে ভুজবল-রহিত ক'রে দিয়েছিলেন, এইরকমে ইন্দ্রের অনুগ্রহে আমাদের যোদ্ধাগণ শত্রুগণের উপর বিজয় লাভ করুক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সং জানীধ্বং' ইতি তৃচেন সাংমনস্যকর্মণি উদকুম্ভং সুরাকুম্ভং বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য সূত্রোক্তপ্রকারেণ গ্রামমধ্যে নিনয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি ত্রিবর্ষদেশীয়ায়া বৎসতর্যা মাংসবিশেষং অনেন তৃচেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য আশয়েৎ। তথা ভক্তং অনেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য প্রাপয়েৎ। তথা সুরাং প্রপোদকং বা অনেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পারয়েৎ। সূত্রিতং হি।...'অব মন্যুঃ' ইতি তৃচেন সংগ্রামজয়কর্মাণি কুর্যাৎ। তানি চ আজ্যহোমঃ সক্তুহোমঃ ধনুরিধ্মেগ্নৌ ধনুঃসমিদাধানং শরেধ্মেগৌ শরসমিদাধানং সম্পাতিত্যাভিমন্ত্রিতধনুঃ প্রদানং চ প্রত্যেতব্যানি। এতেষু কর্মসু অনুষ্ঠিতেষু সংগ্রামে দৃষ্টমাত্রেণ শত্রবঃ পালয়ন্তে।....ইত্যাদি॥ (৬কা. ৭অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — তৃতীয় সূক্তটির দ্বারা সাংমনস্যকর্মে (অর্থাৎ পরস্পর বিরোধীগণকে ঐকমত্যে আনয়নের নিমিত্ত কর্মে) জলপূর্ণ বা সুরাপূর্ণ কুম্ভ অভিমন্ত্রিত ক'রে গ্রামের মধ্যে রক্ষণীয়; ইত্যাদি সূত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে। চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রগুলি সংগ্রামজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়। আজ্যহোম সক্তুহোম ইত্যাদি কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে দৃষ্টমাত্র শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করে।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৭অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

নির্হস্তঃ শত্রুরভিদাসন্নস্তু যে সেনাভির্যুধমায়ন্ত্যস্মান্।
সমর্পয়েন্দ্র মহতা বধেন দ্রাত্বেষামঘহারো বিবিদ্ধঃ ॥ ১॥
আতন্বানা আয়চ্ছন্তোঽস্যন্তো যে চ ধাবথ।
নির্হস্তাঃ শত্রবঃ স্থনেন্দ্রো বোদ্য পরাশরীৎ ॥ ২॥
নির্হস্তাঃ সন্তু শত্রবোঽঙ্গৈষাং ম্লাপয়ামসি।
অথৈষামিন্দ্র বেদাংসি শতশো বি ভজামহৈ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের সন্তপ্ত করণশীল শত্রুর হস্ত শক্তিহীন হয়ে যাক। শত্রুগণ হিংসাজনক দুঃখ-প্রদানশালী দুষ্ট কুৎসিত গতি প্রাপ্ত হোক। হে ইন্দ্র! শত্রুগণ সেনা-সমভিব্যাহারে আমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তুমি তাদের বজ্রের দ্বারা সংযুক্ত ক'রে হনন করো ॥ ১॥ হে শত্রুগণ! তোমরা ধনু আকর্ষণ ক'রে শরসন্ধান পূর্বক বাণ নিক্ষেপ করতে করতে আমাদের

অভিমুখে ধাবিত হচ্ছো; ইন্দ্র এখনই তোমাদের সেই সকলকে নিবীর্যহস্তা ক'রে দেবেন ॥ ২॥ আমাদের শত্রুবর্গের ভুজ-বল বিনষ্ট হোক, তাদের সকল অঙ্গ শিথিল হয়ে যাক। হে ইন্দ্র! তোমার কৃপায় তাদের সমস্ত সম্পত্তি আমরা পরস্পর (নিজেদের মধ্যে) বন্টন ক'রে নেবো ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পরি বর্ত্মানি সর্বত ইন্দ্রঃ পূষা চ সস্রতুঃ।
মুহ্যন্ত্বদ্যামূঃ সেনা অমিত্রাণাং পরস্তরাম্ ॥ ১॥
মূঢ়া অমিত্রাশ্চরতাশীর্ষাণ ইবাহয়ঃ।
তেষাং বো অগ্নিমূঢ়ানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্ ॥ ২॥
ঐষু নহ্য বৃষাজিনং হরিণস্যা ভিয়ং কৃধি।
পরাঙমিত্র এষত্বর্বাচী গৌরুপেষতু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রদেব ও পূষা দেবতা এই শত্রুবর্গের পথগুলি অবরুদ্ধ ক'রে দিন। শত্রুসেনাগণ অত্যন্ত মোহে পতিত হয়ে কার্য-অকার্য নির্ণয় করণে যেন সমর্থ না হয়-(অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ুক) ॥ ১ ॥ হে শত্রুবর্গ! ফণা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সর্প যেমন দংশন করতে পারে না, কেবল ছটফট করতে থাকে, তেমনই তোমরা বিমূঢ় হয়ে রণস্থলে ব্যর্থভাবে বিচরণ করতে থাকো। আমাদের আহুতি সমূহে প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেব তোমাদের মুখ্য বীরবর্গকে বিনাশ ক'রে দিন ॥ ২॥ হে অভীষ্টবর্ষক ইন্দ্র! সোমমণির বেষ্টনশালী কৃষ্ণমৃগের চর্মকে আমাদের সৈন্যগণের অঙ্গাবরণে বন্ধন ক'রে দাও। শত্রুগণের মধ্যে ত্রাস উৎপন্ন করিয়ে যাতে তারা পরাভূত হয়ে পলায়ন করে এবং তাদের গো-ইত্যাদি ধন যাতে আমাদের মিলে যায়, তেমন করো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'নির্হস্তঃ' ইতি তৃচস্য 'অব মন্যুঃ' (৬/৬৫) ইতি তৃচবৎ সংগ্রামজয়কর্মণি বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ। ....'পরিবর্ত্মানি' ইতি তৃচস্য 'নির্হস্তঃ' (৬/৬৬) ইতি তৃচবৎ সংগ্রামজয়কর্মণি বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ। তথা অনেন তৃচেন পরসেনায়া বিদ্বেষণত্রাসকামো রাজা সেনাং ত্রিঃ পরিগচ্ছেৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৃচেন সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতসোমমণিং চর্মবেষ্টিতং কৃত্বা রাজ্ঞে বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ।। (৬কা. ৭অ. ৫-৬সূ)।।

টীকা — পঞ্চম সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী চতুর্থ সূক্তের সংগ্রামজয় কর্মের বিনিয়োগের অনুরূপ। ষষ্ঠ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী পঞ্চম সূক্তের সংগ্রামজয় কর্মের বিনিয়োগের অনুরূপ। এই সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনার মধ্যে ত্রাসসঞ্চারের নিমিত্ত রাজার কর্ম সাধিতব্য হয়। এই কর্মে এই সূক্তের দ্বারা রাজা কর্তৃক অভিমন্ত্রিত সোমমণিকে চর্মবেষ্টিত ক'রে ধারণ ইত্যাদি করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৭অ. ৫-৬সূ)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : বপনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সবিতা ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত দেবতাগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

আয়মগন্ত্সবিতা ক্ষুরেণোষ্ণেন বায় উদকেনেহি।
আদিত্যা রুদ্রা বসব উন্দন্তু সচেতসঃ সোমস্য রাজ্ঞো বপত প্রচেতসঃ ॥ ১॥
অদিতিঃ শ্মশ্রু বপত্বাপ উন্দন্তু বর্চসা।
চিকিৎসতু প্রজাপতির্দীর্ঘায়ুত্বায় চক্ষসে ॥ ২॥
যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্।
তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববানয়মস্তু প্রজাবান্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের প্রেরক সবিতা মুণ্ডন-করণশালী ক্ষুরের সাথে নভোমণ্ডলে আগত হয়েছেন। হে বায়ু! তুমিও এই বালকের মস্তক আর্দ্রকরণের নিমিত্ত উষ্ণ জলের সাথে আগমন করো। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও অষ্টবসু সমান জ্ঞানের সাথে (বা ঐকমত্য হয়ে) জলের দ্বারা এর মস্তক সিক্ত করুন। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যগণ! বরুণ ও সোমের সাথে সম্বন্ধিত ক্ষুরের সাহায্যে এই মানবকের সিক্ত হয়ে যাওয়া কেশসমূহ বপনের (মুণ্ডনের) দ্বারা বর্জন ক'রে দাও ॥ ১॥ অদিতি এই পুরুষের শ্মশ্রু বপন (ছেদন) করুন; জলদেবগণ এর কেশসমূহকে সিক্ত করুন; স্রষ্টা প্রজাপতি এর চিকিৎসা করুন, যাতে এ চক্ষুশক্তি ও দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হয় ॥ ২॥ সোম ও বরুণের দ্বারা সম্বন্ধিত যে ক্ষুরের দ্বারা সবিতাদেব মুণ্ডন করেছিলেন (অর্থাৎ সবিতা যে ক্ষুরে সোম ও বরুণকে মুণ্ডিত করেছিলেন), হে বিপ্রদল! তেমনই ক্ষুরের দ্বারা এই পুরুষের কেশ-শ্মশ্রু বপন ক'রে দাও। এই পুরুষ এই সংস্কারের দ্বারা গো, অশ্ব, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত হয়ে যাক ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : বর্চঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বৃহস্পতি, অশ্বিনদ্বয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

গিরাবরগরাটেষু হিরণ্যে গোষু যদ্ যশঃ।
সুরায়াং সিচ্যমানায়াং কীলালে মধু তন্ময়ি ॥ ১॥
অশ্বিনা সারঘেণ মা মধুনাঙ্‌ক্তং শুভস্পতী।
যথা ভর্গস্বতীং বাচমাবদানি জনাঁ অনু ॥ ২॥
ময়ি বর্চো অথো যশোঽথো যজ্ঞস্য যৎ পয়ঃ।
তন্ময়ি প্রজাপতির্দিবি দ্যামিব দৃংহতু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — রথের উপর উপবিষ্ট হয়ে শত্রুর সম্মুখে গমনশীল রথীর জয়ঘোষে যে যশ প্রাপ্য হয়, হিমবান্ ইত্যাদি পর্বতে যে যশ আছে, এবং সুবর্ণের জ্যোতিতে ও ক্ষীর ইত্যাদি দানের নিমিত্ত গাভীতে যে যশ আছে, সেই যশ আমার প্রাপ্য হোক। সিচ্যমান পাত্রে আসিচ্যমান সুরায়, এবং জলে ও অন্নে মাধুর্যোপেত রসের যে যশকে লোকে প্রশংসা করে, তা সবই আমার হোক ॥ ১ ॥ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা আমাকে মক্ষিকাসমূহের দ্বারা একত্রীকৃত (সারঘ) মধুর দ্বারা সম্পন্ন করো, যাতে আমার বাণী মধুর ও দীপ্তিমতী হয়ে যায় ॥ ২ ॥ অন্ন ও যজ্ঞের ফল রূপ ক্ষীর ইত্যাদিতে যে যশ আছে, তথা আমি হেন সাধকে যে তেজ আছে, সেগুলি অন্তরিক্ষলোকে জ্যোতির্মণ্ডলকে দৃঢ় করণের ন্যায়, প্রজাপতি আমি হেন যজমানে দৃঢ় করুন ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আয়মগন্ত্সবিতা ক্ষুরেণ' ইতি তৃচেন গোদান চূড়াকরণ ক্ষৌরার্থোদকুম্ভা ভিমন্ত্রণং কুর্যাৎ।....তথা অস্যৈব তৃচস্য ক্ষৌরার্থোদকাভিমন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ।.....'গিরাবরগরাটেষু' ইতি তৃচেন মেধাজননকামঃ সুপ্তোত্থিত দুখং প্রক্ষালয়েৎ। তথা কুমারীবর্চস্যকর্মণি দধি মধু একত্র কৃত্বা অনেন তৃচেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য কুমারী প্রাশয়েৎ । তথা ক্ষত্রিয়বর্চস্যকর্মণি .....ক্ষত্রিয়ং প্রাশয়েৎ। তথা বৈশ্যশূদ্রাদিবর্চস্যকর্মণি....বৈশ্যাদিং প্রাশয়েৎ। সূত্রিতং হি।....ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৭অ. ৭-৮সূ) ॥

টীকা — সপ্তম সূক্তের দ্বারা গোদান, চূড়াকরণ উপনয়ন ইত্যাদি কর্মে ক্ষৌরার্থে জলকুম্ভ অভিমন্ত্রণ করণীয়। অষ্টম সূক্তটি মেধাজননকামীর পক্ষে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তটি কুমারী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র ইত্যাদির তেজঃ-লাভ কর্মে সূত্রোক্ত প্রকারে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (৬কা. ৭অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : অঘ্ন্যা

[ঋষি : কাঙ্কায়ন। দেবতা : অঘ্ন্যা। ছন্দ : জগতী]

যথা মাংসং যথা সুরা যথাক্ষা অধিদেবনে।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্ ॥ ১ ॥
যথা হস্তী হস্তিন্যাঃ পদেন পদমুদ্যুজে।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্ ॥ ২ ॥
যথা প্রধির্যথোপধির্যথা নভ্যং প্রধাবধি।
যথা পুংসো বৃষণ্যত স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ।
এবা তে অঘ্ন্যে মনোঽধি বৎসে নি হন্যতাম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন সুরাসক্তের নিকট সুরা প্রিয়, মাংসাশীর নিকট মাংস প্রিয়, দ্যূতকারের নিকট দ্যূতস্থান প্রিয়, সুরতার্থী পুরুষের মন স্ত্রীবিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই রকমই, হে অবধ্য গাভী! তোমার এই বৎস তোমার প্রিয় হোক ॥ ১ ॥ যেমন হস্তিনীর পদের সাথে আপন পদ মিলিত

হ'লে হস্তী প্রসন্ন হয়, যেমন সন্তানদাতা পুরুষ স্ত্রীবিষয়ে প্রসন্ন হয়, তেমনই, হে অবধ্য গাভী! তুমি তোমার বৎসের প্রতি প্রসন্ন থাকো ॥ ২॥ যেমন রথচক্রের মধ্যফলকের সাথে নেমি দৃঢ়তার সাথে বন্ধনযুক্ত হয়ে থাকে (বা দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত হয়), তেমনই, হে ধেনু! তুমি বৎসের সাথে বন্ধনযুক্ত হয়ে থাকো। যেমন কামী পুরুষের মন স্ত্রীবিষয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে, তেমনই, তোমার মন এই বৎসে মুগ্ধ হয়ে থাকুক ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : অন্নম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অগ্নি, সর্ব দেবগণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যদন্নমদ্মি বহুধা বিরূপং হিরণ্যমশ্বমুত গামজামবিম্।
যদেব কিং চ প্রতিজগ্রহাহমগ্নিষ্টদ্ধোতা সুহুতং কৃণোতু ॥ ১॥
যন্মা হুতমহুতমাজগাম দত্তং পিতৃভিরনুমতং মনুষ্যৈঃ।
যস্মান্মে মন উদিব রারজীত্যগ্নিষ্টদ্ধোতা সুহুতং কৃণোতু ॥ ২॥
যদন্নমদ্ম্যনৃতেন দেবা দাস্যন্নদাস্যন্নুত সংগৃণামি।
বৈশ্বানরস্য মহতো মহিম্না শিবং মহ্যং মধুমদস্ত্বন্নম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ক্ষুৎপীড়াবশে ভোজ্যাভোজ্য বিভাগ না ক'রে আমি বিবিধ রকমের অন্নকে উদরস্থ ক'রে নিয়েছি এবং দারিদ্র্যবশে আমি হিরণ্য ইত্যাদি বহু দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেছি। এই যজ্ঞ নিষ্পাদক অগ্নি সেই অন্নদোষ ও প্রতিগ্রহ দোষ হ'তে আমাকে রক্ষা করুন। যজ্ঞের দ্বারা সংস্কৃত বা অসংস্কৃত (অর্থাৎ হুত বা অহুত) যে দ্রব্যসামগ্রী প্রতিগ্রহের দ্বারা আমি প্রাপ্ত হয়েছি, পিতৃগণ ও দেবতাগণের দ্বারা প্রদত্ত যে প্রতিগ্রহ দ্রব্য আমি প্রাপ্ত হয়েছি, এই যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি সেই প্রতিগ্রহ দোষ হ'তে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২॥ হে দেবতাগণ! যে মিথ্যা ভাষণের দ্বারা আমি অপরের অন্নভাগ ভক্ষণ ক'রে নিয়েছি এবং ঋণ গ্রহণ ক'রে তা পরিশোধ করিনি, সেই দোষ হ'তে রক্ষা পূর্বক বৈশ্বানর অগ্নি সেগুলিকে আমার পক্ষে মধুর ও সুখদায়ক ক'রে দিন ॥ ৩॥

◆

একাদশ সূক্ত : বাজীকরণম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : শেপোহর্ক। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্]

যথাসিতঃ প্রথয়তে বশাঁ অনু বপূংষি কৃণ্বন্নসুরস্য মায়য়া।
এবা তে শেপঃ সহসায়মর্কোঽঙ্গেনাঙ্গং সংসমকং কৃণোতু ॥ ১॥
যথা পসস্তায়াদরং বাতেন স্থূলভং কৃতম্।
যাবৎ পরস্বতঃ পসস্তাবৎ তে বর্ধতাং পসঃ ॥ ২॥

যাবদঙ্গীনং পারস্বতং হাস্তিনং গার্দভং চ যৎ।
যাবদশ্বস্য বাজিনস্তাবৎ তে বর্ধতাং পসঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন এই বদ্ধ পুরুষ আসুরী মায়ায় স্ববশ পুরুষগণকে (আত্মীয়দের) আপন রূপরাশি প্রদর্শন ক'রে আত্মপ্রসার প্রাপ্ত হয়, সেই রকম এই অর্কবৃক্ষের বিকার-মণি সহসা তোমার (অর্থাৎ আভিচারিক ক্রিয়া-সাধকের) উপস্থকে (পুংব্যঞ্জনলক্ষণ শেপ নামক অঙ্গকে) সন্তান-উৎপত্তির যোগ্যরূপে বিস্তার ক'রে দিক ॥ ১॥ তায়োদর নামক (বিস্তৃত উদরশালী) প্রাণীবিশেষের পুংব্যঞ্জন (পস) যেমন বায়ুর দ্বারা স্থূলতা (স্ফীতি) প্রাপ্ত হয়, পরস্বত নামক মৃগবিশেষের পুংব্যঞ্জন যৎপরিমাণ বিশিষ্ট (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়, যেমন সুদৃঢ় অঙ্গশালী পুরুষের অঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রজা উৎপাদনে সমর্থ হয়ে থাকে, তেমনই, হে সাধক! তোমার পুরুষাঙ্গও সেই পরিমাণবিশিষ্ট বর্ধিত হোক ॥ ২॥ পরস্বত মৃগ সম্বন্ধি প্রজনন যৎপরিমাণবিশিষ্ট হয়, তথা হস্তী সম্বন্ধি ও গর্দভ সম্বন্ধি প্রজনন যেমন বৃহদাকারসম্পন্ন হয়, এবং বড়বাসঙ্গমনে অশ্বের লিঙ্গ যেমন দীর্ঘতর হয়, সেই রকম তোমার পুরুষাঙ্গও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক।—(সৃষ্টির সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে যে প্রকার সুদৃঢ় শরীরাঙ্গের আবশ্যকতা হয়, তার যোগ্য হওয়ার প্রযত্ন সকল মনুষ্যেরই করা উচিত; যাতে ভাবী সন্তানও সুস্থ ও সবল হয়) ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যথা মাংস' ইতি সূক্তেন গোবৎসয়োরন্যোন্যবিরোধশান্তিরূপে সাংমনস্যকর্মণি বৎসং সংস্নাপ্য গোমূত্রেণ অবসিচ্য বৎসং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য অভিমন্ত্র্য স্তনপানার্থং মুঞ্চেৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৃচেন গোঃ শিরঃ কর্ণং চ অনুমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি।...'যদ্ অন্নং' ইতি তৃচেন দুষ্টাদুষ্ট প্রতিগ্রহজনিতদোষশান্ত্যর্থং প্রতিগ্রাহ্যং বস্তু অভিমন্ত্র্য গৃহ্ণীয়াৎ।...'যথাসিতঃ' ইতি তৃচেন বাজীকরণকামঃ একশাখার্কমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অর্কসূত্রেণ বধ্নীয়াৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৭অ. ৯-১১সূ)॥

টীকা — নবম সূক্তটি গাভী ও বৎসের মধ্যে বিরোধ শান্তির নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই কর্মে বৎসকে গোমূত্রে সিঞ্চিত ক'রে তিনবার পরিভ্রমণ করিয়ে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক স্তনপানার্থে ছেড়ে দেওয়া কর্তব্য। এই সূক্তের দ্বারা গাভীর মস্তক ও কর্ণ অভিমন্ত্রিত করণীয়।...দশম সূক্তটির দ্বারা দুষ্ট-অদুষ্ট প্রতিগ্রহজনিত দোষ শান্তির নিমিত্ত প্রতিগ্রাহ্য বস্তু অভিমন্ত্রিত ক'রে গ্রহণীয়।....একাদশ সূক্তটির দ্বারা বাজীকরণকামী জন একশাখা-অর্কমণি অভিমন্ত্রিত ক'রে অর্কসূত্রের দ্বারা ধারণ করবেন। অবশ্য এ সবই সূত্রোক্ত প্রকার অনুসারে করণীয় ॥ (৬কা. ৭অ. ৯-১১সূ)॥

◆ ◆

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সাংমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাংমনস্যম্, বরুণ, সোম ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

এহ যাতু বরুণঃ সোমো অগ্নির্বৃহস্পতির্বসুভিরেহ যাতু।
অস্য শ্রিয়মুপসংযাত সর্ব উগ্রস্য চেত্তুঃ সংমনসঃ সজাতাঃ ॥ ১॥

যো বঃ শুষ্মো হৃদয়েম্বন্তরাকূতির্যা বো মনসি প্রবিষ্টা।
তান্ত্সীবয়ামি হবিষা ঘৃতেন ময়ি সজাতা রমতির্বো অস্তু ॥ ২॥
ইহৈব স্ত মাপ যাতাধ্যস্মৎ পূষা পরস্তাদপথং বঃ কৃণোতু।
বাস্তোষ্পতিরনু বো জোহবীতু ময়ি সজাতা রমতির্বো অস্তু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই স্থানে বরুণ, সোম, অগ্নি প্রত্যেকে সাংমনস্য করণের (অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যে মনের মিল করার) নিমিত্ত আগমন করুন। সকল দেবতার অধিস্বামী বৃহস্পতি দেবতা অষ্টবসুগণের সাথে আগমন করুন। হে সমান জন্মশালীগণ! তোমরা সমান মনঃ সম্পন্ন হয়ে এই যজমানের নিমিত্ত তাঁর সম্পদের উপজীবী হও ॥ ১॥ হে বান্ধববর্গ! তোমাদের মধ্যে যে বল ও তোমাদের হৃদয়ে যে সঙ্কল্প আছে, সেগুলিকে আমি হব্য-ঘৃতের দ্বারা মিলিয়ে দিচ্ছি। আমি যেন সাংমনস্যের (এক বিচারের) ইচ্ছুকের নিমিত্ত তোমরা অনুকূল হও ॥ ২॥ হে স্বজাতি বান্ধবগণ! তোমরা আমাকে স্নেহ করো, পৃথক্ হয়ো না। আমার প্রতিকূলগামী হ'লে পূষা দেবতা তোমাদের পথ অবরোধ ক'রে দিন এবং গৃহের পালক বাস্তোষ্পতি দেবতা আমার নিমিত্ত তোমাদের আহ্বান করুন ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সাংমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাংমনস্যম্, ব্রহ্মণস্পতি ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্।]

সং বঃ পৃচ্যন্তাং তন্বঃ সং মনাংসি সমু ব্রতা।
সং বোহয়ং ব্রহ্মণস্পতির্ভগঃ সং বো অজীগমৎ ॥ ১॥
সংজ্ঞপনং বো মনসোহথো সংজ্ঞপনং হৃদঃ।
অথো ভগস্য যচ্ছ্রান্তং তেন সংজ্ঞপয়ামি বঃ ॥ ২॥
যথাদিত্যা বসুভিঃ সম্বভূবুর্মরুদ্ভিরুগ্রা অহৃণীয়মানাঃ।
এবা ত্রিণামন্নহৃণীয়মান ইমান্ জনান্ত্সংমনসস্কৃধীহ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে সাংমনস্যকামী (সমমনোভাবান্ন হ'তে ইচ্ছুক) জনগণ! তোমাদের শরীর ও মন পরস্পর স্নেহে আবদ্ধ হোক, তোমাদের কর্মও অনুরাগের সাথে যুক্ত হোক। ভগ ও ব্রহ্মণস্পতি দেব আমাদের নিমিত্ত তোমাকে (সাংমনস্যকে) বারবার আহ্বান করুন ॥ ১॥ হে এক-মনঃশালী মনুষ্যগণ! তোমাদের মন-ইন্দ্রিয় যে কর্মের দ্বারা জ্ঞানোৎপাদিনী হয়, তা আমি করছি। আমি তোমাদের হৃদয়কেও সমান জ্ঞানোৎপাদক ক'রে দিচ্ছি। আমি ভগ দেবতার উদ্দেশে কৃত তপের দ্বারা তোমাদের সমজ্ঞান-সম্পন্ন ক'রে দিচ্ছি ॥ ২॥ অদিতির পুত্র মিত্র ও বরুণ যেমন অষ্টবসুগণের সাথে সমান জ্ঞানী হয়েছিলেন এবং রুদ্রগণ আপন প্রচণ্ড রূপকে ত্যাগ ক'রে যেমন মরুৎবর্গের সমান জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছিলেন, তেমনই হে ত্রিনামধারী অগ্নি! তুমিও ক্রোধ পরিত্যাগ ক'রে এই মনুষ্যগণকে সাংমনস্য-শালী (অর্থাৎ সমান-মনঃসম্পন্ন) ক'রে দাও ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র আদ্যস্য ('এহ যাতু বরুণঃ' ইতি) তৃচস্য 'সং বঃ পৃচ্যন্তাং' ইতি দ্বিতীয়স্য চ সাংমনস্য-কর্মণি 'সং জানীধ্বং' (৬/৬৪) ইতি তৃচোক্তেষু উদকুম্ভনিনয়নাদিষু বিনিয়োগঃ। সূত্রং চ তত্রৈবোদাহৃতং।...ইত্যাদি।। (৬কা. ৮অ. ১-২সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের অনুরূপ হবে। এগুলি সাংমনস্য কর্মে অর্থাৎ পরস্পর মনের অমিল দূরীকরণে বিনিযুক্ত।—দ্বিতীয় সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নিকে 'ত্রিনামধারী' বলার কারণ এই যে, অগ্নিদেব ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে যথাক্রমে পার্থিব,বিদ্যুৎ ওসূর্যাত্ম অথবা সাধারণতঃ ভৌম (গার্হপত্য), দিব্য ও জাঠর নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ ॥ (৬কা. ৮অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : সপত্নক্ষয়ণম্

[ঋষি : কবন্ধ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী]

নিরমুং নুদ ওকসঃ সপত্নো যঃ পৃতন্যতি।
নৈর্বাধ্যেন হবিষেন্দ্র এনং পরাশরীৎ ॥ ১॥
পরমাং তং পরাবতমিন্দ্রো নুদতু বৃত্রহা।
যতো ন পুনরায়তি শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২॥
এতু তিস্রঃ পরাবত এতু পঞ্চ জনাঁ অতি।
এতু তিস্রোঽতি রোচনা যতো ন পুনরায়তি।
শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যো যাবৎ সূর্যো অসদ্ দিবি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের পীড়িত (বা আক্রমণ) করার উদ্দেশে সেনা একত্র (বা সংগ্রহ) করণশীল শত্রুকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা আমরা বিচ্যুত করছি। শত্রু দমনার্থে প্রেরিত হবিঃ সমূহে প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র আমাদের শত্রুদের এমন প্রহার করুন, যাতে তারা এই স্থানে আর কখনও প্রত্যাবর্তন করতে না পারে ॥ ১ ॥ বৃত্র-নাশক ইন্দ্রদেব সেই শত্রুকে এমন দূরে প্রেরণ করুন, যাতে যে স্থান হ'তে সে শতবর্ষ (বহু বহু বৎসর) পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করতে না পারে ॥ ২॥ ইন্দ্র কর্তৃক বিতাড়িত সেই শত্রু তিন ভুবনের পার অতিক্রম ক'রে, নিষাদসহ পঞ্চ মনুষ্য-সঞ্চারদেশ পরিত্যাগ ক'রে এমন দূরতম স্থানে গমন করুক, যেস্থানে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির দীপ্তি নেই। যাবৎকাল পর্যন্ত দ্যুলোকে সূর্য বর্তমান থাকবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত যেন তারা আর প্রত্যাবর্তন করতে না পারে ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : আয়ুষ্যম্

[ঋষি : কবন্ধ। দেবতা : সান্তপনাগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

য এনং পরিষীদন্তি সমাদধতি চক্ষসে।
সম্প্রেদ্ধো অগ্নির্জিহ্বাভিরুদেতু হৃদয়াদধি ॥ ১॥

অগ্নেঃ সাংতপনস্যাহমায়ুষে পদমা রভে।
অদ্ধাতির্যস্য পশ্যতি ধূমমুদ্যন্তমাস্যতঃ ॥ ২॥
যো অস্য সমিধং বেদ ক্ষত্রিয়েণ সমাহিতাম্।
নাভিহ্বারে পদং নি দধাতি স মৃত্যবে ॥ ৩॥
নৈনং ঘ্নন্তি পর্যায়িণো ন সন্নাঁ অব গচ্ছতি।
অগ্নের্যঃ ক্ষত্রিয়ো বিদ্বান্নাম গৃহ্ণাত্যায়ুষে ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — রাক্ষস ইত্যাদি যারা এই স্বস্ত্যয়নকামী, অগ্নিপরিচরণকারী পুরুষকে হিংসা-করণের নিমিত্ত চতুর্দিকে উপবিষ্ট রয়েছে, তাদের ভস্ম করার নিমিত্ত প্রচণ্ড অগ্নি আপন জ্বালা-রূপ জিহ্বা সমুদায় বিস্তার ক'রে প্রকট হোন ॥ ১॥ যে অগ্নির ধূমকে অদ্ধাতি ঋষি আপন মুখবিবর হ'তে বিনিষ্ক্রান্ত হ'তে দর্শন করেছিলেন, সেই অগ্নির বাচক শব্দকে আমি আরম্ভ করাছি ॥ ২॥ বিজয়কামী ক্ষত্রিয় পুরুষগণের দ্বারা রক্ষিত অগ্নির সন্দীপনী আহুতিকে জ্ঞাতশালী জন হস্তী, সিংহ ইত্যাদিতে পূর্ণ মৃত্যুর আশঙ্কাজনক স্থানে কখনও গমন করে না ॥ ৩॥ যে ক্ষত্রিয় চিরজীবন (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু) লাভের অভিলাষে অগ্নির স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সেই স্বস্ত্যয়নকামীর নিকটে শত্রুগণ আগমন করতে সমর্থ হয় না ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'নিরমুং নুদে' ইতি তৃচেন আভিচারিকে তন্ত্রে দর্ভাস্তরণং কুর্যাৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন সূক্তেন অভ্যাতানান্তে ইঙ্গিড়ং জুহুয়াৎ।...তস্মিন্নেব তন্ত্রে অনেন তৃচেন সংস্থিত হোমান্ জুহুয়াৎ। 'য এনং পরিষীদন্তি' ইতি চতুর্ঋচেন বিজয়স্বস্ত্যয়নকামঃ খড়্গাদ্যসাধারণং শস্ত্রং সম্পাত্য হস্তেন বিমৃজ্য অভিমন্ত্র্য ধারয়েৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৮অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — তৃতীয় সূক্তের দ্বারা আভিচারিক তন্ত্রে দর্ভাস্তরণ করণীয়। এই সূক্তের দ্বারা ইঙ্গিড় হোম ইত্যাদি করণীয়। চতুর্থ সূক্তটির দ্বারা বিজয়স্বস্ত্যয়নকামীর পক্ষে খড়্গ ইত্যাদি শস্ত্র অভিমন্ত্রিত পূর্বক ধারণ কর্তব্য ॥ (৬কা. ৮অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : প্রতিষ্ঠাপনম্

[ঋষি : কবন্ধ। দেবতা : জাতবেদা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অস্থাদ্ দৌরস্থাৎ পৃথিব্যস্থাদ্ বিশ্বমিদং জগৎ।
আস্থানে পর্বতা অস্থু স্থান্ন্যশ্বাঁ অতিষ্ঠিপম্ ॥ ১॥
য উদানট্ পরায়ণং য উদানণ্‌ন্যায়নম্।
আবর্তনং নিবর্তনং যো গোপা অপি তং হুবে ॥ ২॥
জাতবেদো নি বর্ত্তয় শতং তে সন্ত্বাবৃতঃ।
সহস্রং ত উপাবৃতস্তাভির্নঃ পুনরা কৃধি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে যেমন দ্যুলোক এবং পৃথিবী আপন-আপন স্থানে স্থির হয়ে আছে; এবং দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যস্থায়ী সমগ্র জগৎ-সংসার আপন-আপন স্থানে স্থাপিত হয়ে আছে, পর্বতসমূহ যেমন ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত স্থানে (আস্থানে) স্থির হয়ে আছে, তেমনই, হে নারী! যে স্তম্ভের আধারের উপর এই গৃহ অস্তিত্বসম্পন্ন হয়ে আছে, গৃহরূপ সেই আধারে তোমাকে স্থাপন করছি। অশ্বচালক কর্তৃক দুষ্ট অশ্ব যেমন রজ্জুর দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, সেই মতোই তুমি কর্ম-বন্ধনে স্থিত হও ॥ ১॥ সেই দেবতাকে আমি আহূত করছি, যিনি পশ্চাৎগমনকে ব্যাপ্ত করেছেন, নীচে লুক্কায়িত হয়ে গমনকে ব্যাপ্ত করেছেন, পলায়নকারীগণের গতি প্রতিরোধকে ব্যাপ্ত করেছেন ॥ ২॥ হে জাতবেদা অগ্নি! পলায়ন-স্বভাবশালিনী এই স্ত্রীর স্বভাবকে পরিবর্তন ক'রে দাও। এর প্রত্যাবর্তনের উপায় শত সংখ্যক হোক; তাকে আমার সমীপদেশে প্রাপ্তির উপায় সহস্র সংখ্যক হোক। আপন সকল উপায়ের সাথে তাকে আমার সম্মুখে আনয়ন করো ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : দম্পত্যো রয়িপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : চন্দ্রমা, ত্বষ্টা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

তেন ভূতেন হবিষায়মা প্যায়তাং পুনঃ।
জায়াং যামস্মা আবাক্ষুস্তাং রসেনাভি বর্ধতাম্ ॥ ১॥
অভি বর্ধতাং পয়সাভি রাষ্ট্রেণ বর্ধতাম্।
রয্যা সহস্রবর্চসেমৌ স্তামনুপক্ষিতৌ ॥ ২॥
ত্বষ্টা জায়ামজনয়ৎ ত্বষ্টাস্যৈ ত্বাং পতিম্।
ত্বষ্টা সহস্রমায়ূংষি দীর্ঘমায়ুঃ কৃণোতু বাম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই পতির (বা পাত্রের) সাথে বিবাহের নিমিত্ত যে স্ত্রীকে তার মাতা-পিতা আনয়ন করেছে, তাকে এই অগ্নিদেব দধি-মধু-ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা বর্ধিত করুন। এই পতি প্রসিদ্ধ হূয়মান হবির দ্বারা প্রজা, পশু ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ হোক ॥ ১॥ এই পতি-পত্নীর গৃহ দুগ্ধ ইত্যাদিতে সম্পন্ন থাকুক। এদের রাজ্য (বা গ্রাম) বৃদ্ধির দিকে চলমান থাকুক। বহু ধনের দ্বারা এরা পরিপূর্ণ থাকুক ॥ ২॥ ত্বষ্টা এই স্ত্রীকে উৎপন্ন করেছেন। হে বর! তোমাকে এই বধূর পতিরূপে ত্বষ্টাই সৃষ্টি করেছেন। অতএব হে জায়া ও পতি! ত্বষ্টা তোমাদের সহস্রায়ু (বহু বৎসরের জীবন) দান করুন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অস্থাদ্ দ্যৌঃ' ইতি তৃচেন পলায়নশীলায়াঃ স্ত্রীয়া নিরোধনকর্মণি রজ্জুবেষ্টনং অভিমন্ত্র্য মধ্যমস্থূণায়াং বধ্নীয়াৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি স্ত্রীখট্টায়াঃ পাদং অনেন তৃচেন অভিমন্ত্র্য উপলে বধ্নীয়াৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি অনেন তৃচেন তিলান্ জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।...'তেন ভূতেন' ইতি তৃচেন বিবাহে আজ্যং হুত্বা বরবধ্বোর্মূর্ধ্নি সম্পাতান্ আনয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি তেনৈব তৃচেন রসান্ স্থালীপাকং চ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ভোজনসময়ে জায়াপতী প্রাশয়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি

অনেন তৃচেন আজ্যমিশ্রৈর্য্যবৈঃ অঞ্জলিং পরিপূর্য্য জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি বিবাহ প্রকরণে।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৮অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — পঞ্চম সূক্তটির দ্বারা পলায়নশীলা স্ত্রীগণের নিরোধনকর্মে অভিমন্ত্রিত রজ্জুবেষ্টন-বন্ধন, স্ত্রীর খাটের পায়ায় অভিমন্ত্রিত প্রস্তর বন্ধন ইত্যাদিতে বিনিযুক্ত হয়। এই কর্মে এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে তিলাহুতি প্রদান করতে হয়। ষষ্ঠ সূক্তটির দ্বারা বিবাহে আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক বর-বধূর মস্তকে সেই আজ্যের অবশিষ্ট অংশ সম্পাতিত করণীয়। এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত খাদ্য বরবধূকে খাওয়ানো, অঞ্জলিপূর্ণ আজ্য অগ্নিতে সমর্পণ ইত্যাদি কর্মের সূত্র বিবাহ প্রকরণে পাওয়া যায় ॥(৬কা. ৮অ. ৫-৬সূ)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : ঊর্জঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সংস্ফানম্। ছন্দ : গায়ত্রী]

অয়ং নো নভসস্পতিঃ সংস্ফানো অভি রক্ষতু।
অসমাতিং গৃহেষু নঃ ॥ ১॥
ত্বং নো নভসস্পত ঊর্জং গৃহেষু ধারয়।
আ পুষ্টমেত্বা বসু ॥ ২॥
দেব সংস্ফান সহস্রাপোষস্যেশিষে।
তস্য নো রাস্ব তস্য নো ধেহি তস্য তে ভক্তিবাংসঃ স্যাম ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই অগ্নি আহুতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবগণের সমীপে হবিঃ সমুপস্থিত করণের নিমিত্ত আকাশের পালকরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। সেই অগ্নিদেব আমাদের ধন-ধান্যের দ্বারা বর্ধন করুন। আমাদের গৃহের সকল সামগ্রী অগণিত হোক ॥ ১॥ হে অন্তরিক্ষ-পালক বায়ু। তুমি আমাদের গৃহে বলদায়ক অন্ন স্থাপিত করো। প্রজা, পশু তথা নানা প্রকারের ধন আমার প্রাপ্ত হোক ॥ ২॥ হে আদিত্য। তুমি প্রজাবর্গের পোষণ-করণশালী এবং ধন সমূহের অধিপতি। আমরা তোমার অনুগ্রহে সেই ধনের ভাগী হবো ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : অরিষ্টক্ষয়ণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : চন্দ্রমা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা ভূতাবচাকশৎ।
শুনো দিব্যস্য যন্মহস্তেনা তে হবিষা বিধেম ॥ ১॥
যে ত্রয়ঃ কালকাঞ্জা দিবি দেবা ইব শ্রিতাঃ।
তান্ত্সর্বানহ্ব উতয়েঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ২॥

অপ্সু তে জন্ম দিবি তে সধস্থং সমুদ্রে অন্তর্মহিমা তে পৃথিব্যাম্।
শুনো দিব্যস্য যন্মহস্তেনা তে হবিষা বিধেম ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সকল ভূতজাতকে অবলোকন করতে করতে আকাশমার্গ হ'তে কাক, কপোত ইত্যাদি পক্ষী প্রায়ই পুরুষের অঙ্গে পতিত হয়ে থাকে। সেই দোষশান্তির নিমিত্ত দিব্যলোকে কুক্কুরের যে তেজঃ আছে, সেই তেজঃস্বরূপ হবির দ্বারা, হে অগ্নি! আমরা তোমার পরিচর্যা করছি। (অর্থাৎ আমরা স্বর্গস্থ কুক্কুরের তেজের দ্বারা অগ্নির পূজা ক'রে তাঁর প্রসাদে অশুভ পক্ষীদের আঘাতজনিত দোষ-শান্তি করতে সমর্থ হবো) ॥ ১ ॥ কালকাঞ্জ প্রমুখ যে তিনজন অসুর উত্তম কর্মের কারণে স্বর্গলোকে দেবতাগণের ন্যায় অবস্থান করছে; আমি কাক বা কপোতের উপঘাত-জনিত দোষ শান্তির নিমিত্ত এই পুরুষের রক্ষার্থে সেই কালকাঞ্জ নামক অসুরত্রয়কে আহ্বান করছি ॥ ২॥ হে অগ্নি! বিদ্যুৎ-রূপ হ'তে জলে তোমার উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয়, আদিত্য-রূপ হ'তে দ্যুলোকে তোমার স্থান রয়েছে, তথা পৃথিবীতেও তুমি মহিমাবান্। দিব্য কুক্কুরের তেজঃ-রূপ হবির দ্বারা আমরা তোমার পূজা করছি। (এই কার্যের ফলে কাককপোত ইত্যাদির উপঘাতজনিত দোষের শান্তি হোক) ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অয়ং নো নভসম্পতিঃ' ইতি তৃচেন ধান্যস্ফাতিকামঃ অশ্মানং সম্প্রোক্ষ অভিমন্ত্র্য কুসূলাদিধান্যনিধানস্থানেষু নিধায় তস্যোপরি অন্বৃচং তিস্রো ধান্যমুষ্টীর্নির্দিয়ধ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...'অন্তরিক্ষেণ পততি' ইতি তৃচেন কাককপোতশ্যেনাদিপক্ষিহতং অঙ্গং শ্বপদস্থানমৃত্তিকাং অভিমন্ত্র্য প্রলিম্পেৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি শুনোঙ্গস্থা মক্ষিকা অনেন অভিমন্ত্র্য অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য তথাবিধং অঙ্গং ধূপয়েৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৮অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — সপ্তম সূক্তের দ্বারা ধান্যের প্রাচুর্য কামনায় সূত্রোক্ত প্রকারে বিনিয়োগ উক্ত হয়েছে। অষ্টম সূক্তের দ্বারা কাক, কপোত, বাজ ইত্যাদি পক্ষির দ্বারা আহত অঙ্গে কুক্কুর-বাসিত ভূমির মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত ক'রে প্রলেপন কর্তব্য। কুক্কুরের অঙ্গস্থ মক্ষিকা অভিমন্ত্রিত ক'রে অগ্নিতে প্রক্ষেপণ ইত্যাদি কর্মে এই মন্ত্রগুলি বিনিযুক্ত হয় ॥ (৬কা. ৮অ. ৭-৮সূ)॥

◆

নবম সূক্ত : গর্ভাধানম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : আদিত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যন্তাসি যচ্ছসে হস্তাবপ রক্ষাংসি সেধসি।
প্রজাং ধনং চ গৃহ্ণানঃ পরিহস্তো অভূদয়ম্ ॥ ১॥
পরিহস্ত বি ধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতবে।
মর্যাদে পুত্রমা ধেহি তং ত্বমা গময়াগমে ॥ ২॥
যং পরিহস্তমবিভরদিতিঃ পুত্রকাম্যা।
ত্বষ্টা তমস্যা আ বধ্নাদ্ যথা পুত্রং জনাদিতি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি গর্ভকে নষ্ট-করণশালিনী ব্যাধিকে বশকরণে সমর্থ। তুমি আপন হস্ত বিস্তারিত ক'রে গর্ভ-ঘাতক রাক্ষসগণকে সংহার ক'রে থাকো। সেই অগ্নি তাঁর পূজকের পুত্র পৌত্র ইত্যাদি ও তাদের ভোগের নিমিত্ত রক্ষক হয়ে থাকেন ॥ ১॥ হে পরিহস্ত (কঙ্কন ইত্যাদিরূপ ভূষণ)! তোমরা গর্ভ-স্থাপনের নিমিত্ত গর্ভাশয়কে বিস্তৃত করো। হে স্ত্রী! তুমি আপন গর্ভাশয়ে পুত্রকে স্থাপিত করো ॥ ২॥ পুত্রের কামনায় যে কঙ্কন ইত্যাদি দেবমাতা অদিতি ধারণ করেছিলেন, ত্বষ্টাদেব সেই রকম কঙ্কণ ইত্যাদি এই স্ত্রীকে বন্ধন ক'রে দিন। এই স্ত্রী সুপুত্র উৎপাদনে (জন্মদানে) সমর্থ হোক ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : জায়াকামনা

[ঋষি : ভগ। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আগচ্ছত আগতস্য নাম গৃহ্ণাম্যায়তঃ।
ইন্দ্রস্য বৃত্রঘ্নো বন্বে বাসবস্য শতক্রতোঃ ॥ ১॥
যেন সূর্যাং সাবিত্রীমশ্বিনোহতুঃ পথা।
তেন মামব্রবীদ্ ভগো জায়ামা বহতাদিতি ॥ ২॥
যস্তেঽঙ্কুশো বসুদানো বৃহন্নিন্দ্র হিরণ্যয়ঃ।
তেনা জনীয়তে জায়াং মহ্যং ধেহি শচীপতে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমার নিকট আগত ইন্দ্রের প্রসন্নতার নিমিত্ত তাঁকে বৃত্র-সংহারক ইত্যাদি নামে সম্বোধন করছি, এবং বিবাহের কামনাশালী আমি শতকর্মা (শতক্রতু সম্পন্নকারী), বাসব (বসুগণের উপাস্য) ইত্যাদি নামে খ্যাত ইন্দ্রের নিকট আমার অভীপ্সিত ফল প্রার্থনা করছি ॥ ১॥ আমি হেন বিবাহেচ্ছু পুরুষকে ভগদেবতা উপদেশ দিয়েছেন যে, যে পথে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাবিত্রী অর্থাৎ সবিতার পুত্রী সূর্যাকে জায়া-রূপে লাভ করেছিলেন, সেই পথে (বা প্রকারে) আমি যেন স্ত্রীকে প্রাপ্ত হই ॥ ২॥ হে শচীপতি (ইন্দ্র)! প্রভূত ধনকে ধারণশালী তোমার অঙ্কুশবৎ (অঙ্কুশের ন্যায় আকর্ষক) হস্ত আছে; সেই মহান্ হিরন্ময় হস্তে তুমি পুত্রাভিলাষী আমাকে ভার্যা সম্প্রদান করো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যন্তাসি' ইতি তৃচেন গর্ভাধানে কঙ্কণাদিকং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য স্ত্রিয়া হস্তে বধ্নীয়াৎ।....'আগচ্ছতঃ' ইতি তৃচেন বিবাহকামঃ ইন্দ্রং যজতে উপতিষ্ঠতে বা।...তথা অনেন তৃচেন আজ্যং হুত্বা বরবধ্বোর্মূর্ধ্নি সম্পাতান্ আনয়েৎ।...ইত্যাদি ।। (৬কা. ৮অ. ৯-১০সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তটির দ্বারা গর্ভাধানে কঙ্কন ইত্যাদি অভিমন্ত্রিত পূর্বক স্ত্রীর হস্তে বন্ধন করণীয়। দশম সূক্তটির দ্বারা বিবাহকামী জন ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ বা উপাসনা করবেন। বিবাহে এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদানপূর্বক বরবধূর মস্তকে নিক্ষেপ করণীয়। 'আগচ্ছতঃ' (৬/৮২) এবং 'সবিতা প্রসবানাং' ৫/২৪) সূক্তদ্বয়ের বিনিয়োগ অনুসরণীয় ॥(৬কা. ৮অ. ৯-১০সূ)॥

নবম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ভৈষজ্যম্

[ঋষি : ভগ। দেবতা : সূর্য, চন্দ্রমা, রামায়ণী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অপচিতঃ প্র পতত সুপর্ণো বসতেরিব।
সূর্যঃ কৃণোতু ভেষজং চন্দ্রমা বোঽপোচ্ছতু ॥ ১॥
এন্যেকা শ্যেন্যেকা কৃষ্ণৈকা রোহিণী দ্বে।
সর্বাসামগ্রভং নামাবীরঘ্নীরপেতন ॥ ২॥
অসূতিকা রামায়ণ্যপচিৎ প্র পতিষ্যতি।
গ্লৌরিতঃ প্র পতিষ্যতি স গলুন্তো নশিষ্যতি ॥ ৩॥
বীহি স্বামাহুতিং জুষাণো মনসা স্বাহা মনসা যদিদং জুহোমি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে গণ্ডমালাসমূহ (গ্রীবাদেশে জাত স্ফোটকসমূহ)! এই দেহ হ'তে পৃথক্ হও। যেমন উড্ডীয়নে চতুর বাজপক্ষী আপন নীড় হ'তে শীঘ্র বাহির হয়ে যায়, তেমনই তোমরা (এই পুরুষের গণ্ডদেশের নিম্নভাগ পরিত্যাগ পূর্বক) শীঘ্র পলায়ন করো। আদিত্য তোমাদের চিকিৎসা করুন এবং চন্দ্রমা তোমাদের দূরে প্রেরণ করুন ॥ ১ ॥ গণ্ডমালাসমূহ কোনটি রক্ত-শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত, কোনটি পরম শুভ্র, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ এবং কোনটি লোহিত বর্ণশালিনী হয়ে থাকে। হে গণ্ডমালাসমূহ! তোমরা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার ভেদে অনেক নাম ও বর্ণশালিনী হয়ে থাকে। আমি তোমাদের সুন্দর নাম উচ্চারণ করছি; তাতে প্রসন্ন হয়ে তোমরা এই বীরকে পীড়িত না ক'রে চলে যাও ॥ ২॥ অসূতিকা অর্থাৎ পূয়স্রাবী, রামায়ণী নাড়ী অর্থাৎ প্রাণবায়ু-পথে রমমান ব্রণাত্মিকা (ব্রনাভিমানী) দেবতাগণ এই মন্ত্র-সামর্থ্যে দূরীভূত হয়ে যাবে। তখন পীড়াও নষ্ট হয়ে যাবে ॥ ৩॥ হে ব্রণরোগ-অভিমানী দেবতা! তোমরা তোমাদের নিজস্ব মনে ক'রে এই আহুতি গ্রহণ করো। আমিও মনে মনে এই আহুতি প্রদান করছি ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : নির্ঋতিমোচনম্

[ঋষি : ভগ। দেবতা : নির্ঋতি। ছন্দ : জগতী, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্।]

যস্যাস্ত আসনি ঘোরে জুহোম্যেষাং বন্ধানামবসর্জনায় কম্।
ভূমিরিতি ত্বাভিপ্রমন্বতে জনা নির্ঋতিরিতি ত্বাহং পরি বেদ্ সর্বতঃ ॥ ১॥
ভূতে হবিষ্মতী ভবৈষ তে ভাগো যো অস্মাসু।
মুঞ্চেমানমূনেনসঃ স্বাহা ॥ ২॥

এবো ষ্বস্মন্নির্ঋতেহনেহা ত্বময়স্ময়ান্ বি চৃতা বন্ধপাশান্।
যমো মহ্যং পুনরিৎ ত্বাং দদাতি তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৩॥
অয়স্ময়ে দ্রুপদে বেধিষ ইহাভিহিতো মৃত্যুভির্যে সহস্রম্।
যমেন ত্বং পিতৃভিঃ সংবিদান উত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে ব্রণাভিমাণী দেব! তোমার ক্রূর মুখে এই আহুতি প্রদান করছি। এই আহুতি স্বীকার হোক। ব্রণ প্রক্ষালনার্থ এই ঔষধ রূপ জল রোগকে শান্ত করে ॥ ১॥ হে ব্রণাভিমানী দেব! যদিও সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন জন তোমাকে বিস্তারশালী ব'লে মানে, কিন্তু আমি তোমার রূপকে জ্ঞাত হয়ে তোমাকে পাপের দেবতা ব'লে জ্ঞাত হয়েছি। আমাদের হবিঃ গ্রহণ ক'রে গো-ইতাদিকে রোগমুক্ত করো ॥ ২॥ হে পাপ দেবী (নির্ঋতি)! তুমি আমাদের পীড়িত করো না এবং রোগপাশ (ব্যাধির বন্ধন) ছিন্ন ক'রে দাও। বিবস্বানের পুত্র প্রাণাপহারক যম, হে রোগী! তোমাকে আমার নিকট পুনরায় প্রত্যর্পন করেছেন। সেই যমদেবের উদ্দেশে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ৩॥ হে নির্ঋতি! যখন তুমি পুরুষকে লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করো, তখন সে জ্বর ইত্যাদি শত শত বন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকে। তুমি আপন অধিষ্ঠাতৃ পাপ দেবতা যম ও পিতৃদেবগণের সাথে স্বর্গলোকে এই পুরুষকে স্থান প্রাপ্ত করাও ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অপচিতঃ' ইতি তৃচেন গণ্ডমালাভৈষজ্যকর্মণি শঙ্খং ঘৃষ্ট্বা অভিমন্ত্র্য শুনকলালাং বা অভিমন্ত্র্য গণ্ডমালাং প্রলিম্পেৎ। তথা অনেন তৃচেন জলূকাং গৃহগোধিকাং বা অভিমন্ত্র্য রুধিরমোক্ষার্থং গণ্ডমালাস্থানে সংশ্লেষয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি সৈন্ধবলবণং চূর্ণয়িত্বা অভিমন্ত্র্য গণ্ডমালায়া বিকীর্য তুষ্ণীং নিষ্ঠীবেৎ। সূত্রিতং হি।....'ব্রীহি স্বাং' ইতি পঞ্চ-ঋচেন চতুষ্পাদগণ্ডভৈষজ্যার্থং শান্ত্যুদকং অভিমন্ত্র্য ব্রণং প্রোক্ষেৎ।...ইত্যাদি।। (৬কা. ৯অ. ১-২সূ)।।

টীকা — প্রথম সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্রের দ্বারা গণ্ডমালা রোগের ভৈষজ্যকর্মে শঙ্খ ঘর্ষণ ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক গণ্ডমালায় প্রলেপন কর্তব্য। এই তিনটি মন্ত্রের দ্বারা জলূকা বা গৃহগোধিকা অভিমন্ত্রিত পূর্বক রুধির মোক্ষার্থে গণ্ডমালাস্থানে সংশ্লেষণ করণীয়। এই কর্মে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ক'রে অভিমন্ত্রিত পূর্বক গণ্ডমালায় লেপন করণীয়। ইত্যাদি। প্রথম সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রটি ও দ্বিতীয় সূক্তের চারটি মন্ত্র চতুষ্পাদ প্রাণীর ব্রণ নিবারণে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (৬কা. ৯অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা (যক্ষ্মনাশনম্)। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বরণো বারয়াতা অয়ং দেবো বনস্পতিঃ।
যক্ষ্মো যো অস্মিন্নাবিষ্টস্তমু দেবা অবীবরন্ ॥ ১॥
ইন্দ্রস্য বচসা বয়ং মিত্রস্য বরুণস্য চ।
দেবানাং সর্বেষাং বাচা যক্ষ্মং তে বারয়ামহে ॥ ২॥

যথা বৃত্র ইমা আপস্তস্তম্ভ বিশ্বধা যতীঃ।
এবা তে অগ্নিনা যক্ষ্মং বৈশ্বানরেণ বারয়ে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই পুরোবর্তী দান ইত্যাদি গুণযুক্ত বরণ নামে আখ্যাত বনস্পতি নির্মিত মণি (বরুণ বৃক্ষের মণি) রাজযক্ষ্মা ইত্যাদি রোগসমূহকে দূর করুক। এই পুরুষের মধ্যে যে ক্ষয়রোগ আছে, তা ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা নাশ করুন ॥ ১ ॥ হে রোগী! আমরা মণিবন্ধনকারীগণ, তোমার ক্ষয়রোগকে ইন্দ্র মিত্র, বরুণ ও অপরাপর দেবগণের আজ্ঞাবচনানুসারে দূর ক'রে দিচ্ছি ॥ ২ ॥ যেমন ত্বষ্টার পুত্র বৃত্র সংসারের পালক মেঘসমূহের জলরাশিকে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল, তেমনই আমি তোমার যক্ষ্মাকে অগ্নির দ্বারা নিবারিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩ ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বৃষকামনা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : একবৃষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বৃষেন্দ্রস্য বৃষা দিবো বৃষা পৃথিব্যা অয়ম্।
বৃষা বিশ্বস্য ভূতস্য ত্বমেকবৃষো ভব ॥ ১॥
সমুদ্র ঈশে স্রবতামগ্নিঃ পৃথিব্যা বশী।
চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামীশে ত্বমেকবৃষো ভব ॥ ২॥
সম্রাডস্যসুরাণাং ককুন্মনুষ্যাণাম্।
দেবানামর্ধভাগসি ত্বমেকবৃষো ভব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শ্রেষ্ঠতা-কামনাশীল এই পুরুষ ইন্দ্রের অনুগ্রহে তৃপ্ত-করণশালী (সেচন-সমর্থ) হোক। এ আকাশ, পৃথিবী ও সকল প্রাণীকে তৃপ্ত করতে সমর্থ হোক। হে শ্রেষ্ঠতাভিলাষী পুরুষ! গোযুথের মধ্যে বৃষভ যেমন প্রধান, সকল জীবের মধ্যে তুমিও তেমনই শ্রেষ্ঠ হও ॥ ১ ॥ জলের মধ্যে সমুদ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর অধিস্বামী যেমন অগ্নি, নক্ষত্রের অধিপতি যেমন চন্দ্রমা, তেমনই তুমি বৃষভের ককুদেব মতো উন্নত (শ্রেষ্ঠ) হয়ে ওঠো ॥ ২ ॥ হে ইন্দ্র! তুমি দেব-বিরোধী দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণের মধ্যে অর্ধভাগ স্বরূপ। এই হেন ইন্দ্রের প্রসাদে, হে শ্রেষ্ঠকামী পুরুষ! তুমি ইন্দ্রবৎ একবৃষ (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ) হয়ে ওঠো ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বরণো বারয়াতৈ' ইতি তৃচেন রাজযক্ষ্মাদিরোগভৈষজ্যকর্মণি বরণবৃক্ষমনিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুনস্তৃচং জপিত্বা বধ্নীয়াৎ।....'বৃষেন্দ্রস্য' ইতি তৃচেন শ্রেষ্ঠ্যকামঃ ইন্দ্রং যজতে উপতিষ্ঠতে বা।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ৯অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — তৃতীয় সূক্তমন্ত্রের দ্বারা রাজযক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের ভৈষজ্যকর্মে বরণবৃক্ষ-মণি অভিমন্ত্রিত পূর্বক ঐ মন্ত্রগুলি পুনরায় জপ ক'রে রোগীর অঙ্গে ধারণীয়। চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব-লাভকামী জন ইন্দ্রের যাগ বা তাঁর উপাসনা করবেন ॥ (৬কা. ৯অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রাজ্ঞ সংবরণ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ধ্রুব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ ত্বাহার্ষমন্তরভূর্ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলৎ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥ ১ ॥
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলৎ।
ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥ ২ ॥
ইন্দ্র এতমদীধরদ্ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষা।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবদয়ং চ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে রাজন্! তুমি আমাদের অধিপতি হও; আমরা তোমাকে রাজ্যে আনয়ন করেছি। পৃথিবীর সকল প্রজা তোমাকে আপন স্বামী বা প্রভুরূপে মান্য করুক ॥ ১ ॥ তুমি এই রাজসিংহাসনে আরূঢ় হয়ে থাকো। তুমি পর্বতের ন্যায় দৃঢ় এবং স্থির হয়ে আপন এই রাজ্যকে সামলাও ॥ ২ ॥ আমাদের হবিঃ দ্বারা প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেব এই রাজাকে স্থিররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সোমদেব এই রাজাকে আপন ব'লে মনে করুন এবং ব্রহ্মণস্পতি দেবও একে আপন ব'লে ঘোষণা করুন ॥ ৩ ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : ধ্রুবো রাজা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ধ্রুব। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্ ॥ ১ ॥
ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ।
ধ্রুবং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥
ধ্রুবোঽচ্যুতঃ প্র মৃণীহি শত্রূনছত্রূয়তোঽধরান্ পাদয়স্ব।
সর্বা দিশঃ সংমনসঃ সধ্রীচীর্ধ্রুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ — স্বর্গ, পৃথিবী ও দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্ব যে প্রকারে স্থির হয়ে আছে, সেই রকমে এই রাজা পর্বতের সমান স্থির হয়ে থাকুন ॥ ১ ॥ হে রাজন্! বরুণদেব, দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি, ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব তোমার রাজ্যকে স্থির রাখুন ॥ ২ ॥ হে রাজন্! তুমি এই রাজ্যে অবিচল হয়ে শত্রুগণকে মর্দন করতে থাকুন। তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্নগণকে অধোগতি প্রাপ্ত করাও। সকল দিক শত্রুরহিত হওয়ার পর তোমার অনুকূল হোক। তুমি এইস্থানে নিশ্চল হয়ে অবস্থিত থাকো, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ ত্বাহার্যং' (৬/৮৭) ' ধ্রুবা দৌঃ' (৬।৮৮) ইতি তৃচাভ্যাং স্থৈর্যকামো রাজা ইন্দ্রং যজতে উপতিষ্ঠতে বা।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৯অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত দু'টি সূক্তের দ্বারা স্থৈর্যকামী রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ বা উপাসনা করবেন। এই মন্ত্রগুলি উদকুম্ভ ভঙ্গজনিত লক্ষণের উদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তার্থে তথা নবকলস দৃঢ়ীকরণার্থে বিনিযুক্ত হয়। পঞ্চম সূক্তটির দ্বারা অগ্নিচয়নেও বিনিয়োগ-বিধি আছে ॥(৬কা. ৯অ. ৫-৬সূ)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : প্রীতিসংজননম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সোম, বায়ু, মিত্রাবরুণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ইদং যৎ প্রেণ্যঃ শিরো দত্তং সোমেন বৃষ্ণ্যম্।
ততঃ পরি প্রজাতেন হার্দিং তে শোচয়ামসি ॥ ১॥
শোচয়ামসি তে হার্দিং শোচয়ামসি তে মনঃ।
বাতং ধূম ইব সধ্র্যঙ্ মামেবান্বেতু তে মনঃ ॥ ২॥
মহ্যং ত্বা মিত্রাবরুণৌ মহ্যং দেবী সরস্বতী।
মহ্যং ত্বা মধ্যং ভূম্যা উভাবন্তৌ সমস্যতাম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই প্রেম-প্রাপক বীর্যপ্রদ শির সোমদেব প্রদান করেছিলেন; এর দ্বারা উৎপন্ন হওনশীল প্রেমে (অর্থাৎ স্নেহবিশেষে আমরা তোমার অন্তঃকরণকে পীড়িত করছি ॥ ১॥ হে পতি-পত্নী! আমরা তোমাদের হৃদয়কে বায়ুর পশ্চাদগামী ধূমের ন্যায় পরস্পর অনুরক্ত ক'রে দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে একের অন্তঃকরণে সন্তাপ উৎপন্ন করছি, যাতে তোমার মন আপন জীবন-সাথীর অনুকূল হয়ে থাকে ॥ ২॥ হে স্ত্রী (জায়া)! মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় তোমাকে আমাতে (অর্থাৎ আমার সাথে) মিলিয়ে দিন, দেবী সরস্বতী তোমাকে আমাতে মিলিত করুন। সকল প্রাণী তোমাকে আমাতে (অর্থাৎ আমার প্রতি) অনুরক্ত করুক; সকল প্রদেশ তোমাকে আমার ক'রে দিক ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : ইষুনিষ্কাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

যাং তে রুদ্র ইষুমাস্যদঙ্গেভ্যো হৃদয়ায় চ।
ইদং তামদ্য ত্বদ্ বয়ং বিষূচীং বি বৃহামসি ॥ ১॥
যাস্তে শতং ধমনয়োঽঙ্গান্যনু বিষ্ঠিতাঃ।
তাসাং তে সর্বাসাং বয়ং নির্বিষাণি হ্বয়ামাসি ॥ ২॥

নমস্তে রুদ্রাস্যতে নমঃ প্রতিহিতায়ৈ।
নমো বিসৃজ্যমানায়ৈ নমো নিপতিতায়ৈ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে রোগী! রুদ্র দেবতা যে শূল-রোগ রূপ বাণকে তোমার উপর নিক্ষেপ করেছেন, সেই বাণকে আমরা উৎপাটিত করছি ॥ ১॥ হে শূলরোগী পুরুষ! তোমার হস্তে ও পদে যে শতসংখ্যক নাড়ী স্থিত রয়েছে, সেই স্থানে শূল-নাশিনী ঔষধিসমূহকে স্থাপিত করছি ॥ ২॥ হে রোগ-রূপ বান-নিক্ষেপণের দ্বারা রোদন সৃষ্টিকারী রুদ্রদেব! তোমাকে নমস্কার। তোমার ধনুতে যোজিত এবং নিক্ষিপ্ত বাণকে নমস্কার। ধনু হ'তে মুক্ত হয়ে লক্ষ্যের উপর নিপতিত বাণকেও নমস্কার ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইদং যৎ প্রেণ্যঃ' ইতি তৃচেন জায়াপত্যোরন্যোন্যং প্রীতিজননকর্মণি অননুকুলস্য শিরঃ কর্ণং চ অনুমন্ত্রয়েত কেশান বা ধারয়েৎ। সূত্রিতং হি। ....'যাং তে রুদ্র' ইতি তৃচেন শরীরশূলরোগপরিহারার্থং লোহমণিং পাষাণমণিং বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াদ্ ইতি রুদ্র-দারিলয়োর্ভাষ্যকারয়োর্মতং। শূলিনঃ শূলস্থানং অনুমন্ত্রয়েতেতি ভদ্রস্য ভায্যকারস্য মতং।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৯অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — সপ্তম সূক্তের দ্বারা দম্পতির মধ্যে পরস্পর প্রীতি-জননের নিমিত্ত তাদের মধ্যে যে অননুকূল, তার শির ও কর্ণ অনুমন্ত্রিত করণীয় অথবা কেশে ধারণীয়। অষ্টম সূক্তটির দ্বারা ভায্যকারের মত অনুযায়ী, শূলরোগ পরিহারার্থে লোহমণি বা পাষাণমণি অভিমন্ত্রিত পূর্বক রোগীকে ধারণ করানো কর্তব্য। এই মন্ত্রের দ্বারা শূলস্থান অভিমন্ত্রিত করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৯অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : যক্ষ্মনাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ইমং যবমষ্টাযৌগৈঃ ষড়্যোগেভিরচর্কৃষুঃ।
তেনা তে তন্বো রপোঽপাচীনমপ ব্যয়ে ॥ ১॥
ন্যগ্ বাতো বাতি ন্যক্ তপতি সূর্য্যঃ।
নীচীনমঘ্ন্যা দুহে ন্যগ্ ভবতু তে রপঃ ॥ ২॥
আপ ইদ্ বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপো বিশ্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃন্বন্তু ভেষজম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — ঔষধিতে প্রযুক্ত-করণের নিমিত্ত এই যব অষ্টসংখক বলদ বা ষষ্ঠসংখ্যক বলদের দ্বারা যুক্ত হালের দ্বারা কর্ষণ পূর্বক উৎপন্ন করা হয়েছে। এই যবগুলির দ্বারা, হে রোগী! তোমার রোগের কারণস্বরূপ পাপকে আমি নিম্নে নিষ্ক্রান্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ সূর্য যেমন নিম্নদিকে তাপ প্রদান করে, বায়ু যেমন নিম্নভাগে বাহিত হয়, গাভী যেমন নিম্নাভিমুখী হয়ে দোহন করায়, তেমনই তোমার পাপও অধোমুখী হোক ॥ ২॥ ঔষধিসমূহ হলো জলের বিকার-রূপ; অতএব জলই রোগ

বিনাশের নিমিত্ত সর্বোত্তম ঔষধি। এই জল সকল সংসারের ঔষধি স্বরূপ; তারাই (অর্থাৎ এই জলসমূহই) তোমার রোগ নিবারণ করুক ॥ ৩॥

দশম সূক্ত : বাজী

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র, বাজী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

বাতরংহা ভব বাজিন্ যুজ্যমান ইন্দ্রস্য যাহি প্রসবে মনোজবাঃ।
যুঞ্জন্তু ত্বা মরুতো বিশ্ববেদস আ তে ত্বষ্টা পৎসু জবং দধাতু ॥ ১॥
জবস্তে অর্বন্ নিহিতো গুহা বঃ শ্যেনে বাত উত যোহচরৎ পরীত্তঃ।
তেন ত্বং বাজিন্ বলবান্ বলেনাজিং জয় সমনে পারয়িষ্ণুঃ ॥ ২॥
তনুষ্টে বাজিন্ তন্বং নয়ন্তী বামমস্মভ্যং ধাবতু শর্ম তুভ্যম্।
অহুতো মহো ধরুণায় দেবো দিবীব জ্যোতিঃ স্বমা মিমীয়াৎ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অশ্ব! তুমি রথে যোজিত হয়ে বায়ু-বেগশালী হয়ে থাকো। তুমি ইন্দ্রের প্রেরণায় গন্তব্য-স্থানে মনের গতিতে (অর্থাৎ চকিতে) উপনীত হয়ে থাকো। ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ-গণ তোমাতে যুক্ত হোন এবং ত্বষ্টাদেব তোমার পদে গতি প্রদান করুন ॥ ১॥ হে অশ্ব! তোমার যে বেগ অসাধারণ স্থানে নিহিত হয়ে আছে, বাজপক্ষীতে ও বায়ুতে রক্ষিত হয়ে আছে, তার অপেক্ষা বলবান্ হয়ে তুমি যুদ্ধে উত্তীর্ণশালী হও ॥ ২॥ হে অশ্ব! তুমি বেগবান্ হয়ে থাকো। তোমার শরীরযষ্টি আরোহীকে রণক্ষেত্রে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে বিজয়প্রাপ্ত করাক এবং তুমি নিজেকে শস্ত্রক্ষত ইত্যাদি হ'তে রক্ষা পূর্বক দ্রুত বেগশালী হয়ে ওঠো। তুমি গ্রাম, নগর ইত্যাদির প্রাপ্তির নিমিত্ত সবল গতিতে ধাবিত হও এবং প্রত্যাবর্তন পূর্বক আপন জ্যোতির্ময় নিবাস-স্থান প্রাপ্ত হও ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইমং যবং' ইতি তৃচেন সর্বরোগভৈষজ্যার্থং অর্ধর্চেনার্ধর্চেন আজ্যং হুত্বা সযবে কেবলে বা উদপাত্রে চতুরঃ সম্পাতান্ দ্বৌ পৃথিব্যাং আনীয় সম্পাতিতমৃৎসহিতোদকেন তৃচাভিমন্ত্রিতেন ব্যাধিতং আপ্লাবয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৃচেন যবমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।...'বাতরংহাঃ' ইতি তৃচেন অস্বশান্তৌ আজ্যং হুত্বা উদপাত্রে সম্পাতান্ আনীয় তেনোদকেন সূত্রোক্তরীত্যা অশ্বং আচাময়েৎ আপ্লাবয়েচ্চ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ৯অ. ৯-১০সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তের দ্বারা সর্বরোগের ভৈষজ্যার্থে আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক যবসহ অথবা কেবল উদকপাত্রে চারবার সম্পাতিত ক'রে দুইবার পৃথিবীতে (মৃত্তিকায়) প্রক্ষেপণ ক'রে মৃত্তিকার সাথে সেই জল অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগীর অঙ্গে লেপনীয়। তথা, এই কর্মে এই মন্ত্রের দ্বারা যবমনি সম্পাতিত পূর্বক অভিমন্ত্রিত ক'রে রোগীর অঙ্গে বন্ধনীয়। দশম সূক্তের তিনটি মন্ত্রের দ্বারা অশ্ব-শান্তির নিমিত্ত আজ্যাহুতি প্রদান পূর্বক জলপাত্রে সম্পাতিত পূর্বক সেই জলের দ্বারা সূত্রোক্ত রীতি অনুসারে অশ্বকে লেপন করণীয়।...ইত্যাদি ॥(৬কা. ৯অ. ৯-১০সূ)॥

◆◆

দশম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : স্বস্ত্যয়নম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : যম, ভব ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যমো মৃত্যুরঘমারো নির্ঋথো বভ্রুঃ শর্বোঽস্তা নীলশিখণ্ডঃ।
দেবজনাঃ সেনয়োত্তস্থিবাংসস্তে অস্মাকং পরি বৃঞ্জন্তু বীরান্ ॥ ১॥
মনসা হোমৈর্হরসা ঘৃতেন শর্বায়াস্ত্র উত রাজ্ঞে ভবায়।
নমস্যেভ্যো নম এভ্যঃ কৃণোম্যন্যত্রাস্মদঘবিষা নয়ন্তু ॥ ২॥
ত্রায়ধ্বং নো অঘবিষাভ্যো বধাদ্ বিশ্বে দেবা মরুতো বিশ্ববেদসঃ।
অগ্নীষোমা বরুণঃ পূতদক্ষা বাতপর্জন্যয়োঃ সুমতৌ স্যাম ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — পাপ অনুসারে প্রাণীবর্গকে দণ্ড প্রদানশালী যে যমদেব, মারণশালিনী মৃত্যু, অঘমার, পিঙ্গল বর্ণশালিনী শর্ব, ক্ষেপ্তা বা ক্ষেপণশীল ও নীলশিখণ্ড দেবতা পাপীগণকে বিনষ্ট করণের নিমিত্ত বিচরণ করছেন; তাঁরা যেন আমাদের পুত্র পৌত্রাদিকে পীড়িত না করেন ॥ ১॥ সঙ্কল্পের দ্বারা ঘৃত ইত্যাদি যুক্ত যজ্ঞের দ্বারা আমি শর্বদেব, অস্ত্র ও তাদের অধিস্বামী রুদ্রদেব এবং পূর্ব মন্ত্রোক্ত নমস্কার যোগ্য দেবতাগণকে নমস্কার করছি। তাঁরা প্রসন্ন হয়ে যে কৃত্যাসমূহে পাপই মারক, তাঁদের দূরে কোথাও অপসারিত ক'রে দিন ॥ ২॥ হে মরুৎ-বর্গ ও বিশ্বদেবগণ! তোমরা পাপযুক্ত কৃত্যাসমূহ ও তাদের মারক সাধনসমূহ হ'তে আমাদের রক্ষা করো। বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও সোম দেবতা আমাদের রক্ষা করুন. বায়ু ও পর্জন্য দেবতা আমাদের উপর অনুগ্রহ বুদ্ধি রক্ষা করুন ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সাংমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : সরস্বতী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী।]

সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥ ১॥
অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত।
মম বশেষু হৃদয়ানি বঃ কৃণোমি মম যাতমনুবর্ত্মান এত ॥ ২॥
ওতে মে দ্যাবাপৃথিবী ওতা দেবী সরস্বতী।
ওতৌ মে ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চর্ধ্যাস্মেদং সরস্বতী ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পরস্পর বিরোধী বিচারশালী মনুষ্যগণ! আমি তোমাদের মনগুলিকে বিরুদ্ধতাহীন করছি। তোমাদের বিচারসমূহকে বিরোধাভাব হ'তে দূর ক'রে দিচ্ছি। তোমাদের বিরুদ্ধ কর্ম ও সঙ্কল্পসমূহকে দূর ক'রে দিয়ে তোমাদের পরস্পর অনুকূল ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ হে বিরুদ্ধ মনশালীগণ! তোমাদের মনগুলিকে আমি আপন মনের অনুকূল ক'রে দিচ্ছি। তোমরা অনুকূল চিত্তসমূহের সাথে এই স্থানে আগত হও। আমার কার্যসমূহে মন সংযুক্ত ক'রে তোমরা আমার পথে গমন করো ॥ ২॥ দ্যাবা-পৃথিবী আমার অভিমুখে স্থিত হয়ে সম্বন্ধিত হয়েছেন। তার মধ্যে সরস্বতীও বর্তমান রয়েছেন। আমাদের অভীপ্সিত ফলের নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নিও কার্যরত হয়েছেন। আমরা তাঁদের কৃপায় সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হবো ॥ ৩॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : কুষ্ঠৌষধি

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অশ্বত্থো দেবসদনস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি।
তত্রামৃতস্য চক্ষণং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥ ১॥
হিরণ্যয়ী নৌরচরদ্ধিরণ্যবন্ধনা দিবি।
তত্রামৃতস্য পুষ্পং দেবাঃ কুষ্ঠামবন্বত ॥ ২॥
গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো হিমবতামুত।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যেমং মে অগদং কৃধি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যেস্থান হ'তে তৃতীয় দ্যুলোক দেবতাগণের অবস্থানের স্থলরূপ অশ্বত্থ হয়ে থাকে, সেই স্থানে দেবগণ অমৃত বর্ণনশালী কূট (বা কুষ্ঠ) সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ১॥ স্বর্গলোকে সুবর্ণ-বন্ধনশালিনী নৌকা চালিত হয়ে থাকে, তার দ্বারা অমৃতের পুষ্প কূটকে সেই দেবতাগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ২॥ হে অগ্নিদেব! যে ঔষধিসমূহে পাক (অর্থাৎ সকল বীরুধ) আছে; সেই সকলের মধ্যে তুমি গর্ভরূপে স্থিত হয়ে আছ; তুমি হিমবান্ পর্বতে ও শীতল ঔষধিসমূহে গর্ভ রূপে নিবাস ক'রে থাকো। তুমি আমার এই পুরুষকে (রোগীকে) রোগ হ'তে মুক্ত ক'রে দাও ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : চিকিৎসা

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : বনস্পতি, সোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

যা ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত।
অথো যমস্য পড্বীশাদ্ বিশ্বস্মাদ্ দেবকিল্বিষাৎ ॥ ২॥

যচ্চক্ষুষা মনসা যচ্চ বাচোপারিম জাগ্রতো যৎ স্বপন্তঃ।
সোমস্তানি স্বধয়া নঃ পুনাতু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে ঔষধি অনেক রকমের হয়ে থাকে, যাদের মধ্যে মুখ্য হলেন সোম, যে রস বীর্যের বিপাকে সম্পন্ন হয়ে থাকে; বৃহস্পতির দ্বারা যা অনেক রোগে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সেই ঔষধি অনেক রকম রোগে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সেই ঔষধিসমূহ আমাদের রোগের মূলীভূত পাপ হ'তে মুক্ত করুক ॥ ১॥ জল-রূপ ঔষধি আমাকে (ব্রাহ্মণাক্রোশজনিত) শাপ হ'তে মুক্ত করুক। বরুণ-সম্বন্ধি মিথ্যা ভাষণের পাপ হ'তে, যম-সম্বন্ধী পাপ-বন্ধন হ'তে এবং অন্য সকল দেব-সম্বন্ধী পাপসমূহ হ'তে (এই ঔষধিসমূহ) আমাদের রক্ষণ-শালিনী হোন ॥ ২॥ আমরা জাগ্রত-অবস্থায় ইন্দ্রিয় ইত্যাদির ব্যবহারের দ্বারা বা মনের সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা যে পাপ করেছি, বাক্যে ও কর্মে যে পাপ সঙ্ঘটিত করেছি, অথবা কেবল স্বপ্নাবস্থায় মনের দ্বারাই যে পাপকর্ম ক'রেছি, আমাদের সেই পাপসমূহ হ'তে সোম দেবতা পিতৃগণের নিমিত্ত নিবেদিত হবির দ্বারা আমাদের পবিত্র করুন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যমো মৃত্যুঃ' ইতি আদ্যস্য তৃচস্য বাস্তোষ্পত্যগণে পাঠাৎ বাস্তোষ্পত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ বাস্তোষ্পত্যগণ প্রযুক্তো বিনিয়োগোনুসন্ধেয়ঃ। তৎ উক্তং নক্ষত্রকল্পে।... অত্র 'সং বো মনাংসি' ইতি তৃচেন সাম্মনস্য-কর্মণি গ্রামমধ্যে সম্পাতিতোদকুম্ভনিনয়নং তদ্বৎ সুরাকুম্ভনিনয়নং ত্রিবর্ষবৎসিকায়া গোঃ পিশিতানাং প্রাশনং সম্পাতিতোন্নপ্রাশনং সম্পাতিতসুরায়াঃ পায়নং তথাবিধ প্রপোদকপায়নং চ কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...'অশ্বত্থো দেবসদনঃ' ইতি তৃচেন রাজযক্ষ্মকুষ্ঠাদিরোগ-শান্ত্যর্থং কুষ্ঠাখ্যৌষধমিশ্রিতং নবনীতং অভিমন্ত্র্য প্রতিলোমং ব্যাধিতশরীরং প্রলিম্পেৎ।....'যা ওষধয়ঃ' ইতি তৃচেন ব্রাহ্মণাক্রোশে জলোদরে চ শান্ত্যর্থং সোমলতাং অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য ব্যাধিতং ধূপয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৃচেন মধুমিশ্রং দধি অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ। তথা ক্ষীরং তক্রেন সম্মিশ্র্য অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ। তথা দধি মধু ক্ষীরং উদাশ্বতং চ একীকৃত্য পায়য়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১০অ. ১-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি বাস্তোষ্পতি নামক মহাশান্তি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় সূক্তটি সাম্মনস্য কর্মে; তৃতীয় সূক্তটি রাজযক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগশান্তির নিমিত্ত এবং চতুর্থ সূক্তটির দ্বারা ব্রাহ্মণাক্রোশে ও জলোদর রোগের শান্তিকর্মে বিনিয়োগ হয়। 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অংশে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় এগুলির যথাযথ বিনিয়োগ কর্তব্য। এই কর্মে অভিজ্ঞ কর্মকারীর সাহায্য অনিবার্য ॥ (৬কা. ১০অ. ১-৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : অভিভূর্বীরঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : দেবগণ, মিত্র ও বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অভিভূর্যজ্ঞো অভিভূরগ্নিরভিভূঃ সোমো অভিভূরিন্দ্রঃ।
অভ্যহং বিশ্বাঃ পৃতনা যথাসান্যেবা বিধেমাগ্নিহোত্রা ইদং হবিঃ ॥ ১॥
স্বধাস্তু মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা প্রজাবৎ ক্ষত্রং মধুনেহ পিন্বতম্।
বাধেথাং দূরং নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুক্তমস্মৎ ॥ ২॥

ইমং বীরমনু হর্ষধ্বমুগ্রমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্।
গ্রামজিতং গোজিতং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজস্য ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা বিজয়াভিলাষী। আমাদের দ্বারা ক্রিয়মান যজ্ঞ শত্রুগণকে (অধীন) করুন। যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নিদেব ও সোমদেব শত্রুবর্গকে তিরস্কৃত করুন। আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষী সকল শত্রুসেনাকে যাতে জয় করতে পারি, সেই নিমিত্ত এই হব্য প্রদান করছি ॥ ১ ॥ হে বিপশ্চিতা অর্থাৎ মেধাবী মিত্র ও বরুণদেব! এই হবিঃ তোমাদের তৃপ্ত করুক। তোমরা দু'জনে প্রজাসমূহের সাথে সম্পন্ন শক্তির দ্বারা এই রাজাকে পূর্ণ ক'রে দাও। পাপের কারণরূপা নির্ঋতিকে আমাদের সম্মুখ হ'তে দূর করো। শত্রুদের পরাজয় রূপ যে পাপ আছে, তা যেন আমাদের না স্পর্শ করে ॥ ২ ॥ হে সৈনিকগণ। এই পরাক্রমী রাজার পশ্চাতে তোমরাও বীরত্বে পূর্ণ হয়ে ওঠো। হে মরুৎ-বর্গ! এই ঐশ্বর্যবন্ত, শত্রু-বিজেতা, শত্রুগণের গো-ইত্যাদি ধনকে জয়-করণশালী, বাণ-নিক্ষেপণে অভ্যস্ত এই ইন্দ্র সদৃশ রাজার অনুগত হয়ে সংগ্রামের নিমিত্ত প্রস্তুত হও ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অজরং ক্ষত্রম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ।
চর্কৃত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥ ১॥
ত্বামিন্দ্রাধিরাজঃ শ্রবস্যুস্ত্বং ভূরভিভূতির্জনানাম্।
ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বি রাজায়ুষ্মৎ ক্ষত্রমজরং তে অস্তু ॥ ২॥
প্রাচ্যাদিশস্ত্বমিন্দ্রাসি রাজোতোদীচ্যা দিশো বত্রহন্ছত্রুহোঽসি।
যত্র যন্তি স্রোত্যাস্তজ্জিতং তে দক্ষিণতো বৃষভ এষি হব্যঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই সংগ্রামে আগত ইন্দ্রের সমান পরাক্রমী রাজা, এই রাজার সহায়তার নিমিত্ত (ইন্দ্রের) জয় হোক। (অর্থাৎ ইন্দ্রের ন্যায় এই রাজা অপরাজেয় হোন)। হে ইন্দ্রদেব! আমরা বীরকর্মশালী স্তুতির পাত্র, অতএব তুমি এই সংগ্রামে আমাদের দ্বারা সেবনীয় (বা পূজনীয়) হও ॥ ১॥ হে ইন্দ্রের সমান সম্পন্ন রাজন্! তুমি অন্য রাজগণ অপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অধিক অন্নশালী হও। হে ইন্দ্র! তুমি আপন মহিমায় সকল শত্রুকে তিরস্কৃত করতে সমর্থ হও। হে রাজন্! তুমি আপন প্রজাগণের অধিপতি হয়ে চিরকাল পর্যন্ত জীবিত থাকো ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব উত্তর ইত্যাদি সকলদিকে অধিস্বামী হও। তুমি আমাদের শত্রুবর্গকে বিনাশকারী হও। সম্পূর্ণ পৃথিবী তোমার অধিকারভুক্ত হোক। তুমি অভীষ্টবর্ষক, এই নিমিত্ত এই সংগ্রামে জয়লাভের পক্ষে আমাদের সহায়ক হয়ে ওঠো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অভিভূঃ' (৬।৯৭) 'ইন্দ্রো জয়াতি' (৬।৯৮) 'অভিত্বেন্দ্র' (৬।৯৯) ইতি তৃচৈঃ সংগ্রামজয়কর্মণি আজ্যহোমং সক্তুহোমং ধনুরিধ্মেগ্নৌ ধনুঃসমিদাধানং শরেধ্মেগ্নৌ শরসমিদাধানং সম্পাতিতাভিমন্ত্রিত ধনুঃ প্রদানং বা কুর্যাৎ।...ইত্যাদি।। (৬কা. ১০অ. ৫-৬সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূক্ত এবং পরবর্তী সপ্তম সূক্ত সংগ্রামজয়-কর্মে সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। পঞ্চম সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্যের উক্তি—'যদ্বা ইন্দ্রঃ সংগ্রামাধিদেবতা স এবাত্র স্তূয়তে'—অর্থাৎ এখানে রাজন্ অর্থে সংগ্রামের অধিদেবতা ইন্দ্রের স্তুতি করা হচ্ছে ॥ (৬কা. ১০অ. ৫-৬সূ)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : সংগ্রামজয়ঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র, সোম ও সবিতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

অভি ত্বেন্দ্র বরিমতঃ পুরা ত্বাংহূরণাদ্ধুবে।
হ্বয়াম্যুগ্রং চেত্তারং পুরুণামানমেকজম্ ॥ ১॥
যো অদ্য সেন্যো বধো জিঘাংসন্ ন উদীরতে।
ইন্দ্রস্য তত্র বাহু সমন্তং পরি দদ্মঃ ॥ ২॥
পরি দদ্ম ইন্দ্রস্য বাহূ সমন্তং ত্রাতুস্ত্রায়তাং নঃ।
দেব সবিতঃ সোম রাজন্তসুমনসং মা কৃণু স্বস্তয়ে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্রদেব! বিস্তৃত শরীরশালী হওয়ার কারণে এবং একবারই সকল ধনের দ্বারা পূর্ণ হওয়ার কারণে, যুদ্ধে পরাজয়ের পূর্বেই তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি অত্যন্ত বলী, বিজয়-সাধনের উপায়-সমূহের জ্ঞাতা, বহু নামশালী এবং শূরবীর ॥ ১॥ শত্রুবর্গের সেনাসমূহের শস্ত্র আমাদের বিনাশের জন্য প্রস্তুত। অতএব আমরা আপন চারিদিকে ইন্দ্রের বাহুসমূহকে রক্ষার্থে ধারণ করছি ॥ ২॥ সেই ইন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন, যাঁর বাহুসমূহকে আমরা আপন চারিদিকে ধারণ করছি। হে সবিতাদেব! হে সোম! তোমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ মনঃসম্পন্ন ক'রে দাও, যার দ্বারা আমরা জয় লাভ করতে সক্ষম হই ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : বিষদূষণম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

দেবা অদ্ধঃ সূর্যো অদাদ্ দৌরদাৎ পৃথিব্যদাৎ।
তিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ সচিত্তা বিষদূষণম্ ॥ ১॥
যদ্ বো দেবা উপজীকা আসিঞ্চন্ ধন্বন্যুদকম্।
তেন দেবপ্রসূতেনেদং দূষয়তা বিষম্ ॥ ২॥
অসুরাণাং দুহিতাসি সা দেবানামসি স্বসা।
দিবস্পৃথিব্যাঃ সম্ভূতা সা চকর্থারসং বিষম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের প্রেরক সূর্যদেব আমাদের স্থাবর-জঙ্গমের বিষ দূরীকরণশালী পদার্থ দান করুন। ইন্দ্র ইত্যাদি সকল দেবতা, আকাশ ও পৃথিবী আমাদের বিষ বিনাশনশালী, পদার্থ দান করুন; ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী নাম্নী দেবীগণও আমাদের এমনই (বিষ-বিনাশক) ঔষধিসমূহ প্রদান করুন ॥ ১॥ হে দেববর্গ! তোমাদের বল্মীক মৃত্তিকার নির্মাণকারিণী উপজীকা (নামক প্রাণীগণ) জলহীন শুষ্ক স্থানে জল সেচন করে থাকে। সেই জলের দ্বারা এই বিষকে দূরীভূত করো ॥ ২॥ হে বল্মীকের মৃত্তিকা! তুমি দেব-দ্বেষী অসুরবর্গের কন্যা এবং দেবগণেরও ভগিনী। অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী হ'তে উৎপন্ন হয়ে তুমি স্থাবর ও জঙ্গম হ'তে উদ্ভূত জীবসমূহের বিষকে নির্বীর্য ক'রে দাও ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অভি ত্বেন্দ্র' ইতি তৃচস্য সংগ্রামজয়াদিকর্ম্মসু পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। সূত্রমপি তত্রৌবদাহৃতং। তথা অগ্নিষ্টোমে প্রাতঃসবনে অনেন ব্রহ্মা স্তোত্রং অনুমন্ত্রয়েত। ....'দেবা অদুঃ' ইতি তৃচেন স্থাবরজঙ্গমবিষভৈষজ্যার্থং বল্মীকমৃদঃ সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতায়া বন্ধনং উদকেন 'সহ পায়নং আচমনং প্রলেপনং বা কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১০অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সপ্তম সূক্তের মন্ত্রত্রয় সংগ্রামজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়। পূর্ব সূক্তে তার সূত্রেরও উল্লেখ আছে। এ ছাড়া এই মন্ত্রত্রয় অগ্নিষ্টোম যাগে প্রাতঃসবনে অনুমন্ত্রিত হয়ে থাকে। অষ্টম সূক্তের মন্ত্র তিনটির দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমের বিষ-ভৈষজ্য কর্মে বল্মীক-মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত পূর্বক জলের সাথে আচমন (পান) বা প্রলেপন করণীয়।...ইত্যাদি ॥(৬কা. ১০অ. ৭-৮সূ)॥

◆

নবম সূক্ত : বাজীকরণম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ বৃষায়স্ব শ্বসিহি বর্ধস্ব প্রথয়স্ব চ।
যথাঙ্গং বর্ধতাং শেপস্তেন যোষিতমিজ্জহি।।১।।
যেন কৃশং বাজয়ন্তি যেন হিন্বন্ত্যাতুরম্।
তেনাস্য ব্রহ্মণস্পতে ধনুরিবা তানয়া পসঃ।।২।।
আহং তনোমি তে পসো অধি জ্যামিব ধন্বনি।
ক্রমস্বর্শ ইব রোহিতমনবগ্লায়তা সদা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পুরুষ! তুমি সেচন-সমর্থ বৃষভের ন্যায় সমান কর্মকারী হও। তুমি দৃঢ় প্রাণযুক্ত ও বিস্তীর্ণ অঙ্গশালী হও। তোমার প্রজনন অঙ্গ পুষ্ট হোক, এবং তোমাতে উপযুক্ত পত্নীর প্রাপ্তি হোক, (অর্থাৎ তুমি তোমার বীর্যকে আপন গর্ভে ধারণ-ক্ষম পত্নীকে লাভ করো ॥ ১॥ যে জীবন রসের সাথে যুক্ত পুরুষকে বীর্যশালী বলা হয়, সেই রসের দ্বারা রোগার্ত পুরুষকে পোষণ করা হয়ে থাকে। হে ব্রহ্মণস্পতি! সেই রসের দ্বারাই এই পুরুষের (প্রজনন) অঙ্গকে পুষ্ট ও সামর্থযুক্ত করো॥ ২॥ হে বীর্যের কামনাশালী পুরুষ! আমি তোমাকে (অর্থাৎ তোমার পুং-জননিন্দ্রিয়কে) মন্ত্র-শক্তির দ্বারা ধনুতে সামান্য জ্যা-বিস্তারের ন্যায় পুষ্ট (বা বিস্তার) করছি ॥ ৩॥

◆

দশম সূক্ত : অভিসাংমনস্যম্

[ঋষি : জমদগ্নি (অভিসংমনস্কাম)। দেবতা : অশ্বিনদ্বয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যথায়ং বাহো অশ্বিনা সমৈতি সং চ বর্ততে।
এবা মামভি তে মনঃ সমৈতু সং চ বর্ততাম্ ॥ ১॥
আহং খিদামি তে মনো রাজাশ্বঃ পৃষ্ট্যামিব।
রেষ্মচ্ছিন্নং যথা তৃণং ময়ি তে বেষ্টতাং মনঃ ॥ ২॥
আঞ্জনস্য মদুঘস্য কুষ্ঠস্য নলদস্য চ।
তুরো ভগস্য হস্তাভ্যামনুরোধনমুদ্ভরে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অশ্বিদ্বয়! যেমন শিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্ব আপন চালকের ইচ্ছানুসারে চালিত হয় এবং তার অনুগত হয়ে থাকে, তেমনই আমার স্ত্রীর মনকে আমার দিকে আকৃষ্ট হোক এবং আমারই অধীন থাকুক ॥ ১॥ হে নারী! আমি তোমার মনকে আমার দিকে আকর্ষিত করছি। যেমন অশ্ব-স্বামী খুঁটি হ'তে বন্ধন-রশ্মি উন্মুক্ত ক'রে অশ্বকে আপন দিকে আকর্ষণ করে, যেমন বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত শুষ্ক খড়কুটা বায়ুতে আবর্তিত হ'তে থাকে, তেমনই তোমার মন আমাতেই বিরাজমান থাকুক ॥ ২॥ ত্রিক্কুট পর্বতে উৎপন্ন নীলাঞ্জন, মধূক, কূট ও উশীনর ইত্যাদির (অঞ্জন-সাধন দ্রব্যের) দ্বারা, হে নারী! আমি ভগদেবের হস্তের দ্বারা তোমার অঙ্গ মর্দন করছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ বৃষায়স্ব' ইতি তৃচেন বাজীকরণকামঃ একশাখার্কমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অর্কসূত্রেণ বধ্নীয়াৎ। তথা কৃষ্ণমৃগচর্মানং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য কৃষ্ণমৃগবালেন বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।....'যথায়ং বাহ' ইতি তৃচেন স্ত্রীবশীকরণকর্মণি বৃক্ষত্বক্‌শরখণ্ডতগরাঞ্জনকুষ্ঠাবাতসম্ভ্রমতৃণাদিদ্রব্যাণি পেষয়িত্বা আজ্যেন আলোড্য স্ত্রিয়া অঙ্গং অনুলিম্পেৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১০অ. ৯-১০সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তের দ্বারা বাজীকরণ কামনায় একশাখা-অর্কমণি অভিমন্ত্রিত ক'রে অর্কসূত্রের দ্বারা বন্ধন করণীয়। তথা কৃষ্ণমৃগের চর্মে অভিমন্ত্রিত ক'রে কৃষ্ণমৃগের রোমের দ্বারা বন্ধন করণীয়। দশম মন্ত্রটি স্ত্রীবশীকরণকর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই কর্মে বৃক্ষত্বক্, শরখণ্ড, তগরাঞ্জন, কুষ্ঠ ও বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত তৃণ ইত্যাদি পেষণ পূর্বক ঘৃতের দ্বারা মিশ্রণ ক'রে স্ত্রী-অঙ্গে প্রলিপ্ত করণীয় ॥ (৬কা. ১০অ. ৯-১০সূ)॥

◆ ◆

একাদশ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : উচ্ছোচন। দেবতা : ইন্দ্রাগ্নী, বৃহস্পতি ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

সংদানং বো বৃহস্পতিঃ সংদানং সবিতা করৎ।
সংদানং মিত্রো অর্যমা সংদানং ভগো অশ্বিনা ॥ ১॥

সং পরমান্ত্সমবমানথো সং দ্যামি মধ্যমান্।
ইন্দ্রস্তান্ পর্যহার্দাম্না তানগ্নে সং দ্যা ত্বম্ ॥ ২॥
অমী যে যুধমায়ন্তি কেতূন্ কৃত্বানীকশঃ।
ইন্দ্রস্তান্ পর্যহার্দাম্না তানগ্নে সং দ্যা ত্বম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে শত্রুসেনাবর্গ! বৃহস্পতি, সবিতাদেব, মিত্র, অর্যমা, ভগ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাদের এই বিস্তৃত পাশ-বন্ধনে পাতিত করুন ॥ ১॥ আমি দূরস্থ বা পার্শ্বস্থ শত্রুসেনাকে দৃঢ়ভাবে পাশবদ্ধ করছি। আমি শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট এবং মধ্যবর্তী শত্রুসেনাকেও পাশের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করছি। হে ইন্দ্র! এই সেনাপতিগণকে পৃথক্ ক'রে দাও। হে অগ্নি! এই শত্রুগণকে পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করো ॥ ২॥ ঐ দলবদ্ধ হয়ে আগুয়ান শত্রুগণকে ইন্দ্র দূরে বিতাড়িত করুন। তারা ধ্বজা উড্ডয়ন ক'রে যুদ্ধের উদ্দেশে আগমন করছে, দেখা যাচ্ছে। হে অগ্নি! তুমি তাদের দৃঢ়ভাবে (কষে) বন্ধন ক'রে ফেলো ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : প্রশোচন। দেবতা : ইন্দ্রাগ্নী, সোম ইত্যাদি ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

আদানেন সংদানেনামিত্রানা দ্যামসি।
অপানা যে চৈষাং প্রাণা অসুনাসূন্ত্সমচ্ছিদন্ ॥ ১॥
ইদমাদানমকরং তপসেন্দ্রেণ সংশিতম্।
অমিত্রা যেঽত্র নঃ সন্তি তানগ্ন আ দ্যা ত্বম্ ॥ ২॥
ঐনাম্ দ্যতামিন্দ্রাগ্নী সোমো রাজা চ মেদিনৌ।
ইন্দ্রো মরুত্বানাদানমমিত্রেভ্যঃ কৃণোতু নঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা ঐ শত্রুগণকে আদান ও সংদান নামক পাশের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করছি। আমি তাদের প্রাণ ও অপান বায়ুকে জীবন হ'তে পৃথক্ ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ বন্ধন-সাধন এই পাশকে আমরা অভিচার-কর্মের নিয়মে সিদ্ধ ক'রে নিয়েছি; ইন্দ্র তাকে (অর্থাৎ সেই পাশকে) তীক্ষ্ণ ক'রে দিয়েছেন। হে অগ্নি! আমাদের এই যুদ্ধে শত্রুগণকে পাশে বন্ধন-যুক্ত করো ॥ ২॥ আমাদের প্রদত্ত হবিঃ-সমূহের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রাগ্নী (ইন্দ্র ও অগ্নি) আমাদের শত্রুগণকে বন্ধন-যুক্ত করুন। সোমদেব ও মরুৎ-বর্গের সাথে মিলিত হয়ে ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুগণকে পাশে বন্ধন করুন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'সন্দানং বঃ' 'আদানেন' ইতি তৃচাভ্যাং সংগ্রামজয়কর্মণি ভাঙ্গপাশান অন্যান্ বা ইঙ্গিড়ালঙ্কৃতান্ পাশান্ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পরসেনাক্রমণস্থানেষু প্রক্ষিপেৎ।....হি সূত্রং॥ (৬কা. ১১অ. ১-২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্রগুলি সংগ্রাম-জয়কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই মন্ত্রগুলির দ্বারা ভাঙ্গপাশ বা ইঙ্গিড়ালঙ্কৃত পাশ অভিমন্ত্রিত ক'রে শত্রুসেনার আক্রমণ স্থানে প্রক্ষিপ্ত করণীয়।

সন্দান, আদান এগুলির প্রকৃত অর্থ বন্ধন—এখানে এগুলি পাশের নামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ॥ (৬কা. ১১অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : কাসশমনম্

[ঋষি : উন্মোচন। দেবতা : কাসা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যথা মনো মনস্কেতৈঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত মনসোঽনু প্রবায্যম্ ॥ ১॥
যথা বাণঃ সুসংশিতঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত পৃথিব্যা অনু সংবতম্ ॥ ২॥
যথা সূর্যস্য রশ্ময়ঃ পরাপতন্ত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত সমুদ্রস্যানু বিক্ষরম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন দূরস্থিথ জ্ঞান-বিষয়ের সাথেও এই মন শীঘ্রতার সাথে ধাবিত হয়ে থাকে, তেমনই কাস-শ্লেষ্মা ব্যাধিরূপ হে কৃত্যা! তুমি মনের দ্বারা দ্রুতবেগে দূর দেশে চলে যাও ॥ ১॥ যেমন উত্তমরূপে তীক্ষ্ণীকৃত বাণ ধনু হ'তে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে ভূমিকেও বিদীর্ণ ক'রে দেয়; হে কাস! তুমি সেই প্রকারে বাণের দ্বারা বিদ্ধ ক'রে ভূমির অসমতল প্রদেশে (বা পাতাল প্রদেশে) গমন করো ॥ ২॥ যে রকমে সূর্যের রশ্মিসমূহ উচ্চলোক এবং পর্বতসমূহ পর্যন্ত শীঘ্র গমন করে, হে কাস। তুমি সেইরকমে সমুদ্রের বিবিধ প্রবাহশালী দেশে প্রস্থান করো ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দূর্বাশালা

[ঋষি : প্রমোচন। দেবতা : দূর্বা, শালা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আয়নে তে পরায়ণে দূর্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ।
উৎসো বা তত্র জায়তাং হ্রদো বা পুন্ডরীকবান্ ॥ ১॥
অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্।
মধ্যে হ্রদস্য নো গৃহাঃ পরাচীনা মুখা কৃধি ॥ ২॥
হিমস্য ত্বা জরায়ুণা শালে পরি ব্যয়ামসি।
শীতহ্রদা হি নো ভুবোঽগ্নিষ্কৃণোতু ভেষজম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! সম্মুখভাগে তোমার গমনে অথবা পশ্চাদ্‌ভাগে তোমার চলমানেও

আমাদের দেশে সুন্দর পুষ্পশালিনী দূর্বা উৎপন্ন হোক এবং গৃহ ইত্যাদি স্থানে জলের ঝরণাধারা বাহিত হোক (বা উৎপন্ন হোক)। আমাদের এই স্থানে পুণ্ডরীকবান বা তাম্ররসযুক্ত সরোবরও উৎপন্ন হোক। (এই প্রার্থনার দ্বারা অগ্নিকৃত বাধার দূরীকরণ সূচিত হচ্ছে) ॥ ১॥ আমাদের গৃহ জলের দ্বারা পরিপূরিত হোক। আমাদের জলযুক্ত সরোবরের সাথে যুক্ত করা হোক। হে অগ্নি! তুমি আপন শিখাগুলিকে পরাঙ্মুখ করো। (এই প্রার্থনার দ্বারা অগ্নিদাহের অত্যন্তাসম্ভব সূচিত হচ্ছে, অর্থাৎ 'হে অগ্নে ত্বং জ্বালারূপাণি আস্যানি পরাঙ্মুখানি কুরু') ॥ ২॥ হে শালা! তুমি আমাদের নিমিত্ত শীতহ্রদা হও। আমরা তোমাকে শীতল জলের গর্ভবেষ্টনে (জরায়ুরূপে) অবস্থিত শৈবালের দ্বারা আবেষ্টিত করছি। আমাদের দ্বারা স্তুতিকৃত হয়ে অগ্নি আমাদের গৃহ ইত্যাদি যাতে দাহিত না হয়, এমন যত্ন করুক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যথা মনো মনস্কেতৈঃ' ইতি তৃচেন কাসশ্লেষ্মরোগাদিশান্ত্যর্থং সক্তুমন্থং অভিমন্ত্র্য ভক্ষয়েৎ। তথা অনেন উদকং অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ। 'আয়নে' ইতি তৃচেন গৃহাদীনাং অগ্নিদাহনিবৃত্ত্যর্থং গৃহমধ্যে গর্তং কৃত্বা উদকং অভিমন্ত্র্য নিনয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মনি অনেন অবকাং অভিমন্ত্র্য গৃহস্যোপরি বিতনুয়াৎ। তথা তপ্তমাষকে দিব্যে তৈলাদিকং অভিমন্ত্র্য শপথকর্ত্রে প্রযচ্ছেৎ। তথা অগ্নিদগ্ধং এতত্তৃচেন অভিমন্ত্রিতোদকেন প্রক্ষালয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১১অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত তৃতীয় সূক্তটির মন্ত্রগুলি কাশ-শ্লেষ্মা ইত্যাদি ব্যাধি প্রশমনে উল্লিখিত বিধানানুসারে বিনিয়োগ কর্তব্য। চতুর্থ সূক্তটির মন্ত্রগুলি অগ্নিভীতি নিবারণকল্পে উল্লিখিত বিধানানুসারে বিনিয়োগ করণীয় ॥ (৬কা. ১১অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বিশ্বজিৎ

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : বিশ্বজিৎ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বিশ্বজিৎ ত্রায়মাণায়ৈ মা পরি দেহি।
ত্রায়মাণে দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ১॥
ত্রায়মাণে বিশ্বজিতে মা পরি দেহি।
বিশ্বজিদ্ দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ২॥
বিশ্বজিৎ কল্যাণ্যৈ মা পরি দেহি।
কল্যাণি দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ৩॥
কল্যাণি সর্ববিদে মা পরি দেহি।
সর্ববিদ্ দ্বিপাচ্চ সর্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে জগৎসংসারকে বশীভূত রক্ষণশালী বিশ্বজিৎ দেবতা! যে ত্রায়মাণা দেবতার অধিকারে সংসারের পালন-কর্ম অবস্থিত, আমাদের তাঁর আশ্রয়ে অন্বিত করো। হে ত্রায়মাণা (রক্ষক) দেবতা! আমাদের দ্বিপদবিশিষ্ট (অর্থাৎ মনুষ্যরূপ) পুত্র পৌত্র ভৃত্য ইত্যাদি এবং

চতুষ্পদবিশিষ্ট গো-ইত্যাদি পশু সমূহকে রক্ষা করো ॥ ১॥ হে ত্রায়মাণা দেবি! তুমি আমাদের বিশ্বজিৎ দেবতাকে প্রদান করো। হে বিশ্বজিৎ! তুমি আমাদের দ্বিপদবিশিষ্ট পুত্র পৌত্র ভৃত্য ইত্যাদি এবং চতুষ্পাদবিশিষ্ট গো-ইত্যাদি পশুসমূহকে রক্ষা করো ॥ ২॥ হে বিশ্বজিৎ! তুমি আমাদের বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণকরণশালিনী কল্যাণীকে প্রদান করো। হে কল্যাণী! আমাদের দ্বিপদবিশিষ্ট পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ইত্যাদি এবং চতুষ্পদশালী গো-ইত্যাদি পশুসমূহকে রক্ষা করো ॥ ৩॥ হে মঙ্গলময়ী কল্যাণী! তুমি আমাদের সর্বকর্ম-জ্ঞাতা সর্ববিদ্ দেবকে সমর্পণ করো। হে সর্ববিদ্ দেব! তুমি আমাদের দ্বিপাদবিশিষ্ট পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ইত্যাদি এবং চতুষ্পদযুক্ত গো-ইত্যাদি পশু সমুদায়কে রক্ষা করো ॥ ৪॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : মেধাবর্ধনম্

[ঋষি : শৌনক। দেবতা : মেধা, অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

ত্বৎ নো মেধে প্রথমা গোভিরশ্বেভিরা গহি।
ত্বং সূর্যস্য রশ্মিভিস্ত্বং নো অসি যজ্ঞিয়া ॥ ১॥
মেধামহং প্রথমাং ব্রহ্মন্বতীং ব্রহ্মজূতামৃষিষ্টুতাম্।
প্রপীতাং ব্রহ্মচারিভির্দেবানামবসে হুবে ॥ ২॥
যাং মেদামৃভবো বিদুর্যাং মেধামসুরা বিদুঃ।
ঋষয়ো ভদ্রাং মেধাং যাং বিদুস্তাং ময্যা বেশয়ামসি ॥ ৩॥
যামৃষয়ো ভূতকৃতো মেধাং মেধাবিনো বিদুঃ।
তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কৃণু ॥ ৪॥
মেধাং সায়ং মেধাং প্রাতর্মেধাং মধ্যন্দিনং পরি।
মেধাং সূর্যস্য রশ্মিভির্বচসা বেশয়ামহে ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে বেদধারিণী মেধা (অর্থাৎ শ্রুতধারণসামর্থ্যরূপিণি দেবি)! দেবতা ও মনুষ্য সকলেই তোমাকে শ্রেষ্ঠরূপে বিজ্ঞাত হয়ে পূজা ক'রে থাকে। তুমি গো ও অশ্বের সাথে আমাদের প্রাপ্ত হও। যেমন সূর্যের কিরণ সমগ্র জগৎসংসারে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তেমনই তুমি আপন সর্ব-ব্যাপিনী শক্তির সাথে আমাদের প্রাপ্ত হও। তুমি আমাদের যজ্ঞাহুতির দ্বারা প্রসন্নশালিনী হও; এই নিমিত্ত আগতা হও ॥ ১॥ মেধার (বা বুদ্ধির) কামনাশালী আমি বেদসমূহকে ধারণ করার উদ্দেশ্যে, বেদযুক্ত ব্রহ্মণ্বতী, ব্রহ্মসেবিতা, ব্রহ্মজূতা, অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী বশিষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা প্রশংসিত, ঋষিষ্টুতা, বেদবিহিত আচরণের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারীগণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির, অধ্যয়নের নিমিত্ত জ্ঞানের এবং রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণের সাথে মুখ্য মেধাদেবীকে আহ্বান করছি ॥ ২॥ যে মেধা বা বুদ্ধিকে ঋতুগণ জ্ঞাত আছে, যাঁকে দানব ও বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণ জ্ঞাত আছেন, সেই মেধা বা বুদ্ধির সাধক আমি, আমাতে সেই মেধাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করছি ॥ ৩॥

যে মেধা বা বুদ্ধিকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, পৃথিবী ইত্যাদি ভূতবর্গকে রক্ষায় সামর্থ্যবান্ কৌশিক কশ্যপ ইত্যাদি জ্ঞানী বা মেধাবীগণ জ্ঞাত আছেন, সেই মেধা বা বুদ্ধির দ্বারা, হে অগ্নি! আমাকে মেধাবী বা বুদ্ধিমান ক'রে দাও ॥ ৪ ॥ আমি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে মেধাকে স্তুতি করছি। সূর্যরশ্মির সম্পূর্ণ অবস্থানকাল ব্যাপী, অর্থাৎ পূর্ণ দিনব্যাপী আমরা তাঁকে (অর্থাৎ মেধাকে) আপন স্তুতিরূপ বন্ধনের দ্বারা আপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করছি ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বিশ্বজিৎ ত্রায়মানায়ৈ' ইতি চতুর্ঋচস্য বৃহদ্গণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাভিমন্ত্রনাদৌ বিনিয়োগঃ। তথা স্বস্ত্যয়নকর্মণি অনেন চতুর্ঋচেন আজ্যসমিৎপুরোডাশাদিশঙ্কল্যন্তানি ত্রয়োদশ দ্রব্যানি জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।.....'ত্ব নো মেধে' ইতি পঞ্চর্চেন সূক্তেন মেধাজননকর্মণি ক্ষীরৌদনং পুরোডাশং বসান্ বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ভক্ষয়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি অনেন সূক্তেন আদিত্যং উপতিষ্ঠেৎ। 'পূর্বস্য মেধাজননানি' ইতি প্রক্রম্য সূত্রিতং।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১১অ. ৫-৬সূ) ॥

টীকা — পঞ্চম সুক্তটির মন্ত্র চারটি শান্ত্যুদক অভিমন্ত্রন ইত্যাদি এবং স্বস্ত্যয়নকর্মে উপর্যুক্ত বিধানানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। ষষ্ঠ সূক্তের পাঁচটি মন্ত্রে উপর্যুক্ত বিধানানুসারে মেধাজনন কর্মে বিনিযুক্ত হয় ॥ (৬কা. ১১অ. ৫-৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : পিপ্পলী-ভৈষজ্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পিপ্পলী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পিপ্পলী ক্ষিপ্তভেষজ্যুতাতিবিদ্ধভেষজী।
তা দেবাঃ সমকল্পয়ন্নিয়ং জীবিতবা অলম্ ॥ ১॥
পিপ্পল্যঃ সমবদন্তায়তীর্জননাদধি।
যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পুরুষঃ ॥ ২॥
অসুরাস্ত্বা ন্যখনন্ দেবাস্ত্বোদবপন্ পুনঃ।
বাতীকৃতস্য ভেষজীমথো ক্ষিপ্তস্য ভেষজীম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — পিপ্পলী ক্ষিপ্ত বাত রোগের ঔষধি। এইটি রোগকে পূর্ণভাবে নিপীড়নে (বা বন্ধনে) সমর্থ, তথা অন্য ঔষধিগুলিকে তিরস্কার করণশালিনী। অমৃত মন্থনের সময়ে এই পিপ্পলীকে দেবতাগণ কল্পনা করেছিলেন; সকল রোগকে বিনাশ করণশালিনী এই একই ঔষধি প্রাণসমূহকে স্থিরভাবে রক্ষা করতে সমর্থ ॥ ১ ॥ পিপ্পলীজাতীয় ঔষধিসমূহ নিজেরা হওয়ার পূর্ব হ'তেই নিশ্চয় ক'রে নিয়েছিল যে, আমরা যে প্রাণীর শরীরে ঔষধিরূপে প্রবিষ্ট হবো, সেই প্রাণী যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হয় ॥ ২ ॥ হে পিপ্পলী! বাতরোগশালী, বারংবার হস্ত-পদ নিক্ষেপশালী আক্ষেপক রোগের তুমি ঔষধিস্বরূপ। প্রথমে দানবগণ তোমাকে কবরস্থ করেছিল, পুনরায় দেবগণ তোমাকে উদ্ধার (নিষ্ক্রান্ত) করেছিলেন ॥ ৩ ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্]

প্রত্নো হি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি।
স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রায়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমা যজস্ব ॥ ১॥
জ্যেষ্ঠঘ্ন্যাং জাতো বিচৃতোর্যমস্য মূলবর্হণাৎ পরি পাহ্যেনম্।
অত্যেনং নেষদ্ দুরিতানি বিশ্বা দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ২॥
ব্যাঘ্রেঽহ্ন্যজনিষ্ট বীরো নক্ষত্রজা জায়মানঃ সুবীরঃ।
স মা বধীৎ পিতরং বর্ধমানো মা মাতরং প্র মিনীজ্জনিত্রীম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — চিরন্তন হওয়ার কারণে অগ্নি স্তুত্য (স্তুতিযোগ্য) হয়ে থাকেন। প্রাচীন কাল হ'তে তিনি যজ্ঞে আহূত হয়ে থাকেন। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ-সম্পাদক ও নবীন হোতা হয়ে বেদীতে বিরাজমান হয়ে থাকো। এই রকমে বিরাজমান হয়ে তুমি আমাদের কল্যাণকারী ধন প্রদান করো ॥ ১॥ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে উৎপন্ন জ্যেষ্ঠদের (অর্থাৎ পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদির) মারক (বিনাশক) হয়, এবং মূলা নক্ষত্রে উৎপন্ন পুত্র সকল কুটুম্বের নাশক হয়ে থাকে। এই নিমিত্ত, পাপ-নক্ষত্রে জন্মগ্রহণকারী এই বালককে, যমের কুটুম্ব-নাশশালী কর্মের দ্বারা পৃথক্ করো (অর্থাৎ যমের দ্বারা ক্রিয়মান সন্তানমূলোচ্ছেদন হ'তে রক্ষা করো—'অতঃ পাপনক্ষত্রে জাতং এনং কুমারং যমস্য যমসম্বন্ধিনঃ যমেন ক্রিয়মানাদ্ মূলবর্হণাৎ সন্তানমূলোচ্ছেদনাৎ পরি পাহি পরিতঃ সর্বতো রক্ষ')। সকল দেববর্গ এই বালককে পাপসমূহ হ'তে উত্তীর্ণ ক'রে শতায়ুষ্য (শতবৎসর আয়ুসম্পন্ন) করুন ॥ ২॥ এই বালক ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রূর দুষ্ট নক্ষত্রে উৎপন্ন হয়েছে, এই নিমিত্ত এই বালক জন্মগ্রহণ মাত্রই উত্তম বীর্যের দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং বয়োপ্রাপ্তির পর যেন পিতা-মাতাকে হিংসাকারী (অর্থাৎ পিতা-মাতার বিনাশের কারণ) না হয় ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পিপ্পলী ক্ষিপ্তভেষজী' ইতি তৃচেন ধনুর্বাতক্ষিপ্তবাতাদিকৃৎস্নবাত-ব্যাধিশান্ত্যর্থ পিপ্পলীং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুনস্তৃচং জপিত্বা আশয়েৎ। 'পিপ্পলী (৬/১০৯) বিদ্রধস্য (৬।১২৭) যা বভ্রবঃ (৮।৭)' ইতি প্রকম্য 'চতুর্থেনাশয়তি' ইতি (কৌ. ৪।২) সূত্রাৎ। 'প্রত্নো হি' ইতি তৃচেন পাপনক্ষত্রজাতস্য অপত্যস্য সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতোদপাত্রেণ সূত্রোক্তরীত্যা আপ্লাবনং অবসেকং কুর্যাৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৃচেন সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতক্ষীরৌদনং প্রাশ্নীয়াৎ।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১১অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সপ্তম সূক্তের মন্ত্রগুলি ধনুর্বাত, ক্ষিপ্তবাত ইত্যাদি সকল রকমের বাতব্যাধির শান্তি নিমিত্ত উল্লিখিত বিধানানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। অষ্ট সূক্তের মন্ত্রগুলি পাপ-নক্ষত্রে জাত পুত্রগণের (অপতস্য) জন্মজনিত দোষ-মোচনের নিমিত্ত সূত্রোক্তরীতি অনুসারে বিনিয়োগ কর্তব্য ॥ (৬কা. ১১অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : উন্মত্ততামোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

ইমং মে অগ্নে পুরুষং মুমুগ্ধ্যয়ং যো বদ্ধঃ সুযতো লালপীতি।
অতোঽধি তে কৃণবদ্ ভাগধেয়ং যদানুন্মদিতোঽসতি ॥ ১॥
অগ্নিষ্টে নি শময়তু যদি তে মন উদ্যুতম্।
কৃণোমি বিদ্বান্ ভেষজং যথানুন্মদিতোঽসসি ॥ ২॥
দেবৈনসাদুন্মদিতমুন্মত্তং রক্ষসস্পরি।
কৃণোমি বিদ্বান্ ভেষজং যদানুন্মদিতোঽসতি ॥ ৩॥
পুনস্ত্বা দুরপ্সরসঃ পুনরিন্দ্রঃ পুনর্ভগঃ।
পুনস্ত্বা দুর্বিশ্বে দেবা যথানুন্মদিতোঽসসি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! আমাদের এই পুরুষটি পাপের পাশবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করছে; একে এর রোগের কারণ রূপ পাপ হ'তে রক্ষা করো (বা মুক্ত করো)। এই তোমার উদ্দেশে অধিক হবিঃ প্রদত্ত হচ্ছে, এই নিমিত্ত একে (গন্ধর্ব-অপ্সরা-গ্রহজনিত) উন্মাদ রোগ হ'তে মুক্ত করো ॥ ১॥ হে গ্রহ-গ্রস্ত পুরুষ! তোমার উন্মাদ রোগকে অগ্নিদেব দূর করে দিন। তোমার মন গ্রহ-বিকারের দ্বারা বিকৃত হয়ে আছে; আমি তার উপায় জ্ঞাত হয়ে এমন ঔষধ প্রদান করছি যাতে তুমি রোগমুক্ত হয়ে যাবে ॥ ২॥ তুমি যদি দৈবকৃত উপঘাতের দ্বারা অথবা ব্রহ্মরাক্ষস তথা গ্রহের দ্বারা উন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকো, তবে জ্ঞানী আমি তোমার নিকট আগমন পূর্বক তোমাকে রোগমুক্ত করণের নিমিত্ত ঔষধি প্রদান করছি ॥ ৩॥ হে উন্মাদী পুরুষ! অপ্সরাগণ তোমাকে উন্মাদ-রহিত ক'রে প্রত্যর্পণ ক'র দিয়েছে। ইন্দ্র তথা ভগদেবতা এবং অন্য সকল দেবতা তোমাকে উন্মাদরোগ হ'তে বিমুক্ত ক'রে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করেছেন ॥ ৪॥

◆

দশম সূক্ত : পাশমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মা জ্যেষ্ঠং বধীদয়মগ্ন এষাং মূলবর্হণাৎ পরি পাহ্যেনম্।
স গ্রাহ্যাঃ পাশান্ বি চৃত প্রজানন্ তুভ্যং দেবা অনু জানন্তু বিশ্বে ॥ ১॥
উন্মুঞ্চ পাশাংস্ত্বমগ্ন এষাং ত্রয়স্ত্রিভিরুৎসিতা যেভিরাসন্।
স গ্রাহ্যাঃ পাশান্ বি চৃত প্রজানন্ পিতাপুত্রৌ মাতরং মুঞ্চ সর্বান্ ॥ ২॥
যেভিঃ পাশৈঃ পরিবিত্তো বিবদ্ধোঽঙ্গেঅঙ্গ আর্পিত উৎসিতশ্চ।
বি তে মুচ্যন্তাং বিমুচো হি সন্তি ভ্রূণঘ্নি পূষন্ দুরিতানি মৃক্ষ্ব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! এই পরিবেত্তা বা পরিবিত্ত (অর্থাৎ অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা) যেন তার জ্যেষ্ঠ জনের (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতা বা মাতা ইত্যাদির) মধ্যে কাউকে হত্যা না করে। একে মূলোচ্ছেদনের বা পরিবেদনের দোষ হ'তে (অর্থাৎ অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহজনিত পাপ হ'তে) রক্ষা করো। হে অগ্নি! তুমি শান্তির উপায় সমূহের জ্ঞাতা। এই নিমিত্ত গ্রহণশীল পিশাচ সমুদায়ের পাশ (বা বন্ধন) হ'তে সকল দেবতার অনুজ্ঞায় একে মুক্ত করো ॥ ১॥ হে অগ্নি! তুমি এর পিতা ইত্যাদির পরিবেদন-দোষ হ'তে উৎপন্ন পাশকে দমন (বা মোচন) করো। মাতা, পিতা, পুত্র—এই তিন জন যে পরিবেদন-জনিত দোষের নিমিত্ত পাশের দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে আছে, তাদের সেই পাশ হতে মোচন করো। তুমি সেই মোচনের উপায় জ্ঞাত আছো। এই নিমিত্ত গ্রহণশীল পিশাচ সমুদায়ের পাশ (বা বন্ধন) হ'তে বিমোচন করো। সকল দেবতা অনুজ্ঞা করুন ॥ ২॥ হে দেবগণ! যে পাশের দ্বারা অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত পুরুষ পীড়ার কারণে বারংবার উত্থিত ও পতিত হচ্ছে (আছাড়ি-পাছাড়ি করছে), তাকে সেই পাশ হ'তে মুক্ত করো। হে পোষক দেব! এই পরিবেদন দোষকে ভ্রূণহত্যাকারী এবং শ্রোত্রিয়গণের হিংসক জনের মধ্যে স্থিত ক'রে দাও ॥ ৩॥

◆

একাদশ সূক্ত : পাপনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পূষা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

ত্রিতে দেবা অমৃজতৈতদেনস্ত্রিত এনন্মনুষ্যেষু মমৃজে।
ততো যদি ত্বা গ্রাহিরানশে তাং তে দেবা ব্রহ্মণা নাশয়ন্তু ॥ ১॥
মরীচীর্ধূমান্ প্র বিশানু পাপ্মন্নুদারান্ গচ্ছোত বা নীহারান্।
নদীনাং ফেনাঁ অনু তান্ বি নশ্য ভ্রূণঘ্নি পূষন্ দুরিতানি মৃক্ষ্ব ॥ ২॥
দ্বাদশধা নিহিতং ত্রিতস্যাপমৃষ্টং মনুষ্যৈনসানি।
ততো যদি ত্বা গ্রাহিরানশে তাং তে দেবা ব্রহ্মণা নাশয়ন্তু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্বকালে দেবতাগণ পরিবিত্তে উদ্ভূত সমবেত পাপকে ত্রিত নামক আপ্ত্যে (বা ত্রিতের মনে) স্থিত ক'রে দিয়েছিলেন। (পরিবিত্তসমবেতং এনঃ পাপং পূর্বং দেবাস্ত্রিতে এতৎসংজ্ঞে আপ্ত্যে অমৃজত নিমৃষ্টবন্তঃ)। ত্রিত এই পাপকে সূর্যোদয়ের পরেও শয়নশীল মনুষ্যগণের মধ্যে স্থাপিত করেছিলেন। হে পরিবিত্ত! তোমাকে যে পাপদেবী প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁকে দেবগণ মন্ত্রশক্তির দ্বারা দূরীভূত করুন ॥ ১॥ হে পরিবেদন হ'তে উৎপন্ন পাপ! তুই এই পরিবিত্তকে (বা পরিবেত্তাকে) ত্যাগ ক'রে অগ্নি ও সূর্যের প্রভার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যা। তুই ধূমে, বা মেঘের আবরণ কুজ্ঝটিকায় প্রবেশ কর। হে পাপ! তুই নদীর ফেনায় প্রবাহিত হয়ে যা। হে পোষক দেব! তুমি এর পরিবেদন দোষকে ভ্রূণহত্যাকারী এবং শ্রোত্রিয়গণের হিংসক জনের মধ্যে স্থিত ক'রে দাও ॥ ২॥ আপ্ত্য ত্রিতের এই পাপসমূহ পূর্বোক্তক্রমে দ্বাদশ স্থানে স্থাপিত করা হয়েছে। প্রথমে দেবগণের মধ্যে, পরে তিন জলমধ্যে, অতঃপর সূর্য-অগ্নি ইত্যাদি আটটি স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। (প্রথমং দেবেষু

পশ্চাৎ ত্রিষু আপ্যেষু ততঃ সূর্যাভ্যুদিতাদিষু অষ্টসু এবং দ্বাদশসু স্থানেষু নিক্ষিপ্তং)। সেই পাপ বর্তমানে মনুষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হে পরিবেত্তা পুরুষ! তুমি যদি পিশাচীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকো, তবে তার প্রভাবকে পূর্বোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করুন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইমং মে অগ্নে' ইতি চতুর্ঋচস্য মাতৃনামগণে পাঠাদ্ 'দিব্যো গন্ধর্ব ইতি মাতৃনামভির্জুহুয়াৎ' (কৌ. ১৩।২) ইত্যাদিষু বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ। তথা গন্ধর্বরাক্ষসাপ্সরোভূতগ্রহাদি-পীড়াশান্তয়ে ঘৃতাক্তসর্বৌষধিহোমে চতুষ্পথে গ্রহগৃহীতশিরঃস্থিতমৃন্ময়কপালাগ্নিহোমাদৌ চ অস্য বিনিয়োগঃ।....'মা জ্যেষ্ঠং' (১১২) 'ত্রিতে দেবাঃ' (১১৩) ইতি তৃচাভ্যাং পরিবিত্তিপরিবেত্ত্রোঃ প্রায়শ্চিত্তার্থং উদঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তয়োঃ পর্বানি মৌঞ্জপাশৈর্বদ্ধ্বা আপ্লাবনং অবসেকং বা কুর্যাৎ।....সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১১অ. ৯-১১সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তটি উল্লিখিত বিধানানুসারে গন্ধর্ব-রাক্ষস-অপ্সরা-ভূতগ্রহ ইত্যাদি হ'তে সঞ্জাত পীড়ার শান্তিকল্পে বিনিয়োগ করণীয়। দশম ও একাদশ সূক্তের মন্ত্রগুলি পরিবেত্তার প্রায়শ্চিত্তকর্মে উল্লিখিত সূত্রানুসারে বিনিযুক্ত হয় ॥ (৬কা. ১১অ. ৯-১১সূ) ॥

দ্বাদশ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : উন্মোচনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সকল দেবতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যদ্ দেবা দেবহেডনং দেবাসশ্চকৃমা বয়ম্।
আদিত্যাস্তস্মান্নো যূয়মৃতস্যর্তেন মুঞ্চত ॥ ১॥
ঋতস্যর্তেনাদিত্যা যজত্রা মুঞ্চতেহ নঃ।
যজ্ঞং যদ্ যজ্ঞবাহসঃ শিক্ষন্তো নোপশেকিম ॥ ২॥
মেদস্বতা যজমানাঃ স্রুচাজ্যানি জুহ্বতঃ।
অকামা বিশ্বে বো দেবাঃ শিক্ষন্তো নোপ শেকিম ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি প্রমুখ দেবগণ! যে পাপের নিমিত্ত (বা কারণে) দেবতা রুষ্ট হয়ে থাকেন, তা আমরা ইন্দ্রিয়বশে ক'রে ফেলেছি। সেই পাপ হ'তে তোমরা আমাদের যজ্ঞাত্মক সত্যের দ্বারা মন্ত্র সাধন ইত্যাদির প্রভাবে রক্ষা করো (অর্থাৎ আমাদের সেই পাপকে দগ্ধ ক'রে ফেলো) ॥ ১॥ হে অদিতির পুত্রগণ (অর্থাৎ দেববর্গ)! যজ্ঞাত্মক সত্য এবং ধ্যানযোগ্য পরব্রহ্মের দ্বারা কর্মের ঘাতক পাপ হ'তে তোমরা আমাদের মুক্ত করো। তোমরা যজ্ঞ সম্পন্ন করণে সমর্থ। আমরা যজ্ঞ-সাধনে ইচ্ছুক হয়েও যে পাপের কারণে তা করতে পারছি না, তোমরা সেই পাপ হ'তে আমাদের মুক্ত করো (বা রক্ষা করো) ॥ ২॥ হে সকল দেববর্গ! মেদযুক্ত (অর্থাৎ স্ফীতাবয়বশালী) পশুর দ্বারা স্রুকের সাহায্যে আহবনীয় অগ্নিতে আজ্যের (অর্থাৎ ঘৃতের) আহুতি প্রক্ষেপণেচ্ছু যজমানরূপী আমরা যে (পশুমেধ) যজ্ঞ করতে উদ্যত হয়েও, যে পাপের কারণে তা করতে পারছি

না, তোমরা সেই পাপকে আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে দাও ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সকল দেবতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

যদ্ বিদ্বাংসো যদবিদ্বাংস এনাংসি চকৃমা বয়ম্।
যূয়ং নস্তস্মান্মুঞ্চত বিশ্বে দেবাঃ সজোষসঃ ॥ ১॥
যদি জাগ্রদ্ যদি স্বপন্নেন এনস্যোঽকরম্।
ভূতং মা তস্মাদ্ ভব্যং চ দ্রুপদাদিব মুঞ্চতাম্ ॥ ২॥
দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যং বিশ্বে শুম্ভন্তু মৈনসঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিশ্ব দেবগণ! তোমরা আমাদের স্নেহ ক'রে থাকো। আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে পাপসমূহ আমরা করেছি, তোমরা সেই পাপরাশি হ'তে মুক্ত করো ॥ ১॥ আমি জাগরণকালে বা সুপ্তাবস্থায় যে পাপকে প্রিয় জ্ঞানে ক'রে ফেলেছি, তা হ'তে বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও, সেই পাদবন্ধনস্বরূপ পাপকে, বৃক্ষের ছেদনের ন্যায় ছেদিত ক'রে, মুক্ত ক'রে দাও ॥ ২॥ যেমন ছেদনের পর পদবন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে বা স্বেদক্লিষ্ট হওয়ার পর মনুষ্য স্নান ক'রে বাহিরের মল হ'তে শুদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনই আমি শুদ্ধ হবো। যেমন পবিত্রে ও ছাঁকনী ইত্যাদির সাধনে ঘৃত (আজ্য) শুদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনই দেবগণ আমাকে (পাপ হ'তে) শুদ্ধ করুন ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অস্যানুবাকস্য আচার্যমরণে আজ্যসমিৎপুরোডাশাদিহোমে বিনিয়োগঃ।... তথা 'যৎ দেবা দেবহেডনং' ইতি দ্বাভ্যাং তৃচাভ্যাং অগ্নিষ্টোমে তৃতীয়সবনে আদিত্যগ্রহহোমং ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত। অগ্নিষ্টোমং প্রক্রম্য বৈতানে সূত্রিতং।...অত্র 'যৎ বিদ্বাংসঃ' ইত্যনেন তৃচেন আগ্রয়ণেষ্টৌ বৈশ্বদেবং চরুং ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত।....ইতি (বৈ.২/৩) বৈতানে সূত্রিতং ॥ (৬কা. ১২অ. ১-২সূ)॥

টীকা — এই দ্বাদশ অনুবাকটি আচার্যমরণে আজ্য-সমিৎ-পুরোডাশ ইত্যাদি হোমে বিনিযুক্ত হয়। তার মধ্যে উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি অগ্নিষ্টোমে তৃতীয়সবনে সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। দ্বিতীয় সূক্তের দ্বারা সূত্রানুসারে আগ্রয়ণেষ্টিতে বিনিয়োগ করণীয় ॥ (৬কা. ১২অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : মধুমদন্নম্

[ঋষি : জাটিকায়ন। দেবতা : বিবস্বান্। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যদ্ যামং চক্রুর্নিখনন্তো অগ্রে কার্ষীবণা অন্নবিদো ন বিদ্যয়া।
বৈবস্বতে রাজনি তজ্জুহোম্যথ যজ্ঞিয়ং মধুমদস্তু নোঽন্নম্ ॥ ১॥

বৈবস্বতঃ কৃণবদ্ ভাগধেয়ং মধুভাগো মধুনা সং সৃজাতি।
মাতুর্যদেন ইষিতং ন আগন্ যদ্ বা পিতাপরাদ্ধো জিহীড়ে ॥ ২॥
যদিদং মাতুর্যদি বা পিতুর্নঃ পরি ভ্রাতুঃ পুত্রাচ্চেতস এন আগন্।
যাবন্তো অস্মান্ পিতরঃ সচন্তে তৈষাং সর্বেষাং শিবো অস্তু মন্যুঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্বকালে কৃষিকর্মশালী কার্ষীবণবৃন্দ (কৃষকগণ) বিদ্যাহীন ও বিচারশূন্য হওয়ার কারণে ভূমিকে খনন-রূপ, যে যম-সম্বন্ধী কার্য করতো, এটি তারা ঠিকরকম জানতো না। কেননা, তারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে হীন হয়ে থাকে। তারই শমনার্থে আমি ঘৃত, মধু, তৈল ইত্যাদি ন্যূনাধিক পরিমাণে বৈবস্বত (অর্থাৎ বিবস্বানের পুত্র) রাজা যমের উদ্দেশে হবিঃ রূপে প্রদান করছি। এই যজ্ঞ-যোগ্য অন্ন মধুর ও উপভোগের যোগ্য হোক ॥ ১॥ সূর্যের পুত্র যম নিজের জন্য হবির্ভাগ গ্রহণ করুন এবং আমাদের মধুময় ক্ষীর ঘৃত ইত্যদির দ্বারা যুক্ত করুন। আমরা যারা অপরাধ করণশালী হয়ে পাপ প্রাপ্ত হয়েছি, সেই মাতা-পিতা সম্বন্ধী অপরাধ-জনিত পাপ শান্ত হোক। (অর্থাৎ আমাদের পাপ যদি আমাদের মাতার নিকট হ'তে আগত হয়ে থাকে, অথবা আমাদের সেই পাপের জন্য যদি পিতৃপুরুষগণ ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, অথবা মাতাপিত্রোদ্রোহি কৃত পাপের নিমিত্ত যা কিছু উৎপাত, তা শান্ত হোক) ॥ ২॥ এই পরিদৃশ্যমান পাপ যদি মাতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকি, বা পিতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকি, ভ্রাতা অথবা অন্য সম্বন্ধী বা পুত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকি, তবে সেই পাপের সাথে সম্বন্ধ রক্ষাকারীর (আমার) সেই পাপ শান্তি প্রাপ্ত হোক ॥ ৩॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : আনৃণ্যম্

[ঋষি : কৌশিক (অনৃণকাম)। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অপমিত্যমপ্রতীত্তং যদস্মি যমস্য যেন বলিনা চরামি।
ইদং তদগ্নে অনৃণো ভবামি ত্বং পাশান্ বিচৃতং বেত্থ সর্বান্ ॥ ১॥
ইহৈব সন্তঃ প্রতি দদ্ম এনজ্জীবা জীবেভ্যো নি হরাম এনৎ।
অপামিত্য ধান্যং যজ্জঘসাহমিদং তদগ্নে অনৃণো ভবামি ॥ ২॥
অনৃণা অস্মিন্ননৃণাঃ পরস্মিন্ তৃতীয়ে লোকে অনৃণাঃ স্যাম।
যে দেবযানাঃ পিতৃযাণাশ্চ লোকাঃ সর্বান্ পথো অনৃণা আ ক্ষিয়েম ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — পরিশোধ করার যোগ্য ঋণ, যা প্রত্যর্পণ করতে পারিনি, এমন ঋণে আমি নিজেই ঋণী। সেই বলী ঋণের দ্বারা অধমর্ণ আমাকে যমরাজের বশীভূত হ'তে হবে। হে অগ্নি! তোমার কৃপায় আমি যেন ঋণ রহিত হয়ে যাই, কেননা তুমি ঋণজনিত পারলৌকিক পাপের বন্ধন হ'তে মুক্ত করতে সমর্থ ॥ ১॥ ইহলোকে অবস্থান ক'রেই আমরা এই ঋণকে, ধনিকের (অর্থাৎ ঋণদাতা বা উত্তমর্ণের) নিকট সমর্পণ করছি। মরণের পূর্বেই আমরা আমাদের ঋণকে পরিশোধ করছি, আমি যে জৌ ইত্যাদি ধান্য ঋণরূপে গ্রহণ ক'রে উদরসাৎ করেছি, হে অগ্নি! তোমার কৃপায়

তা হ'তে ঋণমুক্ত হচ্ছি ॥ ২॥ হে অগ্নি! তোমার কৃপায় আমরা লৌকিক ও দৈবিক দুই প্রকার ঋণ হ'তে ইহলোকেই মুক্ত হবো; দেহত্যাগের পরে আমরা স্বর্গ ইত্যাদি পুণ্য স্থানে ঋণী হয়ে অবস্থান করবো না। নাকপৃষ্ঠ, দেবযান এবং পিতৃযান ইত্যাদি মার্গে আমরা ঋণমুক্ত হয়ে প্রবিষ্ট হবো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যৎ যামং চক্রুঃ' ইতি তৃচেন ঘৃততৈলমধুনাং পরিমিতানাং বৃদ্ধিক্ষয়লক্ষনাদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তার্থং আজ্যং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি। 'অপমিত্যং অপ্রতীত্তং' ইতি ত্রিমিস্তৃচৈঃ উত্তমর্ণে মৃতে সতি তৎপুত্রায় সগোত্রায় বা ধনং অভিমন্ত্র্য ঋণী দদ্যাৎ। তথা অনেন তৃচত্রয়েন দ্রবং অভিমন্ত্র্য উত্তমর্ণস্য শ্মশানভূমৌ চতুষ্পথে বা নিক্ষিপেৎ। তথা তৃচত্রয়েন দ্রব্যং অভিমন্ত্র্য কক্ষেষু নিক্ষিপ্য তান্ অগ্নিনা দীপয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১২অ. ৩-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রসমূহের দ্বারা সূত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আজ্যাহুতিতে বিনিয়োগ করণীয়। চতুর্থ সূক্তটি ঋণ-পরিশোধ সম্পর্কে বিনিযুক্ত হয়। ঋণদাতা পরলোকগত হলেও এই মন্ত্রগুলির দ্বারা ঋণগ্রহীতা সূত্রানুসারে ঋণদাতার পুত্র বা সগোত্রীয়কে ধন অভিমন্ত্রিত পূর্বক প্রত্যর্পণ করবেন। শ্মশানভূমিতে বা চতুষ্পথে এই মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য অভিমন্ত্রিত পূর্বক নিক্ষেপ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করণীয় ॥ (৬কা. ১২অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : আনৃণ্যম্

[ঋষি : কৌশিক। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদ্ধস্তাভ্যাং চকৃম কিল্বিষাণ্যক্ষাণাং গত্নুমুপলিপ্সমানাঃ।
উগ্রং পশ্যে উগ্রজিতৌ তদদ্যাপ্সরসাবনু দত্তামৃণং নঃ ॥ ১॥
উগ্রং পশ্যে রাষ্ট্রভৃৎ কিল্বিষাণি যদক্ষবৃত্তমনু দত্তং ন এতৎ।
ঋণান্নো নর্ণমেৎর্সমানো যমস্য লোকে অধিরজ্জুরায়ৎ ॥ ২॥
যস্মা ঋণং যস্য জায়ামুপৈমি যং যাচমানো অভ্যৈমি দেবাঃ।
তে বাচং বাদিযুর্মোত্তরাং মদ্দেবপত্নী অপ্সরসাব ধীতম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের হস্ত-পদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে পাপ সঙ্ঘটিত হয়ে গিয়েছে, এবং ভোগলিপ্সার কারণে আমরা যে ঋণ গ্রহণ করেছি, হে উগ্রপশ্যা ও উগ্রজিতা নাম্নী অপ্সরাদ্বয়! তোমরা সেই ঋণ আমাদের ঋণদাতাদের (অর্থাৎ উত্তমর্ণগণকে) পরিশোধ ক'রে দাও ॥ ১॥ হে উগ্রপশ্যা ও রাষ্ট্রভৃৎ (বা রাষ্ট্রভৃতা) নাম্নী অপ্সরাযুগল! আমাদের কৃত পাপ-বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা লক্ষ্য করো। ঋণভূত সেই সকল পাপকে তোমরা শমন করো এবং পাপ-পুণ্য অনুসারে দণ্ডদাতা যমের লোকে ঋণদাতার নিকট আনয়ন ক'রে পাশহস্তে আমাদের যাতে কেউ ত্রাস দিতে না আসতে পারে, সেই নিমিত্ত আমাদের ঋণকে আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে দাও ॥ ২॥ যে বস্ত্র, সুবর্ণ, ধান্য ইত্যাদির নিমিত্ত আমি ঋণ প্রার্থনা করেছি অথবা যার ভার্যার নিকট আমি কামুক হয়ে সহায়তা প্রার্থনা করতে গিয়েছি, হে দেবগণ! আমি সেস্থান হ'তে সফল

মনোরথ হয়ে, প্রার্থনাকে স্বীকার করিয়ে এসেছি। তারা যেন আমার সাথে বিরুদ্ধ বাক্য না প্রয়োগ করে। হে দেবপত্নী (দেবজায়াভূতা) অপ্সরাদ্বয়! তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ প্রদান করো ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : আনৃণ্যম্

[ঋষি : কৌশিক। দেবতা : বৈশ্বনর অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদদীব্যন্নৃণমহং কৃণোম্যদাস্যন্নগ্ন উত সংগৃণামি।
বৈশ্বানরো নো অধিপা বসিষ্ঠ উদিন্নয়াতি সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ১॥
বৈশ্বানরায় প্রতি বেদয়ামি যদ্যৃণং সংগরো দেবতাসু।
স এতান্ পাশান্ বিচৃতং বেদ সর্বানথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥ ২॥
বৈশ্বানরঃ পবিতা মা পুনাতু যৎ সংগরমভিধাবাম্যাশাম্।
অনাজানন্ মনসা যাচমানো যৎ তত্রৈনো অপ তৎ সুবামি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমি গ্রহণকৃত ঋণকে প্রদান করতে সমর্থ না হয়ে, তা প্রদানের কথা বলতে থেকেছি। (অর্থাৎ কেবলই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি) সকল প্রাণীর হিতৈষী, সর্বপালক অগ্নিদেব আমাকে শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত করান। (অর্থাৎ ঐ হেন পাপ সত্ত্বেও আমাকে সুকৃতলোকে নীত করুন) ॥ ১॥ লৌকিক ও দৈবিক (বা বৈদিক) ঋণকে পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞাসমূহ আমি বৈশ্বানর অগ্নিকে অর্পণ করছি। সেই অগ্নিদেব সকল রকমের ঋণের পাশ হ'তে মুক্ত করতে জানেন। আমরা ঋণের পাশ হ'তে মুক্ত হয়ে স্বর্গ ইত্যাদি লাভরূপ ফলের দ্বারা সম্পন্ন হবো ॥ ২॥ আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করবো, দান করবো, বৈশ্বানর অগ্নি আমাকে পবিত্র করুন। আমি ঋণ পরিশোধ করার প্রতিজ্ঞা করতে থেকেছি, যজ্ঞের নিমিত্ত দেবতাগণের কামনা উদ্রেগই করেছি, কিন্তু অদ্যাপিও যজ্ঞ ইত্যাদি ঋণকে পরিশোধ করতে পারিনি। আমার অজ্ঞানাত্মক অসত্য আচরণ হ'তে যে পাপ উদ্ভূত হয়েছে, তাকে আমি নিজের দ্বারাই দূরীভূত করছি ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — যদ্ধস্তাভ্যাং' ইতি পঞ্চম সূক্ত। অস্য পূর্বতৃচেন সহ উক্তঃ। 'যদদীব্যন্নৃণমহং' ইতি সূক্তেন বৈশ্বানরায় বিশ্বনরহিতায় অগ্নয়ে প্রতি বেদয়ামি বিজ্ঞাপয়ামি।....যদ্ ঋণং লৌকিকং দেবতাসু দেবতাবিষয়ে যঃ সঙ্গরঃ অবশ্যকর্তব্যতয়া প্রতিজ্ঞা 'ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য' (তৈ. সং. ৬।৩।১০।৫) ইতি তদ্ধি বৈদিকং ঋণং।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১২অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — পঞ্চম সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তে উক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রধানতঃ লৌকিক ঋণ অপরিশোধের কারণে উদ্ভূত পাপ হ'তে মুক্তির নিমিত্ত সূত্রানুসারে বিনিয়োগ কর্তব্য। এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে স্থূলাত্মক ঐ লৌকিক ঋণের ঊর্ধ্বস্থ ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধের বিষয় বলা হয়েছে। মানব জন্মমাত্রই ঐ তিন বৈদিক ঋণে ঋণী হয়ে থাকে। এখানে বলা হয়েছে—মানব ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞ সাধনের দ্বারা দেব-ঋণ এবং পুত্র ইত্যাদি উৎপাদনের দ্বারা পিতৃ-ঋণ হ'তে মুক্ত হয়ে থাকে ॥ (৬কা. ১২অ. ৫-৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : সুকৃতস্য লোকঃ

[ঋষি : কৌশিক। দেবতা : অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, দ্যৌ, অগ্নি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

যদন্তরিক্ষং পৃথিবীমুত দ্যাং যন্মাতরং পিতরং বা জিহিংসিম।
অয়ং তস্মাদ্ গার্হপত্যো নো অগ্নিরুদিন্নয়াতি সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ১॥
ভূমির্মাতাদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরিক্ষমভিশস্ত্যা নঃ।
দ্যৌর্নঃ পিতা পিত্র্যাচ্ছং ভবাতি জামিমৃত্বা মাব পৎসি লোকাৎ ॥ ২॥
যত্রা সুহার্দঃ সুকৃতো মদন্তি বিহায় রোগং তন্বঃ স্বায়াঃ।
অশ্লোণা অঙ্গৈরহ্রুতাঃ স্বর্গে তত্র পশ্যেম পিতরৌচ পুত্রান্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — অন্তরিক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোকের প্রাণীগণের অহিতরূপ যে হিংসা (বা পাপ) করেছি, পিতা-মাতার প্রতিকূল আচরণরূপ যে হিংসা (বা পাপ) করেছি, এই উভয়বিধ পাপ, যা সঙ্ঘটিত হয়ে গিয়েছে, গার্হপত্য অগ্নি প্রসন্ন হয়ে সেই পাপসমূহকে দমিত ক'রে আমাদের উত্তম গতি প্রদান করুন ॥ ১॥ পৃথিবী ও দেবমাতা অদিতি আমাদের জননী স্বরূপা। অন্তরিক্ষ আমাদের সাথে অবস্থিত হওয়ার কারণে ভ্রাতৃসম। এরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুক। দ্যুলোক আমাদের পিতৃস্বরূপ, তিনি আমাদের ঋণ-গ্রহণজনিত দোষ (বা পাপ) হ'তে মুক্ত করুন। আমি নিষিদ্ধ নারীর সাথে (অর্থাৎ ভগিনী ইত্যাদির সাথে) পাপযুক্ত আচরণ করার কারণে স্বর্গ ইত্যাদি লোকসমূহ হ'তে যেন ভ্রষ্টশালী না হই ॥ ২॥ সুন্দর মনঃসম্পন্ন ও যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মকারী পুরুষগণ, জ্বর ইত্যাদি রোগরহিত ও দুঃখরহিত হয়ে সুখানুভব করতে করতে স্বর্গ ইত্যাদি লোকসমূহে নিবাস ক'রে থাকেন। আমরাও রোগরহিত হয়ে শোভন গতি প্রাপ্তি পর্বূক স্বর্গ ইত্যাদি উত্তম লোকসমূহে নিবাসিত হয়ে (স্বর্গলোকস্থ) স্বজনবর্গের সাক্ষাৎ লাভ করবো ॥ ৩॥

◆

অষ্টম সূক্ত : সুকৃতলোকপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : কৌশিক। দেবতা : অগ্নি, তারকা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

বিষাণা পাশান্ বি ষ্যাধ্যস্মদ্ য উত্তমা অধমা বারুণা যে।
দুষ্বপ্ন্যং দুরিতং নি স্বাস্মদথ গচ্ছেম্ সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ১॥
যদ্ দারুণি বধ্যসে যচ্চ রজ্জ্বাং যদ্ ভূম্যাং বধ্যসে যচ্চ বাচা।
অয়ং তস্মাদ্ গার্হপত্যো নো অগ্নিরুদিন্নয়াতি সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ২॥
উদগাতাং ভগবতী বিচৃতৌ নাম তারকে।
প্রেহামৃতস্য যচ্ছতাং প্রৈতু বদ্ধকমোচনম্ ॥ ৩॥

বি জিহীষ্ব লোকং কৃণু বন্ধান্মুঞ্চাসি বদ্ধকম্।
যোন্যা ইব প্রচ্যুতো গর্ভঃ পথঃ সর্বা অনু ক্ষিয় ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে নির্ঋতি দেবী! হে বরুণ! তোমরা মরণাত্মক উত্তম, মধ্যম ও অধম পাশসমূহকে বিমুক্ত করো। দুঃস্বপ্নজনিত পাপকেও মোচিত ক'রে আমাদের স্বর্গলোক-প্রাপ্তি করাও ॥ ১॥ হে পুরুষ! তুমি দারুণ কাষ্ঠের বন্ধনে, অচ্ছেদ্য রজ্জুর বন্ধনে, গভীর গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, কিংবা রাজাজ্ঞা প্রকাশিত-করণশালিনী বাণীর বন্ধনে (অর্থাৎ রাজার আজ্ঞা-সম্বন্ধী গোপন বাণী বা বার্তা অপ্রকাশিত রাখার প্রতিজ্ঞার বন্ধনে) যদি আবদ্ধ হয়ে থাকো, তাহলে সেই সকল বন্ধন হ'তে গার্হপত্য অগ্নি মুক্তি দান (বা উদ্ধার) পূর্বক তোমাকে স্বর্গ-প্রাপ্তি করান ॥ ২॥ এই পুরুষ সন্তাপপ্রদ লৌহশৃঙ্খল ইত্যাদির বন্ধন হ'তে মুক্ত হোক। বিচৃত উপনামশালী দুই মূল নক্ষত্র এই বন্ধনগ্রস্ত পুরুষকে মৃত্যুভয় হ'তে মুক্ত করুক ॥ ৩॥ হে বন্ধনের অভিমানী দেব! এই বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হওনশীল পুরুষকে স্থান প্রদান করো, বন্ধন হ'তে মুক্ত করো এবং অনেক রকমভাবে (অর্থাৎ সর্বতোভাবে) এই স্থান হ'তে গমন করো। হে পুরুষ! মাতার গর্ভ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গর্ভবন্ধনমুক্ত শিশু যেমনভাবে বিচরণ ক'রে থাকে (অর্থাৎ হস্ত-পদ বিক্ষেপণ করে), তেমনভাবেই তুমি সকল মার্গে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করো ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যদ্ অন্তরিক্ষং' ইতি সপ্তমং সূক্তং 'বিষাণা পাশান্' ইতি সূক্তেন দারুলোহরজ্জ্বাদিবন্ধনমোচনার্থং চর্মময়লোহময়াদিকং পূর্ববন্ধনরজ্জুসদৃশং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১২অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — সপ্তম সূক্তের মন্ত্রগুলি গার্হপত্য অগ্নির কৃপায় পাপমুক্তির উদ্দেশে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। অষ্টম সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা দারু, লৌহ, রজ্জু ইত্যাদির বন্ধন হ'তে মুক্তির নিমিত্ত সূত্রানুসারে অভিমন্ত্রন পূর্বক বিনিয়োগ করণীয়। এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটিতে নক্ষত্রদ্বয় প্রসঙ্গে সায়ণাচার্যের উক্তি—'ভগবতী ভাগ্যযুক্তে বিচৃতৌ নাম বিছন্নামনী তারকেনক্ষত্রে উদগাতাং উদয়ং প্রাপ্তবতী। 'বিচৃতৌ নক্ষত্রং পিতরো দেবতা' ইতি শ্রুতেঃ (তৈ. সাং ৪।৪।১০।২) মূলনক্ষত্রস্য বিচৃৎ ইতি সংজ্ঞা। অধিষ্ঠানদ্বয়াপেক্ষয়া দ্বিবচনং।' ॥ (৬কা. ১২অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : তৃতীয়ো নাকঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : বিশ্বকর্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

এতং ভাগং পরি দদামি বিদ্বান্ বিশ্বকর্মন্ প্রথমজা ঋতস্য।
অস্মভির্দত্তং জরসঃ পরস্তাদচ্ছিন্নং তন্তমনু সং তরেম ॥ ১॥
ততং তন্তমন্বেকে তরন্তি যেষাং দত্তং পিত্র্যমায়নেন।
অবন্ধ্বেকে দদতঃ প্রযচ্ছন্তো দাতুং চেচ্ছিক্ষান্ত্স স্বর্গ এব ॥ ২॥
অন্বারভেথামনুসংরভেথামেতং লোকং শ্রদ্দধানাঃ সচন্তে।
যদ্ বাং পক্বং পরিবিষ্টমগ্নৌ তস্য গুপ্তয়ে দম্পতী সং শ্রয়েথাম্ ॥ ৩॥

যজ্ঞং যন্তং মনসা বৃহন্তমন্বারোহামি তপসা সযোনিঃ।
উপহূতা অগ্নে জরসঃ পরস্তাৎ তৃতীয়ে নাকে সধমাদং মদেম ॥ ৪॥
শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্ সাদয়ামি।
যৎকাম ইদমভিষিঞ্চামি বোঽহমিন্দ্রো মরুত্বান্ত্‌স দদাতু তন্মে ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিশ্বকর্মা (বিশ্বের রচয়িতা)! তুমি সকলের পূর্বে উৎপন্ন হয়েছো। তোমার মহিমা জ্ঞাতশালী আমি এই পক্ক হবিরন্নকে আপন রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করছি। এই লোকে প্রদত্ত এই অন্নের কারণে আমরা বার্ধক্য হ'তে জরাকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রূপে প্রবিষ্ট হবো (অর্থাৎ পূর্ণ আয়ু ভোগ করবো) ॥ ১ ॥ কোন কোন ঋণী পুরুষ মৃত্যুর পরে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির মধ্যে বিস্তৃত হয়ে (অর্থাৎ তাদের দ্বারা ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে) ঋণ হতে মুক্ত হয়ে যায়। পিতা বা পিতৃপুরুষ হতে আগত ঋণ (অর্থাৎ পিতৃকৃত ঋণ) যে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি পরিশোধ ক'রে দেয়, তারাও পাপোত্তীর্ণ হয়ে যায়। যাদের কুলে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি কেউ না থাকে এবং যারা নিজের অথবা নিজের পিতার ঋণকে পরিশোধ করতে পারে না, কিন্তু পরিশোধ করার উৎকট ইচ্ছা রাখে, তবে তারাও সেই ইচ্ছার কারণেই ঋণমুক্ত হয়ে সুকৃতি লাভ ক'রে থাকে ॥ ২ ॥ হে দম্পতি! পরলোকের কথা মনে রেখে সৎকর্ম করতে থাকো। তোমরা ব্রাহ্মণগণকে যে পক্কান্ন প্রদানের ইচ্ছা করছো, এবং যে অন্ন হবিঃ রূপে অগ্নিতে দেবতাগণের উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তার রক্ষণের নিমিত্ত যত্ন করো ॥ ৩ ॥ আমি অনশন ইত্যাদি দীক্ষানিয়মের দ্বারা তপস্যা পূর্বক দিব্যদেহোৎপত্তিবীজরূপ অপূর্বের সাথে মিলিত হয়ে দেবগণের মধ্যে এবং গতিমান মহান্ যজ্ঞে মনের দ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে স্থিতি লাভ করছি। হে অগ্নি! তোমার কৃপায় আমরা আপন বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত এই লোকে নিবাস পূর্বক পুনরায় জরার দ্বারা জীর্ণ হয়ে দেহ পরিত্যাগ ক'রে দুঃখ-শোক রহিত স্বর্গপ্রাপ্ত হয়ে সুখী হবো ॥ ৪ ॥ এই পরিশুদ্ধা, সর্বপবিত্রকারিণী, স্ত্রীরূপা যজ্ঞার্হ জলরাশিকে আমি ঋত্বিকগণের হস্ত প্রক্ষালনের নিমিত্ত নিবেদন করছি। এই কার্য আমি যে পদার্থের কামনা ক'রে সাধন করছি, মরুৎ-বর্গের সাথে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রদেব সেই পদার্থ আমাকে প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

◆

দশম সূক্ত : সৌমনসম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : সর্ব দেবতা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

এতং সধস্থাঃ পরি বো দদামি যং শেবধিমাবহাজ্জাতবেদাঃ
অন্বাগন্তা যজমানঃ স্বস্তিং তং স্ম জানীত পরমে ব্যোমন্ ॥ ১॥
জানীত স্মৈনং পরমে ব্যোমন্ দেবাঃ সধস্থা বিদ লোকমত্র।
অন্বাগন্তা যজমানঃ স্বস্তীষ্টাপূর্তং স্ম কৃণুতাবিরস্মৈ ॥ ২॥
দেবাঃ পিতরঃ পিতরো দেবাঃ। যো অস্মি সো অস্মি ॥ ৩॥
স পচামি স দদানি স যজে স দত্তান্মা যূষম্ ॥ ৪॥

নাকে রাজন্ প্রতি তিষ্ঠ তত্রৈতৎ প্রতি তিষ্ঠতু।
বিদ্ধি পূর্তস্য নো রাজন্ত্স দেব সুমনা ভব ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে সহায়ভূত দেবগণ! তোমরা স্বর্গলোকে যজমানের সাথে একত্রে অবস্থানকারী হয়ে থাকো। আমি তোমাদের উদ্দেশে এই হবিঃ সমর্পণ করছি; এই হবির্ভাগরূপ নিধি জাতবেদা অগ্নির মাধ্যমে তোমাদের নিকট উপনীত হচ্ছে। এই যজমান হবির পরেই কুশলতা পূর্বক স্বর্গারোহণ করবেন। তোমরা এই যজমানকে যেন বিস্মৃত হয়ো না॥ ১॥ হে সহাবস্থানকারী দেবগণ! সেই স্বর্গলোকে তোমরা এই যজমানের সাথে পরিচিত হয়ে থেকো। সেইস্থানে এর স্থিতি নিশ্চিত ক'রে দিও। হবিঃ সমর্পণের পরে ইনি (এই যজমান) কুশল পূর্বক সেইস্থানে গমন করবেন। এই যজমানকে তাঁর কৃত শ্রুতি-উক্ত যজ্ঞ ইত্যাদি সাধন সম্পর্কিত ইষ্টকর্মের ফল এবং স্মৃতি-উক্ত বাপী-কূপ-তড়াগ ইত্যাদি খনন সম্পর্কিত পূর্তকর্মের ফল প্রদান কোরো॥ ২॥ বসু রুদ্র ও আদিত্য আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ স্বরূপ পিতৃদেবতা। আমাদের পিতৃপিতামহপ্রপিতামহরূপ মনুষ্য পিতৃগণ ঐ পূর্বোক্ত দেবস্বরূপ। অতএব আমি ঐ দেববৃন্দের উদ্দেশে যা কিছু অর্পণ করছি, তা আমারই পিতৃগণের উদ্দেশে অর্পিত হচ্ছে। সেই কারণে আমি পাকযজ্ঞ করছি, দান ইত্যাদি কর্ম করছি। আবার আমি আমার পুত্র ইত্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন সুফল প্রাপ্তি হ'তেও যেন বিচ্যুত না হই॥ ৩-৪॥ হে ব্রাহ্মণগণের রাজা সোমদেব! তুমি আমাদের অপরাধসমূহ বিস্মৃত হয়ে স্বর্গলোকে আমাদের প্রতি সুখপূর্ণ ব্যবহার করো। আমাদের কৃত (ইষ্টা-পূর্ত কর্ম) সেই স্বর্গলোকে ফল প্রদানশালী হোক। তুমি আমাদের কর্মফল জ্ঞাত আছো। হে স্বামিন্! তুমি শোভন মনঃশালী হও॥ ৫॥

◆

একাদশ সূক্ত : নির্ঋত্যপস্তরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : দিব্যা আপ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দিবো নু মাং বৃহতো অন্তরিক্ষাদপাং স্তোকো অভ্যপপ্তদ্ রসেন।
সমিন্দ্রিয়েণ পয়সাহমগ্নে ছন্দোভির্যজ্ঞৈঃ সুকৃতাং কৃতেন ॥ ১॥
যদি বৃক্ষাদভ্যপপ্তৎ বলং তদ্ যদ্যন্তরিক্ষাৎ স উ বায়ুরেব।
যত্রাস্পৃক্ষৎ তন্বো যচ্চ বাসস আপো নুদন্তু নির্ঋতিং পরাচৈঃ ॥ ২॥
অভ্যঞ্জনং সুরভি স সমৃদ্ধির্হিরণ্যং বর্চস্তদু পূত্রিমমেব।
সর্বা পবিত্রা বিততাধ্যস্মৎ তন্মা তারীন্নির্ঋতির্মো অরাতিঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — বৃহৎ অন্তরিক্ষ হ'তে যে জলবিন্দু আমার শরীরের উপর পতিত হয়েছে, তার সংলগ্নের প্রক্ষালন রূপ, হে অগ্নি! আমি তোমার প্রসাদে ইন্দ্রের তেজরূপ অমৃতের সাথে যুক্ত হচ্ছি। গায়ত্রী ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ণ অনুষ্ঠানের দ্বারা আমি পুণ্য ফলের সাথে যুক্ত হবো॥ ১॥ বর্ষার একট বিন্দু যদি বৃক্ষের অগ্রভাগ হ'তে আমার উপর পতিত হয়ে থাকে, তবে সেই বিন্দু বৃক্ষেরই

ফলের সমান হোক এবং যদি সেই বিন্দু আকাশ হ'তে পতিত হয়, তবে তা বায়ুর ফলস্বরূপ হোক। শরীরের যে অঙ্গের উপর বা দেহের যে বস্ত্রের উপর তার (অর্থাৎ সেই বারিবিন্দুর) স্পর্শ লেগেছে, সেই প্রক্ষালনার্থে প্রযুক্ত জলের ন্যায় পাপ দেবতা নির্ঋতি আমাদের নিকট হ'তে অপসারিত ক'রে দিন ॥ ২॥ এই বর্ষণের বিন্দু আমার অঙ্গে পতিত হয়ে শরীরে মালিশ করার নিমিত্ত সরিষা তিল ইত্যাদির সাধনস্বরূপ (অভ্যঞ্জনস্বরূপ) হোক। এই তৈল চন্দন ইত্যাদি, আমাদের সম্পন্নতা এবং সুবর্ণালঙ্কার ইত্যাদিরই বলস্বরূপ হোক। এই বর্ষার জল পবিত্র করণশালী হয়ে থাকে, এই জলের পবিত্র স্পর্শের কারণে পাপদেবতা নির্ঋতি ও শত্রুগণও আমাদের প্রতি যেন আক্রমণকারী না হয় ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'এতৎ ভাগং' 'এতৎ সধস্থাঃ' ইতি দ্বাভ্যাং সবযজ্ঞেষু সংস্থিতহোমান্ জুহুয়াৎ। তদনুমন্ত্রনং চ কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি। তথা অগ্নিষ্টোমে হবির্ধানে স্বস্বচমসসমীপে চমসিভিঃ স্বকীয়ান্ পিতৃণ উদ্দিশ্য পুরোডাশশকলেষু দত্তেষু সংসু আভ্যাং অনুমন্ত্রয়েৎ। উক্তং বৈতানি।....'দিবো নু মাং বৃহতঃ' ইতি তৃচেনআকাশোদকপ্লাবনদোষশান্ত্যর্থং উদকং অভিমন্ত্র্য শরীরং প্রক্ষালয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৈলং শান্তৌষধির্গন্ধং হিরণ্যং বাসো বা অভিমন্ত্র্য তৈঃ শরীরং উদ্বর্তয়েত। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১২অ. ৯-১১সূ)॥

টীকা — নবম ও দশম সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা সূত্রানুসারে সকল যজ্ঞে হোম করণীয়। তথা অগ্নিষ্টোমে হবির্ধানে আপন আপন চমসসমীপে পিতৃগণের উদ্দেশে সূত্র অনুসারে এই মন্ত্রগুলির দ্বারা অনুমন্ত্রণ করণীয়। একাদশ সূক্তের মন্ত্রসমুদয় আকাশ-জলের প্লাবনজনিত দোষ শান্তির নিমিত্ত সূত্রকে অনুসরণ মতো জল অভিমন্ত্রিত ক'রে শরীরে প্রক্ষালন করার জন্য বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।—দশম সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র দু'টি বহু গ্রন্থেই একত্রে উল্লিখিত হয়ে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। আমরা কিন্তু দু'টিকেই স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়েছি। ঐ তৃতীয় মন্ত্রে 'পুত্র ইত্যাদির অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ প্রভৃতির জন্য সুকৃতির ফল হ'তে বিচ্যুত না হওয়ার প্রার্থনা' প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলেছেন—এই হেন মন্ত্রপাঠ-সামর্থ্যে মাতৃপিতৃ সম্পর্কিত ব্যভিচার দোষ থাকলেও সর্ব কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—'সত্যপি মাতাপিত্রোর্ব্যভিচারে এতন্মন্ত্রপাঠসামর্থ্যেন যথাস্বমেব সর্বং কর্মানুষ্ঠিতং ভবতীত্যর্থঃ।' ॥ (৬কা. ১২অ. ৯-১১সূ) ॥

◆◆

ত্রয়োদশ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বীরস্য রথঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, জগতী]

বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভুয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সংনদ্ধো অসি বীড়য়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ১॥
দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যোজ উদ্ভৃতং বনস্পতিভ্যঃ পর্যাভৃতং সহঃ।
অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ ॥ ২॥

ইন্দ্রস্যৌজো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ।
স ইমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে বৃক্ষ-নির্মিত রথ! তুমি দৃঢ় হও। তুমি আমাদের শত্রুবর্গ হ'তে উদ্ধার-করণশালী মিত্রস্বরূপ। তুমি চর্মের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ, অতএব তুমি বীরগণের সাথে বেষ্টিত হয়ে যুদ্ধের যোগ্য হয়ে থাকো। তোমার উপর আরোহণশালী পুরুষ (অর্থাৎ তোমাতে অধিষ্ঠিত যোদ্ধপুরুষ) শত্রুসেনাদের স্বর্ণ, ধন এবং রাজ্যের উপর বিজয়প্রাপ্ত করুক ॥ ১॥ আকাশ ও পৃথিবী হ'তে তদীয় বল প্রাপ্তিকৃত হয়েছে। (অর্থাৎ দ্যু-সম্বন্ধি বৃষ্টির জলে ও পৃথিবীর অবয়বের দ্বারা তদীয় সার উধৃত হয়ে রথ নির্মিত হয়েছে—এটাই অর্থ)। বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্তশালী (বনস্পতি-স্বরূপা) বৃক্ষের কাষ্ঠরূপ বলই এই রথ। চর্ম-রশ্মির দ্বারা আবদ্ধিত (বা আবেষ্টিত) এই রথ ইন্দ্রের আয়ুধের সমান দ্রুতগতি সম্পন্ন। এই রথকে ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা সেবা করা উচিত ॥ ২॥ হে রথ! তুমি ইন্দ্রের পরাক্রমস্বরূপ, মরুৎ-বর্গের বলসদৃশ, মিত্রদেবতার তুমি গর্ভবৎ, এবং বরুণ দেবতার তুমি অবয়ব বা নাভিতুল্য। তুমি আমাদের দ্বারা সেবমান যজ্ঞীয় হবিঃ সমূহকে প্রতিগ্রহণ করো ॥ ৩॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দুন্দুভিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : দুন্দুভি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্।]

উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরত্রা তে বন্বতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাদ্ দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ ১॥
আ ক্রন্দয় বলমোজা ন আ ধা অভি ষ্টন দুরিতা বাধমানঃ।
অপ সেধ দুন্দুভে দুচ্ছুনামিত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীডয়স্ব ॥ ২॥
প্রামূং জয়াভীমে জয়ন্তু কেতুমদ্ দুন্দুভির্বাবদীতু।
সমশ্বপর্ণাঃ পতন্তু নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে দুন্দুভি! তুমি পৃথিবী ও আকাশকে আপন নির্ঘোষে পূর্ণ ক'রে দাও। অনেক দেশস্থ প্রাণী তোমার ধ্বনিকে সুখপূর্বক শ্রবণ ক'রে থাকে। তুমি যুদ্ধের অধিস্বামী ইন্দ্র ও তাঁর অনুগামী মরুৎ-বর্গের সাথে সম্মিলিত হয়ে আমাদের শত্রুবৃন্দকে দূরে বিতাড়ন করো ॥ ১॥ হে দুন্দুভি! তুমি শত্রুগণের রথ, অশ্ব, হস্তী ও আরোহী ইত্যাদি সকল কিছু হরণ ক'রে তাদের পরাজয়জনিত আর্তনাদ উৎসারিত করাতে থাকো। তুমি সংগ্রামে আমাদের সম্মুখে উপনীত হও এবং পরাজয়-করণশালী পাপ সমুদায়কেও দূর ক'রে দাও। তুমি শত্রুগণের কর্ণভেদী (বা হৃদয়ভঞ্জক) শব্দ ক'রে তাদের সন্তাপকারিণী সেনাগণকে বিতাড়িত ক'রে দাও। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টির সমান দৃঢ় হয়ে থাকো ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! ঐ দৃশ্যমান শত্রুসেনাদের উপর বিজয় লাভ করো। এই দুন্দুভি প্রজ্ঞানসদৃশ উচ্চ ধ্বনিতে আমাদের এই শূর শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করুক। আমাদের সেনাপতি, মন্ত্রী ও রাজাও রথারূঢ় হয়ে যুদ্ধে জয় লাভ করুক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বনস্পতে বীড্বঙ্গো' ইতি প্রথমং সূক্তং। অত্র আদ্যেন তৃচেন নবং রথং অভিমন্ত্র্য জয়কামং রাজানং রথং আরোহয়েৎ। তদ্ উক্তং কৌশিকেন। ...'উপ শ্বাসয়' ইতি তৃচেন পরসেনাত্রাসনবিদ্বেষণকর্মণি ভের্যাদিবাদিত্রং সূত্রোক্তপ্রকারেণ সম্পাত্য ত্রিস্তাড়য়িত্বা বাদকায় প্রযচ্ছেৎ। সূত্রিতং হি।... তথা মহাব্রতে অনেন তৃচেন তাড়য়েৎ। তদ্ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি ॥ (৬কা.,১৩অ. ১-২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের মন্ত্রগুলি সূত্রানুসারে নূতন রথ অভিমন্ত্রিত পূর্বক জয়াভিলাষী রাজাকে রথে আরোহণ করানোর ক্ষেত্রে বিনিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্রগুলি সূত্রানুসারে শত্রুসেনার ত্রাস, বিদ্বেষ প্রভৃতি কর্মে ভেরী ইত্যাদি বাদ্য তিনবার বাদনের পর বাদককে প্রদানে বিনিয়োগ করণীয়। তথা মহাব্রতে এই সূক্তমন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হয়ে থাকে ॥ (৬কা. ১৩অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : যক্ষ্মনাশনম্

[ঋষি : ভৃঙ্গঙ্গিরা। দেবতা : বনস্পতি, যক্ষ্মনাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী]

বিদ্রধস্য বলাসস্য লোহিতস্য বনস্পতে।
বিসল্পকস্যোষধে মোচ্ছিষঃ পিশিতং চন ॥ ১॥
যৌ তে বলাস তিষ্ঠতঃ কক্ষে মুষ্কাবপশ্রিতৌ।
বেদাহং তস্য ভেষজং চীপুদ্রুরভিচক্ষণম্ ॥ ২॥
যো অঙ্গ্যো যঃ কর্ণ্যোঃ যে অক্ষ্যোর্বিসল্পকঃ।
বি বৃহামো বিসল্পকং বিদ্রধং হৃদয়াময়ম্।
পরা তমজ্ঞাতং যক্ষ্মমধরাঞ্চং সুবামসি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পলাশ! তুমি রুধিরস্রাবাত্মক বিসর্পক ইত্যাদি রোগের ঔষধিবিশেষ; তুমি বিদ্রধির, অর্থাৎ বিদরণশীল ব্রণবিশেষের, ঔষধিস্বরূপ; তুমি বলক্ষয়কারক কাস, শ্বাস ইত্যাদি রোগকেও দূর ক'রে থাকো। তুমি বিসর্পের সাথে দূষিত চর্ম ও মেদকেও (বা শরীরের দুষ্ট মাংসকেও) নিবারণ করো ॥ ১॥ হে কাস-শ্বাসযুক্ত বলাস রোগ! তোমার বিসর্পক ইত্যাদি যে দুটি বিকার অণ্ডকোষের নিকট বা বগলের কোণে অবস্থিত, অমি তার ঔষধি জ্ঞাত আছি। চীপুদ্র বৃক্ষ ঐ ব্যধিকে বিনাশ করতে সমর্থ ॥ ২॥ নাড়ীমুখ হ'তে সম্পূর্ণ দেহব্যাপি বিস্তারপ্রাপ্ত বিসর্পক হস্ত, পদ, কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদিতেও সংক্রামিত হয়ে যায়; সেগুলিকে এবং বিদ্রধি, হৃদয়রোগ, যক্ষ্মা ইত্যাদি বিকরাল রোগসমূহকেও আমি পরাঙ্মুখ ক'রে প্রেরণ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥

চতুর্থ সূক্ত : রাজা

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : শকধূম, সোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

শকধূমং নক্ষত্রাণি যদ্ রাজানমকুর্বত।
ভদ্রাহমস্মৈ প্রাযচ্ছন্নিদং রাষ্ট্রমসাদিতি ॥ ১॥
ভদ্রাহং নো মধ্যন্দিনে ভদ্রাহং সায়মস্তু নঃ
ভদ্রাহং নো অহ্নাং প্রাতা রাত্রী ভদ্রাহমস্তু নঃ ॥ ২॥
অহোরাত্রাভ্যাং নক্ষত্রেভ্যঃ সূর্যাচন্দ্রমসাভ্যাম্।
ভদ্রাহমস্মভ্যং রাজন্ছকধূম ত্বং কৃধি ॥ ৩॥
যো নো ভদ্রাহমকরঃ সায়ং নক্তমথো দিবা।
তস্মৈ তৈ নক্ষত্ররাজ শকধূম সদা নমঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — পুরাকালে শকধূম (অর্থাৎ শকৃত-সম্বন্ধী ধূমবান্) নামক অগ্নিকে নক্ষত্রসমূহ তাদের রাজা চন্দ্রমায় পরিণত করেছিল; এমন কি তাঁকে সেই নক্ষত্রমণ্ডলের রাজ্য প্রদান করতে স্বীকার করেছিল; কারণ তারা চেয়েছিল যে, এই নক্ষত্রমণ্ডল তাঁরই অধীনস্থ থাকুক এবং সব কিছুই তাঁর বশে থাকুক ॥ ১ ॥ মধ্যাহ্ন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালেও আমাদের দিন পুণ্যাহ হোক এবং রাত্রিও আমাদের নিমিত্ত পুণ্যাহ হোক ॥ ২॥ হে শকধূম! হে নক্ষত্রমণ্ডলেন রাজন্! তুমি রাত্রি, দিবস, অশ্বিনী ইত্যাদি নক্ষত্র এবং দিবা ও রাত্রিকে পৃথক করণশালী সূর্য ও চন্দ্র হ'তে আমাদের কালকে (সর্ব মুহূর্তকে) শুভ করিয়ে আনয়ন করো ॥ ৩॥ হে শকধূম! হে সোম! তুমি সায়ংকাল, রাত্রি বা দিনে আমাদের পুণ্যাহ সৃষ্টি করেছো। আমরা তোমার উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বিদ্রধস্য বলাসস্য' ইতি তৃচেন জলোদরবিসর্পাদিসর্বরোগভৈষজ্যার্থং ব্যাধিতস্য মূর্ধ্নি সম্পাতান্ আনয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন তৃচেন চতুরঙ্গুলং পলাশশকলং পিষ্ট্বা অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতশরীরং লিম্পেৎ। সূত্রিতং হি।....'শকধূমং' ইতি চতুর্ঋচেন স্বস্ত্যয়নকামঃ আজ্যসমিৎপুরোডাশাদি-শষ্কুলান্তানং ত্রয়োদশদ্রব্যাণাং অন্যতমং জুহুয়াৎ। তথা নিত্যনৈমিত্তিককামকর্মাণি শীঘ্রং কর্তুকামঃ অনেন চতুর্ঋচেন ব্রাহ্মণস্য সন্ধিষু গোময়পিণ্ডান্ নিধায় অগ্নিত্বেন সঙ্কল্প্য অভিমন্ত্র্য সূত্রোক্তপ্রকারেণ প্রশ্নপ্রতিবচনে কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...তথা সোমগ্রহজনিতারিষ্টশান্তয়ে অনেনাজ্যং জুহুয়াৎ।...তথা গ্রহযজ্ঞে হবিরাজ্যহোমাদীনি অনেন সোমায় কুর্যাৎ। তদ্ উক্তং শান্তিকল্পে।...ইত্যাদি ॥ (৬কা. ১৩অ. ৩-৪সূ) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রগুলি জলোদর, বিসর্প ইত্যাদি সর্বরোগের ভৈষজ্যাত্রে ব্যাধিতে শরীরে লেপনের ক্ষেত্রে সূত্রোক্ত-প্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্বস্তয়নকামী ব্যক্তি আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ ইত্যাদি ত্রয়োদশটি দ্রব্যের একটির দ্বারা সূত্রানুসারে হোম করবেন। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য তরান্বিত করার ক্ষেত্রেও সূত্রোক্ত-প্রকারে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ করণীয়। সোমগ্রহজনিত দোষশান্তির নিমিত্ত কিংবা গ্রহযজ্ঞেও এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে ॥ (৬কা. ১৩অ. ৩-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : ভগপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভগ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ভগেন মা শাংশপেন সাকমিন্দ্রেণ মেদিনা।
কৃণোমি ভগিনং মাপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ১॥
যেন বৃক্ষাঁ অভ্যভবো ভগেন বর্চসা সহ।
তেন মা ভগিনং কৃন্বপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ২॥
যো অন্ধ্যো যঃ পুনঃসরো ভগো বৃক্ষেম্বাহিতঃ।
তেন মা ভগিনং কৃন্বপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — গো-মহিষাদির খুরসদৃশ আকারসম্পন্ন আয়ুধশালী, সেই সৌভাগ্যকর ভগদেবতার দ্বারা আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ ক'রে তুলছি। ইন্দ্র আমার সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হোন; আমি তাঁর কৃপায় নিজেকে ভাগ্যবান ক'রে তুলছি। আমাদের শত্রুগণ নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হোক ॥ ১॥ হে ঔষধি! তুমি ভগদেবতার যে তেজের দ্বারা সমীপবর্তী বৃক্ষকে তিরস্কৃত ক'রে থাকো, সেই দেবতার দ্বারা আমাকে সৌভাগ্য প্রদান করো। আমাদের অদানশীল শত্রুগণ আমাদের নিকট হ'তে দূরীভূত হয়ে নিকৃষ্ট গতি লাভ করুক ॥ ২॥ ভগদেবতা নেত্রহীন হওয়ার কারণে সম্মুখভাগে গমনে সমর্থ হয় না, এবং গৃহীত প্রদেশেই বারম্বার চক্রাকারে ভ্রাম্যমান হয়ে থাকেন; এই কারণে মার্গের বৃক্ষে বৃক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হ'তে থাকেন। সেই ভগদেবতার দ্বারা তুমি আমাকে ভাগ্যশালী করাও। আমাদের অদানশীল শত্রুগণ আমাদের নিকট হ'তে দূরীভূত হয়ে নিকৃষ্ট গতি লাভ করুক ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : স্মরঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : স্মর। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

রথজিতাং রাথজিতেয়ীনামপ্সরসাময়ং স্মরঃ।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ১॥
অসৌ মে স্মরতাদিতি প্রিয়ো মে স্মরতাদিতি।
দেবা প্রঃ হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ২॥
যথা মম স্মরাদসৌ নামুষ্যাহং কদা চন।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ৩॥
উন্মাদয়ত মরুত উদন্তরিক্ষ মাদয়।
অগ্ন উন্মাদয়া ত্বমসৌ মামনু শোচতু ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — এই কাম (অর্থাৎ স্মর) রথের দ্বারা জয়লাভশালিনী ও রথের দ্বারা জয়লাভকারিণী অপ্সরাগণের অধীনে অবস্থান করছে। হে দেবগণ! এই কামকে সেই রমণীর নিকট দূর করো, তার প্রভাব যেন আমার উপর না পতিত হয় ॥ ১॥ এই পুরুষ আমাকে স্মরণ করুক, আমার প্রিয় আমাকে স্মরণ করুক —এইরকমে সেই দুষিতা কামার্তা রমণী আমাকে স্মরণ করুক।-হে দেবগণ! তোমরা সেই কামকে আমার নিকট হ'তে দূর করো ॥ ২॥ যে রকমে সেই রমণী আমাকে স্মরণ করে, সেই রকমে আমি যেন তাকে স্মরণ না ক'রি। হে দেবগণ! এই কামকে আমার নিকট হ'তে দূর করো ॥ ৩॥ হে মরুতগণ! সেই স্ত্রীকে উন্মত্ত করো; হে অন্তরিক্ষ! সেই স্ত্রীকে উন্মত্ত ক'রে আমার অধীন করো; হে অগ্নি! তুমি তার সকল স্মৃতিকে তিরোহিত ক'রে তাকে উন্মাদ ক'রে দাও। সেই কাম যেন আমার উপর কোন প্রভাব ফেলতে না পারে ॥ ৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ভগেন মা সং' ইতি তৃচেন শঙ্খপুষ্পিকামূলং খাত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য সৌভাগ্যকামস্য বধ্নীয়াৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন শঙ্খপুষ্পিকাপুষ্পং অভিমন্ত্র্য শিরসি বধ্নীয়াৎ। তদ্ উক্তং সংহিতা বিধৌ। 'রথজিতাং' ইত্যাদি সূক্তেন দুষ্টস্ত্রীবশীকরণকর্মণি মাষান্ অভিমন্ত্র্য স্ত্রিয়া সঞ্চরণস্থলেষু প্রক্ষিপেৎ।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১৩অ. ৫-৬সূ)॥

টীকা — প্রথমোক্ত সূক্তের তিনটি মন্ত্র সূত্রোক্তপ্রকারে অভিমন্ত্রিত ক'রে শঙ্খপুষ্পিকার মূল খনন পূর্বক সৌভাগ্যকামী ব্যক্তির মস্তকে বন্ধন করণীয়। পরবর্তী সূক্তের চারটি মন্ত্র দুষ্টা স্ত্রীর বশীকরণকর্মে সূক্রোক্তপ্রকারে মাষকলাই অভিমন্ত্রিত ক'রে সেই স্ত্রীর সঞ্চরণস্থলে নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (৬কা. ১৩অ. ৫-৬সূ) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : স্মরঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : স্মর। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

নি শীর্ষতো নি পত্তত আধ্যো নি তিরামি তে।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ১॥
অনুমতেঽন্বিদং মন্যস্বাকূতে সমিদং নমঃ।
দেবাঃ প্র হিণুত স্মরমসৌ মামনু শোচতু ॥ ২॥
যদ্ ধাবসি ত্রিযোজনং পঞ্চযোজনমাশ্বিনম্।
ততস্ত্বং পুনরায়সি পুত্রাণাং নো অসঃ পিতা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে জায়া! তোমার মস্তক হ'তে পদ পর্যন্ত সমগ্র শরীরে স্মরকৃত পীড়া নিক্ষেপ করছি। হে দেবগণ! কামকে আমার নিকট হ'তে দূর ক'রে এই স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করো, যাতে কামপীড়িতা হয়ে সে আমাকে স্মরণ পূর্বক শোকে অভিভূত হয়। এই কাম যেন আমাকে প্রভাবিত করতে না পারে ॥ ১॥ হে অনুমতি! আমার এই অভিলাষকে তুমি অনুকূলরূপে মান্য করো। হে সঙ্কল্পাভিমানিনী দেবতা আকুতি! তুমি আমার এই ক্রিয়মান নমস্কার স্বীকার করো (অর্থাৎ হবির্লক্ষণ

অন্ন গ্রহণ করো)। হে দেবগণ! কামকে আমার নিকট হ'তে দূর ক'রে এই স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করো, যাতে কামপীড়িতা হয়ে সে আমাকে স্মরণপূর্বক শোকে অভিভূত হয়। এই কাম যেন আমাকে প্রভাবিত করতে না পারে ॥ ২ ॥ (বশীকৃতা স্ত্রী প্রার্থনা করছে)—হে পুরুষ! তুমি যোজনত্রয় দূরদেশে কিংবা পঞ্চসংখ্যক যোজন পরিমিত যেখানেই ধাবিত হয়ে গমন ক'রে থাকো, অথবা অশ্বিনদ্বয়ের প্রাপণীয় যে অত্যন্ত দূরদেশেই গমন ক'রে থাকো, সেই স্থান হ'তে পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হও। গৃহে বর্তমান আমাদের পুত্রগণের তুমি পালক (বা পিতা) হও। (অর্থাৎ 'তোমার দেশান্তর গমনের ফলে এতাবন্ত কাল পুত্রগণ পিতৃরহিত ছিল, ইদানীং তোমার আগমনের ফলে তারা পিতৃমন্ত হোক') ॥ ৩ ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : স্মরঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : স্মর। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্]

যং দেবাঃ স্মরমসিঞ্চন্নপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ১ ॥
যং বিশ্বে দেবাঃ স্মরমসিঞ্চন্নপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ২ ॥
যমিন্দ্রাণী স্মরমসিঞ্চদপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৩ ॥
যমিন্দ্রাগ্নী স্মরমসিঞ্চতামপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৪ ॥
যং মিত্রাবরুণৌ স্মরমসিঞ্চতামপ্স্বন্তঃ শোশুচানং সহাধ্যা।
তং তে তপামি বরুণস্য ধর্মণা ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — প্রাণীগণকে কামার্ত করার নিমিত্ত আধি (মানসী পীড়া) নাম্নী আপন ভার্যার নিমিত্ত বিরহাগ্নিতে সন্তপ্যমানগাত্র যে কামকে (স্মরকে) সকল দেবতা আপন শাক্তিতে জলে অভিসিক্ত (বা সিঞ্চিত) করেছেন, হে যোষিৎ! আমি তোমার নিমিত্ত বরুণের ধারণ শক্তির দ্বারা সেই কামকে সন্তাপিত করছি ॥ ১ ॥ বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষস্থ প্রাণীদের পীড়া প্রদানের নিমিত্ত যে কামদেবকে জলে অভিষিক্ত করেছেন, হে বামা! আমি বরুণের শক্তির দ্বারা সেই কামকে সন্তপ্ত করছি ॥ ২ ॥ ইন্দ্রাণী মানসিক পীড়ায় স্থিত থেকে অন্তরিক্ষস্থ প্রাণীদের পীড়া প্রদানের নিমিত্ত যে কামদেবকে জলে অভিষিক্ত করেছেন, হে ভামিনী! তোমার নিমিত্ত সেই কামকে আমি সন্তপ্ত করছি ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি অন্তরিক্ষস্থায়ী প্রাণীবর্গকে কামপীড়িত করার নিমিত্ত যে কামদেবকে জলে অভিষিক্ত করেছিলেন, হে রমণী! তোমার নিমিত্ত আমি সেই কামকে সন্তপ্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৪ ॥ মিত্র ও বরুণ অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণীবর্গকে কামপীড়িত করার নিমিত্ত যে কামদেবকে জলে অভিষিক্ত

করেছিলেন, হে কামিনী! আমি তোমার নিমিত্ত সেই কামকে সন্তপ্ত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'নিশীর্ষতো নি পত্তত' ইতি সূক্তস্য পূর্বতৃচেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৬কা. ১৩অ. ৭-৮সূ) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সপ্তম ও অষ্টম সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী ষষ্ঠ **সূক্তে** উক্ত হয়েছে ॥ (৬কা. ১৩অ. ৭-৮সূ) ॥

◆

নবম সূক্ত : মেখলাবন্ধনম্

[ঋষি : অগস্ত্য। দেবতা : মেখলা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী]

য ইমাং দেবো মেখলামাববন্ধ যঃ সংননাহ য উ নো যুযোজ।
যস্য দেবস্য প্রশিষা চরামঃ স পারাঁমচ্ছাৎ
স উ নো বি মুঞ্চাৎ ॥ ১॥
আহুতাস্যভিহুত ঋষীণামস্যায়ুধম্।
পূর্বা ব্রতস্য প্রাশ্নতী বীরঘ্নী ভব মেখলে ॥ ২॥
মৃত্যোরহং ব্রহ্মচারী যদস্মি নির্যাচন্ ভূতাৎ পুরুষং যমায়।
তমহং ব্রহ্মণা তপসা শ্রমেণানয়ৈনং মেখলয়া সিনামি ॥ ৩॥
শ্রদ্ধায়া দুহিতা তপসোঽধি জাতা স্বস ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।
সা নো মেখলে মতিমা ধেহি মেধামথো
নো ধেহি তপ ইন্দ্রিয়ং চ ॥ ৪॥
যাং ত্বা পূর্বে ভূতকৃত ঋষয়ঃ পরিবেধিরে।
সা ত্বং পরি ষ্পজস্ব মাং দীর্ঘায়ুত্বায় মেখলে ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে আপন শত্রুদের প্রতি হিংসার নিমিত্ত দেবতাগণ এই মেখলাকে স্থাপিত (বা বন্ধন) করেছিলেন এবং যে দেবতা অপরের নিমিত্ত মেখলা স্থাপিত ক'রে থাকেন, তাঁরা অভিচার কর্মে আমাদেরও মেখলার সাথে যুক্ত করছেন। আমরা যে দেবতার প্রশাসনে অবস্থান করছি, তিনি আমাদের ঈপ্সিত কর্মের পূর্ণতা সম্পাদিত করুন এবং আমাদের শত্রুবর্গকে বিনাশ পূর্বক আমাদের শত্রু-বিহীন করুন ॥ ১॥ হে আহুতির দ্বারা সিদ্ধ মেখলা! তুমি বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষিবৃন্দের অস্ত্রস্বরূপা। তুমি শত্রুবৃন্দের হিংসক এবং ক্ষীর ইত্যাদি পান-করন-শালিনী ॥ ২॥ আমি বৈবস্বত মৃত্যুর (অর্থাৎ যমের) কর্মকারী। আমি ব্রহ্মচারী, তপোবিশেষ দীক্ষা ইত্যাদি মৃত্যুর (অর্থাৎ যমের) কর্মকারী। আমি ব্রহ্মচারী, তপোবিশেষ দীক্ষা ইত্যাদি নিয়মের সাথে যুক্ত। আমার দ্বারা কৃত অভিচার কর্মের দ্বারা শত্রু অবশ্যই মরণপ্রাপ্ত হবে। এই নিমিত্ত আমি এই বধযোগ্য শত্রুকে আপন মন্ত্র-সিদ্ধ মেখলার দ্বারা বন্ধন করছি ॥ ৩॥ আস্তিক্য বুদ্ধির নাম হলো শ্রদ্ধা; সেই শ্রদ্ধার পুত্রী মেখলা ব্রহ্মার তপস্যায় উৎপন্না এবং ঋষিগণের ভগিনীস্বরূপা। হে মেখলা! তুমি আমাদের ভবিষ্যতের বিষয় উপলব্ধি করণশালিনী

মতি প্রদান করো এবং শ্রুতমাত্র বিষয়কে স্মরণে রক্ষার সমর্থ-বুদ্ধি আমাদের প্রদান করো; তুমি আমাদের আত্মবল প্রদান করো ॥ ৪ ॥ হে মেখলা! ঋষিগণ পূর্বে তোমাকে বন্ধন করেছিলেন। তুমি অভিচার দোষকে পরিহার করো এবং চিরজীবী হওয়ার নিমিত্ত অভিচার দোষকে পরিহার করো এবং চিরজীবী হওয়ার নিমিত্ত আমার সাথে সংযুক্ত হও ॥ ৫ ॥

◆

দশম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : বজ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

অয়ং বজ্রস্তর্পয়তামৃতস্যাবাস্য রাষ্ট্রমপ হন্তু জীবিতম্।
শৃণাতু গ্রীবাঃ প্র শৃণাতূষ্ণিহা বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ ॥ ১॥
অধরোঽধর উত্তরেভ্যো গূঢ়ঃ পৃথিব্যা মোৎসৃপৎ।
বজ্রেণাবহতঃ শয়াম্ ॥ ২॥
যো জিনাতি তমন্বিচ্ছ যো জিনাতি তমিজ্জহি।
জিনতো বজ্র ত্বং সীমন্তমন্বঞ্চমনু পাতয় ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই দণ্ড ইন্দ্রের বজ্রের সমান শত্রুগণকে প্রতিহত করুক। এই বজ্রসদৃশ দণ্ড শত্রুর রাজ্যকে বিনষ্ট করুক। ইন্দ্র যেমন বৃত্রের কণ্ঠ (বা গ্রীবা) এবং বাহুর শিরাসমূহ কর্তন করেছিলেন, তেমনই এই দণ্ড শত্রুর শিরাসমূহ কর্তন ক'রে ফেলুক ॥ ১ ॥ উচ্চ হ'তেও উচ্চতর এবং নিম্ন হ'তেও নিম্নতর স্থানেও অবস্থিত শত্রু পৃথিবীর উপর পতিত হয়ে পুনরায় যেন উত্থিত হ'তে না পারে ॥ ২ ॥ হে বজ্র! তুমি হানিকারক শত্রুগণের অনুসন্ধান করো, তাদের প্রহার করো এবং তাদের সীমান্তের উপর পাতিত ক'রে বিনাশ ক'রে দাও (অথবা তাদের মস্তকের মধ্যস্থানে অর্থাৎ সীমন্তস্থানে আঘাত ক'রে বিচূর্ণ করো) ॥ ৩ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'য ইমাং দেবো মেখলাং' ইতি পঞ্চর্চেন অভিচারকর্মণি দীক্ষায়া মেখলাং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। অত্র 'আহুতাস্যভিহুত' ইত্যনয়া তত্রৈব কর্মণি মেখলায়া গ্রন্থিং আলিম্পেৎ। 'মৃত্যোরহং' ইত্যনয়া বাধকিঃ সমিধঃ আদধ্যাৎ। উপনয়নকর্মণি 'শ্রদ্ধায়া দুহিতা' ইতি দ্বাভ্যাং মেখলাং বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি। 'অয়ং বজ্র' ইতি তৃচেন অভিচার কর্মণি দীক্ষায়াং দণ্ডং সম্পাত্য অভিমন্ত্র গৃহ্নীয়াৎ। তত্রৈব কর্মনি অনেন তৃচেন অন্নং অভিমন্ত্র্য কর্তা ভুঞ্জীত ॥ (৬কা. ১৩অ. ৯-১০সূ) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত নবম সূক্তের মন্ত্রগুলি অভিচার কর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে মেখলা বন্ধনে বিনিযুক্ত হয়। যেমন, দ্বিতীয় মন্ত্রে মেখলার গ্রন্থিবন্ধন, তৃতীয় মন্ত্রে সমিধাদান, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে উপনয়ন কর্মে মেখলা বন্ধন ইত্যাদির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। দশম সূক্তটি অভিচার কর্মে সূত্রানুসারে দীক্ষাক্ষেত্রে দণ্ড সম্পাতনে বিনিযুক্ত হয় ॥ (৬কা. ১৩অ. ৯-১০সূ) ॥

◆

একাদশ সূক্ত : বলপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : বজ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

যদশ্নামি বলং কুর্ব ইত্থং বজ্রমা দদে।
স্কন্ধানমুষ্য শাতয়ন্ বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ ॥ ১॥
যৎ পিবামি সং পিবামি সমুদ্র ইব সম্পিবঃ।
প্রাণানমুষ্য সম্পায় সং পিবামো অমুং বয়ম্ ॥ ২॥
যদ্ গিরামি সং গিরামি সমুদ্র ইব সংগিরঃ।
প্রাণানমুষ্য সঙ্গীর্য সং গিরামো অমুং বয়ম্ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — শচীপতি ইন্দ্র যে রকমে বৃত্রাসুরের স্কন্ধ ছেদন করে পৃথক্ করেন, তেমনই আমি শত্রুর (নামোল্লেখ কর্তব্য) স্কন্ধ ছেদনের নিমিত্ত ভোজনের দ্বারা বল ও বলের দ্বারা অস্ত্র ধারণ করছি ॥ ১॥ আমি যে জল পান করছি, তাতে শত্রুকে গ্রহণ ক'রে তার রস পান করছি। নদীমুখ হ'তে সমুদ্র কর্তৃক সকল জলের আত্মসাৎকরণের ন্যায় আমিও এই শত্রুর প্রাণাপান, ব্যান, চক্ষু ইত্যাদির রসকে পান পূর্বক অন্তে সেই শত্রুকেই পান ক'রে ফেলবো ॥ ২॥ আমি যা গলাধঃকরণ করছি, তার দ্বারা শত্রুকে (তার মাংস ইত্যাদি সহ) গলাধঃকরণ ক'রে ফেলছি। নদীমুখ হ'তে সমুদ্র কর্তৃক সকল জলের আত্মসাৎ করণের ন্যায় আমিও এই শত্রুর প্রাণাপান, ব্যান, চক্ষু ইত্যাদি রূপ রস গলাধঃকৃত পূর্বক শেষে শত্রুকেই গ্রাস ক'রে ফেলবো ॥ ৩॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : কেশদৃংহণম্

[ঋষি : বীতহব্য (কেশবর্ধনকাম)। দেবতা : নিতত্নী বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

দেবী দেব্যামধি জাতা পৃথিব্যামস্যোষধে।
তাং ত্বা নিতত্নি কেশেভ্যো দৃংহণায় খনামসি ॥ ১॥
দৃংহ প্রত্নান্ জনয়াজাতান্ জাতানু বর্ষীয়সস্কৃধি ॥ ২॥
যস্তে কেশোঽবপদ্যতে সমূলো যশ্চ বৃশ্চতে।
ইদং কং বিশ্বভেষজ্যাভি ষিঞ্চামি বীরুধা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে কাচমাচী প্রভৃতি ঔষধি! দ্যোতমানা হয়ে তুমি পৃথিবীতে উৎপন্না হয়েছ। ন্যক্‌প্রসরণশীলা (অর্থাৎ নিম্নদিকে বা বক্রাকারে বিস্তৃতা) ঔষধি। আমরা তোমাকে আমাদের কেশকে দৃঢ় করণের নিমিত্ত খনন ক'রে সংগ্রহ করছি ॥ ১॥ হে ঔষধি! তুমি কেশকে দৃঢ় করো; যেখানে কেশ উৎপন্ন হয়নি সেখানে কেশোদ্গম করো। হে কেশ-বৃদ্ধিকামী পুরুষ! আমি তোমার

পতিত অথবা মূলের সাথে উৎপাটিত হয়ে যাওয়া কেশসমূহের রোগকে দূরীকরণশালিনী ঔষধির দ্বারা সিঞ্চন করছি। ('অস্মাদ্ ঔষধ প্রযোগাদ্ মন্ত্রসামর্থ্যাচ্চ সর্বং কেশাশ্রিতরোগজাতং নিবর্তত ইত্যর্থঃ'—এই ঔষধ প্রয়োগে ও মন্ত্রসামর্থ্যে সকল কেশাশ্রিত রোগ নিবৃত্ত হবে—এটাই অর্থ)॥ ২-৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যৎ অশ্নামি' 'যৎ গিরামি' ইত্যাভ্যাং অভিচারকর্মণি অন্নং অভিমন্ত্র্য ভুঞ্জীত।....'যৎ পিবামি' ইত্যনয়া উদকং অভিমন্ত্র্য পিবেৎ।...'দেবী দেব্যাং' 'যাং জমদগ্নিঃ' (১৩শ সূক্ত) ইতি তৃচাভ্যাং কেশবৃদ্ধিকরণকামঃ' কাচমাচীফলং জীবন্তীফলং ভৃঙ্গরাজং বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি কাচমাচীভৃঙ্গরাজ সহিতোদকং আভ্যা তৃচাভ্যাং অভিমন্ত্র্য উষঃকালে অবসিঞ্চেৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৬কা. ১৩অ. ১১-১২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত একাদশ সূক্তের প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দু'টি অভিচারকর্মে সূত্রানুসারে অন্ন অভিমন্ত্রিত ক'রে ভোজনে বিনিয়োগ করণীয়; দ্বিতীয় মন্ত্রটি ঐভাবে জল অভিমন্ত্রিত ক'রে পান করায় বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। দ্বাদশ সূক্তটি (এবং পরবর্তী ১৩শ সূক্তটি) কেশবৃদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে সূত্রোক্তপ্রকারে কাচমাচী ফল (কুঁচ?), জীবন্তী ফল বা ভৃঙ্গরাজ অভিমন্ত্রিত ক'রে মস্তকে বন্ধন এবং উষাকালে ঐগুলির সাথে জল অভিমন্ত্রিত ক'রে কেশে সিঞ্চন করায় বিনিযুক্ত হয় ॥ (৬কা. ১৩অ. ১১-১২সূ) ॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : কেশবর্ধনম্

[ঋষি : বীতহব্য (কেশবর্ধনকাম)। দেবতা : নিতত্নী বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যাং জমদগ্নিরখনদ্ দুহিত্রে কেশবর্ধনীম্।
তাং বীতহব্য আভরদসিতস্য গৃহেভ্যঃ ॥ ১॥
অভীশুনা মেয়া আসন্ ব্যামেনানুমেয়াঃ।
কেশা নডা ইব বর্ধন্তাং শীর্ষ্ণস্তে অসিতাঃ পরি ॥ ২॥
দৃংহ মূলমাগ্রং যচ্ছ বি মধ্যং যাময়ৌষধে।
কেশা নডা ইব বর্ধন্তাং শীর্ষ্ণস্তে অসিতাঃ পরি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — মহর্ষি জমদগ্নি (অর্থাৎ যাঁর গৃহে সদা প্রজ্বলিত অগ্নি বর্তমান) তাঁর আপন পুত্রীর কেশ-বৃদ্ধির নিমিত্ত যে ঔষধি খনন করেছিলেন, তা কৃষ্ণকেশ (অসিত) ঋষির গৃহের নিকট হ'তে বীতহব্য নামক ঋষি প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ ১॥ হে কেশবর্ধনাভিলাষিন্! প্রথমে তোমার কেশ অঙ্গুলির দ্বারা পরিমাপ করা যাচ্ছিল, পুনরায় (বা তার পরে) হস্তের দ্বারা মাপযোগ্য হয়েছে। তোমার মস্তকস্থ কেশরাসি নল-খাগড়া নাকম তৃণের মতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক ॥ ২॥ হে ঔষধি! কেশসমূহের মূল হ'তেই দৃঢ় করো এব অগ্রভাগকে অধিক বর্ধিত ক'রে দাও, মধ্যভাগকেও যথাযথভাবে প্রবৃদ্ধ করো। যেমন নদীর তীরে উৎপন্ন হয়ে নল-খাগড়াগুলি বৃত্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করে, তেমনই তোমার মস্তকস্থ কেশরাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক ॥ ৩॥

চতুর্দশ সূক্ত : ক্লীবত্বম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

ত্বং বীরুধাং শ্রেষ্ঠতমাভিশ্রুতাস্যোষধে।
ইমং মে অদ্য পুরুষং ক্লীবমোপশিনং কৃধি ॥ ১॥
ক্লীবং কৃধ্যোপশিনমথো কুরীরিণং কৃধি।
অথাস্যেন্দ্রো গ্রাবভ্যামুভে ভিনত্বাণ্ড্যৌ ॥ ২॥
ক্লীব ক্লীবং ত্বাকরং বধ্রে বধ্রিং ত্বাকরমরসারসং ত্বাকরম্।
কুরীরমস্য শীর্ষণি কুম্বং চাধিনিদধ্মাসি ॥ ৩॥
যে তে নাড্যৌ দেবকৃতে যয়োস্তিষ্ঠতি বৃষ্ণ্যম্।
তে তে ভিনদ্মি শম্যয়ামুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ ॥ ৪॥
যথা নডং কশিপুনে স্ত্রিয়ো ভিন্দন্ত্যশ্মনা।
এবা ভিনদ্মি তে শেপোঽমুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে লতাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ঔষধি! তুমি অমিতবীর্য। তুমি আমার এই বৈরী পুরুষকে নির্বীর্য ক'রে দাও ॥ ১ ॥ হে ঔষধি! তুমি আমাদের শত্রুকে পুরুষত্বহীন (অর্থাৎ নপুংসক) ক'রে দাও এবং তাকে স্ত্রীত্ব প্রদান ক'রে দীর্ঘকেশ-সম্পন্ন করো; তারপর ঐ পুরুষের প্রজননাত্মক দু'টি অণ্ডকোষকেই ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা চূর্ণ ক'রে দিন ॥ ২॥ হে শত্রু! আমি তোমাকে এই (আভিচারিক) কর্মের দ্বারা পুংস্ত্বরহিত ক'রে দিয়েছি; তুমি বীর্য-শূন্য হয়ে গিয়েছো। এই নপুংসক শত্রুর মস্তকে আমরা দীর্ঘ কেশজাল বিস্তৃত ক'রে স্ত্রীগণের আভূষণ কুম্ভ ধারণ করিয়ে দিচ্ছি ॥ ৩॥ বিধাতা-নির্মিত তোমার বীর্য-বাহিকা নাড়ীসমূহের আশ্রয়ভূত অণ্ডকোষের দু'টি নাড়ীকে পদদলিত (বা পিষ্ট) ক'রে দিচ্ছি॥ ৪॥ যেমন তৃণাসন (বা চাটাই) প্রস্তুতের নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরা নল-খাগড়াকে প্রস্তরের দ্বারা চূর্ণ করে, তেমনই, হে শত্রু! তোমার অণ্ডকোষের উপরে স্থিত শিশ্নকে (পুংজননেন্দ্রিয়কে) প্রস্তরের আঘাতে চূর্ণ ক'রে তোমাকে সম্পূর্ণ নিবীর্য ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যাং জমদগ্নিঃ' ইতি তৃচস্য পূর্বতৃচেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।....'ত্বং বীরুধাং' ইতি পঞ্চর্চেন অভিচারকর্মণি সূত্রোক্তপ্রকারেণ মূত্রপুরীষস্থানং বাধকেন কাষ্ঠেন হন্যাৎ॥ (৬কা. ১৩অ. ১৩-১৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত ত্রয়োদশ সূক্তের মন্ত্র তিনটির বিনিয়োগ পূর্ববর্তী সূক্তে সূত্রসহ উক্ত হয়েছে। চতুর্দশ সূক্তের পাঁচটি মন্ত্র অভিচারকর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ কর্তব্য ॥ (৬কা. ১৩অ. ১৩-১৪সূ) ॥

পঞ্চদশ সূক্ত : সৌভাগ্যবর্ধনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতি। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্]

ন্যস্তিকা রুরোহিথ সুভগঙ্করণী মম।
শতং তব প্রতানাস্ত্রয়স্ত্রিংশন্নিতানাঃ।
তয়া সহস্রপর্ণ্যা হৃদয়ং শোষয়ামি তে ॥ ১॥
শুষ্যতু ময়ি তে হৃদয়মথো শুষ্যত্বাস্যম্।
অথো নি শুষ্য মাং কামেনাথো শুষ্কাস্যা চর ॥ ২॥
সংবননী সমুষ্পলা বভ্রু কল্যাণি সং নুদ।
অমূং চ মাং চ সং নুদ সমানং হৃদয়ং কৃধি ॥ ৩॥
যথোদকমপপুষোঽপশুষ্যত্যাস্যম্।
এবা নি শুষ্য মাং কামেনাথো শুষ্কাস্যা চর ॥ ৪॥
যথা নকুলো বিচ্ছিদ্য সন্দধাত্যাহিং পুনঃ।
এবা কামস্য বিচ্ছিন্নং ধেহি বীর্যাবতি ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে সহস্রপর্ণী শঙ্খপুষ্পিকা! তুমি আমার দুর্ভাগ্যের লক্ষণসমূহ দূরীভূত ক'রে উদিত (বা উৎপন্ন) হয়েছো। তুমি আমাকে সৌভাগ্য যুক্ত-করণশালিনী। তুমি শত শত শাখাশালিনী। তুমি ত্রয়স্ত্রিংশৎ (তেত্রিশ)-সংখ্যক দেবতার উপকারের নিমিত্ত সেই সংখ্যক (অর্থাৎ তেত্রিশটি) প্ররোহ (অর্থাৎ মূল) নিম্নদিকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছো ॥ ১॥ হে কামিনী! সহস্র পত্রের দ্বারা যুক্ত সেই সহস্রপর্ণীর সাথে আমি তোমার হৃদয়কে সন্তপ্ত ক'রে দিচ্ছি। আমাকে কামের দ্বারা শুষ্ক ক'রে তুমি শুষ্ক মুখশালিনী হয়ে চলো ॥ ২॥ হে ঔষধি! তুমি পীতবর্ণশালিনী এবং সৌভাগ্য প্রদানশালিনী। তুমি বশীকরণভূতা ও সম্যক্ উপ্তফলা (ফলপ্রদায়িনী) হয়ে সেই রমণীকে আমার অভিমুখে প্রেরিত করো এবং আমাদের হৃদয়কে অভিন্ন ক'রে দাও ॥ ৩॥ পিপাসার্ত মনুষ্যের মুখ যেমন শুষ্ক হয়ে যায়, তেমনই কামের প্রভাবে আমার বিরহাগ্নিতে তোমার হৃদয় শুষ্ক (বা দগ্ধ) হ'তে থাকুক ॥ ৪॥ যে রকমে নকুল সর্পকে ছিন্ন ক'রে পুনরায় যুক্ত ক'রে দেয়, সেই রকমে, হে শক্তিশালিনী ঔষধি! তুমি বিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষগণের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপন ক'রে দাও (অর্থাৎ স্ত্রীর পরাঙ্মুখত্বের দ্বারা বা কামকৃত বিকারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন আমাকে পুনরায় তার সাথে সংযুক্ত ক'রে দাও) ॥ ৫॥

◆

ষোড়শ সূক্ত : সুমঙ্গলৌ দন্তৌ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ব্রহ্মণস্পতি দন্তা। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

যৌ ব্যাঘ্রাববরূঢ়ৌ জিঘৎসতঃ পিতরং মাতরং চ।
তৌ দন্তৌ ব্রহ্মণস্পতে শিবৌ কৃণু জাতবেদঃ ॥ ১॥

ব্রীহিমত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম্।
এষ বাং ভাগো নিহিতো রত্নধেয়ায় দন্তৌ
মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ ॥ ২॥
উপহূতৌ সযুজৌ স্যোনৌ দন্তৌ সুমঙ্গলৌ।
অন্যত্র বাং ঘোরং তন্বঃ পরৈতু দন্তৌ
মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — উপরের পংক্তিতে নিম্নাভিমুখী প্রথম উৎপন্ন হওনশীল দন্ত দ্বয় ব্যাঘ্রের সমান হিংসক হয়ে মাতা-পিতাকে ভক্ষণকারী হয় (বা বিনাশনে ইচ্ছা করে)। হে ব্রহ্মণস্পতি (মন্ত্রাধিপতি)! হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি সেই দন্তদ্বয়কে অহিংসক করো, (অর্থাৎ ঐগুলি যেন সন্তানের জনক-জননীর পক্ষে হানিকারক না হয়) ॥ ১॥ হে উপর-পংক্তির প্রথমোৎপন্ন দন্তদ্বয়! তোমরা ধান্য, যব, কলাই ও তিল ভক্ষণ করো। তোমাদের তৃপ্তির নিমিত্ত রমণীয় ফলরূপ ব্রীহি, যব ইত্যাদির ভাগ প্রস্তুত আছে, তোমরা এতে তৃপ্ত হও এবং এই বালকের মাতা-পিতাকে বিনাশ করো না ॥ ২॥ এই দন্তদ্বয় মিত্ররূপ এবং সুখপ্রদ হোক। হে দন্তদ্বয়! এই বালকের শরীর হ'তে মাতা-পিতার নাশকারী ঘোর (ক্রূর) কর্মের সম্ভাবনা অন্যত্র দূর হয়ে যাক। তোমাদের দ্বারা এর মাতা-পিতার যেন হানি না ঘটে ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ন্যস্তিকা' ইতি সূক্তেন পঞ্চর্চেন স্ত্রীবশীকরণকর্মণি 'ভগেন মা সং' (৬।১২৯) ইত্যত্রোক্তানি কর্মণি কুর্যাৎ। সূত্রং তু তত্রৈব উদাহৃতং। 'যৌ ব্যাঘ্রৌ' ইতি তৃচেন কুমারস্য কুমার্যা বা প্রথমং উপরিতনদন্তজনননিমিত্তদোষপরিহারার্থং ব্রীহিযবতিলানাং অন্যতমং জুহুয়াৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি ব্রীহিমবমাষতিলান্ একীকৃত্য অনেনাভিমন্ত্র্য উপজাতদন্তাভ্যাং দর্শয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন স্থালীপাকং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য উক্তং শিশুং আশয়েৎ। সূত্রিতং হি।.....ইত্যাদি।। (৬কা. ১৩অ. ১৫-১৬সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চদশ সূক্তের মন্ত্র-পঞ্চক স্ত্রীবশীকরণ কর্মে এই কাণ্ডের এই অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের (মূল সূক্ত ১২৯) উদাহৃত সূত্রানুসারে বিনিয়োগ কর্তব্য। ষোড়শ সূক্তের মন্ত্র তিনটি সন্তানের প্রথম দন্তোদ্গম জনিত মাতা-পিতার পক্ষে হানিকর সম্ভাবনা স্খালনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়। যথা—পুত্র-সন্তান বা কন্যা-সন্তানের প্রথম উপরের পাটিতে দন্ত উৎপন্ন হওয়ার দোষ পরিহারের নিমিত্ত ব্রীহি, যব বা তিলের যে কোনওটির দ্বারা হোম কর্তব্য, ইত্যাদি সবই সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ কর্তব্য ॥ (৬কা. ১৩অ. ১৫-১৬সূ) ॥

◆

সপ্তদশ সূক্ত : গোকর্ণয়োর্লক্ষ্যকরণম্

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : অশ্বিনদ্বয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

বায়ুরেনাঃ সমাকরৎ ত্বষ্টা পোষায় ধ্রিয়তাম্।
ইন্দ্র আভ্যো অধি ব্রবদ্ রুদ্রো ভূম্নে চিকিৎসতু ॥ ১॥

লোহিতেন স্বধিতিনা মিথুনং কর্ণয়োঃ কৃধি।
অকর্তামশ্বিনা লক্ষ্ম তদস্তু প্রজয়া বহু ॥ ২॥
যথাচক্রুর্দেবাসুরা যথা মনুষ্যা উত।
এবা সহস্রপোষায় কৃণুতং লক্ষ্মাশ্বিনা ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — বায়ুদেবতা আমাদের এই গো-সমূহকে দলবদ্ধতা প্রাপ্ত করান; ত্বষ্টাদেব পোষণের নিমিত্ত এই গো-সমূহকে ধারণ করুন। ইন্দ্রদেব এদের প্রতি স্নেহযুক্ত বচন প্রয়োগ করুন; পশুপীড়ক রুদ্রদেব এদের বৃদ্ধির নিমিত্ত চিকিৎসার দ্বারা রোগ (বা দোষ) হ'তে মুক্ত করুন ॥ ১॥ হে গোপালকবৃন্দ! লোহিত বর্ণের তাম্রের স্বধিতির (অর্থাৎ সূক্ষ্মাগ্রভাগ অস্ত্রের) দ্বারা গো-বৎসের কর্ণে স্ত্রী বা পুংসাত্মক (বকনা বা এঁড়ে) চিহ্ন সূচিত করো। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তেমনই চিহ্ন দ্যোতিত করুন এবং সেই চিহ্ন পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সন্তানের সাথে সমৃদ্ধি প্রাপ্তি-করণশালী হোক ॥ ২॥ দেব ও দানবগণ পশুগণের লক্ষণানুযায়ী তাদের কর্ণে স্বধিতির দ্বারা যে চিহ্ন দ্যোতিত করেছিল, এবং মনুষ্যগণও যা করেছিল, সেই রকম, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! অসংখ্য গাভীকে, পুষ্টির নিমিত্ত চিহ্নিত করো ॥ ৩॥

◆

অষ্টাদশ সূক্ত : অন্নসমৃদ্ধিঃ

[ঋষি : বিশ্বামিত্র। দেবতা : বায়ু। ছন্দ : অনুষ্টুপ]

উচ্ছ্রয়স্ব বহুর্ভব স্বেন মহসা যব।
মৃণীহি বিশ্বা পাত্রাণি মা ত্বা দিব্যাশনির্বধীৎ ॥ ১॥
আশৃণ্বন্তং যবং দেবং যত্র ত্বাচ্ছাবদামসি।
তদুচ্ছ্রয়স্ব দ্যৌরিব সমুদ্র ইবৈধ্যক্ষিতঃ ॥ ২॥
অক্ষিতাস্ত উপসদোঽক্ষিতাঃ সন্তু রাশয়ঃ।
পৃণন্তো অক্ষিতাঃ সন্ত্বত্তারঃ সন্ত্বক্ষিতাঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে যব! তুমি উৎপন্ন হয়ে উন্নত হয়ে থাকো। তুমি অনেক রকমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাত্রসমূহকে পূর্ণ ক'রে থাকো। আকাশের উপলাত্মক বজ্র তোমাকে যেন বিনষ্ট না করে ॥ ১॥ আমাদের বচন শ্রবণ ক'রে যব-রূপে বর্তমান হে দেব! তুমি অন্তরিক্ষে যেমন বৃদ্ধিলাভ করছো, তেমনই এই ভূমিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, যেমন সমুদ্র কখনও না-ক্ষীণপ্রাপ্তিশালীরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, (অর্থাৎ সমুদ্রের ন্যায় ক্ষয়রহিতরূপে বৃদ্ধি লাভ করো) ॥ ২॥ হে যব! তোমার সমীপে গমনকারী, কার্য-করণশালী ব্যক্তি অক্ষয় সৌভাগ্য লাভ করুক। ধান্যের স্তূপ অক্ষয় হোক। তোমাকে ঘরে আনয়নকারী (বা সংগ্রহকারী) এবং উপভোগ-করণশালী মনুষ্যও ক্ষয়-রহিত হোক ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বায়ুরেনাঃ' ইতি তৃচেন পুষ্ট্যর্থচিত্রাকর্মণি বৃক্ষশাখাদিসম্ভারান্ সম্পাতয়েৎ। তত্রৈব 'বায়ুরেনাঃ' ইতি ঋচা প্রভাতে উদকধারোপেতয়া শাখয়া গাং পরিক্রামেৎ। তত্রৈব কর্মণি 'লোহিতেন স্বধিতিনা' ইতি মন্ত্রেন সূত্রোক্তরীত্যা বৎসকর্ণং ছিন্দাৎ। তত্রৈব কর্মণি 'যথা চক্রুঃ' ইতি ঋচা কর্ণলোহিতং দধিমধুঘৃতোদক-মিশ্রিতং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বৎসং প্রাশয়েৎ।...'উচ্ছ্রয়স্ব' ইতি তৃচে পুষ্ট্যর্থবীজবাপনকর্মণি ব্রীহ্যাদিবীজং আজ্যমিশ্রং কৃত্বা অভিমন্ত্র্য প্রত্যৃচং তিস্রোমুষ্ঠীর্লাঙ্গলপদ্ধতৌ নিধায় পাংসুভিরাচ্ছাদয়েৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।....ইত্যাদি॥ (৬কা. ১৩অ. ১৭-১৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সপ্তদশ সূক্তের মন্ত্রগুলি পুষ্টিকর্মে বৃক্ষশাখা ইত্যাদি সম্ভারে সম্পাতিত করণীয়। প্রথম মন্ত্রটির দ্বারা প্রভাতকালে জলের ধারার সাথে শাখার দ্বারা গাভীগুলিকে পরিক্রমা করণীয়। এছাড়া দ্বিতীয় মন্ত্রটির দ্বারা সূত্রোক্তরীতিতে বৎস-কর্ণ বিদ্ধকরণ, তৃতীয় মন্ত্রটির দ্বারা দধি-মধু-ঘৃত-জল মিশ্রিত ক'রে বৎসকে খাওয়ানো ইত্যাদিতে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। অষ্টাদশ সূক্তটি পুষ্টির নিমিত্ত বীজবপন কর্মে ব্রীহি ইত্যাদির বীজ ঘৃতে মিশ্রিত ক'রে অভিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে বিনিযুক্ত হয় ॥ (৬কা. ১৩অ. ১৭-১৮সূ) ॥

॥ ইতি ষষ্ঠং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

সপ্তম কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

ধীতী বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেঽবদন্নৃতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামন্বত নাম ধেনোঃ ॥ ১॥
স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং স সূনুর্ভুবৎ স ভুবৎ পুনর্মঘঃ।
স দ্যামৌর্ণোদন্তরিক্ষং স্বঃ ইদং বিশ্বমভবৎ স আভবৎ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — যাঁরা প্রজাপতি, ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতার স্বরূপ বর্ণন পরা ইত্যাদি বাণী বা বচনের দ্বারা করে গিয়েছেন, যাঁরা দ্বিতীয় শব্দ ব্রহ্মের মাধ্যমে দেবতাবাচক শব্দবিচার-বিষয়ক বচন উচ্চারণ করেছেন, যাঁরা তৃতীয় ব্রহ্মের অর্থবিশেষ অধ্যবসায় ও বুদ্ধিযুক্ত মধ্যমাখ্যের মাধ্যমে বর্ধিত করেছেন, যাঁরা শব্দের দ্বারা অব্যক্ত হলেও ব্রহ্মের মাধ্যমে মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ধেনুর ন্যায় অভিমত ফলপ্রদ প্রজাপতি নামকে ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা আমাদের কামনা পূর্ণ করুন। (বক্তব্য—'পরমাত্মনো নানাদেবতানামব্যবহার্যত্বদর্শনাদ অত্র প্রজাপতিশব্দব্যপদেশ্যং ইন্দ্রাগ্নিশব্দব্যদেশ্যং বা তদেব তত্ত্বং সম্যগ্ অধিগতং সৎ অস্মাকং অভিমতং সাধয়ত্বিতি প্রার্থ্যতে') ॥ ১॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা, যাঁকে পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন, তিনি আপন মাতা-পিতা, দ্যুলোক পরমাত্মা এবং পৃথ্বীলোকে ব্যাপ্ত প্রকৃতিকে জ্ঞাত আছেন। সেই ব্রহ্মা সকলকে, সমগ্র জগতকে কর্মসাধনের নিমিত্ত প্রেরিত করেছেন এবং পৃথিবী, আকাশ ও অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান আছেন। (মন্ত্রের প্রার্থনা—'সোঽস্মাকং অভিমতসর্বফলানি সাধয়ত্বিতি প্রার্থ্যতে') ॥ ২॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং মাতুর্গর্ভং পিতুরসুং যুবানম্।
য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত প্র ণো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — প্রজাপতি, মাতার গর্ভ স্বরূপ, পিতার প্রাণময় বীর্যের স্বরূপ এবং নিত্য তরুণ দেববৃন্দের বন্ধু স্বরূপে পিতার ন্যায় রক্ষক। এই হেন ব্রহ্মাকে যিনি মনের দ্বারা জ্ঞাত হয়ে থাকেন, এমন মহান ব্যক্তি (অর্থবাণ বা অথর্বাত্মক ঋত্বিক-রূপ ব্রহ্মা) আমাদের নিকট অভিলষিত বিষয়

বর্ণন করুন। (এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছেন—'য উক্তবিধঃ প্রজাপতিঃ তং নঃ অস্মদর্থং প্র বোচঃ প্রকর্ষেণ ব্রূ হ যষ্টব্যদেবতাস্বরূপং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা ব্রূ হ') ॥ ১॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : বায়ু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অয়া বিষ্ঠা জনয়ন্ কর্বরাণি স হি ঘৃণিরুরুর্বরায় গাতুঃ।
স প্রত্যুদৈদ্ ধরুণং মধ্বো অগ্রং স্বয়া তন্বা তন্বমৈরয়ত ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — এই প্রজাপতি সকল যজ্ঞ ইত্যাদির অনুষ্ঠানজনিত কর্মফল প্রদান করণশালী, বরণ করার যোগ্য। তিনিই বিরাট বা বিশ্বাত্মা-স্বরূপে সকলের ভিতরে ব্যাপ্ত থেকে যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মসাধনের প্রেরণা দিচ্ছেন। ('অস্য মন্ত্রস্য অভিনবে রথে জয়কামস্য নৃপতেরাস্থাপনে বিনিয়োগাৎ তৎপরতয়া ব্যাখ্যায়তে। অয়া অয়ং জয়কামো রাজা কর্বরাণি শত্রুত্রাসনাদীনি কর্মাণি জনয়ন।...') ॥ ১॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বিশ্বপ্রাণঃ

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : বায়ু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

একয়া চ দশভিশ্চা সুহুতে দ্বাভ্যামিষ্টয়ে বিংশত্যা চ।
তিসৃভিশ্চ বহসে ত্রিংশতা চ বিয়ুগ্‌ভির্বায় ইহ তা বি মুঞ্চ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে সকলের প্রেরণাদায়ক, শোভনরীতি অনুসারে আবাহন করার যোগ্য, প্রসিদ্ধ প্রজাপতি বা বায়ুদেব! তুমি কখনও একাদশ বা কখনও তার দ্বিগুণ (দ্বাবিংশ) বা কখনও তার ত্রিগুণ (ত্রয়স্ত্রিংশ) সংখ্যক অশ্ববাহিত রথে আরোহিত হয়ে শীঘ্র আমাদের যজ্ঞস্থলে সসম্মানে উপনীত হও এবং আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করো। যজ্ঞে আগত হয়ে তুমি তোমার রথ হতে অশ্বগুলিকে মুক্ত করে দাও, (অর্থাৎ এই স্থান হতে অন্য কোথাও গমন করো না) ॥ ১॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১॥

যজ্ঞো বভুব স আ বভূব স প্র জজ্ঞে স উ বাবৃধে পুনঃ।
স দেবানামধিপতির্বভূব সো অস্মাসু দ্রবিণমা দধাতু ॥ ২॥
যদ দেবা দেবান্ হবিষাযজন্তামর্ত্যান্ মনসামর্ত্যেন।
মদেম তত্র পরমে ব্যোমন্ পশ্যেম তদুদিতৌ সূর্যস্য ॥ ৩॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং দেবা অতম্বত।
অস্তি নু তস্মাদোজীয়ো যদ্ বিহব্যেনেজিরে ॥ ৪॥
মুগ্ধা দেবা উত শুনাযজন্তোত গোরঙ্গৈঃ পুরুধাযজন্ত।
য ইমং যজ্ঞং মনসা চিকেত প্র ণো বোচস্তমিহেহ ব্রবঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — যজমানগণ প্রকৃষ্ট কর্মের দ্বারা যে দেবত্বকে লাভ করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞরূপ ভগবান বিষ্ণুর পূজা করেছিলেন। এই মহত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করায় তাঁরা সুখপূর্ণ স্বর্গলোককে লাভ করেন, যেস্থানে প্রথম হতেই সাধন-সম্পন্ন দেবতাগণ অবস্থান করে থাকেন ॥ ১॥ যজ্ঞ জাত হয়েছে, বিস্তার লাভ করেছে। তা বিশেষ জ্ঞানের সাধন সৃষ্টি করেছে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবতাগণের স্বামী (বা পালক) হয়ে গিয়েছে। সেই যজ্ঞ আমাদের ধন প্রাপ্ত করাক (বা অভিমত ফল প্রদান করুক) ॥ ২॥ কর্মের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত যজমানগণ ইন্দ্র ইত্যাদি অমর দেবগণকে আপন হবিরূপ মনের দ্বারা নিত্য যজন করে থাকেন। এই রকমে আপন আত্মার পরমাত্মারূপী সূর্যের উদয় হওয়ার পর তা নিত্য প্রকাশপ্রাপ্ত হতে থাকে, (অর্থাৎ চিরকাল পুণ্যফল অনুভব করতে থাকেন) ॥ ৩॥ সেটি কোন্ বিশেষ সাধন যা দেবতাগণকে আপন হবিষ্য রূপ মনের যজনের দ্বারাও মহান্ হতে পারে? অর্থাৎ সেই-ই জ্ঞানযজ্ঞ, যা সর্বশ্রেষ্ঠ। (মর্মার্থ—'পুরুষমেধাখ্য-মহাক্রতোরপি সর্বাত্মকব্রহ্মস্বরূপাবাপ্তিফলপ্রাপকো জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়াণ্ ইত্যনয়া অভিধীয়তে।' আরও প্রাঞ্জল করে বলতে গেলে বলা যায়—সর্ব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত পুরুষমেধ কিংবা অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয় ইত্যাদি বাহ্যিক আড়ম্বর ও উপকরণ সমন্বিত প্রসিদ্ধ সকল যজ্ঞ অপেক্ষাও এই স্থলে জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আপন আত্মায় ঈশ্বরের পূর্ণ অধিষ্ঠানের উপলব্ধিই জ্ঞানযজ্ঞ ॥ ৪॥ "অবিবেকশীল, মূর্খ যজমান কুক্কুর ও গো ইত্যাদি পশুসমূহের অঙ্গের দ্বারাও যজন করে থাকে"—এটি নিশ্চিতভাবেই মূর্খতাপূর্ণ ও নিন্দনীয় ব্যাপার। কিন্তু যিনি নিজের দ্বারা আত্মযজ্ঞ করণশালী মহাপুরুষ, তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিকট বর্ণন করুন। তিনিই পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে উপদেশ করার যোগ্য হতে সমর্থ ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'ধীতি বা যে' ইতি প্রথমে সূক্তে আদ্যাভ্যাং দ্বাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং অর্থোত্থাপনবিঘ্নশমনকর্মণি আজ্যসমিৎপুরোডাশাদিশষ্কুল্যন্তানাং ত্রয়োদশানাং দ্রব্যাণাং অন্যতমং জুহুয়াৎ জপেদ্ বা তদ্ উক্তং সংহিতাবিধৌ।...'অথর্বাণং পিতরং' ইত্যষ্টর্চেন সর্বফলকামো অথর্বাণং যজত উপতিষ্ঠতে বা।...'অয়া বিষ্ঠা' ইতি দ্বৃচেন নবং রথং অভিমন্ত্র্য জয়কামং রাজানং আরোহয়েৎ। সূত্রিতং হি।...'একয়া চ' ইত্যনয়া অশ্বশান্তৌ সর্বৌষধিচূর্ণং অশ্বস্য মূর্ধ্নি প্রকিরেৎ।...'যজ্ঞেন' ইত্যনয়া সোমযাগে আতিথ্যেষ্টৌ হবির্ব্রহ্মাভিমৃশেৎ।....ইত্যাদি॥ (৭কা. ১অ. ১-৫সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের দ্বারা অর্থোত্থাপন বিঘ্নবিনাশকর্মে সূত্রানুসারে আজ্য-মমিৎ ইত্যাদি

ত্রয়োদশটি দ্রব্যের যে কোনটির দ্বারা যজ্ঞ বা জপ করণীয়। দ্বিতীয় সূক্তের দ্বারা সর্বফলকামনায় সূত্রানুসারে যজন করণীয়। তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা সূত্রোক্তপ্রকারে নবরথ অভিমন্ত্রিত করে জয়কামী রাজাকে সেই রথে আরোহণ করাতে হবে। চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রগুলি অশ্বশান্তির নিমিত্ত সূত্রের উল্লেখ মতো সর্বৌষধির চূর্ণ অশ্বের মস্তকে প্রকীর্ণ করণীয়। পঞ্চম সূক্তটির মন্ত্রগুলি সোমযাগে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'আতিথ্যায়াং হবিরভিমৃশতি যজ্ঞেন যজ্ঞং' ইতি হি বৈতানং সূত্রং। (বৈ. ৩/৩) ॥ (৭কা. ১অ. ১-৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অদিতিঃ

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : অদিতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥১॥
মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হবামহে।
তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরুচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্ ॥২॥
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসো অস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥৩॥
বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে।
যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং নি যচ্ছাৎ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — এই দেবমাতা অদিতি বা অখণ্ডনীয়া পৃথিবীই স্বর্গ, ইনিই অন্তরিক্ষ; ইনিই সর্ব জগতের প্রসবিত্রী, ইনিই উৎপাদক পিতা এবং ইনিই উৎপন্ন পুত্র। ইনিই সকল দেব এবং ইনিই নিষাদ ইত্যাদি বা গন্ধর্ব ইত্যাদি সহ মনুষ্য। যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে, উৎপন্ন হচ্ছে এবং উৎপন্ন হবে, সে সবই এই অদিতি পৃথিবীই ॥ ১॥ শুভ কার্যকরণশীলগণের পক্ষে হিতকারিণী, বহু রকমের ক্ষাত্র তেজঃযুক্তা, সত্যের পালনকারিণী, অবিনাশিনী, বিশালা, সুখদাত্রী, অন্নপ্রদান-করণশালিনী দেবমাতা (পৃথিবী)-কে আমরা রক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্ত আবাহন করছি ॥ ২॥ সুষ্ঠুভাবে রক্ষা-করণশালিনী, পৃথিবীর উপর সুখদানশালিনী, কুশল-রক্ষণশালিনী, ছেদ-রহিতা সুদৃঢ় নৌকায় আরোহিতের ন্যায় সেই অদিতিরূপা মাতার শরণে আমরা নিরপরাধ জনগণ গমন করছি ॥ ৩॥ অন্নের উৎপত্তির নিমিত্ত, সেই পৃথিবী মাতার অথবা মাতৃভূমির আমরা গুণগান করছি, যাঁর সমীপেই বিস্তীর্ণ রয়েছে আকাশ। সেই পৃথিবী মাতা আমাদের ত্রিভূমিক বা ত্রিকক্ষা বিশিষ্ট গৃহ প্রদান করুন (অথবা, আমাদের তিনগুণ বেশী বা ত্রিগুণা সুখ প্রদান করুন) ॥ ৪॥

◆

সপ্তম সূক্ত : অদিত্যাঃ

[ঋষি : অথর্বা (ব্রহ্মবর্চসকামঃ)। দেবতা : অদিতি। ছন্দ : জগতী]

দিতেঃ পুত্রাণামদিতেরকারিষমব দেবানাং বৃহতামনর্মণাম্।
তেষাং হি ধাম গভিষক্ সমুদ্রিয়ং নৈনান্ নমসা পরো অস্তি কশ্চন ॥১॥

বঙ্গানুবাদ — দিতি-পুত্র দৈত্যগণ গম্ভীর সমুদ্রে অবস্থান করে, তাদের সেই স্থান হ'তে বিতাড়িত ক'রে অদিতি-পুত্র গুণশীল দেবতাগণকে তার অধিকার প্রদান করছি, কারণ এঁদের আবশ্যকতা অধিক এবং এঁরাই অধিক যোগ্য। (অর্থাৎ যজ্ঞের যোগ্য দেবতাগণের আরাধনার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিলাষ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করছি) ॥ ১॥

◆

অষ্টম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : উপরিবভ্রব। দেবতা : বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ভদ্রাদধি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্তু।
অথেমমস্যা বর আ পৃথিব্যা আরেঽশত্রুং কৃণুহি সর্ববীরম্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ — বস্ত্র, ধন ইত্যাদি ভৌতিক সুখকামনাশীল হে পুরুষ! তুমি দেশান্তরে গমন পূর্বক কল্যাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রযত্নশীল হও। এই পথে চলার কালে দেবগুরু মহান জ্ঞানী বৃহস্পতি তোমাকে পথ-প্রদর্শন করাবেন। হে বৃহস্পতি! তুমি অগ্রগামী হয়ে এই সুখলাভকামী পুরুষকে লাভজনক উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত করাও। এই পৃথিবীতে স্থিত এর সকল শত্রুদের দূর করো ॥ ১॥

◆

নবম সূক্ত : স্বস্তিদা পূষা

[ঋষি : উপরিবভ্রব। দেবতা : পূষা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্]

প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥১॥
পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছন্ পুর এতু প্রজানন্ ॥২॥

পূষন্ তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেম কদা চন।
স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥৩॥
পরি পূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্।
পুনর্নো নষ্টমাজতু সং নষ্টেন গমেমহি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — পোষক পূষা দেবতা, স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীর সকল মার্গে প্রকট হয়ে থাকেন। এই পূষা দেবতা পৃথিবী ও স্বর্গ, দুই প্রিয় স্থানে প্রাণীগণের নিমিত্ত কর্মের সাক্ষী হয়ে গমনাগমন ক'রে থাকেন ॥ ১॥ এই পোষণকর্তা পূষা দেবতা, এই সকল দিক্‌সমূহকে যথাযথ জ্ঞাত আছেন। তিনি আমাদের পরম নির্ভয় পথ (বা স্থান) প্রদর্শন করুন। কল্যাণকারী, তেজস্বী, বলবান্, সর্বদা অপ্রমাদী সূর্য (বা পূষা) দেবতা আমাদের মার্গ দর্শন করিয়ে উন্নতি পথ প্রশস্ত করুন ॥ ২॥ হে পোষক পূষা দেবতা! আমরা তোমার ব্রতের (বা যাগানুষ্ঠান কর্মের) নিষ্ঠা থেকে কখনও যেন বিনষ্ট না হই। সদা ধন, পুত্র, মিত্র ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকি। আমরা তোমার ব্রত গ্রহণ পূর্বক সদা তোমার স্তুতি করতে থাকবো ॥ ৩॥ হে পোষক পূষা দেবতা! এই জগৎসংসারে যে স্থানেই আমাদের যোগ্য ধন আছে, সেগুলি আনয়ন পূর্বক আমাদের প্রদান করো এবং আমাদের সহায়তা করো। আমাদের নষ্ট হওয়া সামগ্রী (বা ধন) পুনরায় যেন আমরা প্রাপ্ত হই এবং আমরা সেগুলিকে উপভোগ করি—তুমি এমনই কৃপা করো ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অদিতির্দ্যৌরদিতি' ইতি ষষ্ঠং সূক্তং। তত্র আদ্যাভিশ্চসৃভিঃ সর্বফলকামঃ অদিতিং যজতে উপতিষ্ঠতে বা।...সর্বফলকামো 'দিতেঃ পুত্রাণাং' ইতি দেবান্ যজতে উপতিষ্ঠতে বা।...তথা গ্রহযজ্ঞে 'ভদ্রাদধি' ইত্যনয়া হবিরাজ্যসমিদাধানোপস্থানানি বৃহস্পতয়ে কুর্যাৎ। তৎ উক্তং শান্তিকল্পে।...'প্রপথে পথাং' ইতি চতুর্ঋচেন নষ্টদ্রব্যলাভার্থং নষ্টদ্রব্যাকাঙ্ক্ষিণাং দক্ষিণং পাণিং উন্মৃজ্য সম্পাত্য বিমৃজ্য বা উত্থাপয়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন চতুর্ঋচেন একবিংশতিশর্করা অভিমন্ত্র্য চতুষ্পথে নিধায় বিকিরেৎ। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (৭কা. ১অ. ৬-৯সূ)॥

টীকা — 'অদিতির্দ্যৌরদিতি' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্র চারটির দ্বারা সকল প্রকারের সাফল্য লাভের কামনায় অদিতির উদ্দেশে যাগ বা উপাসনা কর্তব্য। দূরদেশে নৌ-যোগে গমনকালে স্বস্ত্যয়ন-কামনায় এই মন্ত্রের দ্বারা নৌকা ইত্যাদি অভিমন্ত্রণীয়। ঐ একই রকমে সপ্তম সূক্তটিরও বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই সূক্তের মন্ত্রটি দেবযাগে বিনিয়োগ হওয়ার কারণে দেবপ্রশংসা বিধৃত হয়েছে। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবতাদের জন্ম। দেবতাগণ সম্যক্ ধার্মিক বা সত্যানুসারী। কিন্তু ঐ কশ্যপেরই ঔরসে দিতির গর্ভজাত দৈত্যগণ ঠিক তার বিপরীত। 'ভদ্রাদধি' ইত্যাদি সূক্তটি গ্রহযজ্ঞে বৃহস্পতির উদ্দেশে হবিঃ বা আজ্য, সমিৎ ইত্যাদির দ্বারা হোম বা জপ করণীয়। 'প্রপথে পথাং' ইত্যাদি সূক্তটি নষ্টদ্রব্যলাভার্থে বিনিযুক্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয়—উপর্যুক্ত ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে 'নৌ' শব্দের কৃষ্ণাজিন অর্থে ব্যাখ্যা আছে; কারণ 'অস্য মন্ত্রস্য দীক্ষায়াং কৃষ্ণাজিনাদিরূঢ়েন যজমানেন জপ্যতাৎ নৌশব্দেন কৃষ্ণাজিনং বিবক্ষ্যতে।' আবার এর পরবর্তী 'বাজস্য নু প্রসবে' মন্ত্রটিতে অন্নের নির্মাত্রী হিসাবে অদিতির উল্লেখ থাকায় সেখানে অদিতির স্তুতির পরোক্ষে নৌকার স্তুতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কারণ 'অদিতিং নাবং বা অন্নপ্রসবার্থং স্তুম ইত্যর্থঃ ॥ (৭কা. ১অ. ৬-৯সূ)॥

◆

দশম সূক্ত : সরস্বতী

[ঋষি : শৌনক। দেবতা : সরস্বতী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যস্তে স্তনঃ শশয়ুর্যো ময়োভূর্যঃ সুম্নয়ুঃ সুহবো যঃ সুদত্রঃ।
যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে সরস্বতী দেবি! তোমার যে স্তন শিশুর পোষক (অর্থাৎ অনুপাসক বা দোষাবহ মনঃসম্পন্নদের নিকট অপ্রকাশিতব্য), শান্তিদায়ক, সুখদাতা, পবিত্র মনঃসম্পন্নদের দানশীল, পুষ্টিকারক ও প্রার্থনীয়, তা এই জন্মগৃহীত (অর্থাৎ তন্দ্রালু বা কলুষমুক্ত) বালকের (বা আমাদের) প্রাপ্তিযোগ্য ক'রে দাও ॥ ১॥

◆

একাদশ সূক্ত : সরস্বতী

[ঋষি : শৌনক। দেবতা : পর্জন্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যস্তে পৃথু স্তনয়িত্নুর্য ঋষ্বো দৈবঃ কেতুর্বিশ্বমাভূষতীদম্।
মা নো বধীর্বিদ্যুতা দেব সস্যং মোত বধী রশ্মিভিঃ সূর্যস্য ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে দ্যোতনশীল দেব পর্জন্য! তোমার বিস্তৃত, গর্জন-করণশালী, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, পতাকার ন্যায় চলমান (বা উড্ডীয়মান), জগৎসংসারকে বিভূষিত করণশালী বিদ্যুতের দ্বারা আমাদের ধান্য ইত্যাদি শস্য যেন বিনষ্ট না হয়; এর জন্য আমাদের অর্থাৎ প্রজাজনগণের যেন কোন কষ্ট না হয়। সূর্যদেবের প্রচণ্ড কিরণের দ্বারাও শস্যক্ষেত্রের ধান্যসমূহের যেন কোন হানি না হয়, এমনই কৃপা করো। আমরা এই প্রার্থনাই করছি ॥ ১॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : রাষ্ট্রসভা

[ঋষি : শৌনক। দেবতা : সভা, পিতৃপুরুষ, ইন্দ্র, মন। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু ॥ ১॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥ ২॥

এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥৩॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আ বর্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — সভা ও সমিতিসমূহ প্রজাপতি রাজার নিমিত্ত পুত্রীর ন্যায় পোষণ করার যোগ্য হয়ে থাকে। এই উভয়ে মিলিত হয়ে (আমা হেন) রাজাকে রক্ষা করুক। রাজা যার সাথে মিলিত হন, তিনি তাকে উচিত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। হে পিতৃগণ! আমাকে এমনই সৎ-বুদ্ধি প্রদান করুন যে, আমি যেন সভায় বিবেকসম্পন্ন হয়ে এবং নম্রতাপূর্বক আচরণ ক'রি। (অর্থাৎ আমি যেন ন্যায়ানুগত যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হই) ॥ ১ ॥ হে সভা! আমি তোমার নাম জ্ঞাত আছি। তোমার 'নরিষ্টা' নাম ঠিকই প্রসিদ্ধ আছে। (বহুজন কর্তৃক যদি একটি বাক্য বা বিষয় স্বীকৃত বা কথিত হয়, তাহলে তা অপরে লঙ্ঘন করতে না পারার নিমিত্তই সভা 'নরিষ্টা' নামে প্রসিদ্ধ)। হে সভা! তোমার যে কেউই সদস্য হোক না কেন, তারা সকলেই আমার সাথে সমতাপূর্ণ (অনুকূল) ভাষণ করণশীল হোক ॥ ২॥ এই সকল উপবেশকারী সভাসদবৃন্দের নিকট হ'তে রাজ্যশাসন-সম্বন্ধী বিশেষ জ্ঞানের তেজকে আমি গ্রহণ করছি। (অথবা এই সভায় উপবিষ্ট প্রতিবাদীগণের তেজঃ ও বেদার্থবিষয়ক জ্ঞান আমি অপহরণ ক'রে নিচ্ছি)। ইন্দ্রদেব আমাদের এই সকল সভায় জয়ভাগী করুন। ॥ ৩॥ হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের যে মন আমাদের দিক হ'তে অপসারিত হয়ে অন্যত্র অন্যান্য বিষয়ে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে, সেই মনকে আমরা আমাদের দিকে আকর্ষিত করছি। এইক্ষণে তোমরা সকলে আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করো এবং তার উপর বিচার করো ॥ ৪॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা (দ্বিযো বর্চোহর্তুকাম)। দেবতা : সূর্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যথা সূর্যো নক্ষত্রাণামুদ্যংস্তেজাংস্যাদদে।
এবা স্ত্রীণাং চ পুংসাং চ দ্বিষতাং বর্চ আ দদে ॥১॥
যাবন্তো মা সপত্নানামায়ন্তং প্রতিপশ্যথ।
উদ্যন্ত্সূর্য ইব সুপ্তানাং দ্বিষতাং বর্চ আ দদে ॥২॥

বঙ্গানুবাদ — যে প্রকারে সূর্য উদিত হয়ে তারকাসমূহের দীপ্তিকে ক্ষীণ ক'রে দেয় এবং আপন আলোকের মধ্যে লীন ক'রে নেয়, তেমনই আমি আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ স্ত্রী-পুরুষবর্গের তেজঃসমূহ হরণ ক'রে নিচ্ছি ॥ ১ ॥ শত্রুদের মধ্যে যে পরিমাণ শত্রু যুদ্ধে আগমন ক'রে আমাদের প্রতিকূলরূপে নিরীক্ষণ করে, তাদের পরাক্রমরূপ তেজঃ আমি অপহরণ ক'রে নিচ্ছি; যেমনভাবে সূর্য উদয়কালে সুসুপ্ত অসাবধান জনগণের পরাক্রম অপহরণ ক'রে থাকে। ('সূর্যস্যোদয়ে অস্তময়ে বা স্বপতাং পুরুষাণাং বর্চসঃ সূর্যেণ অপহৃতত্বাং তৎসমাধানায় আপস্তম্বেন প্রায়শ্চিত্তরূপাণি কর্মাণি

বিহিতানি।'...উদয় মুহূর্তে বা অস্তগমনকালে সূর্য কর্তৃক সুপ্ত পুরুষের তেজঃ অপহৃত হয় বলেই তার সামাধানকল্পে আপস্তম্বের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তরূপ বিধান আছে) ॥ ২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — জম্ভগৃহীতবালকভৈষজ্যার্থং 'যস্তে স্তনঃ' ইত্যনয়া স্তনং অভিমন্ত্র্য বালং পায়য়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি প্রিয়ঙ্গুতণ্ডুলানাং উপরি ক্ষীরং দুগ্ধা অনয়া ঋচা অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতং পায়য়েৎ। সূত্রিতং হি।...তাশনিনিবারণকর্মণি 'যস্তে পৃথু স্তনয়িত্নুঃ' ইতি ঋচা অশনিং উপতিষ্ঠেত।... 'সভা চ মা' ইতি চতুর্ঋচেন সভাজয়কর্মণি ক্ষীরৌদনং পুরোডাশং রসান্ বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। ...অভিচার কর্মণি 'যথা সূর্যো নক্ষত্রাণাং' ইতি দ্ব্যচং শত্রুং দৃষ্ট্বা জপেৎ। তত্রৈব কর্মণি 'যাবন্তো মা সপত্নানাং' ইতি জপিত্বা শত্রূন্ নিরীক্ষতে।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ১অ. ১০-১৩সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত দশম সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জম্ভগৃহীত বালকের ভৈষজ্যার্থে মাতার স্তন্য অভিমন্ত্রিত পূর্বক সূত্রোক্তপ্রকারে পান করানো কর্তব্য।...ইত্যাদি। একাদশ সূক্তটি অশনিনিবারণকর্মে বিনিয়োগ করণীয়। দ্বাদশ সূক্তটি সভাজয়কর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে অভিমন্ত্রণপূর্বক বিনিয়োগ করণীয়। ত্রয়োদশ সূক্তের দুটি মন্ত্রই অভিচার কর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগকালে শত্রু দর্শন মাত্রই জপনীয়। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মন্ত্রটি জপতে জপতে শত্রুকে নিরীক্ষণ করণীয় ॥ (৭কা. ১অ. ১০-১৩সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সবিতা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সবিতা। ছন্দ : অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী]

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুম্।
অর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্ ॥১॥
ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি।
হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপাৎ স্বঃ ॥২॥
সাবীর্হি দেব প্রথমায় পিত্রে বর্ষ্মাণমস্মৈ বরিমাণমস্মৈ।
অথাস্মভ্যং সবিতর্বার্যাণি দিবোদিব আ সুবা ভূরি পশ্বঃ ॥৩॥
দমূনা দেবঃ সবিতা বরণ্যো দধদ্ রত্নং দক্ষং পিতৃভ্য আয়ূংষি।
পিবাৎ সোমং মমদদেনমিষ্টে পরিজ্মা চিৎ ক্রমতে অস্য ধর্মণি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ — আমি দ্যুলোক ও পৃথিবীর সেই সবিতা দেবের পূজা-উপাসনা করছি, যিনি সমগ্র জগৎসংসারের রক্ষক, সকলের উৎপাদক, জগৎকর্তা, জ্ঞানী, সত্যের প্রেরক, রমণীয় পদার্থসমূহের ধারক, সকলের প্রিয় এবং ধ্যান করার যোগ্য ॥ ১॥ সেই সবিতা দেবের অপার তেজঃ, তাঁর ইচ্ছানুসারের উপর বিকশিত হয়ে সর্বত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে; উত্তম কর্মসাধনশীল ব্রহ্মা যাঁর প্রেরণায় হিতকরী হস্তে (বা হিরণ্যপাণিরূপে), অঙ্গুলি ইত্যাদির কল্পনায় স্বর্গদায়ক সোম উৎপন্ন

করছেন (বা গ্রহণ করছেন) সেই সবিতা দেবকে আমরা প্রার্থনা করছি ॥ ২॥ হে সবিতা দেব! তুমি এই পালক যজমানের দেহ (অর্থাৎ দেহের পুষ্টি বা রোগহীনতা) ও পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সমৃদ্ধি, এবং অন্য রকমের যশ প্রদান করো। তুমি আমাদের নিত্য উত্তম পদার্থ (বা সাফল্য) এবং প্রভূত পশু প্রদান করো ॥ ৩॥ হে দেব! তুমি সকলের প্রেরক, শ্রেষ্ঠ এবং সকলকে দান-পরায়ণশীল। তুমি আমাদের পূর্বজগণের (অর্থাৎ পিতৃপুরুষবৃন্দের) নিকট হ'তে ধন-বল ও আয়ু আহরণ ক'রে আমাদের প্রদান করো এবং এই অভিযুত সোম পান করো। এই সোম আনন্দিত করণশালী; এটি গতিমান হয়ে দেবলোকের প্রতি (অথবা সবিতাদেবের জঠরে) সঞ্চার ক'রে থাকে ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সবিতা

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : সবিতা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

তাং সবিতঃ সত্যসবাং সুচিত্রামাহং বৃণে সুমতিং বিশ্ববারাম্।
যামস্য কণ্বো অদুহৎ প্রপীনাং সহস্রধারাং মহিযো ভগায় ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে সবিতা দেব! আমি তোমার সেই সত্যের প্রেরণা-করণশালী, সকলের গ্রহণ-করণের যোগ্য, বরণীয় শোভাযুক্ত সুমতির বা অনুগ্রহ-বুদ্ধির) যাচনা করছি, পীনোন্নত-পয়োধরা গাভীর অনেক ধারাশালিনী পীযূষ-সদৃশ যে সুমতিকে আপন সৌভাগ্যসাধনের উদ্দেশ্যে মহান কণ্ব ঋষি দোহন (অর্থাৎ সগ্রহ) ক'রে নিয়েছিলেন ॥ ১॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : সবিতা

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : সবিতা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৃহস্পতে সবিতর্বর্ধয়ৈনং জ্যোতয়ৈনং মহতে সৌভগায়।
সংশিতং চিৎ সন্তরং সং শিশাধি বিশ্ব এনমনু মদন্তু দেবাঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবগণের প্রভু বৃহস্পতি! হে সর্ব-প্রসবিতা দেব সবিতা! যে যজমান (বা ব্রহ্মচারী) অন্য ব্রতের পালন ক'রে থাকে, তাকে সূর্যোদয় কাল পর্যন্ত শয়নজনিত দোষ পরিহার করিয়ে অগ্রবর্তী করে নিয়ে চলো; আরও ব্রতের পালনশালী করে তোলো। এই যজমান (বা ব্রহ্মচারী)-কে উত্তম ভাগ্যের নিমিত্ত উদ্বোধিত করো। সকল দেবতা তার সাধুতাকে অনুমোদন করুন ॥ ১॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দ্রবিণার্থং প্রার্থনা

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : ধাতা, সবিতা, ব্রহ্মা, অগ্নি, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

ধাতা দধাতু নো রয়িমীশানো জগতস্পতিঃ।
স নঃ পূর্ণেন যচ্ছতু ॥ ১॥
ধাতা দধাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্।
বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং বিশ্বরাধসঃ ॥ ২॥
ধাতা বিশ্বা বার্যা দধাতু প্রজাকামায় দাশুষে দুরোণে।
তস্মৈ দেবা অমৃতং সং ব্যয়ন্তু বিশ্বে দেবা অদিতিঃ সজোষাঃ ॥ ৩॥
ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তাং প্রজাপতির্নিধিপতির্নো অগ্নিঃ।
ত্বষ্টা বিষ্ণুঃ প্রজয়া সংররাণো যজমানায় দ্রবিণং দধাতু ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — জগতের স্বামী, বিশ্বের ধারণকর্তা ধাতা দেবতা আমাদের প্রভূত ধনের সাথে সংযুক্ত করুন। সেই ধাতা দেবতা আমাদের সকল প্রয়োজনকে সফল (বা পূর্ণ) করতে সমর্থ ॥ ১॥ 'ধাতা দেবতা আমি হেন যজমানকে অক্ষয় জীবন-শক্তি প্রদান করুন'। আমরা সেই সম্পূর্ণ ধনের স্বামী ধাতা দেবতার উত্তম বুদ্ধির (অর্থাৎ সদয় মতির) ধ্যান করছি, এবং কৃপা যাচনা করছি ॥ ২॥ ধাতা দেবতা প্রজা-কামনাকারী যজমানের নিমিত্ত সকল বরণীয় পদার্থ প্রদান করুন। ইন্দ্র প্রমুখ সম্পূর্ণ দেবতাগণ, অদিতি দেবী ও অন্য দেবতাগণ তাঁকে (অর্থাৎ যজমানকে) অমৃতত্ব প্রদান করুন ॥ ৩॥ সকলের ধারক ধাতাদেবতা, সকলের প্রেরক ও সমস্ত কল্যাণের দাতা সবিতাদেব, প্রজাগণের স্রষ্টা ও রক্ষক পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, পুরুষার্থ যুক্ত বেদরক্ষক প্রকাশরূপ অগ্নিদেব, রূপসমূহের কর্তা ত্বষ্টা দেবতা, বিশ্বলোকে ব্যাপ্তিশীল বিষ্ণু দেবতা আমাদের হবিঃসমূহ গ্রহণ করুন এবং পুত্র-পৌত্রাদি ইত্যাদি প্রজাগণের সাথে আপন আপন ফল প্রদান ক'রে যজ্ঞকর্তা যজমানকে অভিলষিত ধন (বা যজ্ঞফল) প্রদান করুন ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'অভি ত্যং' ইত্যাদ্যে সূক্তে আদিতশ্চতুর্ঋচেন সূত্রোক্তং স্থানং গত্বা তত্র উদপাত্রং সম্পাত্য সোমমিশ্রং কৃত্বা সারূপবৎসং ওদনং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুষ্টিকামঃ অশ্নীয়াৎ। 'তাং সবিতঃ' ইতি ঋচা একবারপ্রসূতায়া গোর্বন্ধনরজ্জুমণিং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুষ্টিকামো বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।... 'বৃহস্পতে সবিতঃ' ইত্যনয়া সূর্যোদয়পর্যন্তং সুপ্তং ব্রহ্মচারিণং উত্থাপয়েৎ।...'ধাতা দধাতু' ইতি চতুর্ঋচেন সর্বফলকামো ধাতারং যজতে উপতিষ্ঠেত বা। সূত্রিতং হি।...তথা বীরপুত্রপ্রজননার্থং অনেন চতুর্ঋচেন গর্ভিণ্যা উদরং অভিমন্ত্রয়েত।...ইত্যাদি।। (৭কা. ২অ. ১-৪সূ)।।

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের চারটি মন্ত্র পুষ্টিকামনায় সুত্রোক্ত স্থানে গমন ক'রে জলপাত্র সম্পাতিত ক'রে সোমমিশ্রণ পূর্বক পান ইত্যাদি কর্মে বিনিয়োগ করণীয়। দ্বিতীয় মন্ত্রটিও পুষ্টিকামনায় একবার-প্রসূতা গাভীর বন্ধনরজ্জু-মণি সূত্রোক্তপ্রকারে বন্ধন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করণীয়। তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা

সূর্যোদয় অবধি সুপ্ত ব্রহ্মচারীর উত্থাপনে বা জাগরণ-করণে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। শেষোক্ত সূক্তের চারটি মন্ত্রের দ্বারা সর্বফলকামনায় ধাতার যাগ বা উপাসনা করণীয়। তথা বীরপুত্রকামনার্থে গর্ভিণীর উদরে এই চারিটি মন্ত্র কৌশিক সূত্রানুসারে অভিমন্ত্রিত পূর্বক বিনিয়োগ করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ২অ. ১-৪সূ)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বৃষ্টিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পৃথিবী, পর্জন্য। ছন্দ : উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্]

প্র নভস্ব পৃথিবী ভিন্দ্ধীদং দিব্য নভঃ।
উদ্নো দিব্যস্য নো ধাতরীশানো বি ষ্যা দৃতিম্ ॥ ১॥
ন ঘ্রংস্ততাপ ন হিমো জঘান প্র নভতাং পৃথিবী জীরদানুঃ।
আপশ্চিদস্মৈ ঘৃতমিৎ ক্ষরন্তি যত্র সোমঃ সদমিৎ তত্র ভদ্রম্ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিস্তীর্ণা পৃথিবী মাতা! হলের দ্বারা কর্ষিতা হওয়ার পরেও (অর্থাৎ বীজবপনার্থে ক্ষেত্রাদিকর্ষণে ক্লেশবতী হয়েও) তুমি মহতী বৃষ্টিতে শিথিলাবয়বা না হয়ে বরং দৃঢ়া হয়ে থাকো। হে পর্জন্য! তুমি ঐ দিব্য মেঘ বিদীর্ণ করে উত্তম বর্ষণ প্রদান করো। তুমি বৃষ্টিপ্রদানে সামর্থ্যযুক্ত রূপে মেঘরূপা জলপূর্ণা ভস্ত্রার মুখ উন্মোচিত ক'রে মহতী বৃষ্টির সৃষ্টি করো ॥ ১॥ যে স্থানে সোমদেবের পূজা হয়ে থাকে, সোম ইত্যাদি ঔষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে যথোচিত কালে পর্যাপ্ত বর্ষণ হয়ে থাকে এবং সকল প্রকার কল্যাণ হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম অসহ্য তাপ প্রদান করে না এবং হেমন্ত ঋতু অতি শৈত্যের দ্বারা গাত্রসঙ্কোচনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না। উপযুক্ত বর্ষণের ফলে ভূমি সমৃদ্ধি লাভ করে ॥ ২॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : প্রজাঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : প্রজাপতি, ধাতা। ছন্দ : জগতী]

প্রজাপতির্জনয়তি প্রজা ইমা ধাতা দধাতু সুমনস্যমানঃ।
সংজানানাঃ সংমনসঃ সযোনয়ো ময়ি পুষ্টিং পুষ্টপতির্দধাতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণকে উৎপন্ন করুন এবং ধাতা দেব তাদের পোষণ করুন। এই সকল প্রজা (ভাবী সন্তান) সঙ্গঠিত এক মনঃসম্পন্ন হয়ে বিবেকশীলতার সাথে কার্য নির্বাহ করুক। পুষ্টির দেবতা আমাদের প্রজা-সম্বন্ধী পুষ্টি প্রদান করুন ॥ ১॥

◆

সপ্তম সূক্ত : অনুমতিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অনুমতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অন্বদ্য নোঽনুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মন্যতাম্।
অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতাং দাশুষে মম ॥১॥
অন্বিদনুমতে ত্বং মংসসে শং চ নস্কৃধি।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি ররাস্ব নঃ ॥২॥
অনুমন্যতামনুমন্যমানঃ প্রজাবন্তং রয়িমক্ষীয়মাণম্।
তস্য বয়ং হেডসি মাপি ভূম সুমৃড়ীকে অস্য সুমতৌ স্যাম ॥৩॥
যৎ তে নাম সুহবং সুপ্রণীতেঽনুমতে অনুমতং সুদানু।
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্ ॥৪॥
এমং যজ্ঞমনুমতির্জগাম সুক্ষেত্রতায়ৈ সুজাতম্।
ভদ্রা হ্যস্যাঃ প্রমতির্বভূব সেমং যজ্ঞমবতু দেবগোপা ॥৫॥
অনুমতিঃ সর্বমিদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যদু চ বিশ্বমেজতি।
তস্যাস্তে দেবি সুমতৌ স্যামানুমতে অনু হি মংসসে নঃ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ — আজ আমাদের যজ্ঞের বার্তা, আমাদের সকল কর্মের অনুমন্ত্রী চন্দ্রমা দেবতা অর্থাৎ পূর্ণিমার অভিমানী দেবতা, আমাদের অনুকূল হয়ে সকল দেবতার নিকট প্রকাশিত ক'রে দিন। অগ্নিদেবও আমাদের দ্বারা সমর্পিত হবির ভাগ প্রত্যেক দেবতাকে প্রাপ্ত করানোর কৃপা করুন, (অর্থাৎ তাঁদের নিকট বহন ক'রে গমন করুন ॥ ১॥ হে অনুমতি নাম্নী দেবি! আমাদের সুবুদ্ধি প্রদান করো। আমরা যেন কল্যাণকারক কর্ম সাধনের বুদ্ধি প্রাপ্ত হই। তুমি অগ্নিতে হোমকৃত হবিঃ উপভোগ ক'রে আমাদের উত্তম সন্তান প্রদান করো ॥ ২॥ আমরা অনুমন্তা পুরুষ দেবতার ক্রোধের ভাজন যেন না হই; বরং তাঁর সুখদায়ক সুমতির দ্বারা লাভ প্রাপ্ত হই। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের পুত্র ইত্যাদি সন্তানের দ্বারা সম্পন্ন করুন এবং অক্ষয় ধন প্রদান করুন ॥ ৩॥ হে অনুমতি দেবী! তোমার নাম অনেক প্রকারের যশের বা কীর্তির সাথে প্রসিদ্ধ আছে। তুমি যজমানকে ধনদানের দ্বারা স্নেহ-করণশালিনী। তুমি আমাদের যজ্ঞকে সফল ক'রে তোলো এবং উত্তম বীর পুত্রগণের সাথে ধন প্রদান করো ॥ ৪॥ আমাদের এই সকল প্রকারে সম্পন্ন যজ্ঞকে রক্ষা ক'রে, হে অনুমতি দেবি! তুমি সুক্ষেত্র ও শোভনপুত্র ইত্যাদিরূপ ফল দানের নিমিত্ত আগমন করো। তোমার কৃপাতেই আমরা শ্রেষ্ঠ কার্য সম্পন্ন করার প্রেরণা লাভ ক'রে থাকি ॥ ৫॥ হে অনুমতি দেবি! তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল জগতে অবুদ্ধির দ্বারা এবং সুবুদ্ধির দ্বারা কার্য- করণশালী সব কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছো। তুমি আমাদের সুবুদ্ধি প্রদান করো ॥ ৬॥

অষ্টম সূক্ত : একো বিভুঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : জগতী]

সমেত বিশ্বে বচসা দিব একো বিভূরতিথির্জনানাম্।
স পূর্বো নূতনমাবিবাসৎ তং বর্তনিরনু বাবৃত একমিৎ পুরু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে বন্ধুবর্গ! জন্মগ্রহণকারী নবজাত প্রাণীগণের স্বামী, অতিথির সমান পূজনীয় এবং স্বর্গলোকের অধিপতি সূর্য দেবতাকে সুন্দর মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করো। হে চিরন্তন বা চিরপুরাতন সূর্যদেব! তুমি এই নবজাত প্রাণীকে আপনার মনে ক'রে তার কল্যাণ করো। তুমি সেই একই সূর্যরূপে সকল সৎকর্মমার্গ অনুবর্তন ক'রে চলেছো (বা সকল সৎকর্মের সঞ্চালকরূপে বিদ্যমান হয়ে আছো ॥ ১॥

◆

নবম সূক্ত : জ্যোতিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রধ্ন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

অয়ং সহস্রমা নো দৃশে কবীনাং মতির্জ্যোতির্বিধর্মণি ॥ ১॥
ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ সমৈরয়ন্।
অরেপসঃ সচেতসঃ স্বসরে মন্যুমত্তমাশ্চিতে গোঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের মধ্যে আত্মা-রূপে ব্যাপ্ত এই সূর্যদেব আমাদের সহস্র সম্বৎসরকাল পর্যন্ত স্বস্থ হয়ে জীবন ধারণের শক্তি প্রদান করুন, (আমরা যেন সহস্র বৎসরব্যাপী তাঁকে চক্ষুগোচর করতে পারি)। এই সূর্যদেবই সকল জ্ঞানী পুরুষের মাননীয় এবং তাঁদের সৎকর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সংযোগ রক্ষাশালী। হে ভগবন্! তুমি সৎকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমাদের দীর্ঘ আয়ু প্রদান করো ॥ ১॥ জ্ঞান-দানশালিনী, পাপহারিণী, তেজঃসংযুক্তা উষার রশ্মিগুলি (বা গো-সকল) সূর্য ভগবানের দিকে আমাদের প্রেরিত করতে থাকুক ॥ ২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্র নভস্য' ইতি দ্ব্যচেন বৃষ্টিকামো মরুদ্ভ্যো মান্ত্রবর্ণিকীভ্যো বা দেবতাভ্যঃ ক্ষীরৌদন হোমহোমঃ আজ্যহোমঃ কাশদিবিধুবকবেতসাখ্যা ওষধীরেকস্মিন পাত্রে কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য...অভিবর্ষণকর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...'প্রজাপতির্জনয়তু' ইতি ঋচা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রলাভকর্মণি তস্যা উৎসঙ্গে আজ্যং জুহুয়াৎ।...সূত্রিতং হি। 'অন্বদ্য নোহনুমতিঃ' ইতি ষড়্চেন্ অভিলষিতফলকামঃ অনুমতিং যজেত উপতিষ্ঠেত বা। সূত্রিতং হি।...পিতৃমেধকর্মণি ইষ্টকাভিশ্চিতং শ্মশানং 'সমেত বিশ্বে' ইত্যনয়া সর্বে বান্ধবাঃ পরিষিঞ্চেয়ুঃ। 'অয়ং সহস্রং' ইতি দ্বাভ্যাং পৃশ্নিসবে হবিম্মর্শনসম্পাতপ্রদানাদীনি. কর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি ॥ (৭কা. ২অ. ৫-৯সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চম সূক্তের দুটি মন্ত্র বৃষ্টিকামনায় সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্রটি

বন্ধ্যার পুত্রলাভকর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে আজাহুতি প্রদানে বিনিযুক্ত হয়। সপ্তম সূক্তের ছয়টি মন্ত্র সূত্রানুসারে অভিলষিত ফলকামনায় অনুমতির যাগ বা উপাসনায় বিনিয়োগ করণীয়। অষ্টম সূক্তের মন্ত্রটি পিতৃমেধকর্মে সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। নবম সূক্তের মন্ত্র দু'টি ষষ্ঠ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের একাদশ সূক্তের সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয় ॥ (৭কা. ২অ. ৫-৯সূ) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

দৌষ্বপ্ন্যং দৌর্জীবিত্যং রক্ষো অভ্বমরায্যঃ।
দুর্ণাম্নীঃ সর্বা দুর্বাচস্তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — দুঃস্বপ্নদর্শন (ব্যাধিপীড়িত ইত্যাদিরূপে স্বপ্নে নিজেকে দর্শন), রাক্ষস ইত্যাদি দর্শন, অভিচার ক্রিয়া হ'তে উৎপন্ন ভয়, পিশাচসমূহ দর্শন, কষ্টের জীবন, হিংসকের উপদ্রব, দারিদ্র্য, দুষ্ট নামের উচ্চারণ ও মন্দ ভাষণের দোষকে আমরা (এই অভিচারগ্রস্ত পুরুষ হ'তে) বিনাশ করছি ॥ ১ ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সবিতা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : সবিতা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যন্ন ইন্দ্রো অখনদ্ যদগ্নির্বিশ্বে দেবা মরুতো যৎ স্বর্কাঃ।
তদস্মভ্যং সবিতা সত্যধর্মা প্রজাপতিরনুমতির্নি যচ্ছাৎ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — পরমৈশ্বর্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র, অঙ্গনাদি গুণবিশিষ্ট অগ্নি, বিশ্বদেব নামক গণদেবগণ, একোনপঞ্চাশৎসংখ্যক মরুৎ-বর্গ, সুমন্ত্র বা সুদেব নামধারী দেবগণ আমাদের যে ফল প্রদান করেছেন, সেই ফল আমাদের সর্বপ্রেরক সবিতা, যথার্থকর্মা বা সত্যধর্মা প্রজাপতি ও অনুমতি দেবী স্থাপন করুন ॥ ১ ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বিষ্ণুঃ

[ঋষি : মেধাতিথি। দেবতা : বিষ্ণু, বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, শক্করী]

যয়োরোজসা স্কভিতা রজাংসি যৌ বীর্যৈর্বীরতমা শবিষ্ঠা।
যৌ পত্যেতে অপ্রতীতৌ সহোভির্বিষ্ণুমগন্ বরুণং পূর্বহূতিঃ ॥ ১ ॥

যস্যেদং প্রদিশি যৎ বিরোচতে প্র চানতি বি চ চষ্টে শচীভিঃ।
পুরা দেবস্য ধর্মণা সহোভির্বিষ্ণুমগন্ বরুণং পূর্বহূতিঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — বিষ্ণু ও বরুণ, এই যে দুই দেবতার বলের দ্বারা এই লোক-লোকান্তর স্থিত হয়ে আছে, যে দুই দেবতা বলের দ্বারা আপন কর্তব্য ও ফলের বিশেষত্ব দর্শন ক'রে থাকেন, যাঁদের পরাক্রমের দ্বারা এই সংসার ত্রিকালব্যাপী সচেষ্ট (বা সচল) হয়ে আছে. সেই সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু ও অনর্থনিবারক বরুণ দেবের উদ্দেশে ফলার্থীগণের মধ্যে প্রথম আহ্বানকারী এই হোতা হবিঃ প্রদান করুন ॥ ১॥ যে বিষ্ণু ও বরুণের আজ্ঞায় এই বিশ্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ও প্রাণধারণ করছে এবং আপন কর্তব্য ও ফলের বিশেষ রূপ দর্শন করছে; সেই যে দুই দেবতার বলে বিশ্বজগৎ ভূত-ভবিষ্য-বর্তমানকালে দীপ্তি ইত্যাদি ব্যাপারের আস্পদ হয়ে আছে, সেই বিষ্ণু ও বরুণদেবকে এই প্রথম আহ্বানকারী ফলার্থী হোতা হবিঃ সমর্পণ করুন ॥ ২॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বিষ্ণুঃ

[ঋষি : মেধাতিথি। দেবতা : বিষ্ণু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, শক্করী]

বিষ্ণোর্নু কং প্রা বোচং বীর্যাণি যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥ ১॥
প্র তদ্ বিষ্ণু স্তবতে বীর্যাণি মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
পরাবত আ জগম্যাৎ পরস্যাঃ ॥ ২॥
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।
উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি।
ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্র যজ্ঞপতিং তির ॥ ৩॥
ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদা।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ৪॥
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
ইতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥ ৫॥
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৬॥
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিদীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৭॥
দিবো বিষ্ণ উত বা পৃথিব্যা মহো বিষ্ণ উরোরন্তরিক্ষাৎ।
হস্তৌ পৃণস্ব বহুভির্বসব্যৈরাপ্রযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — সর্বব্যাপক বিষ্ণুর পরাক্রমের কথা আমি যথাযথ বলছি। বলছি যে, তিনিই পার্থিব লোকসমূহ সহ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপ জ্যোতি রচনা করেছেন; ইনিই পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরিক্ষে তিন পাদ বিক্ষেপ ক'রে নির্মাণ (বা অধিকার) ক'রে নিয়েছেন এবং এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বর্গকে স্বয়ং ধারণ ক'রে আছেন (অর্থাৎ আপনত্বে রক্ষা করছেন)। আমি সেই বিষ্ণুর বীর্যের কথা বলছি, যিনি মহাত্মগণের দ্বারা স্তূয়মান ॥ ১॥ সেই মহান বিষ্ণুর পরাক্রমের প্রশংসা এই যে, সিংহ যেমন সর্বত্র বিচরণ করতে করতে বনের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ক্ষণমাত্রেই উপনীত হয়ে যায়, সেই রকমে বহু দূরে অবস্থিত হলেও তিনি (অর্থাৎ বিষ্ণু) স্তুতিমাত্রই এই স্থানে আগমন করুন ॥ ২॥ হে ভগবন্! তিন পাদবিক্ষেপ স্থানে (অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দিব্যলোকে) বিচরণ পূর্বক তুমি আমাদের নিবাসের সুবিধা ও ধন ইত্যাদি প্রদান করো। হে অগ্নিরূপ বিষ্ণু ভগবান্! এই যজ্ঞে হোমকৃত ঘৃতকে তুমি গ্রহণ করো এবং যজমানকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলো ॥ ৩॥ সর্বব্যাপক ভগবান বিষ্ণু এই বিশ্বসংসারে বিক্রমণ করেছেন; তিনি এর উপর তিন পদ স্থাপন করেছেন (অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দিবি লোকে বামনরূপে ত্রি-পাদ বিক্ষেপে আক্রমণ করেছেন—'পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি চ বিষ্ণুর্বামনো ভূত্বেমাঁল্লোকাংস্ত্রিভিঃ ক্রমৈরভ্যজয়ৎ' ইতি শ্রুতেঃ)। এই বিক্রমমাণ বিষ্ণুর (অর্থাৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর) তিনটি পদে সমগ্র জগতের (অর্থাৎ তিনটি লোকের) স্থিতি নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে ॥ ৪॥ রক্ষক, অন্যের প্রভাবে আগমনশীল (বা অনভিভূত) ভগবান্ বিষ্ণু তিনটি পদ স্থাপন পূর্বক এই তিনটি লোক সহ অগ্নিহোত্র ইত্যাদি ধর্ম (বা কর্মসকল) ধারণ ক'রে নিয়েছেন ॥ ৫॥ হে স্তোতৃবর্গ! সর্বব্যাপক বিষ্ণু ভগবানের নানা কার্যসমূহকে প্রত্যক্ষ করো—যার দ্বারা তিনি তোমাদের গুণ ধর্মসমূহকে দর্শন করছেন বা কর্মসমূহকে সংযুক্ত করছেন। তিনি ইন্দ্রের যোগ্য সখা। (বিষ্ণু কীরকম? না— 'ইন্দ্রস্য দেবস্য যুজ্যঃ যোগ্যঃ অনুগুণঃ সখা সমানখ্যানো মিত্রভূতঃ') ॥ ৬॥ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সেই ভগবান্ বিষ্ণুর পরম স্থান (জ্ঞাতব্য তত্ত্ব) সর্বদা দর্শন করে থাকেন। যেমন দ্যুলোকে বিস্তৃত হয়ে থাকা চক্ষুরূপী সূর্য বিদ্যমান, সেই রকমে সর্বত্র ব্যাপ্ত সেই প্রকাশ তত্ত্বকে জ্ঞানী পুরুষ দর্শন করেন ॥ ৭॥ হে বিষ্ণু ভগবান্! দ্যুলোক, পৃথিবীলোক ও বিস্তৃত অন্তরিক্ষ লোক হ'তে আনীত ধনরাশিতে আপন হস্তদ্বয় পূর্ণ করো এবং সেই দক্ষিণ ও বাম দুই হস্তে তা প্রদান করো ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দৌষ্বপ্ন্যং দৌর্জীবিত্যং' ইতি ব্যাখ্যাতা (৪/১৭/৫)। অত্র 'যন্ন ইন্দ্রঃ' ইতি মন্ত্রোক্তা ইন্দ্রাদ্যা নব দেবতাঃ সর্বফলকামো যজেত উপতিষ্ঠেত বা। তত্রৈব কর্মণি 'যয়োরোজসা' ইতি দ্বাভ্যাং বিষ্ণুবরুণৌ যজেত উপতিষ্ঠেত বা। সর্বসম্পৎকামো 'বিষ্ণোর্নু কং' ইত্যষ্টর্চেন বিষ্ণুং যজেত উপতিষ্ঠেত বা। ...ইত্যাদি॥ (৭কা. ৩অ. ১-৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটি চতুর্থ কাণ্ডের চতুর্থ অনুবাকের সপ্তদশ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে। (এই সূক্তটি দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁর গ্রন্থে দ্বিতীয় অনুবাকের অন্তর্ভুক্ত করে কিছুটা অসুবিধা সংঘটিত করেছেন)। 'যন্ন ইন্দ্র' সূক্তে সর্বফলকামনায় ইন্দ্র ইত্যাদি নয়টি দেবতার উদ্দেশে যাগ বা উপাসনায় বিনিয়োগ করণীয়। 'যয়োরোজসা' সূক্তের মন্ত্র দু'টি বিষ্ণু ও বরুণের উদ্দেশে যাগ বা উপাসনায় বিনিয়োগ করণীয়। 'বিষ্ণোর্নু কং' সূক্তটির আটটি মন্ত্রের দ্বারা সর্বসম্পৎকামনায় ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে যাগ বা উপাসনায় বিনিয়োগ করণীয়। এর মধ্যে 'তদ্ বিষ্ণো পরমং পদং' ইত্যাদি মন্ত্রটি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সন্ধ্যাবন্দনাকালে বিষ্ণু-স্তুতির প্রসিদ্ধ মন্ত্র ॥ (৭কা. ৩অ. ১-৪সূ) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : ইড়া

[ঋষি : মেধাতিথি। দেবতা : ইড়া। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইড়ৈবাস্মাঁ অনু বস্তাং ব্রতেন যস্যাঃ পদে পুনতে দেবয়ন্তঃ।
ঘৃতপদী শক্করী সোমপৃষ্ঠোপ যজ্ঞমস্থিত বৈশ্বদেবী ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — যে ধেনুর চরণের স্পর্শে দেবতাগণের নিকট কামনা-করণশীল যজমান পবিত্র হয়ে থাকেন, সেই ঘৃতপদী, সোমপৃষ্ঠা, ফলদান সমর্থা, বিশ্বদেবাত্মিকা ইড়া নাম্নী ধেনু আমাদের যজ্ঞকে সর্বত্র প্রকাশিত করুক। যেভাবেই হোক, আমরা যাতে আমাদের কৃতকর্মের ফল প্রাপ্ত হই, এই ধেনু তেমনই প্রযত্ন করুক ॥ ১॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : স্বস্তি

[ঋষি : মেধাতিথি। দেবতা : বেদ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বেদঃ স্বস্তির্দ্রুঘন স্বস্তিঃ পরশুর্বেদিঃ পবশুর্নঃ স্বস্তি।
হবিষ্কৃতো যজ্ঞিয়া যজ্ঞকামাস্তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষন্তাম্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — বেদ নামক দর্ভের মুষ্টি আমাদের পক্ষে অবিনাশের হেতু হোক। বৃক্ষ (দ্রুম) ছেদনের হাতিয়ার পরশু বা কুঠার এবং তৃণ ইত্যাদির ছেদনী বেদি আমাদের পক্ষে কল্যাণকারী হোক। এই সকল দেবাত্মক, বেদ দ্রুঘণ ইত্যাদি হবিঃ সমর্পণ-করণশালী আমার যজমানের যজ্ঞকর্মের সহায়ক হোক ॥ ১॥

◆

সপ্তম সূক্ত : অগ্নাবিষ্ণূ

[ঋষি : মেধাতিথি। দেবতা : অগ্নাবিষ্ণু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

অগ্নাবিষ্ণূ মহি তদ্ বাং মহিত্বং পাথো ঘৃতস্য গুহ্যস্য নাম।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানৌ প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতমা চরণ্যাৎ ॥ ১॥
অগ্নাবিষ্ণূ মহি ধাম প্রিয়ং বা বীথো ঘৃতস্য গুহ্যা জুষাণৌ।
দমেদমে সুষ্টুত্যা বাবৃধানৌ প্রতি বাং জিহ্ব ঘৃতমুচ্চরণ্যাৎ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি ও বিষ্ণু দেবতা! তোমাদের দুই জনের এইটাই মহতী কীর্তি বা মহনীয়

মাহাত্ম্য যে, তোমরা উভয়ে গুহ্য ঘৃত (অর্থাৎ গোপনীয় গুহারূপ জুহূগত আজ্য বা ক্ষরণশীল পদার্থ) পান করে থাকো। তোমরা সকল যজমানের গৃহে (বা যজ্ঞগৃহে) গো, অশ্ব ইত্যাদি সপ্তসংখ্যক রমণীয় পশুরূপ রত্নকে ধারণ করে থাকো। তোমাদের দুই জনের জিহ্বা হূয়মান (হোমে আহূত) আজ্য ভক্ষণ করুক ॥ ১॥ হে অগ্নি ও বিষ্ণু দেবদ্বয়! তোমাদের দুইজনের ধাম (স্থান বা তেজঃ) অতি মহৎ বা মহনীয়, সকলের ইষ্ট বা প্রীতিকারী। তোমরা ঘৃতের সান্নায্য চরু পুরোডাশ ইত্যাদি স্বরূপে ভক্ষণ করে থাকো। তোমরা পরস্পর প্রীয়মাণ হয়ে সকল যজমানের গৃহে উত্তম স্তুতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকো। তোমাদের জিহ্বা প্রত্যেক ঘৃত ভক্ষণ করুক ॥ ২॥

◆

অষ্টম সূক্ত : অঞ্জনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী, মিত্র, ব্রহ্মণস্পতি। ছন্দ : বৃহতী]

স্বাক্তং মে দ্যাবাপৃথিবী স্বাক্তং মিত্রো অকরয়ম্।
স্বাক্তং মে ব্রহ্মণস্পতিঃ স্বাক্তং সবিতা করৎ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যাবাপৃথিবী আমার দুটি চক্ষু অথবা যূপ উত্তম অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করুক। সূর্যদেব, ব্রহ্মণস্পতি এবং সবিতাদেব, সকলেই আমাদের চক্ষুর স্বস্থতায় প্রযত্নশীল হয়ে অঞ্জন করুন ॥ ১॥

◆

নবম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রোতিভির্বহুলাভির্নো অদ্য যাবচ্ছ্রেষ্ঠাভির্মঘবন্ছূর জিন্ব।
যো নো দ্বেষ্ট্যধরঃ সস্পদীষ্ট যমু দ্বিষ্মস্তমু প্রাণো জহাতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! তুমি বহুরকম রক্ষার দ্বারা আজ আমাদের সুরক্ষিত রাখো। হে ধনী, শূরবীর! শ্রেষ্ঠ রক্ষার দ্বারা আমাদের প্রীত করো। যে আমাদের দ্বেষ করে, তার অধঃপতন ঘটুক। আমরা যে শত্রুদের প্রতি দ্বেষ করি সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হোক ॥ ১॥

◆

দশম সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আয়ু। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উপ প্রিয়ং পনিপ্নতং যুবানমাহুতীবৃধম্।
অগন্ম বিভ্রতো নমঃ দীর্ঘমায়ুঃ কৃণোতু মে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের প্রিয়, সকলের স্তুতির যোগ্য, চিরতরুণ এবং আহুতির দ্বারা বর্ধন প্রাপ্ত হওন-শীল অগ্নিদেবতার নিকট আমি নম্রতাপূর্বক হবিঃ-রূপ অন্ন সহকারে গমন করছি। সেই অগ্নিদেব আমাকে বা আমার এই মাণবককে শতসম্বৎসর পরিমিত আয়ুষ্মান্ করুন ॥ ১॥

◆

একাদশ সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : মরুৎ, পূষা, বৃহস্পতি ও অগ্নি। ছন্দ : পংক্তি]

সং মা সিঞ্চন্তু মরুতঃ সং পূষা সং বৃহস্পতিঃ।
সং মায়মগ্নিঃ সিঞ্চতু প্রজয়া চ ধনেন চ দীর্ঘমায়ুঃ কৃণোতু মে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — মরুৎ-দেবগণ ফলার্থী আমাকে (অর্থাৎ যজমানকে) পুত্র ইত্যাদি প্রজা ও ধন প্রদান করুন। পূষাদেব, বৃহস্পতি এবং অগ্নিদেবতাও আমাদের সুসন্ততি ও ধন-ধান্যে পূর্ণ করুন। তাঁরা আমাকে বা আমার এই মাণবককে শতসম্বৎসর পরিমিত আয়ু প্রদান করুন ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তত্র আদ্যয়োর্ঋচোঃ সর্বসম্পৎকর্মণি 'বিষ্ণোর্নু কং' ইত্যত্র বিনিয়োগোঽভিহিতঃ। দর্শপূর্ণমাসয়ো 'বেদঃ স্বস্তিঃ' ইতি বেদং বিমুঞ্চেৎ।...সর্বব্যাধিভৈষজ্যার্থং ব্যাধিতশরীরং মৌঞ্জৈঃ পাশৈঃ পর্বসু বদ্ধ্ব 'অগ্নাবিষ্ণু' ইতি দ্বাভ্যাং শরপিঞ্জুলীভিঃ সহ উদকঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতং আপ্লাবয়েৎ অবসিঞ্চেৎ বা। তদ্ উক্তং সংহিতাবিধৌ।...গোদানাখ্যে সংস্কারকর্মণি 'স্বাক্তং' ইত্যনয়া অঞ্জনং অভিমন্ত্র্য ব্রহ্মচারিণোঽক্ষিণী।...অভিচারকর্মণি 'ইন্দ্রোতিভিঃ' ইত্যনয়া অশনিহতবৃক্ষসমিধং আদধ্যাৎ। উপনয়নে আয়ুষ্কামস্য মাণবকস্য মূর্ধানং 'উপ প্রিয়ং' ইত্যনুমন্ত্রয়েত।... পুষ্টিকর্মণি তটাকাদিসর্বজনসাধারণোদকে মিশ্রধান্যং প্রক্ষিপ্য 'সং মা সিঞ্চন্তু' ইত্যনয়া সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুষ্টিকামোঽশ্নীয়াৎ।...তথা অগ্নিচয়নে অভিষিচ্যমানং যজমানং ব্রহ্মা এনাং ঋচং বাচয়েৎ।...ইত্যাদি॥ (৭কা. ৩অ. ৫-১১সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত পঞ্চম সূক্তের মন্ত্রটির বিনিয়োগ পূর্বোক্ত সূক্তের মতো সর্বসম্পৎকর্মে বিহিত আছে। ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্র দর্শপূর্ণমাস ও স্বস্তিযাগে প্রয়োগ হয়। সপ্তম সূক্তের মন্ত্র দুটি সূত্রোক্তপ্রকারে ব্যাধিত জনের চিকিৎসা কর্মে বিনিয়োগ করণীয়। গোদানাখ্য সংস্কার কর্মে অষ্টম সূক্তটির বিনিয়োগ হয়। নবম সূক্তটি অভিচারকর্মে বজ্রাহত বৃক্ষকাষ্ঠের দ্বারা সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। উপনয়নে আয়ুষ্কামী মাণবকের নিমিত্ত দশম সূক্তটির বিনিয়োগ হয়। শেষোক্ত সূক্তমন্ত্রটির বিনিয়োগ ঐ দশম সূক্তের অনুরূপ হলেও এই সূক্তটি পুষ্টিকর্ম, অগ্নিচয়ন ইত্যাদিতেও বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (৭কা. ৩অ. ৫-১১সূ) ॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : জাতবেদা। ছন্দ : জগতী]

অগ্নে জাতান্ প্র ণুদা মে সপত্নান্ প্রত্যজাতান্ জাতবেদো নুদস্ব।
অধস্পদং কৃণুষ্ব যে পৃতন্যবোঽনাগসস্তে বয়মদিতয়ে স্যাম॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নিদেব! আমাদের জাত অর্থাৎ নিষ্পন্ন শত্রুগণকে বিনষ্ট করে দাও। হে জাতবেদা অগ্নি! যারা এখনও আমাদের প্রকট শত্রু হয়নি, কিন্তু আন্তরিক শত্রুতা পোষণ ক'রে থাকে; অথবা আমাদের শত্রুগণের যে পুত্রবর্গ এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, কিন্তু পরে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, তাদেরও বিনাশ করে দাও। যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে তাদের সকলকে আমাদের পদের তলদেশে পাতিত করো। তুমি সকল দেবতার প্রতাপের দ্বারা আমাদের সকলকে নিষ্পাপ হয়ে অদীনতার সাথে (অথবা দেবমাতা অদিতির প্রসাদ-ধন্য হয়ে) অবস্থানের যোগ্য ক'রে দাও। ॥ ১॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : স্বপত্নীনাশনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : জাতবেদা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

প্রাণ্যান্ত্সপত্নান্ত্সহসা সহস্ব প্রত্যজাতান্ জাতবেদো নুদস্ব।
ইদং রাষ্ট্রং পিপৃহি সৌভগায় এনমনু মদন্তু দেবাঃ ॥ ১॥
ইমা যাস্তে শতং হিরাঃ সহস্রং ধমনীরুত।
তাসাং তে সর্বাসামহমশ্মনা বিলমপ্যধাম্ ॥ ২॥
পরং যোনেরবরং তে কৃণোমি মা ত্বা প্রজাভি ভূন্মোত সূনুঃ।
অস্বং ত্বাপ্রজসং কৃণোম্যশ্মানং তে অপিধানং কৃণোমি ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে জাতবেদা অগ্নিদেব! তুমি এইভাবে সেই শত্রুগণকে বিনাশ করে দাও, যারা আমাদের বিরুদ্ধাচারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে সেই শত্রুগণকে, যারা এখনও প্রকট (বা জাত) হয়নি, তাদেরও সমূলে শেষ ক'রে দাও। আমাদের এই বাসভূমিকে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ ক'রে দাও। সকল দেববৃন্দ এই হেন শত্রুহনন কর্মে প্রযোক্তাকে (আভিচারিক কর্মকারীকে) অনুমোদন করুন ॥ ১॥ হে বিদ্বেষবতী স্ত্রী! গর্ভধারণের নিমিত্ত তোমার যে শতসংখ্যক নাড়ী ও সহস্রসংখ্যক ধমনী আছে, সেগুলির মুখকে আমি (অর্থাৎ আভিচারিক কর্মের দ্বারা বন্ধ্যাত্ব-করণের প্রয়োগকর্তা) প্রস্তরের দ্বারা রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছি; যাতে তুমি গর্ভধারণে অক্ষম (অপারক) হয়ে যাও ॥ ২॥ হে প্রতিকূলা নারী! তোমার পুত্রজননক্ষম গর্ভাশয় তোমার যোনিপ্রদেশের নীচে (নীচীনং) বা বর্হিভাগে স্থানান্তরিত ক'রে দিচ্ছি; এর ফলে তুমি সন্তান-প্রজননে অশক্ত হয়ে যাবে। স্ত্রীব্যঞ্জনযুক্ত হলেও অশ্বতরী যেমন সন্তানরহিত হয়, তোমাকে তেমনই (বন্ধ্যা) ক'রে দিচ্ছি। তোমার সম্বন্ধি গর্ভধারণস্থান পাষাণে আচ্ছাদিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥

চতুর্দশ সূক্ত : অঞ্জনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অক্ষি, মন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে পত্নী! (দম্পতিরূপ) তোমার ও আমার দু'জনের নেত্র মধুর ভাবের দ্বারা যুক্ত হোক। আমাদের দু'জনের নেত্রের অগ্রভাগ প্রেমাঞ্জনযুক্ত হোক এবং তুমি আমাকে আপন হৃদয়ে ধারণ করো। আমরা দু'জনে যেন সমান মনঃশালী হয়ে যাই ॥ ১॥

◆

পঞ্চদশ সূক্ত : বাসঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বাস। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অভি ত্বা মনুজাতেন দধামি মম বাসসা।
যথাসো মম কেবলো নান্যাসাং কীর্তয়াশ্চন ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — (আপন পতির উদ্দেশে স্ত্রীর উক্তি) হে পতি! তুমি কেবল আমারই হয়ে থাকো, এই নিমিত্ত আমি মন্ত্রের দ্বারা ধারণকৃত হওয়া এই বস্ত্রে তোমাকে বন্ধন করছি। যেভাবেই হোক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীর নামও উচ্চারণ করো না ॥ ১॥

◆

ষোড়শ সূক্ত : কেবলঃ পতিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বনস্পতী (আসুরী)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণীক্]

ইদং খনামি ভেষজং মাংপশ্যমভিরোরুদম্।
পরায়তো নিবর্তনমায়তঃ প্রতিনন্দনম্ ॥ ১॥
যেনা নিচক্র আসুরীন্দ্রং দেবেভ্যস্পরি।
তেনা নি কুর্বে ত্বামহং যথা তেঽসানি সুপ্রিয়া ॥ ২॥
প্রতীচী সোমমসি প্রতীচ্যুত সূর্যম্।
প্রতীচী বিশ্বান্ দেবান্ তাং ত্বাচ্ছাবদামসি। ॥ ৩॥

অহং বদামি নেৎ ত্বং সভায়ামহ ত্বং বদ।
মমেদসস্ত্বং কেবলো নান্যাসাং কীর্তয়াশ্চন ॥ ৪॥
যদি বাসি তিরোজনং যদি বা নদ্যস্তিরঃ।
ইয়ং হ মহ্যং ত্বামোষধির্বদ্ধ্বেব ন্যানয়ৎ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — এই (সৌবর্চল নামক) ঔষধিকে আমি বশীকরণের নিমিত্ত খনন করছি। এই ঔষধি পতিকে বশীভূত করতে সমর্থ। এটি পতিকে অন্য নারীগমনে (বা অন্য নারীতে আসক্ত হতে) নিরস্ত ক'রে তাকে আমার নিকট (অর্থাৎ পত্নীর সমীপে) প্রত্যাগমনে বাধ্য করে এবং পতির পক্ষে আনন্দকর হয় ॥ ১॥ অসুরের মায়া হতে উৎপন্ন এই আসুরী নামক ঔষধি, যার গুণের দ্বারা সকল দেবতাগণের উপর ইন্দ্র অধিক প্রভাবশালী হয়েছিলেন, অথবা পুলোমা নামক অসুরের কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী যে আসুরী নামক ঔষধির প্রভাবে ইন্দ্রকে বশীভূত করেছিলেন, হে পতি! তারই দ্বারা আমি তোমাকে আমার প্রভাবাধীন করছি, যাতে আমি তোমার প্রিয় ধর্মপত্নী হয়ে বিরাজমানা থাকবো ॥ ২॥ হে শঙ্খপুষ্পী নাম্নী ঔষধি! (অনয়া প্রকৃতা শঙ্খপুষ্পাখ্যা ওষধিঃ স্তুয়তে)। তুমি রাত্রির দেবতা সোমকে বশ করার নিমিত্ত গমন করছো এবং দিবাধিপতি সূর্যকেও বশীকরণের নিমিত্ত তাঁর অভিমুখী হচ্ছো। তুমি সকল দেবতাকে বশীকরণে সমর্থা। আমাদের পতিকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করার নিমিত্ত আমরা তোমা হেন ঔষধির নিকট নিবেদন করছি ॥ ৩॥ হে স্বামিন্! তুমি এখানে আমার নিকট কিছু বলবে না, আমি বলবো; তুমি বিদ্বৎসমাজেই যেমন ইচ্ছা তেমন বলবে। তুমি আমাকে অসাধারণ রূপে প্রাপ্ত হও। তুমি আমার সম্মুখে অন্য স্ত্রীর নামও গ্রহণ (বা উচ্চারণ) করবে না ॥ ৪॥ হে স্বামিন্! যদি তোমাকে আমার দৃষ্টির বাহিরে কোথাও যেতে হয়, অথবা কোন নদী আমার ও তোমার মধ্যে এসে তোমাতে-আমাতে ব্যবধান রচনা করে, তবে এই শঙ্খপুষ্পী তোমাকে আবদ্ধ ক'রে স্নেহময়ী আমার সম্মুখে আনয়ন করবে ॥ ৫॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিদ্বেষিণঃ পুমপত্যরাহিত্যায় 'অগ্নে জাতান্' ইত্যনয়া অশ্বতরীমূত্রং পাষাণেন সঙ্ঘৃষ্য অভিমন্ত্র্য ওদনেন সহ বিদ্বেষিণ্যৈ প্রযচ্ছৎ।...বিদ্বেষিণ্যা বন্ধ্যাকরণকর্মণি 'প্রাণ্যান্' ইতি তৃচেন পূর্বমন্ত্রোক্তাণি কর্মাণি কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।... বিবাহে চতুর্থদিবসে 'অক্ষৌ নৌ' ইত্যনয়া বরবধ্বৌ অন্যোন্যং অক্ষিণী অঞ্জাতাং।...(সৌভাগ্যসংবনন) কর্মণি 'ইদং খনামি' ইতি পঞ্চর্চেন সৌবর্চলমূলং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি অনেন পঞ্চর্চেন শঙ্খপুষ্পীপুষ্পং অভিমন্ত্র্য স্ত্রিয়াঃ শিরসি বধ্নীয়াৎ।... ইত্যাদি॥ (৭কা. ৩অ. ১২-১৬সূ)॥

টীকা — বিদ্বেষিণী অর্থাৎ শত্রুপত্নী যাতে পুরুষ-সন্তানরহিত হয়ে তার নিমিত্ত উপর্যুক্ত দ্বাদশ সূক্তটি সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিযুক্ত হয়। পরবর্তী সূক্তের মন্ত্রটি আবার শত্রুপত্নীকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা-করণের নিমিত্ত পূর্বোক্ত মন্ত্রের সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সূক্ত দুটি অচ্ছেদ্য মিলনের নিমিত্ত বিবাহের চতুর্থ দিবসে বরবধূ একে অপরের চক্ষে অঞ্জন প্রদানে বিনিয়োগ করণীয়। শেষ সূক্তটির পাঁচটি মন্ত্র নব-দম্পতির সৌভাগ্যসংবনন কর্মে সূত্রানুসারে সৌবর্চলমূল, শঙ্খপুষ্পীপুষ্প ইত্যাদি অভিমন্ত্রিত পূর্বক বিনিয়োগ করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৩অ. ১২-১৬সূ) ॥

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : আপঃ

[ঋষি : প্রস্কণ্ব। দেবতা : আপ, সুপর্ণ, বৃষভ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং বৃষভমোষধীনাম্।
অভীপতো বৃষ্ট্যা তর্পয়ন্তমা নো গোষ্ঠে রয়িষ্ঠাং স্থাপয়াতি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — দিব্য, সুন্দর গমনশালী, ঔষধিসমূহকে প্রবুদ্ধ করণশালী; জলসমূহে মধ্যস্থ রূপ, বিশ্বকে তৃপ্ত করণশালী, বর্ষার কামনাকারী প্রাণীবর্গকে তৃপ্ত করণশালী সরস্বান্ দেবতাকে ইন্দ্র আমাদের গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করুন ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সরস্বান্

[ঋষি : প্রস্কণ্ব। দেবতা : সরস্বান্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যস্য ব্রতং পশবো যন্তি সর্বে যস্য ব্রত উপতিষ্ঠন্ত আপঃ।
যস্য ব্রতে পুষ্টপতির্নিবিষ্টস্তং সরস্বন্তমবসে হবামহে ॥ ১॥
আ প্রত্যঞ্চং দাশুষে দাশ্বংসং সরস্বন্তং পুষ্টপতিং রয়িষ্ঠাম্।
রায়স্পোষং শ্রবস্যুং বসানা ইহ হুবেম সদনং রয়ীণাম্ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — যাঁর কর্মে সকল জল মিলিত হয়, সকল পশু যাঁর অনুগমন করে, বৃষ্টি ও পুষ্টির যিনি আশ্রয় স্বরূপ, সেই সরস্বান্ দেবতার নিকট আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত আহূত করছি ॥ ১॥ হবির্দাতা যজমানের সন্তোষের নিমিত্ত, তাঁর সম্মুখে গমনশীল, তাঁকে ঈপ্সিত ফল দানশালী, ধনস্থানে প্রতিষ্ঠিত, ধনকে পুষ্ট করণশালী, যজমানসমূহকে অন্ন-প্রদানের ইচ্ছাশীল সরস্বান্ দেবকে আমরা আহূত করছি ॥ ২॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : সুপর্ণঃ

[ঋষি : প্রস্কণ্য। দেবতা : শ্যেন। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অতি ধন্বান্যত্যপস্ততর্দ শ্যেনো নৃচক্ষা অবসানদর্শঃ।
তরন্ বিশ্বান্যবরা রজাংসীন্দ্রেণ সখ্যা শিব আ জগম্যাৎ ॥ ১॥

শ্যেনো নৃচক্ষা দিব্যঃ সুপর্ণঃ সহস্রপাচ্ছতযোনির্বয়োধাঃ।
স নো নি যচ্ছাদ্ বসু যৎ পরাভৃতমস্মাকমস্তু পিতৃষু স্বধাবৎ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — সকল প্রাণীর দ্রষ্টব্য, প্রশংসনীয় গতিসম্পন্ন সূর্য মরুদেশেও জল বর্ষণ করুন। তিনি আপন মিত্র ইন্দ্রের সাথে আমাদের মঙ্গলকারী হোন, নবীন গৃহ নির্মাণের স্থানে আগমন করুন ॥ ১॥ অনন্ত রশ্মিশালী, সুন্দর গতিশালী, অপরিমিত ফলের সাথে সংযুক্ত করণশালী, অন্নধারক সূর্য আমাদের চিরস্থায়ী করুন। আরও, যে ধন চোর ইত্যাদি অপরের দ্বারা অপহৃত হয়ে গেছে, অথবা যে ধন হোমকালে হস্তচ্যুত হয়ে পুরোডাশ ইত্যাদির খণ্ড হতে পতিত হয়েছে, সেই ধন আমাদের পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে স্বধাকারে হুত (অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত স্বরূপ) হোক ॥ ২॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : প্রস্কণ্ব। দেবতা : সোম ও রুদ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যা নো গয়মাবিবেশ।
বাধেথাং দূরং নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুক্তমস্মৎ ॥ ১॥
সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মদ্ বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্।
অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অসৎ তনূষু বদ্ধং কৃতমনো অস্মৎ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে সোমদেব! হে রুদ্রদেব! আমাদের শরীররূপ গৃহে ব্যাপ্ত অমীবা (অর্থাৎ বৃহৎ বিনাশকারী রোগ বিশেষ)-কে বিনষ্ট করো। রোগের কারণভূতা (নির্ঋতিরূপা) পিশাচীকে আমাদের নিকট হতে দূরে অপসারিত ক'রে দাও, যেন সে আর না প্রত্যাবর্তিত হয়ে আসতে পারে এবং আমাদের কৃত পাপকেও আমাদের নিকট হতে পৃথক করো ॥ ১॥ হে সোম! হে রুদ্র! আমাদের শরীরে আবদ্ধ আমাদের অর্জিত পাপকে আমাদের নিকট হতে মুক্ত করো; আমাদের (সেই পাপ-সম্বন্ধী) রোগসমূহকে দূর করার নিমিত্ত ঔষধিসমূহকে আমাদের শরীরে ধারণ করাও ॥ ২॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বাক্

[ঋষি : প্রস্কণ্ব। দেবতা : বাক্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

শিবাস্ত একা অশিবাস্ত একাঃ সর্বা বিভর্ষি সুমনস্যমানঃ।
তিস্রো বাচো নিহিতা অন্তরস্মিন্ তাসামেকা বি পপাতানু ঘোষম্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে পুরুষ! তুমি ব্যর্থই (অর্থাৎ অকারণেই) নিন্দিত হয়েছো। তোমার সম্বন্ধে

স্তুতি রূপ ও নিন্দা রূপ যে দুই রকমের বাক্য (কথা) বলা হয়ে থাকে, তুমি সেই দুই রকমের কথাই (বাক্যই) প্রসন্ন মনে গ্রহণ করো। সেই অকল্যাণকর কথা বা বাক্যসমূহের তিনটি অবস্থা নিন্দাকারীর অন্তরে বিদ্যমান থাকে, অপর একটি অবস্থা বৈখরীরূপা ধ্বনি (জনসঙ্ঘধ্বনি) অনুলক্ষ্য ক'রে নিন্দারূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। (অর্থাৎ মূলতঃ অবস্থাচতুষ্টয়াত্মক ঐ দুই প্রকারের বাক্য পরা-পশ্যন্তী ও মধ্যমা ভেদে তিনি অবস্থায় বাক্য-প্রয়োগকারীর মধ্যে থাকে, এবং সম্বন্ধিত ব্যক্তিতে অর্থাৎ নিন্দিত ব্যক্তিতে তার এক অবস্থাই (বৈখরী) হয়ে থাকে) ॥ ১ ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : ইন্দ্রাবিষ্ণু

[ঋষি : প্রস্কণ্ব। দেবতা : ইন্দ্র, বিষ্ণু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনয়োঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! তোমাদের কখনও পরাভব ঘটেনি, তোমরা সদাই বিজয় প্রাপ্ত হয়ে থাকো। তোমাদের দুইজনের মধ্যে একেও অপরের দ্বারা নির্জিত হওনি। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা যে বস্তুর নিমিত্ত অসুরগণের সাথে স্পর্ধা ক'রে থাকো, সেই বস্তু লোক-বেদ ও বাক্‌রূপে তিন প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকলেও, তা অপরিমিত হয়ে থাকে ॥ ১ ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : ঈর্ষ্যানিবারণম্

[ঋষি : প্রস্কণ্ব। দেবতা : ঈর্ষাপনয়নম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

জনাদ্ বিশ্বজনীনাৎ সিন্ধুতস্পর্যাভৃতম্।
দূরাৎ ত্বা মন্য উদ্ভৃতমীর্ষায়া নাম ভেষজম্ ॥ ১ ॥
অগ্নেরিবাস্য দহতো দাবস্য দহতঃ পৃথক্।
এতামেতস্যের্ষামুদ্নাগ্নিমিব শময় ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ — সকলের হিতসাধক জনপদ, সমুদ্র ও দূর দেশ হতে সংগৃহীত সক্তুমন্থ নামক হে ওষধি! তোমাকে আমি জ্ঞাত আছি। তুমি হেন এই ঔষধি ক্রোধকে দূর করতে সমর্থ ॥ ১ ॥ ঈর্ষাকে নিবারণ করণশালী হে দেব! তুমি আমার সকল কার্যকে ভস্মকারী এই ঈর্ষালুর ঈর্ষাকে তপ্তপরশু-ক্বথিত জলের দ্বারা শান্ত ক'রে দাও, যেমন অগ্নিকে জলের দ্বারা শান্ত করা হয় ॥ ২ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'দিব্যং সুপর্ণং' ইতি আদ্যসূক্তে আদ্যয়র্চা পুষ্টিকর্মণি বৃষভপয়া ইন্দ্রং যজেত।...অন্বারম্ভণীয়েষ্টৌ সারস্বতং পুরোডাশং 'যস্য ব্রতং' ইতি অনুমন্ত্রয়েত।...নবগৃহকরণার্থং ভূশুদ্ধয়ে

'অতি ধন্বানি' ইতি দ্বাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং গৃহনির্মাণস্থানে শ্যেনদেবতাকং চরুং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।...সর্বব্যাধিভৈষজ্যার্থং ব্যধিতশরীরং মৌঞ্জৈঃ পাশৈঃ পর্বসু বদ্ধা 'সোমারুদ্রা' ইতি দ্বাভ্যাং শরপিঞ্জলীভিঃ সহ উদঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতং আপ্লাবয়েৎ অবসিঞ্চেত বা। তদ্ উক্তং সংহিতাবিধৌ।...মিথ্যাভিশস্তস্য লোকনিন্দানিবৃত্ত্যর্থং 'শিবাস্তে' ইত্যনয়া ওদনং মন্থং বা অভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ। সংমস্যকর্মণি 'উভা জিগ্যথুঃ' ইত্যনয়া হস্ত্যাদিয়ানং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য সাংমানস্যকামান্ আরোপ্য সূত্রোক্তপ্রকারেণ স্বগৃহ আগত্য ওদনং মন্থং বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য সহ ভোজয়েৎ। সূত্রিতং হি।...ঈর্ষাবিনাশার্থং 'জনাদ্ বিশ্বজনীনাৎ' ইত্যেনাং ঈর্য্যালুং পশ্যন জপেৎ।...সূত্রিতং হি। তথা ঈর্ষাবিনাশকর্মণি তপ্তপরশুনা ক্বাথিতং উদকং 'অগ্নেরিবাস্য দহতঃ' ইত্যনয়া অভিমন্ত্র্য ঈর্ষালুং পায়য়েৎ। ...ইতি (কৌ. ৪/১২) সূত্রাৎ ॥ (৭কা. ৪অ. ১-৭সূ)॥

টীকা — প্রথম সূক্তের মন্ত্রটি পুষ্টিকর্মে ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ করণে বিনিয়োগ করণীয়। দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্র দুটি সারস্বত পুরোডাশে বিনিযুক্ত হয়। নবগৃহ নির্মাণকর্মে ভূশুদ্ধির নিমিত্ত তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রদ্বয় শ্যেনদেবতার উদ্দেশে চরু সমর্পণে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। সকল প্রকার ব্যাধির ভৈষজ্যার্থে চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা শরপিঞ্জলীর সহযোগে জল অভিমন্ত্রিত পূর্বক সূত্রানুসারে ব্যাধিতকে স্নান করানো বা তার শরীরে অবসিঞ্চন করণীয়। মিথ্যাভিশস্ত ব্যক্তির লোকনিন্দা নিবৃত্তির নিমিত্ত 'শিবাস্তে' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্রটি সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োজ্য। ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্রটি সাংমনস্যকামী জনের পক্ষে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। ঈর্ষাবিনাশার্থে 'জনাদ্ বিশ্বজনীনাৎ' সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি ঈর্ষালু জনকে দর্শনমাত্রই জপনীয়। দ্বিতীয় মন্ত্রটি ('অগ্নেরিবাস্য') ঈর্ষানিবারণকর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই শেষোক্ত মন্ত্রটি স্বর্গীয় দুর্গাদাস স্বতন্ত্র সূক্তরূপে গ্রথিত করেছেন। এতে ঋষি, দেবতা, ছন্দ ইত্যাদির উল্লেখে ত্রুটি থেকে যায়, অবশ্য তিনি এগুলির উল্লেখে অধিকাংশ স্থলেই নিরস্ত থেকেছেন॥ (৭কা. ৪অ. ১-৭সূ) ॥

◆

অষ্টম সূক্ত : সিনীবালী

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সিনীবালী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্‌ঢি নঃ ॥ ১॥
যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী।
তস্যৈ বিশ্‌পত্নৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন ॥ ২॥
যা বিশ্‌পত্নীন্দ্রমসি প্রতীচী সহস্রস্তুকাভিয়ন্তী দেবী।
বিষ্ণোঃ পত্নি তুভ্যং রাতা হবীংষি পতিং দেবি রাধসে চোদয়স্ব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে পৃথুজঘনা সিনীবালি! (চতুর্দশীযুক্তা বা প্রতিপদযুক্তা অমাবস্যায় স্ত্রীত্ব আরোপিত হয়েছে)। তুমি দেবতাগণের সমান কার্যশালিনী হওয়ার কারণে তাঁদের ভগিনীস্বরূপা। তুমি আমাদের পুত্র ইত্যাদি প্রদান করো। তুমি আমাদের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করো ॥ ১॥ হে ঋত্বিক!

হে যজমান! এই সিনীবালী সুন্দর হস্তশালিনী, সুযোনি সম্পন্না, এবং সুশোভিত অঙ্গুলিসমূহের সাথে যুক্তা। এই প্রজা-পালনকারিণী সিনীবালী দেবীর উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করো॥২॥ এই সিনীবালী ইন্দ্রের সম্মুখে গমন পূর্বক তাঁর পূজা ক'রে থাকেন। ইনি প্রজাগণকে পালন ক'রে থাকেন। হে দেবপত্নী সিনীবালি! তুমি আপন স্বামী ইন্দ্রকে আমাদের ধন দানের নিমিত্ত প্রেরণা প্রদান করো। আমরা তোমার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করছি॥৩॥

◆

নবম সূক্ত : কুহূঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : কুহূ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

কুহূং দেবীং সুকৃতং বিদ্মনাপসমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবা জোহবীমি।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং নি যচ্ছাদ্ দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্ ॥১॥
কুহূর্দেবানামমৃতস্য পত্নী হব্যা নো অস্য হবিষো জুষেত।
শৃণোতু যজ্ঞমুশতী নো অদ্য রায়স্পোষং চিকিতুষী দধাতু ॥২॥

বঙ্গানুবাদ — চন্দ্রমা-হীন অমাবস্যা (অর্থাৎ কুহূ নামে খ্যাত নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যায় স্ত্রীত্ব আরোপিত) সুন্দর কর্ম ও শ্রেষ্ঠ আহ্বানশালিনী। আমি তাঁকে এই দর্শযাগে সর্বাভিলষিতসাধনে আহ্বান করছি। তিনি আমাকে বরণীয় ধন ও পরাক্রমী পুত্র প্রদান করুন॥১॥ সেই কুহূদেবী সকল ভূতসমুদায় ও অমৃতের পোষণকর্ত্রী; তিনি অমৃতরূপ জলকে পুষ্ট করছেন। তিনি আমাদের যজ্ঞকে জ্ঞাত হয়ে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদের হবিঃ গ্রহণ করুন এবং আমাদের ধনের পোষণ করুন॥২॥

◆

দশম সূক্ত : রাকা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রাকা। ছন্দ : জগতী]

রাকামহং সুহবা সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্ ॥১॥
যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি।
তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রাপোষং সুভগেররাণা ॥২॥

বঙ্গানুবাদ — আমি রাকাদেবীকে সুন্দর মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করছি। (পূর্ণ চন্দ্রশালিনী পূর্ণিমা তিথি রাকা নামে খ্যাতা)। সেই সুভগা (সুজ্ঞানাদিকা) দেবী আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন এবং আমাদের অভিপ্রায়কে জ্ঞাত হোন; যেমন বস্ত্র ইত্যাদি সীবন (অর্থাৎ সেলাইয়ের কার্য) যোগ্যতার

দ্বারা হয়ে থাকে, তেমনই অচ্ছিদ্যমান সূচীস্থানীয় নাড়ীর সীবনে এই প্রজননরূপ কর্ম ক'রে আমাদের যশস্বী পুত্র প্রদান করুন। ('যথা বস্ত্রাদিকং সূচ্যা স্যূতং চিরং কার্যক্ষমং ভবতি এবং ইদং করোতু') ॥ ১ ॥ হে সুরূপা রাকাদেবী! তুমি আপন কল্যাণময়ী সুবুদ্ধির দ্বারা হবির্দাতা যজমানকে ধন প্রদান ক'রে থাকো। তুমি সেই শোভন বুদ্ধিসমূহ সহকারে আমাদের নিকট আগমন পূর্বক ধনের পুষ্টি সাধিত করো ॥ ২ ॥

◆

একাদশ সূক্ত : দেবপত্ন্য

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : দেবপত্নীগণ। ছন্দ : জগতী, পংক্তি]

দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু নঃ প্রাবন্তু নস্তুজয়ে বাজসাতয়ে।
যাঃ পার্থিবাসো য অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু ॥ ১॥
উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্য-গ্নায্যশ্বিনী রাট্।
আ রোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — দেবপত্নীবৃন্দ আমাদের অন্ন ইত্যাদি প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত, পুত্র ও ধন রক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় আগমন করুন। পৃথিবীর উপর যে দেবপত্নী নিবাস করছেন এবং যে দেবপত্নী অন্তরিক্ষে অবস্থান করছেন, তাঁরা আমাদের শোভন আহ্বান শ্রবণ পূর্বক সুখ বা গৃহ (শর্ম) প্রদান করুন ॥ ১ ॥ দেবপত্নীগণ আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রাণী, বরুণানী, রোদসী (রুদ্রের পত্নী), অগ্নায়ী, অশ্বিযুগলের পত্নী আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। তাঁদের স্বামী দেবগণ আপন আপন জায়াগণের ঋতুকালে তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত হবিঃ নিজেরা গ্রহণ করুন ॥ ২ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সর্বব্যাধিভৈষজ্যার্থং ব্যাধিতশরীরং মৌঞ্জৈঃ পাশৈঃ পর্বসু বদ্ধা 'সিনীবালি' ইতি নবর্চেন শরপিঞ্জলীভিঃ সহ উদঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য ব্যাধিতং আপ্লাবয়েৎ অবসিঞ্চেৎ বা। তৎ উক্তং সংহিতার্বিধৌ।...তথা সর্বসম্পৎকামঃ অনেন নবর্চেন যথালিঙ্গং সিনীবালী কুহূ রাকা দেবপত্ন্য ইতি চতস্রো দেবতা যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৪অ. ৮-১১সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত চারটি সূক্তের মোট নয়টি মন্ত্র সকল ব্যাধির ভৈষজ্যার্থে এবং সকল সম্পৎ কামনা পূর্বক সূত্রোক্তপ্রকারে, যথালিঙ্গ সিনীবালী, কুহূ ইত্যাদির যাগ বা উপাসনা করণীয় ॥ (৭কা. ৪অ. ৮-১১সূ)॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : বিজয়ঃ

[ঋষি : অঙ্গিরা (কিতববধকামঃ)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

যথা বৃক্ষমশনির্বিশ্বাহা হন্ত্যপ্রতি।
এবাহমদ্য কিতবানক্ষৈর্বধ্যাসমপ্রতি ॥ ১॥

তুরাণামতুরাণাং বিশামবর্জুযীণাম্।
সমৈতু বিশ্বতো ভগো অন্তর্হস্তং কৃতং মম ॥ ২॥
ঈড়ে অগ্নিং স্বাবসুং নমোভিরিহ প্রসক্তো বি চয়ৎ কৃতং নঃ।
রথৈরিব প্র ভরে বাজয়দ্ভিঃ প্রদক্ষিণং মরুতাং স্তোমমৃধ্যাম্ ॥ ৩॥
বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে।
অস্মভ্যমিন্দ্র বরীয়ঃ সুগং কৃধি প্র শত্রূণাং মঘবন্ বৃষ্ণ্যা রুজ ॥ ৪॥
অজৈষং ত্বা সংলিখিতমজৈষমুত সংরুধম্।
অবিং বৃকো যথা মথদেবা মথ্নামি তে কৃতম্ ॥ ৫॥
উত প্রহামতিদীবা জয়তি কৃতমিব শ্বঘ্নী বি চিনোতি কালে।
যো দেবকামো ন ধনং রুণদ্ধি সমিৎ তং রায়ঃ সৃজতি স্বধাভিঃ ॥ ৬॥
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন বা ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বে।
বয়ং রাজসু প্রথমা ধনান্যরিষ্টাসো বৃজনীভির্জয়েম ॥ ৭॥
কৃতং মে দক্ষিণে হস্তে জয়ো মে সব্য আহিতঃ।
গোজিদ্ ভূয়াসমশ্বজিদ্ ধনংজয়ো হিরণ্যজিৎ ॥ ৮॥
অক্ষাঃ ফলবতীং দ্যুবং দত্ত গাং ক্ষীরিণীমিব।
সং মা কৃতস্য ধারয়া ধনুঃ স্নাব্নেব নহ্যত ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — যেমন বৈদ্যুতাগ্নি নিত্য অপ্রতিম হয়ে বৃক্ষসমূহকে ভস্ম ক'রে থাকে, তেমনই আমি সকল জুয়ারীকে (কিতবকে) পাশার (অক্ষের) দ্বারা পরাজিত (বা হনন) করছি, যাতে দ্যূতক্রিয়ায় (জুয়াখেলায়) আমার প্রতি স্পর্ধান্বিত কেউ না থাকে ॥ ১ ॥ জুয়াতে ত্বরমাণ্ (তাড়াতাড়ি পাশার দান প্রদানকারী) এবং বিলম্বমান (অর্থাৎ ধীরেসুস্থে পাশার দান প্রদানকারী) ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ। বারম্বার পরাজিত হয়েও দ্যূতক্রীড়াতে আসক্তি রক্ষকারী দ্যূতব্যসনীদের ভাগ্য আমি হেন জুয়ারীতে সর্ব দিক হতে লভ্য হোক। আমার হস্তধৃত পাশায় সর্বদা চতুর্থ সংখ্যাবিশিষ্ট কৃত নামক অয় অবস্থান করুক। (এক হতে পঞ্চসংখ্যান্তা অক্ষবিষয় হলো অয়। তার মধ্যে চতুর্থ সংখ্যাবিশিষ্ট অয়টি কৃত নামে অভিহিত। এই কৃতই জুয়াখেলায় জুয়ারীকে জয় দান করে—'তত্র কৃতস্য লাভাদ্ দ্যূতজয়ো ভবতি') ॥ ২ ॥ স্তোতৃগণকে আপন ধন প্রদানশালী (স্বাবসু) অগ্নিকে আমি স্তুতি করছি। দ্যূতকর্মের অধিপতি অগ্নি দ্যূতকর্মে প্রকৃষ্টরূপে আসক্ত আমাদের লাভের হেতুভূত কৃত নামক অয়বিশিষ্ট পাশা দান করুন। যেমন অক্ষের (রথচক্রের) দ্বারা চালিত রথে অন্ন আনীত হয়, তেমনই অক্ষের (পাশার) দ্বারা শত্রুদের (অর্থাৎ বিপক্ষীয় কিতবগণের) সম্পত্তি লাভ করবো ॥ ৩ ॥ হে ইন্দ্র! আমি যে কিতবদের পরাজয় বরণ করাবো, তাদের তোমার সহায়তাতেই করাবো। যারা আমাদের জুয়ায় জয় করতে চায়, তাদের তুমি উন্মূলিত করো এবং আমাদের নিকট প্রভূত ধন আনয়ন করো। তুমি প্রতিপক্ষ কিতবগণের জয়লক্ষণসমূহকে নিবারণ করো ॥ ৪ ॥ (জয়লাভের নিমিত্ত অক্ষশলাকা ইত্যাদির দ্বারা সংরোধ-চিহ্নকারী) হে প্রতিপক্ষীয় কিতব! যতই চিহ্নিত করো, যতই সংরোধ করো, তোমার উপর আমিই বিজয় লাভ করবো। আরণ্যশ্বাপদ বৃক যেমন অবিকে (মেষ বা ছাগকে) বিনাশ করে, তেমনই আমি জয়ের উদ্দেশে তোমার দ্বারা

কৃত-শালী পাশকে আমি বিনাশ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫ ॥ প্রকৃত জুয়ারী আপন কৃতিত্বে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়। পরস্ব-হন্তা কিতব জয়লাভের নিমিত্ত দ্যূতক্রিয়ার সময়ে আপন পাশার কৃত-নামক অয়কেই অন্বেষণ করে (অর্থাৎ হস্তস্থিত পাশার প্রথমেই কৃত-নামক অয়কে রক্ষণ পূর্বক কৌশলে চাল প্রদান করে জয়লাভ করে)। দেবতাগণকে কামনাশীল যে পুরুষ দ্যূতক্রিয়ায় অর্জিত ধন দেবকার্যে ব্যয় করে, ইন্দ্র তাকে অন্ন বলের দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে থাকেন ॥ ৬ ॥ হে ইন্দ্র! দরিদ্রতা হতে আগত দুর্বুদ্ধি আমরা পশুর দ্বারা অতিক্রম করবো। (অর্থাৎ দারিদ্র্য মানুষকে অনেক সময়ে দুষ্কর্মে প্ররোচিত বা নিয়োজিত করে। পশুগণ কিন্তু স্বাভাবিক জীবননির্বাহ থেকে কোন অবস্থাতেই অপসৃত হয়। পশুর দৃষ্টান্তই মানুষকে অসৎ-প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করতে পারে)। হে পুরুহূত (বহুভাবে আহূত)! আমরা সকলে যবের (বা ধান ইত্যাদির) দ্বারা ক্ষুধাকে শান্ত (নিবারণ) করবো। আমরা প্রতিপক্ষীয় কিতবদের দ্বারা পরাজিত হবো না এবং বলকারিণী অক্ষশলার দ্বারা তাদের প্রকৃষ্টমান ধনসমূহ জয় ক'রে নেব ॥ ৭ ॥ আমার দক্ষিণ হস্তে লাভহেতু কৃতশব্দবাচ্য অয় আছে, বাম হস্তে কৃত-সাধ্য জয় নিহিত আছে। অতএব আমি এই দুইয়ের দ্বারা পরকীয় গো, অশ্ব, ধন, ভূমি এবং সুবর্ণ ইত্যাদির বিজেতা হবো ॥ ৮ ॥ (দেবসাধনভূতা অক্ষ সমূহের নিকট জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হচ্ছে)—হে অক্ষসমুদায়! দুগ্ধবতী ধেনুর মতো আমার ফলবতী দ্যুতক্রিয়াকে কৃতের ধারায় প্লাবিত করো (অর্থাৎ বারম্বার কৃত-পাতনে দ্যূতে জয়লাভ করিয়ে দাও)। উপর্যুপরি লাভহেতুক কৃতের ধারায় আমাকে বিজয়ী ক'রে দাও, যেমন স্নায়ুনির্মিত মৌর্বীর বন্ধনযুক্ত ধনু জয়প্রদ হয়ে থাকে ॥ ৯ ॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : পরিপাণম্

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরীয়ঃ কৃণোতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — বৃহস্পতি (দেবগণের বৃহৎ পালয়িতা) দেবতা নিম্ন, ঊর্ধ্ব, পশ্চিম ইত্যাদি দিক হতে আক্রমণোদ্যত হিংসক পুরুষগণের নিকট হতে আমাদের সর্বতো রক্ষা করুন। ইন্দ্রদেব পূর্ব ও মধ্য দিক হতে আমাদের রক্ষা করুন। সকল দিক হতে যে হিংসকগণ আগমন করছে, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তাদের হতে আমাদের পালন (বা রক্ষা) করুন। ইন্দ্র তাঁর সখাভূত স্তোতৃগণরূপ আমাদের মহত্তর (উরুতর) ধন (অর্থাৎ অত্যন্ত ঐশ্বর্য) প্রদান করুন ॥ ১ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্যূতজয়কর্মণি স্থলশুদ্ধিং অক্ষাধিবাসনং চ কৃত্বা 'যথা বৃক্ষং অশনি' ইতি নবর্চেন অক্ষান্ অভিমন্ত্র্য দ্যূতং কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...সর্বফলকামঃ 'বৃহস্পতির্নঃ' ইতি ঋচা বৃহস্পতিং যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...তথা গ্রহযজ্ঞে অনয়া হবিরাজ্যহোমসমিদাধানোপস্থানানি বৃহস্পতয়ে কুর্যাৎ। তদ্ উক্তং শান্তিকল্পে।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৪অ. ১২-১৩সূ)॥

টীকা — দ্যূতজয়কর্মে স্থলশুদ্ধি ও অক্ষাধিবাস ক'রে উপর্যুক্ত দ্বাদশ সূক্তের নয়টি মন্ত্রের দ্বারা সূত্রোক্তপ্রকারে অক্ষ অভিমন্ত্রিত পূর্বক দ্যূতক্রিয়া করণীয়।...সর্বফলকামনায় 'বৃহস্পতির্ন' ইত্যাদি সূক্তের

মন্ত্রটি বৃহস্পতির উদ্দেশে যাগ বা উপাসনায় বিনিয়োগ হয়। গ্রহযজ্ঞেও এই মন্ত্রটি শান্তিকল্পানুসারে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে॥ (৭কা. ৪অ. ১২-১৩সূ) ॥

◆ ◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সাংমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাংমনস্যম্, অশ্বিদ্বয়। ছন্দ : জগতী]

সংজ্ঞানং নঃ স্বেভিঃ সংজ্ঞানমরণেভিঃ।
সংজ্ঞনিমশ্বিনা যুবমিহাস্মাসু নি যচ্ছতম্ ॥ ১॥
সং জানামহৈ মনসা সং চিকিত্বা মা যুষ্মহি মনসা দৈব্যেন।
মা ঘোষা উৎ স্থুর্বহুলে বিনির্হতে মেষুঃ পপ্তদিন্দ্রস্যাহন্যাগতে ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা সকলে একমত-সম্পন্ন হই, আমাদের প্রতিকূলে বাক্যধারীগণও আমাদের অনুকূল মতাবলম্বী হোক। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আপন ও পর, এই দুই প্রকারের মনুষ্যকে সমান মতিশালী ক'রে দাও ॥ ১॥ আমরা আপন মন ও পরের মনকে জ্ঞাত হয়ে, দুইরকম মনকেই যুক্ত ক'রে দেবো, আমরা মিলিত ভাবে কার্য করবো; দেবতায় প্রীতিসম্পন্ন মনের সাথে আমরা যেন পৃথক না হই। মনকে উচ্চাটন (উন্মূলন বা বিক্ষিপ্ত) করণশীল শব্দ যেন না উত্থিত (বা কণ্ঠ হতে না নির্গত) হয়; এবং ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ মর্মভেদিনী পরকীয়া বাক্ যেন আমাদের উপর পতিত না হয় ॥ ২॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আয়ু, বৃহস্পতি, অশ্বিদ্বয়। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

অমুত্রভূয়াদধি যদ্ যমস্য বৃহস্পতেরভিশস্তেরমুঞ্চঃ।
প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মদ্ দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ ॥ ১॥
সং ক্রামতং মা জহীতং শরীরং প্রাণাপানৌ তে সযুজাবিহ স্তাম্।
শতং জীব শরদো বর্ধমানোঽগ্নিষ্টে গোপা অধিপা বসিষ্ঠঃ ॥ ২॥
আয়ুর্যৎ তে অতিহিতং পরাচৈরপানঃ প্রাণঃ পুনরা তাবিতাম্।
অগ্নিষ্টদাহার্নির্ঋতেরুপস্থাৎ তদাত্মনি পুনরা বেশয়ামি তে ॥ ৩॥
মেমং প্রাণো হাবীন্মো অপানোঽবহায় পরা গাৎ।
সপ্তর্ষিভ্য এনং পরি দদামি ত এনং স্বস্তি জরসে বহন্তু ॥ ৪॥
প্র বিশতং প্রাণাপানাবনড্বাহাবিব ব্রজম্।
অয়ং জরিম্ণঃ শেবধিররিষ্ট ইহ বর্ধতাম্ ॥ ৫॥

আ তে প্রাণং সুবামসি পরা যক্ষ্মং সুবামি তে।
আয়ুর্নো বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্বরেণ্যঃ ॥ ৬॥
উদ্ বয়ং তমসস্পরি রোহন্তো নাকমুত্তমম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি হবিঃ বহনের দ্বারা দেবতাগণকে পালন করছো। তুমি যমের পরলোক রূপ ভয় হতে এই উপনীতব্য মাণবককে রক্ষা (বা মুক্ত) করতে সমর্থ। তোমার প্রভাবে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় এর মৃত্যুর কারণসমূহকে দূরীভূত করুন ॥ ১॥ হে প্রাণ ও অপান বায়ু! তোমরা আয়ুষ্কামনাশালী এই পুরুষের শরীরে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বিরাজমান থাকো। হে পুরুষ! এই প্রাণ ও অপান তোমার শরীরে সংক্রামিত হয়ে থাকুক। তুমি শত বৎসর (শরৎ) পর্যন্ত পুনরায় জীবন ধারণ করো। এবং হবিঃ ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি তোমার রক্ষক (গোপা), পালয়িতা (অধিপা) এবং বসু বা ধনদাতা (বসিষ্ঠ) হোন। (প্রাণীর নাসিকাবিবর হতে বহির্নিগত প্রাণ নামক বায়ু এবং হৃদয়ের অধোভাগে সঞ্চরমাণ অপান নামক বায়ু যাবৎকাল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে দেহে বিরাজমান থাকে, তাবৎকাল প্রাণী আয়ুষ্মান হয়ে থাকে—'তাবন্তং আয়ুর্ভবতীতি তয়োঃ সাহিত্যং প্রার্থিতং') ॥ ২॥ হে আয়ুষ্কাম (আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি অভিলাষী)! তোমার জীবন সমাপ্ত হওয়ার ছিল বলে মৃত্যু তোমার আয়ুকে অন্যত্র অপসারিত ক'রে রক্ষা করেছিল। দেহধারক প্রাণ ও অপানের পুনরাগমন ঘটিয়ে, অগ্নিদেব সেই আয়ুকে নির্ঋতি অর্থাৎ নিকৃষ্টগমনা মৃত্যুর সামীপ্য হতে আনয়ন করুন। হে আয়ুষ্কামী পুরুষ! অগ্নিদেব কর্তৃক আনীত তোমার সেই আয়ুকে আমি পুনরায় তোমার শরীরে মন্ত্রসামর্থ্যে আস্থাপিত (বা প্রবিষ্ট) করাচ্ছি ॥ ৩॥ আয়ুর কামনাকারী এই পুরুষকে প্রাণ ও অপান বায়ু যেন ত্যাগ না করে। আমি একে রক্ষার নিমিত্ত সপ্ত-ঋষির নিকট সমর্পিত করছি। তাঁরা একে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সুখের সাথে রক্ষা করুন। (এখানে ঋষি শব্দে প্রাণকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়ুষ্কাম ব্যক্তিকে সপ্ত প্রাণের হস্তে সমর্পণ করা হচ্ছে।—'সপ্তসংখ্যাকেভ্যঃ প্রাণেভ্য') ॥ ৪॥ হে প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়! শকটবহনক্ষম দুইটি বলীবর্দ যেমন গোষ্ঠে প্রবেশ করে, তেমনই তোমরা দুয়ে এই আয়ুষ্কামের শরীরে প্রবিষ্ট হও। এই পুরুষ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত জীবিত থাকুক ॥ ৫॥ হে আয়ুষ্কাম! তোমার প্রাণকে শরীরে প্রেরিত করছি। তোমার আয়ুর প্রতিবন্ধক যক্ষ্মারোগ বা মৃত্যুকে দূর ক'রে আয়ুকে আনয়ন করছি। বরেণ্য এই হূয়মান অগ্নি এই আয়ুষ্কামকে শতায়ুষ্য করুন ॥ ৬॥ আমরা পাপ হতে উত্তীর্ণ হয়ে দুখসংস্পর্শরহিত হয়ে স্বর্গে আরোহণ করছি। সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্যোতমান সূর্যদেবের সমীপস্থ হবো ॥ ৭॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : অধ্যাপকবিঘ্নশমনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা, ভৃগু। দেবতা : ঋক্সামনী, ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্মাণি কুর্বতে।
এতে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতঃ ॥ ১॥

ঋচং সাম যদপ্রাক্ষং হবিরোজো যজুর্বলম্।
এষ মা তস্মান্মা হিংসীদ্ বেদঃ পৃষ্টঃ শচীপতে ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা পঠিত ঋগ্বেদ ও সামবেদকে পূজা করি। আমরা ঋত্বিক ও যজমানগণ ঋগ্বেদ ও সামবেদের দ্বারা যজ্ঞ কর্ম করে থাকি। এই ঋক্ ও সাম সদঃ-নামক মণ্ডপে শোভাপ্রাপ্ত হয়ে দেবতাগণের সমীপে যজ্ঞকে উপস্থাপিত করিয়ে দেয় ॥ ১॥ আমরা ঋগ্বেদের নিকট হবিঃ সম্পর্কে, সামের নিকট ওজঃ (অর্থাৎ শরীরধারক অষ্টম ধাতু) সম্পর্কে এবং যজুর্বেদের নিকট বল (অর্থাৎ বাহ্য বীর্য) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। (ঋচা যাজ্যরূপয়া হবির্হূয়ত ইতি ঋগ্বেদং প্রতি হবিঃ প্রশ্ন। মাধ্যন্দিনসবনে গীয়মানানাং পৃষ্ঠস্তোত্রাণাং যজ্ঞপ্রাণত্বেন তাণ্ডকব্রাহ্মণে সংস্তবাৎ সামবেদী প্রতি আন্তরবলরূপৌজঃ প্রশ্নঃ। যজুষা যজ্ঞশরীরনির্বৃত্তের্যজুর্বেদং প্রতি বলপ্রশ্নঃ)। হে ইন্দ্র! এই প্রকারে আমাদের সম্যক্ পঠিত ঋক্সামযজুর্বেদাত্মক অধ্যাপননিবন্ধন প্রত্যবায় (বা ত্রুটি) ঘটলেও তুমি অভিমত ফল প্রদান করো ॥ ২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সংজ্ঞানং নঃ' ইতি আদ্যঃ সূক্তং বৃহদ্গণে পঠিতং। তস্য শান্ত্যুদকাভিমন্ত্রণাদৌ বিনিয়োগঃ।...সূত্রিতং হি। উপনয়নে আচার্যো মাণবকস্য নাভিং সংস্পৃশ্য 'অমূত্রভূয়াৎ' ইতি ষড়্-ঋচং জপেৎ।...অন্নপ্রাশনকর্মণি ভূমৌ উপবেশিতং বালং 'উদ্বয়ং' ইত্যনয়া আদিত্যং প্রদর্শয়েৎ। তথা সোমযাগে অবভৃথস্নানানন্তরং '(উদ্বয়ং)' ইত্যনয়া জলাদ্ উৎক্রামেৎ। অধ্যাপকানাং অর্থার্জনবিঘ্নশমনার্থং 'ঋচং সাম' ইতি দ্বাভ্যাং আজ্য জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি ॥ (৭কা. ৫অ. ১-৩সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তটির মন্ত্রদ্বয় শান্তি-কর্মে ও সাংমনস্য কর্মে সূত্রানুসারে বিনিয়োগ করণীয়। দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম ছয়টি মন্ত্র উপনয়নকালে উপনীত মাণবকের নাভিদেশ স্পর্শপূর্বক আচার্য কর্তৃক পঠনীয়। শেষোক্ত মন্ত্রটি অন্নপ্রাশন কর্মে শিশুকে ভূমিতে উপবেশন করিয়ে সূর্য প্রদর্শন করাবার কালে পঠনীয়। শেষোক্ত সূত্রের মন্ত্র দুটি অধ্যাপকগণ কর্তৃক তাঁদের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের বিঘ্ন দূরীকরণে আজ্যাহুতি প্রদানে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (৭কা. ৫অ. ১-৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : মার্গস্বস্ত্যয়নম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : উষ্ণিক্]

যে তে পন্থানোঽব দিবো যেভির্বিশ্বমৈরয়ঃ।
তেভিঃ সুম্নয়া ধেহি নো বসো ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ধনবান্ বা ধনপ্রদায়ক ইন্দ্রদেব! তোমার স্বর্গলোকের নিম্নে যে পথ রয়েছে, সেই যে সমস্ত পথসমূহের দ্বারা তুমি প্রাণীগণকে কর্মে নিয়োজিত ক'রে থাকো, সেই পথের দ্বারা আমাদের সুখী রাখো ॥ ১॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বিষভৈষজ্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বৃশ্চিক ইত্যাদি, বনস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

তিরশ্চিরাজেরসিতাৎ পৃদাকোঃ পরি সম্ভৃতম্।
তৎ কঙ্কপর্বণো বিষমিয়ং বীরুদনীনশৎ ॥ ১॥
ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুশ্চুন্মধুলা মধূঃ।
সা বিহ্রুতস্য ভেগজ্যথো মশকজম্ভনী ॥ ২॥
যতো দষ্টং যতো ধীতং ততস্তে নির্হ্বয়ামসি।
অর্ভস্য তৃপ্রদংশিনো মশকস্যারসং বিষম্ ॥ ৩॥
অয়ং যো বক্রো বিপরুর্ব্যঙ্গো মুখানি বক্রা বৃজিনা কৃণোধি।
তানি ত্বং ব্রহ্মণস্পত ইষীকামিব সং নমঃ ॥ ৪॥
অরসস্য শর্কোটস্য নীচীনস্যোপসর্পতঃ।
বিষং হ্যস্যাদিযাথো এনমজীজভম্ ॥ ৫॥
ন তে বাহ্বোর্বলমস্তি ন শীর্ষে নোত মধ্যতঃ।
অথ কিং পাপয়ামুয়া পুচ্ছে বিভর্ষ্যর্ভকম্ ॥ ৬॥
অদন্তি ত্বা পিপীলিকা বি বৃশ্চন্তি ময়ূর্যঃ।
সর্বে ভল ব্রবাথ শার্কোটমরসং বিষম্ ॥ ৭॥
য উভাভ্যাং প্রহরসি পুচ্ছেন চাস্যেন চ।
আস্যে ন তে বিষং কিমু তে পুচ্ছধাবসৎ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — তির্যকভূত রেখাশালী তিরশ্চিরাজ নামক সর্পের বিষকে, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কালসর্পের বিষকে, এবং নাগ ও কঙ্কপর্বা নামক সর্পের বিষকে এই মধুক নাম্নী ঔষধি দূর করে দিক ॥ ১॥ এই প্রযুক্ত ঔষধি মধু হতে উৎপন্ন হওয়ার কারণেই মধুময়ী হয়ে থাকে। এটি ক্রূর বিষকে দূর করতে এবং দংশনশীল জীবসমূহকে হনন-করণে সমর্থ ॥ ২॥ হে সর্পদষ্ট পুরুষ! তোমার যে অঙ্গে সর্প দংশিত করেছে, আমরা সেই স্থান হতে বিষকে নির্গত ক'রে দিচ্ছি এবং অল্প-বীর্য মশকদের (অর্থাৎ মুখ, পুচ্ছ ও পদের দ্বারা দংশনকারী ত্রিপ্রদংশীগণকে)-ও প্রভাবহীন করে দিচ্ছি ॥ ৩॥ হে বিষনির্হরণ মন্ত্রে সামর্থ্যপ্রদ ব্রহ্মণস্পতি! এই বিষদষ্ট পুরুষের দেহে বিষের জ্বালায় খিঁচুনি ধরে গিয়েছে; এ বিশ্লিষ্টপর্বা (অর্থাৎ বিগতসন্ধি) ও ব্যঙ্গ (অর্থাৎ বিবশাবয়ব) হয়ে মুখ ইত্যাদিতে বক্রত্ব অবস্থাপন্ন হয়েছে; তুমি এর অঙ্গসমূহের বক্রতা জ্যা-মুক্ত ধনুর মতো ঋজু (অর্থাৎ সরল বা সোজা) ক'রে দাও এবং বিষকে দূর ক'রে দাও ॥ ৪॥ এই শর্কোটক নামক বীর্যহীন ও নিম্নমুখে সমীপাগত সর্পবিশেষের বিষকে আমি খণ্ডন ক'রে দিয়েছি। এর পর মন্ত্রসামর্থ্যে এই বিষ সহ সর্পকেই আমি বিনাশ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৫॥ হে বৃশ্চিক! তোর বাহুগুলিতে, মস্তকে ও শরীরে মধ্যভাগেও সন্তাপ-দানক্ষম কোনো রকম শক্তি নেই, তথাপি তুই দুর্বুদ্ধির বশে আপন পুচ্ছে স্বল্প

বিষ বহন ক'রে কেন ঘোরা-ফেরা করছিস? ॥ ৬॥ হে সর্প! তোকে পিপীলিকাগণ ভক্ষণ করে এবং ময়ূরীগণও বিশেষভাবে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করে। হে সর্পবিষনির্হরণক্ষমগণ! তোমরা ঘোষণা করো যে, ঔষধিসমূহের দ্বারা এই শর্কোটক সর্পের বিষকে প্রভাবহীন করে দেওয়া হয়েছে ॥ ৭ ॥ হে বৃশ্চিক! তোর পুচ্ছেই সামান্য পরিমাণে বিষ আছে। তবুও তুই পুচ্ছ ও মুখ উভয়ের দ্বারাই প্রহার (অর্থাৎ দংশন) করে থাকিস ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — মার্গস্বস্ত্যয়নকর্মণি 'যে তে পন্থানঃ' ইত্যেনাং ঋচং প্রথমং দক্ষিণপাদপ্রক্ষেপপুরঃসরং গচ্ছেৎ। তথা সর্বস্বস্ত্যয়নকর্মণি অসংখ্যাতা শর্করাস্তৃণানি বা অনয়া অভিমন্ত্র্য গৃহক্ষেত্রাদিষু প্রক্ষিপেৎ ইন্দ্রং উপতিষ্ঠেত বা। সূত্রিতং হি।...বৃশ্চিকমশকপিপীলিকাশর্কোটকাদিবিষ-ভৈষজ্যার্থং 'তিরশ্চিরাজেঃ' ইত্যষ্টর্চেন মধুকং অভিমন্ত্র্য বৃশ্চিকাদিদষ্টং পায়য়েৎ। তথা তত্রৈব কর্মণি ক্ষেত্রমৃত্তিকাং বল্মীকমৃত্তিকাং বা সজীবপশুচর্মাবেষ্টিতাং অনেন অষ্টর্চেন সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। কেবলাং মৃত্তিকাং অভিমন্ত্র্য উদকেন পায়য়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি অনেনৈব উদপাত্রং হরিদ্রামিশ্রং আজ্য বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পায়য়েৎ। সূত্রিতং হি। ....ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৫অ. ৪-৫সূ)॥

টীকা — মার্গ বা পথের স্বস্ত্যয়নকর্মে চতুর্থ সূক্তটির মন্ত্র জপ ক'রে প্রথমে দক্ষিণ পদ বিক্ষেপ ক'রে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। এ ছাড়া সকল স্বস্ত্যয়নকর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে এই মন্ত্রটি বিনিযুক্ত হয়। 'তিরশ্চিরাজেঃ' ইত্যাদি সূক্তের আটটি মন্ত্র বৃশ্চিক, মশক, পিপীলিকা, শর্কোট ইত্যাদির বিষ চিকিৎসায় সূত্রোক্তপ্রকারে মধুক (ঔষধি) অভিমন্ত্রিত ক'রে দংষ্ট ব্যক্তিকে পান করাতে হয়। এই কর্মে সূত্রানুসারে ক্ষেত্রমৃত্তিকা বা বল্মীক-মৃত্তিকার অভিমন্ত্রণ, জলপাত্রে হরিদ্রামিশ্র বা আজ্য সম্পাতিত পূর্বক অভিমন্ত্রণ ইত্যাদি হয়ে থাকে ॥ (৭কা. ৫অ. ৪-৫সূ) ॥ ৪ ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : সরস্বতী

[ঋষি : বামদেব। দেবতা : সরস্বতী। ছন্দ : জগতী]

যদাশসা বদতো মে বিচুক্ষুভে যদ্ যাচমানস্য চরতো জনাঁ অনু।
যদাত্মনি তন্বো মে বিরিষ্টং সরস্বতী তদা পৃণদ্ ঘৃতেন ॥ ১॥
সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবৃতন্নৃতানি।
উভে ইদস্যোভে অস্য রাজত উভে যতেতে উভে অস্য পুষ্যতঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — আমার যে অঙ্গ অভীপ্সিত বস্তুর অভাবে ক্লিষ্ট হয়ে গিয়েছে, ব্যর্থ যাচনার কারণ যে অঙ্গ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে এবং জনে জনে পরিভ্রমণের নিমিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, আমার সেই অঙ্গকে বাগেদবী সরস্বতী ঘৃতবৎ সারভূত ফলের দ্বারা আপূরিত করুন (অর্থাৎ স্বাভাবিক দিশা প্রাপ্ত করান) ॥ ১॥ মরুৎ-যুক্ত জলের পুত্রভূত বরুণের উদ্দেশে সপ্ত নদী প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশরূপ পিতার নিমিত্ত এবং প্রমুখ দেবতাগণের পুত্র রূপ মনুষ্যগণ হবিঃ প্রদান ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান করছে। আকাশ ও পৃথিবী উভয় লোকে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ে বিরাজমান রয়েছে। উভয়

লোক উভয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত সদা যত্নশীল হয়ে আছে এবং অন্ন ও জলের দ্বারা উভয় লোক উভয়কে পোষণ (বা সম্পন্ন) করছে ॥ ২॥

◆

সপ্তম সূক্ত : অন্নম্

[ঋষি : কৌরুপথি। দেবতা : ইন্দ্র ও বরুণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতৌ।
যুবো রথো অধ্বরো দেববীতয়ে প্রতি স্বসরমুপ যাতু পীতয়ে ॥ ১॥
ইন্দ্রবরুণা মধুমত্তমস্য বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্।
ইদং বামন্ধঃ পরিষিক্তমাসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়েথাম্ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে ধৃতব্রতো ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা এই প্রসন্নতাপ্রদ আমাদের অভিষুত সোম পান করো। তোমাদের রথ দেবতাগণকে কামনাশালী সোমযুক্ত এই যজমানের ঘরের নিকট উপনীত হোক ॥ ১॥ হে বরুণ! হে ইন্দ্র! তোমরা অভিলষিত ফল বর্ষণ করে থাকো। তোমাদের নিমিত্ত এই সোমরস গ্রহ চমস ইত্যাদি পাত্রে সর্বতোভাবে অর্পিত (বা সিঞ্চিত) ক'রে দেওয়া হয়ে গিয়েছে; তোমরা এই বিতায়িত (বিছিয়ে দেওয়া) কুশা রূপ আসনের উপর উপবেশন পূর্বক অভিলষিত ফলবর্ষণশালী সোমকে পান করো ॥ ২॥

◆

অষ্টম সূক্ত : শাপমোচনম্

[ঋষি : বাদরায়ণি। দেবতা : অরিনাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যো নঃ শপাদশপতঃ শপতো যশ্চ নঃ শপাৎ।
বৃক্ষ ইব বিদ্যুতা হত আ মূলাদনু শুষ্যতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা নিন্দা না করলেও যে শত্রু নিন্দাবাক্যে আমাদের র্ভৎসনা করে, যারা আমাদের দ্বারা নিন্দিত হয়ে পরুষবাক্য প্রয়োগ করে, তারা বিদ্যুতের দ্বারা হত বৃক্ষের ন্যায় সমূলে বিশুষ্ক হয়ে যাক। তাদের পিতা পুত্র ইত্যাদি সকলেই শুষ্ক হয়ে (বিনষ্ট হয়ে) যাক ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — যাচকানাং অভিলষিতার্থপ্রাপ্তয়ে 'যদ্ আশসা' ইতি দ্বাভ্যাং স্বরূপবৎসায়া গোর্দুগ্ধেন শৃতং পায়সং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ।...উক্থ্যক্রতৌ মৈত্রাবরুণযাজ্যাহোমানুমন্ত্রণং 'ইন্দ্রাবরুণা সুতপৌ' ইত্যনয়া কুর্যাৎ। উক্তং বৈতানে।...অভিচারকর্মণি 'যো নঃ শপাৎ' ইত্যনয়া অশনিহতবৃক্ষসমিধ আদধ্যাৎ ॥ (৭কা. ৫অ. ৬-৮সূ)॥

টীকা — যাচকগণের অভিলষিত সামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত উপর্যুক্ত ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্র দুটির দ্বারা

স্বরূপবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধে পক্ব-কৃত পায়স অভিমন্ত্রণ পূর্বক ভক্ষণ করণীয়। উক্থ্য-ক্রতুতে মৈত্রাবরুণ যাগে সপ্তম সূক্তের মন্ত্র দুটির দ্বারা অনুমন্ত্রণে বিনিয়োগ করণীয়। 'যো নঃ শপাৎ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা নিন্দাকারী শত্রুর বিরুদ্ধে অভিচারকর্ম-সাধনে বজ্রাহত বৃক্ষের কাষ্ঠ আহরণ করে আনতে হয় ॥ (৭কা. ৫অ. ৬-৮সূ) ॥

◆◆

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : রম্যং গৃহম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : গৃহ, বাস্তোষ্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

ঊর্জং বিভ্রদ্ বসুবনিঃ সুমেধা অঘোরেণ মিত্রিয়েণ।
গৃহানৈমি সুমনা বন্দমানো রমধ্বং মা বিভীত মৎ ॥ ১॥
ইমে গৃহা ময়োভুব ঊর্জস্বন্তঃ পয়স্বন্তঃ।
পূর্ণা বামেন তিষ্ঠন্তস্তে নো জানন্ত্বায়তঃ ॥ ২॥
যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ।
গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্ত্বায়তঃ ॥ ৩॥
উপহূতা ভূরিধনাঃ সখায়ঃ স্বাদুসংমুদঃ।
অক্ষুধ্যা অতৃষ্যা স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন ॥ ৪॥
উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ।
অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ ॥ ৫॥
সূনৃতাবন্তঃ সুভগা ইরাবন্তো হসামুদাঃ।
অতৃষ্যা অক্ষুধ্যা স্ত গৃহা মাস্মদ্ বিভীতন ॥ ৬॥
ইহৈব স্ত মানু গাত বিশ্বা রূপাণি পুষ্যত।
ঐষ্যামি ভদ্রেণা সহ ভূয়াংসো ভবতা ময়া ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — আমি মিত্র ভাবযুক্ত স্নেহময় নেত্রে দর্শন করতে করতে, অন্নকে ধারণ ক'রে, ধন-ধারণশালী হয়ে, শোভন বুদ্ধিতে ধন ইত্যাদি সম্পত্তির দ্বারা প্রসন্ন হয়ে স্তুতি করতে করতে আপন গৃহে আগমন করছি। হে গৃহসমুদায়! আমি হেন গৃহস্বামীর সাহচর্যে তোমরা সুখী হও। দেশান্তর হতে আগমনশালী আমা হতে ভয় প্রাপ্ত হয়ো না ॥ ১॥ অন্ন, রস, দুগ্ধ ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ এই সুখদায়ক গৃহগুলি প্রবাস হতে আগমনশালী আমাদের আপন স্বামীরূপে জ্ঞাত হোক॥ ২॥ গৃহ হতে দূরে গমনকারী (প্রবাসী) জন আপন যে সুন্দর পদার্থের দ্বারা সম্পন্ন গৃহকে স্মরণ ক'রে থাকে, আমরা সেই গৃহসমূহকে পুনরায় প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করি। সেই ঘর প্রবাস হতে আগমনশালী আমাদের জ্ঞাত হোক (বা মান্য করুক) ॥ ৩॥ হে গৃহসমূহ! তোমরা বহু ধন ও মধুর পদার্থের দ্বারা সমৃদ্ধ হও। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তোমরা ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হয়ো না। অনুজ্ঞার নিমিত্ত প্রার্থিত হয়ে গিয়ে

তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী মনুষ্য ধন ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন থাকুক। তোমরা প্রবাস হতে আগমনশালী আমাদের হতে ভয়ভীত হয়ো না ॥ ৪॥ আমাদের গৃহে মেষী, ছাগী, গাভী, অন্ন ইত্যাদি সকল উপভোগ্য বস্তু অনুজ্ঞার নিমিত্ত উপহূত (অর্থাৎ প্রার্থিত) হোক ॥ ৫॥ হে গৃহাবলি! তোমরা সুন্দর ভাগ্যশালী হও; অন্ন ও ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ হও; তোমাদের উদ্দেশে কথিতা বাণী সত্যযুক্ত ও প্রিয় হোক। তোমাদের মধ্যে নিবাসকারী জন হর্ষ ও হাস্যে থাকুক। তোমাদের মধ্যে নিবাসকারী মনুষ্যগণের কেউ যেন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত না থাকে। তোমরা প্রবাস প্রত্যাগত আমাদের হতে ভয়ভীত হয়ো না ॥ ৬॥ হে গৃহ সমুচয়! তোমরা প্রবাসী আমাদের অনুগামী হয়ো না; তোমরা এই প্রদেশেই স্থিত থাকো। তোমরা (আমাদের) পুত্র ইত্যাদিকে পুষ্ট (বা পালন) করো। আম দেশ-দেশান্তর হতে কল্যাণ-করণশালী ধনরাশি উপার্জন করে পুনরায় আগমন করবো। তোমরা সেই ধনের সাথে তেজস্বী (বা বহুগুণে বর্ধন-প্রাপ্ত) হয়ো ॥ ৭॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : তপঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

যদগ্নে তপসা তপ উপতপ্যামহে তপঃ।
প্রিয়াঃ শ্রুতস্য ভূয়াস্মায়ুষ্মন্তঃ সুমেধসঃ ॥ ১॥
অগ্নে তপস্তপ্যামহ উপ তপ্যামহে তপঃ।
শ্রুতাণি শৃণ্বন্তো বয়মায়ুষ্মন্তঃ সুমেধসঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! সমিধাদান ইত্যাদির দ্বারা তোমার যে কর্ম করণীয়, তা আমরা তোমার নিকট করবো। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ইত্যাদি তোমার তপস্যা সম্পর্কিত কর্ম আমরা তোমার সেবা ক'রে সম্পন্ন করছি। (অর্থাৎ তোমার পরিচর্যার মাধ্যমে আমরা তপস্যাগত ফল অর্জন করছি)। আমরা সেই কর্মের দ্বারা শোভন ধারণা শক্তিশালী, বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নশীল, প্রসন্ন মনঃসম্পন্ন এবং দীর্ঘায়ু হবো ॥ ১॥ হে অগ্নিদেব! তোমার নিকট আমরা শরীরশোষণরূপ এমন তপঃ সাধিত করছি, যার দ্বারা আমরা অধীত বেদশাস্ত্র ইত্যাদি শ্রবণ পূর্বক স্মৃতি ও ধারণা শক্তিতে সমৃদ্ধ ও দীর্ঘায়ুশালী হবো ॥ ২॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : মরীচ কাশ্যপ। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : জগতী]

অয়মগ্নিঃ সৎপতির্বৃদ্ধবৃষ্ণ্যো রথীব পত্তীনজয়ৎ পুরোহিতঃ।
নাভা পৃথিব্যাং নিহিতো দবিদ্যুতদধস্পদং কৃণুতাং যে পৃতণ্যবঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — এই গার্হপত্য অগ্নি প্রবৃদ্ধ বলের সাথে যুক্ত। ইনি হবির্দানের দ্বারা মহান্ মহান্

দেবতাগণকে পালন ক'রে থাকেন। ইনি সচরাচর বিশ্বের স্বামী ঋত্বিকগণের দ্বারা অগ্রে স্থাপিত হয়ে থাকেন। যেমন রথবান্ পুরুষ প্রজাবৃন্দকে আপন অধীনস্থ করতে সক্ষম হন, তেমনই ইনি প্রজাবৃন্দকে আপন অধীন ক'রে থাকেন। পৃথিবীর নাভিস্থানীয় এই উত্তরবেদিতে বিরাজমান অগ্নি আমার সংগ্রামেচ্ছু শত্রুবৃন্দকে পদ-দলিত করুন (অথবা আমাদের পদতলে পাতিত করুন) ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ঊর্জং বিভ্রৎ' ইতি আদ্যে সূক্তে আদিতঃ ষড়্ঋচং দেশান্তরাৎ আগতঃ স্বগৃহং দৃষ্ট্বা সমিধো গৃহীত্বা প্রজপণ স্বগৃহং আগত্য হস্তস্থাঃ সমিধো বামেন হস্তেন ধৃত্বা বলীকতৃণানি দক্ষিণেন হস্তেন স্পৃষ্ট্বা ষড়্ঋচং জপিত্বা গৃহং প্রবিশ্য আহিতেহগ্নৌ অনেন ষড়্ঋচেন তাঃ সমিধঃ পুষ্টার্থং আদধ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...'ইহৈব স্ত' ইত্যনয়া প্রবাসং করিষ্যন্ স্বকীয়ান গৃহান পুত্রাদীংশ্চাবেক্ষেত।...আগ্রহায়ণ্যাং 'যৎ অগ্নে তপসা' ইতি দ্বাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং ক্ষীরৌদনপুরোডাশরসানাং অন্যতমং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য মেধাকামঃ অশ্নীয়াদ্ অগ্নিং উপতিষ্ঠেত বা।...তথা উপনয়নে অগ্নিকার্যে আভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং অগ্নিং পরিসমূহেৎ।...আবসথ্যাধানে 'অয়ং অগ্নি' ইতোষা মহাশান্তিগণে আবপনীয়া।...ইত্যাদি॥ (৭কা. ৬অ. ১-৩সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের প্রথম ছ'টি মন্ত্র দেশান্তর হতে প্রত্যাগত গৃহস্বামী কর্তৃক আপন গৃহ দর্শন পূর্বক সমিধ গ্রহণ ক'রে সূত্রোক্তপ্রকারে জপ ক'রে গৃহে প্রবেশ করার নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়। সপ্তম মন্ত্রটিতে প্রবাস হতে প্রত্যাগত হয়ে পুত্র ইত্যাদির মাঙ্গল্য চিন্তার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্রদ্বয় মেধাকামনায় সূত্রানুসারে অগ্নির উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়। এই মন্ত্র দু'টি উপনয়নে অগ্নিকার্যেও বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রটি মহাশান্তিগণে আবপনীয় ॥ (৭কা. ৬অ. ১-৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : দূরিতনাশনম্

[ঋষি : মরীচি কাশ্যপ। দেবতা : জাতবেদা। ছন্দ : জগতী]

পৃতনাজিতং সহমানমগ্নিমুক্থৈর্হবামহে পরমাৎ সধস্থাৎ।
সঃ নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামৎ দেবোঽতি দুরিতান্যগ্নিঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — যজমান প্রদত্ত হবির্ভাগকে দেবতাগণের নিমিত্ত তাঁদের সহাবস্থানে বহনকারী, শত্রুগণের উপর বিজয় লাভকারী, দ্যুলোকে নিবাসকারী অগ্নিদেবকে আমরা উক্থ স্তোত্রের দ্বারা আহূত করছি। তিনি আমাদের বিপত্তিসমূহ হতে উত্তীর্ণ করুন এবং দুর্গতি প্রদানশীল পাপসমূহকে পূর্ণভাবে ভস্ম করে ফেলুন ॥ ১॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : আপ, অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী]

ইদং যৎ কৃষ্ণঃ শকুনিরভিনিষ্পতন্নপীপতৎ।
আপো মা তস্মাৎ সর্বস্মাদ্ দুরিতাৎ পান্ত্বংহসঃ ॥ ১॥

ইদং যৎ কৃষ্ণঃ শকুনিরবামৃক্ষন্নির্ঋতে তে মুখেন।
অগ্নির্মা তস্মাদেনসো গার্হপত্যঃ প্র মুঞ্চতু ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — গগন মার্গ হতে আগত (বা পতিত) কৃষ্ণবর্ণশালী কাকপক্ষী আমার এই অঙ্গে তার পক্ষের দ্বারা আঘাত করেছে; সেই কারণে প্রাপ্ত (বা সঞ্জাত) দুর্গতিপ্রদ পাপ হতে এই অভিমন্ত্রিত জল আমাকে রক্ষা করুক ॥ ১॥ হে মৃত্যু (নির্ঋতি দেবতা)! তোমার মুখের দ্বারা কাক আমার এই অঙ্গে আঘাত করেছে। ('কাকঃ স্বচঞ্চুপুটেন মদীয়ং অঙ্গং নোপহতবান কিং তু মৃত্যুমুখেনেতি কাকস্পর্শনদোষঃ অতিকষ্ট ইতি জ্ঞাপয়িতুং নির্ঋতিমুখেন অভিমর্শনবচনং'—অর্থাৎ কাক তার আপন চঞ্চুপুটে আঘাত করলেও তার স্পর্শদোষ অতিকষ্টের কারণ হয় বলে ঐ আঘাতকে মৃত্যুমুখের আঘাত বলে অভিহিত করা হচ্ছে)। এই কাকস্পর্শনজনিত পাপ হতে গার্হপত্য অগ্নি আমাকে মুক্ত করুন ॥ ২॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : দূরিতনাশনম্

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : অপামার্গ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

প্রতীচীনফলো হি ত্বমপামার্গ রুরোহিথ।
সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি বরীয়ো যাবয়া ইতঃ ॥ ১॥
যদ্ দুষ্কৃতং যচ্ছমলং যৎ বা চেরিম পাপয়া।
ত্বয়া তৎ বিশ্বতোমুখাপামার্গাপ মৃজ্মহে ॥ ২॥
শ্যাবদতা কুনখিনা বণ্ডেন যৎ সহাসিম।
অপামার্গ ত্বয়া বয়ম্ সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অপামার্গ (পাপাপমার্জনসাধন ইধ্মপ্রকৃতিভূত কাষ্ঠবিশেষ)! তুমি প্রতীচীনফলত্ব প্রাপ্ত হয়ে উৎপন্ন হয়েছো। (অর্থাৎ অগ্র হতে আরম্ভ ক'রে ফলের মূল পর্যন্ত আত্মাভিমুখী স্পর্শে কণ্টকরহিত হওয়ায় একে প্রতীচীনফল বা 'প্রত্যঙ্মুখানি ফলানি যস্য' বলা হয়েছে)। তুমি আমার সকল শপথজনিত দোষ (শপথান্ দোযান্) পূর্ণভাবে স্খলন (বা পৃথক্) ক'রে দাও ॥ ১॥ হে বিশ্বতোমুখ (অর্থাৎ বিস্তৃত শাখাশালী) অপামার্গ! যে মলিন পাপ আমাদের দ্বারা আচারিত হয়ে গিয়েছে, দুষ্টপ্রবৃত্তির দ্বারা আমরা যে দুঃখদায়ক পাপকে অর্জন ক'রে ফেলেছি, সেগুলি আমরা সর্বদিক দিয়ে তোমার সাহচর্যে অপসারিত করছি ॥ ২॥ স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ দন্তযুক্ত, কুৎসিত নখশালী এবং ব্যাধিগ্রস্ত বা নপুংসক (পণ্ড) পুরুষের সাথে একত্রে ভোজন ইত্যাদি ব্যবহারমাত্রে যে পাপ উৎপন্ন ক'রে ফেলেছি, তা তোমার দ্বারা অপমার্জন (বা নিবারণ) করছি ॥ ৩॥

সপ্তম সূক্ত : ব্রহ্ম

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রাহ্মণম্ (ব্রহ্ম)। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদ্যন্তরিক্ষে যদি বাত আস যদি বৃক্ষেষু যদি বোলপেষু।
যদশ্রবন্ পশব উদ্যমানং তৎ ব্রাহ্মণং পুনরস্মানুপৈতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — মেঘাচ্ছন্ন অন্তরিক্ষে (মেঘলা দিনে) যে বেদ পঠিত হয়েছে, কিংবা তীক্ষ্ণ ঝড়ের মধ্যে বা বৃক্ষের নীচে (অর্থাৎ ছায়ায়) বা হরিৎ শস্যের নিকটে (ধান্য ইত্যাদি শস্যক্ষেত্রের সন্নিকটে) অথবা গ্রাম্য বা আরণ্য পশুর নিকটে যে বেদবাক্য কথিত বা শ্রুত হওয়ায় (অর্থাৎ নিষিদ্ধ কালে ও স্থলে বেদের প্রচলন-জনিত কারণে) আমাদের নিকট হতে যে বেদ (বা বেদ-সম্পর্কিত পুণ্যপ্রভাব) চলে গিয়েছে, আমরা বেদপাঠকগণ সেই বেদকে পুনরায় ফলসহ যেন প্রাপ্ত হই ॥ ১॥

◆

অষ্টম সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : বৃহতী]

পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ।
পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম কল্পয়ন্তামিহৈব ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — আমার ইন্দ্রিয়সমূহ পুনরায় আমার প্রাপ্ত হোক, জীবাত্মা পুনরায় আমাতে প্রবেশ করুক, ধন পুনরায় আমার লভ্য হোক, মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদও পুনরপি আমাতে ব্যাপ্ত হোক। হবন-বেদি সমূহের বিহৃতপ্রদেশে বিহারকারী অগ্নিসমূহ পুনরায় সমৃদ্ধ হোন ॥ ১॥

◆

নবম সূক্ত : সরস্বতী

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : সরস্বতী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

সরস্বতী ব্রতেষু তে দিব্যেষু দেবি ধামসু।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি ররাস্ব নঃ ॥ ১॥
ইদং তে হব্যং ঘৃতবৎ সরস্বতীদং পিতৃণাং হবিরাস্যং যৎ।
ইমানি ত উদিতা শংতমানি তেভির্বয়ং মধুমন্তঃ স্যাম ॥ ২॥
শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃডীকা সরস্বতী।
মা তে যুয়োম সংদৃশঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবী সরস্বতী! তুমি গার্হপত্য ইত্যাদি স্থানসমূহে আহুত হব্যের সেবন করো এবং আমাদের পুত্র ইত্যাদি প্রদান করো ॥ ১॥ হে শারদা (বর্ণপদাদিরূপেণ প্রসরণবতি হে দেবি)! তোমার নিমিত্ত যে ঘৃতযুক্ত হবিঃ হুত হচ্ছে, তা পিতৃগণকে প্রেরিত করো। তোমার নিমিত্ত প্রদত্ত মঙ্গলময় হবির সৌজন্যে আমরা মধুময় অন্নের দ্বারা সমৃদ্ধ হবো ॥ ২॥ হে সরস্বতী (বর্ণপদাদিরূপেণ প্রসরণবতি হে বাক্-দেবতা)! আমরা তোমার দর্শন হতে (বা তোমার স্বরূপ জ্ঞান হতে) যেন কখনও বঞ্চিত না হই। তুমি আমাদের নিকট সর্বসুখরূপা হও (অর্থাৎ আমাদের শোভন সুখ প্রদানশালিনী হও); তুমি আমাদের রোগ ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিবারণশালী হও ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — আবসথ্যাধানে মথনার্থং যজমানঃ অরণ্যং 'পৃতনাজিতং' ইতি ঋচা অগ্নিং আহ্বয়েৎ।...শরীরে কাকাভিঘাতদোষশান্ত্যর্থং 'ইদং যৎ কৃষ্ণঃ' ইতি দ্বাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং উদকং অভিমন্ত্র্য কাকোপহতশরীরং প্রক্ষালয়েৎ।...কাকস্পর্শনদোষশান্ত্যর্থং 'শ্যাবদতা' ইতি মন্ত্রোক্তরোগশান্তয়ে চ 'প্রতীচীনফলঃ' ইতি ত্রিভিঃ অপামার্গসমিধ আদধ্যাৎ। তৎ উক্তং সংহিতাবিধৌ।...বিবাহে কুমার্যাঃ স্নাপনানন্তরং 'যৎ দুষ্কৃতং' ইতি দ্বাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং অঙ্গানি বাসস্য প্রমার্জয়েৎ।...'যদ্যরিক্তে' 'পুনর্মৈত্ত্বিন্দ্রিয়ং' ইত্যনয়া প্রতিগ্রহদোষশান্তয়ে প্রতিগ্রাহ্যং বস্ত্বভিমন্ত্রা গৃহীয়াৎ। তথা নিত্যনৈমিত্তিক-কামেষু কর্মসু পাকযজ্ঞতন্ত্রে চ কর্মসমাপনানন্তরং ন্যূনাতিরেকদোষশান্তয়ে অনয়া আত্মানং অনুমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি।...চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেবপর্বণি সারস্বতযাগং 'সরস্বতী ব্রতেষু' ইতি ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৬অ. ৪-৯সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রটি যজমান কর্তৃক মন্থনের নিমিত্ত অরণিস্থিত অগ্নির আহ্বানে বিনিযুক্ত হয়। শরীরে কাকাভিঘাতজনিত দোষের শান্তির নিমিত্ত পঞ্চম সূক্তটির বিনিয়োগ দেখা যায়। কাকস্পর্শনদোষ শান্তির নিমিত্ত 'প্রতীচীনফলো হি' ইত্যাদি সূক্তটি অপমার্গসমিধের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়। বিবাহে কুমারীর স্নানের পরে বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গ-মার্জনায় ঐ সূক্তের 'যৎ দুষ্কৃতং' ও 'শ্যাবদতা' এই মন্ত্র দু'টি বিনিযুক্ত হয়। প্রতিগ্রহদোষ শান্তির নিমিত্ত সপ্তম ও অষ্টম সূক্তের বিনিয়োগ বিহিত আছে। তথা নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্মে ও পাকযজ্ঞতন্ত্রে কর্মসমাপ্তির পরে সামান্যমাত্র দোষ অতিরিক্ত থাকলেও তার শান্তির নিমিত্ত ঐ অষ্টম সূক্তটির বিনিয়োগ বিহিত আছে। চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেবপর্বে সারস্বত যাগে ব্রহ্মা (ঋত্বিক) কর্তৃক 'সরস্বতী ব্রতেষু' সূক্তটির অনুমন্ত্রণ বিহিত আছে ॥ (৭কা. ৬অ. ৪-৯সূ) ॥

◆

দশম সূক্ত : সুখম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : সুখম্। ছন্দ : পংক্তি]

শং নো বাতো বাতু শং নস্তপতু সূর্যঃ।
অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রী প্রতি
ধীয়তাং শমুষা নো ব্যুচ্ছতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — বায়ু আমাদের সুখকর হয়ে বিচরণ করুক। সূর্য অর্থাৎ সুষ্ঠু সকলের প্রেরক আদিত্য আমাদের সুখদায়ক তাপদানশীল হোন (অর্থাৎ সন্তাপদায়ক না হোন)। দিনসমূহ আমাদের

সুখ প্রদান করুক; রাত্রিগুলিও যথায় আমাদের সুখ তথায় প্রতিষ্ঠিত হোক; উষাসমূহও আমাদের যথায় সুখ, তথায় প্রকাশিত হোক। (অর্থাৎ দিন, রাত্রি ও উষা—সকলেই আমাদের সুখ প্রদান করুক) ॥ ১॥

◆

একাদশ সূক্ত : শত্রুদমনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : শ্যেন, দেবগণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্]

যৎ কিং চাসৌ মনসা যচ্চ বাচা যজ্ঞৈর্জুহোতি হবিষা যজুষা।
তন্মৃত্যুনা নির্ঋতিঃ সংবিদানা পুরা সত্যাদাহুতিং হন্ত্বস্য ॥ ১॥
যাতুধানা নির্ঋতিরাদু রক্ষস্তে অস্য ঘ্নন্ত্বনৃতেন সত্যম্।
ইন্দ্রেষিতা দেবা আজ্যমস্য মথ্নন্তু মা তৎ
সং পাদি যদসৌ জুহোতি ॥ ২॥
অজিরাধিরাজৌ শ্যেনৌ সম্পাতিনাবিব।
আজ্যং পৃতন্যতো হতাং যো নঃ কশ্চাভ্যঘায়তি ॥ ৩॥
অপাঞ্চৌ ত উভো বাহূ অপি নহ্যাম্যাস্যম্।
অগ্নের্দেবস্যমন্যুনা তেন তেঽবধিষং হবিঃ ॥ ৪॥
অপি নহ্যামি তে বাহূ অপি নহ্যাম্যাস্যম্।
অগ্নের্ঘোরস্য মন্যুনা তেন তেঽবধিষং হবিঃ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — ঐ যে দূরস্থিত শত্রু অভিচার মন্ত্রের দ্বারা হোম করছে, যে আমাদের প্রতি হিংসার সঙ্কল্প করছে, তবে সেই শত্রুর মন বাক্য ও দেহের দ্বারা ক্রিয়মাণ অভিচার কর্ম সত্য (অর্থাৎ ফলপ্রসূ) হবার পূর্বেই পাপদেবতা নির্ঋতি মৃত্যুর সহযোগে তাকে বিনাশ ক'রে দিক ॥ ১॥ পরপীড়াকারিণী নিকৃষ্টগমনা পাপরাক্ষসী নির্ঋতি ও রাসক্ষসসমূহ সেই শত্রুর দ্বারা কৃত অভিচার কর্মের যথার্থ ফলকে অসত্য (অর্থাৎ নিষ্ফল) ক'রে দিক। আমাদের শত্রুর আজ্যসাধন হোমকর্মগুলি ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত দেবতা বিনষ্ট ক'রে দিন এবং আমাদের প্রতি হিংসান্বিত (অর্থাৎ আমাদের বধের নিমিত্ত) যে কর্ম তারা অনুষ্ঠিত করছে, তা যেন সম্পন্ন না হয় (অর্থাৎ—'ফলপ্রদ ন ভবতি' বা 'অঙ্গবিকলং ভবতু') ॥ ২॥ অজির ও অধিরাজ নামক দুই মৃত্যু-দূত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শত্রুর হোমক্রিয়াকে বিনষ্ট ক'রে দিক, যেমন আকাশপথ হতে অতর্কিতে নেমে এসে (নিষ্পতিত হয়ে) শ্যেনপক্ষী তার দ্বেষ্যপক্ষীকে বিনাশ ক'রে থাকে। যে শত্রু আমাদের সম্মুখে আগত হয়ে আমাদের প্রতি হিংসারূপ কর্ম সাধন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের ঘৃতযুক্ত কর্ম অসত্য (নিষ্ফল) ক'রে দিক ॥ ৩॥ হে অভিচার কর্মে প্রযুক্ত শত্রু! বহন ইত্যাদি কর্মে যুক্ত তোমার হস্ত দুটিকে তোমার পৃষ্ঠভাগে বন্ধন পূর্বক তোমার হোমসাধনভূত মন্ত্রোচ্চারণশীল মুখটিকেও বন্ধন ক'রে রাখছি। এইভাবে হস্তদ্বয় ও মুখ বন্ধ হয়ে যাবার পর, আমি তোমার কর্মকেও (বা হোতব্য দ্রব্যসম্ভারকেও)

অগ্নির কোপে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেবো ॥ ৪ ॥ হে অভিচার কর্মে প্রযুক্ত শত্রু! পৃষ্ঠভাগে বন্ধনপ্রাপ্ত তোমার হস্তদ্বয় আর হোমকর্ম সাধনে সক্ষম হবে না। তোমার মুখ বন্ধনপ্রাপ্ত হওয়ায় আর আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণে সক্ষম হবে না। ভয়ঙ্কর অগ্নির তেজঃ প্রভাবে যজ্ঞীয় দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ায় হোম কর্মও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ হবিঃসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হওনশীল তোমার অভীষ্টকেও আমি অগ্নির বিকরাল ক্রোধের দ্বারা বিনষ্ট করে দেবো ॥ ৫ ॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : অগ্নিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে মথনের (বা বলের) দ্বারা নিষ্পন্ন অগ্নি! তুমি যজ্ঞ ইত্যাদির বাধক রাক্ষসবৃন্দকে প্রতিদিন হনন ক'রে থাকো। অতএব রাক্ষসসমূহকে হননের নিমিত্তই আমরা তোমা হেন মেধাবীকে সর্বদিক হতে ধারণ করছি ॥ ১ ॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : ইন্দ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

উৎ তিষ্ঠাতাব পশ্যতেন্দ্রস্য ভাগমৃত্বিয়ম্।
যদি শ্রাতং জুহোতন যদ্যশ্রাতং মমত্তন ॥ ১॥
শ্রাতং হবিরো ষ্বিন্দ্র প্র যাহি জগাম সূরো অধ্বনো বি মধ্যম্।
পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্ ॥ ২॥
শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নৌ সুশৃতং মন্যে তদৃতং নবীয়ঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেন্দ্র বজ্রিন্ পুরুকৃজ্জুষাণঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঋত্বিকবর্গ! উপবিষ্ট হয়ে থেকো না। উত্থিত হয়ে বসন্ত ইত্যাদি ঋতুতে অনুষ্ঠিতব্য যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ নিরীক্ষণ করো। যদি তা পক্ক (রন্ধিত) না হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণ না তা পক্ক হচ্ছে ততক্ষণ ইন্দ্রদেবকে স্তুতির দ্বারা তৃপ্ত করতে থাকো এবং পক্ক হয়ে যায় তো তা অগ্নিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করো ॥ ১ ॥ হে ইন্দ্র! দধিঘর্ম নামক তোমার হবিঃ পক্ক হয়ে গিয়েছে, অতএব শীঘ্র এইস্থানে আগমন করো। অর্ধ হতে কিছুটা কম পথে সূর্য উপনীত হয়েছে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত); অভিষুত সোমকে অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করে ঋত্বিক্‌বর্গ, বংশধর পুত্রগণ

কর্তৃক গৃহপতির পরিচর্যার মতো, তোমারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন ॥ ২॥ এই দধিঘর্ম নামক হবিঃ দুগ্ধরূপে গাভীর স্তনে পক্ক হয়ে রয়েছে বলে মনে করি। এই সময়ে দধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্তও তা অগ্নিতে পাক হচ্ছে। আমি জানি যে, এই দধিঘর্ম ঠিক রকমে পক্ক হয়েছে। অতএব তা সত্যস্বরূপ নবতর হয়েছে। হে কর্মবান্ বজ্রিন্! তুমি প্রীতমাণ হয়ে মধ্যন্দিনে অনুষ্ঠিত সবনে অভিযুত সোমের দধি (অর্থাৎ দধিঘর্মাখ্য হবিঃ) পান করো ॥ ৩॥

◆

চতুর্দশ সূক্ত : ঘর্মঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ঘর্ম, অশ্বিনদ্বয়। ছন্দ : জগতী, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষণা রথী দিবস্তপ্তো ঘর্মো দুহ্যতে বামিষে মধু।
বয়ং হি বাং পুরুদমাসো অশ্বিনা হবামহে সধমাদেষু কারবঃ ॥ ১॥
সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা তপ্তো বাং ঘর্ম আ গতম্।
দুহ্যন্তে নূনং বৃষণেহ ধেনবো দস্রা মদন্তি বেধসঃ ॥ ২॥
স্বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু যজ্ঞো যো অশ্বিনোশ্চমসো দেবপানঃ।
তমু বিশ্বে অমৃতাসো জুষাণা গন্ধর্বস্য প্রত্যাস্না রিহন্তি ॥ ৩॥
যদুস্রিয়াস্বাহুতং ঘৃতং পয়োঽয়ং স বামশ্বিনা ভাগ আ গতম্।
মাধ্বী ধর্তারা বিদথস্য সৎপতী তপ্তং ঘর্মং পিবতং রোচনে দিবঃ ॥ ৪॥
তপ্তো বাং ঘর্মো নক্ষতু স্বহোতা বামধ্বর্যুশ্চরতু পয়স্বান্।
মধোর্দুগ্ধস্যাশ্বিনা তনায়া বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ৫॥
উপ দ্রব পয়সা গোধুগোষমা ঘর্মে সিঞ্চ পয় উস্রিয়ায়াঃ।
বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যোঽনুপ্রয়াণমুষসো বি রাজতি ॥ ৬॥
উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু যু প্র বোচৎ ॥ ৭॥
হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসা ন্যাগন্।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্নেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ৮॥
জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞমুপ যাহি বিদ্বান্।
বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্য শত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি ॥ ৯॥
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥ ১০॥
সুযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অধা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তৃণমঘ্নে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — হে বৃষণা (অর্থাৎ অভিমতফলের বর্ষণকারী) অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশে অবস্থানকারী দেববর্গের নেতাস্বরূপ। এক্ষণে অগ্নি সন্দীপ্ত হয়েছে। মহাবীর নামক পাত্রে রক্ষিত ঘৃত (ঘর্ম) উত্তম প্রকারে পক্ক হয়ে গিয়েছে। এবং অধ্বর্যুগণ তোমাদের নিমিত্ত দুগ্ধও দোহন ক'রে নিয়েছেন। এখন আমরা হোতারূপ স্তোতৃবর্গ তোমাকে হবির দ্বারা পূর্ণ যজ্ঞসমূহে আহ্বত করছি॥ ১॥ হে অশ্বিদ্বয়! অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে গিয়েছে, তোমাদের নিমিত্ত মহাবীরপাত্রে রক্ষিত ঘৃত (আজ্য) তার দ্বারা তপ্ত হয়ে গিয়েছে; এই নিমিত্ত হবিঃ ভক্ষণার্থে তোমরা এই স্থানে আগত হও। হে ইচ্ছিত ফলবর্ষক অশ্বিদ্বয়! এই কর্মে গাভীসমূহ প্রভূত পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করছে। তোমাদের স্তুতি করতে করতে হোতৃগণ আনন্দে বিভোর হয়ে রয়েছেন ॥ ২॥ স্বাহাকৃত দীপ্ত যজ্ঞ প্রবর্গ্য নামক অশ্বি প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অশ্বিনীকুমারযুগলের পানের (বা ভক্ষণের) নিমিত্ত যে চমস রূপ পাত্র আছে, তা সকল অমবর্ণধর্মী (অমৃতাসঃ) দেবতার প্রিয়। তাঁরা ঐ হবিঃ অগ্নির (বা গন্ধর্ব আদিত্যের) মুখ হতে লেহন (বা ভক্ষণ) ক'রে থাকেন ॥ ৩॥ হে অশ্বিদ্বয়! দুগ্ধের নিবাসস্থানভূত গাভীতে বর্তমান ঘৃতের ন্যায় ক্ষরণশীল বা ঘৃতের উৎপাদক যে দুগ্ধ যজ্ঞীয় মহাবীরপাত্রে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে (বা ঢেলে দেওয়া হয়েছে), তা তোমাদের ভাগ। এই নিমিত্ত তোমরা এই স্থানে আগমন পূর্বক যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদনশালী হও। হে মধুসম্বন্ধিনী বিদ্যায় পারদর্শী ও দেবগণের পালকদ্বয়! দ্যুলোকের প্রকাশক অগ্নিতে তপ্ত ঘৃত পান করো ॥ ৪॥ তোমাদের দু'জনের উদ্দেশে হোতা কর্তৃক সম্যক্ অভিষ্টুত, মহাবীরপাত্রে রক্ষিত এই তপ্ত ঘৃত (আজ্য) ব্যাপ্ত হোক। অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্ তোমাদের হবিঃ প্রদান করুন। তোমরা দুগ্ধ, দধি এবং ঘৃত দিয়ে সমান তৃপ্ত-করণশালী দুগ্ধ পান করো ॥ ৫ ॥ হে অধ্বর্যু! তুমি ঘর্মদুঘা গাভীর দুগ্ধকে তপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করো (অর্থাৎ ঢেলে দাও)। বরণ করার যোগ্য সূর্যদেব দুঃখরহিত স্বর্গকে প্রকাশময় করেছেন, তিনি উষার গমনকে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত তেজস্বী হয়ে উঠেছেন। ('অতএব দুগ্ধ (পায়স) সহ আগত হও এবং আগত হয়ে সেই দুগ্ধ ঘর্মে নিক্ষেপ করো (আসিঞ্চ)।'—এই কথা এইস্থানে হোতা অধ্বর্যুকে বলছেন) ॥ ৬॥ আমি উত্তম প্রকারে বা সহজে দোহনযোগ্যা (সুদুঘা) পুরোবর্তিনী ধেনু আহ্বান করছি, মঙ্গলময় হস্তশালী অধ্বর্যু তাকে (অর্থাৎ এই গাভীকে) দোহন করুন। সর্বপ্রেরক সবিতা দেব ঐসব উপনামশালী দুগ্ধকে আমাদের প্রদান (বা প্রেরণ) করুন। ('ঘর্ম সুষ্ঠুভাবে তপ্ত হয়েছে, তাতে দুগ্ধ নিক্ষেপ করো'—এই কথা পরোক্ষে হোতা অধ্বর্যুকে বলছেন) ॥ ৭॥ ধনের পোষণশালিনী গাভী বৎসের কামনায় যুক্ত হয়ে 'হিং' শব্দ ক'রে আগতা হোক এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিমিত্ত দুগ্ধ দোহন করতে দিক। এই গাভীও আমাদেরও ঐশ্বর্যের নিমিত্ত সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করাক ॥ ৮॥ হে অগ্নি! তুমি সকল যাজ্ঞিকের গৃহে গমন ক'রে থাকো। সকলেই তোমার সেবা-করণে যত্নশীল। তুমি আমার ভক্তির দিকে লক্ষ্য ক'রে আগমন করো এবং শত্রু-সেনাগণকে বিনষ্ট ক'রে তাদের ধনরাশি আমাদের নিমিত্ত আনয়ন করো ॥ ৯॥ হে অগ্নি! আমাদের প্রভূত ঐশ্বর্য প্রদান করার নিমিত্ত তুমি উদার চিত্তসম্পন্ন হও। তোমার তেজঃ উচ্চগামী হোক, (অর্থাৎ অন্ধকার দুরীভূত করুক)। আমরা পতি-পত্নী যাতে সমানভাবে তোমার পরিচর্যা-কর্মে নিয়োজিত থাকতে পারি, সেইরকম অনুগ্রহ করো; অধিকন্তু শত্রুর তেজঃকে পরাভূত করো ॥ ১০॥ হে ঘর্মদুঘা (ধেনু)! তুমি সুন্দর তৃণ ভক্ষণ ক'রে ধনবতী বা ভাগ্যবতী হয়ে ওঠো। অনন্তর আমরাও ধনবন্ত হয়ে উঠবো। হে অঘ্না (অর্থাৎ বধের অযোগ্যা) গাভী! তুমি সর্বদা তৃণ ভক্ষণ পূর্বক বিচরণ করতে থাকো এবং শুদ্ধ জল পান করতে থাকো ॥ ১১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'শং নো বাতো বাতু' 'শিবা নঃ' ইত্যনয়োর্বৃহদ্‌গণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাভিমন্ত্রণাদৌ বিনিয়োগঃ।...অভিচারকর্মণি 'যৎ কিং চাসৌ' ইতি পঞ্চর্চেন মধ্যমপলাশেন ফলীকরণান্ জুহুয়াৎ। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ 'পরি-ত্বাগ্নে পুরং বয়ং' ইত্যনয়া তণ্ডুলানাং পর্যাগ্নিকরণং কুর্যাৎ। সোমযাগে মাধ্যন্দিন সবনে ধিষ্ণ্যাগ্নিং অবলোকয়ন্ 'পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং ইতি ব্রহ্মা যজমানশ্চ জপেৎ।...সোমযাগে প্রবর্গ্যে ঘর্মধুগ্‌দোহার্থং উত্তিষ্ঠিতঃ অধ্বর্য্যাদীন্ 'উত্তিষ্ঠতাব পশ্যত' ইত্যনয়া ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত।...অগ্নিষ্টোমে প্রবর্গ্যে হূয়মানং আজ্যং 'সমিদ্ধো অগ্নিবৃষণা রথী' ইতি সূক্তেন ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত।...প্রবর্গ্যে দুহ্যমানাং ধর্মদুঘাং 'উপ হ্বয়ে' ইতি ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত। বৈতানে সূত্রিতং। ...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৬অ. ১০-১৪সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত দশম সূক্তটি (এবং পূর্ববর্তী নবম সূক্তের শেষ মন্ত্রটি) শান্ত্যুদকে অভিমন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। অভিচার কর্মে একাদশ সূক্তের পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা মধ্যমপলাশের দ্বারা ফলীকরণে যাগ করণীয়। দ্বাদশ সূক্তের মন্ত্রটির দ্বারা দর্শপূর্ণমাসে তণ্ডুলের দ্বারা পর্যাগ্নিকরণে বিনিযুক্ত হয়। সোমযাগে মাধ্যন্দিন সবনে অগ্নিকে অবলোকন পূর্বক ব্রহ্মা (ঋত্বিক) ও যজমান এই মন্ত্রটি জপ করবেন। সোমযাগে প্রবর্গ্যে ত্রয়োদশ সূক্তের মন্ত্রগুলি ব্রহ্মা কর্তৃক অনুমন্ত্রণীয়। অগ্নিষ্টোমে প্রবর্গ্যে হূয়মান আজ্য চতুর্দশ সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মা কর্তৃক অনুমন্ত্রণীয় ॥ (৭কা. ৬অ. ১০-১৪সূ) ॥

◆ ◆

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : গণ্ডমালা চিকিৎসা

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত দেবতা, জাতবেদা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

অপচিতাং লোহিনীনাং কৃষ্ণা মাতেতি শুশ্রুম।
মুনের্দেবস্য মূলেন সর্বা বিধ্যামি তা অহম্ ॥ ১॥
বিধ্যাম্যাসাং প্রথমাং বিধ্যাম্যুত মধ্যমাম্।
ইদং জঘন্যামাসামা চ্ছিনদ্মি স্তুকামিব ॥ ২॥
ত্বাষ্ট্রেণাহং বচসা বি ত ঈর্য্যামমীমদম্।
অথো যো মন্যুষ্টে পতে তমু তে শময়ামসি ॥ ৩॥
ব্রতেন ত্বং ব্রতপতে সমক্তো বিশ্বাহা সুমনা দীদিহীহ।
তং ত্বা বয়ং জাতবেদঃ সমিদ্ধং প্রজাবন্ত উপ সদেম সর্বে ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা শ্রবণ করেছি যে, গলা হতে আরম্ভ ক'রে কক্ষ ইত্যাদি সন্ধিস্থান পর্যন্ত প্রসৃত লোহিতবর্ণবিশিষ্ট গণ্ডমালা নামক ব্রণগুলির মাতা বা উৎপাদয়িত্রী হলো কৃষ্ণবর্ণা পিশাচী। (বর্ণভেদবিশিষ্টা গণ্ডমালার প্রভেদ ষষ্ঠ কাণ্ডের ৮৩ সূক্তে বা ৯ম অনুবাকের ১ম সূক্তে স্পষ্টভাবে উক্ত হয়েছে)। এই কষ্টসাধ্য গণ্ডমালাকেও আমি অথর্বা মুনির রুদ্রাত্মক শরের দ্বারা (অথবা শরপ্রকৃতিভূত বৃক্ষবিশেষের মূলের দ্বারা নির্মিত ঔষধির দ্বারা) বিদ্ধ করছি। (কারণ মাতৃকীর্তনের

অপচিত রোগান্তরবৎ সাধারণ ঔষধির দ্বারা পরিহরণীয় নয়) ॥ ১॥ মুখ্য স্ফিতিশীল দুশ্চিকিৎস গণ্ডমালাকে আমি ঋক্‌রূপ শরের দ্বারা বিনিযুক্ত করছি। এর মধ্যে যে গণ্ডমালাগুলি পরিহরণে অতি দুঃসাধ্য নয় এবং যেগুলি সুসাধ্য ও স্বল্প প্রযত্নে দূর হওন-শালিনী, সেগুলিকেও আমি বিদ্ধ করছি ॥ ২॥ হে ঈর্যাবান্ পুরুষ! আমি তোমার স্ত্রী-বিষয়ক ক্রোধকে ত্বষ্টার মন্ত্রে শান্ত করছি। শুধু স্ত্রীর প্রতি ঈর্যার উদ্রেগ-শমনই নয়, হে পতি! আমি তোমার সকল প্রকার ক্রোধকেই ত্বষ্টার মন্ত্রে উপশমিত ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥ হে ব্রতপতি (ব্রত-কর্মের পালয়িতা) অগ্নি! এই ব্রতের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি কর্মের দ্বারা পূজিত (বা সুসংস্কৃত হয়ে) তুমি আমাদের গৃহে প্রদীপ্ত হয়ে থাকো। হে জাতবেদা! সমিদ্ধ (অর্থাৎ সম্যক্ দীপ্ত) তোমাকে আমরা পুত্রপৌত্র ইত্যাদি সমেত পরিচর্যা করবো (পরিচরণং ক্রিয়াস্ম) ॥ ৪॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অঘ্ন্যাঃ

[ঋষি : উপরিবভ্রব। দেবতা : অঘ্ন্যা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি]

প্রজাবতীঃ সূযবসে রুশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু ॥ ১॥
পদজ্ঞা স্থ রমতয়ঃ সংহিতা বিশ্বনাম্নীঃ। উপ মা দেবীর্দেবেভিরেত।
ইমং গোষ্ঠমিদং সদো ঘৃতেনাস্মান্ত্সমুক্ষত ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে ধেনুগণ! তোমরা সুন্দর তৃণসম্পন্ন ভূখণ্ডে তৃণ ভক্ষণ করতে করতে, পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ হয়ে, নির্মল জল পান করতে করতে, তস্করদের দ্বারা অপহৃত না হয়ে, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হননশীল প্রাণীদের দ্বারা অহিংসিত হয়ে অবস্থান করো। জ্বরাভিমানী দেবতা রুদ্রের বাণ তোমাদের উপর যেন পতিত (বা নিক্ষিপ্ত) না হয় ॥ ১॥ হে গাভীগণ! তোমরা দুগ্ধ প্রদানের দ্বারা প্রসন্ন-করণশালিনী হয়ে থাকো। তোমরা আপন গোষ্ঠকে (বা গো-সঞ্চরণ স্থানকে) জ্ঞাত আছো। তোমরা সকল বৎসের সাথে ও অন্য গাভীদের সঙ্গে নিয়ে পরস্পর আনুকূল্যা হয়ে আমাদের নিকট (সন্নিধানে) আগমন করো এবং (ইড়া, রন্তা, দিতা, সরস্বতী, প্রেয়সী ইত্যাদি বহু নামযুক্তা হয়ে) আমাদের গৃহ, গোষ্ঠ ও গৃহপতিগণকেও দুগ্ধ-ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা সম্যক্ সিঞ্চন করো ॥ ২॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : গণ্ডমালা চিকিৎসা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অপচিদ্‌ভৈষজ্যম্ প্রভৃতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

আ সুস্রসো সুস্রসঃ অসতীভ্যো অসত্তরাঃ।
সেহোররসতরা লবণাদ্ বিক্লেদীয়সীঃ ॥ ১॥

যা গ্রৈব্যা অপচিতোঽথো বা উপপক্ষ্যাঃ।
বিজাম্নি যা অপচিতঃ স্বয়ংস্রসঃ ॥ ২॥
যঃ কীকসাঃ প্রশৃণাতি তলীদ্যমবতিষ্ঠতি।
নির্হাস্তং সর্ব জায়ান্যং যঃ কশ্চ ককুদি শ্রিতঃ ॥ ৩॥
পক্ষী জায়ান্যঃ পততি স আ বিশতি পূরুষম্।
তদক্ষিতস্য ভেষজমুভয়োঃ সুক্ষতস্য চ ॥ ৪॥
বিদ্ম বৈ তে জায়ান্য জানং যতো জায়ান্য জায়সে।
কথং হ তত্র ত্বং হনো যস্য কৃণ্মো হবির্গৃহে ॥ ৫॥
ধৃষৎ পিব কলশে সোমমিন্দ্র বৃত্রহা শূর সমরে বসূনাম্।
মাধ্যন্দিনে সবন আ বৃষস্ব রয়িষ্ঠানো রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — গণ্ডমালাগুলি পূয় (অর্থাৎ ব্রণ হতে নির্গত দূষিত রক্ত ইত্যাদি) যুক্ত এবং পীড়াপ্রদ হয়ে থাকে। এগুলি মন্ত্র ও ঔষধির প্রয়োগে নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হোক। অপচিৎ (ক্ষীণ ব্রণ) পাকাবস্থার পূর্বে বোঝা (বা দেখা) যায় না। এগুলি নিঃসার তূলা ইত্যাদিরূপ পদার্থ অপেক্ষাও বিপ্রকীর্ণ অবয়বশালী হয়ে থাকে। লবণ যেমন যেস্থানে রক্ষিত থাকে, সেখানেই অধিক জল ক্ষরণশালী হয়ে থাকে, সেইরকম ব্রণ পাকাবস্থা প্রাপ্ত হলে তার সকল সন্ধি হতে পূয় ক্ষরিত হয়ে থাকে। এইরকম অপচিৎ ব্রণ (গণ্ডমালা) অধিক ক্ষরণের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়ে থাকে ॥ ১॥ গ্রীবায় উৎপন্ন অপচিৎ গণ্ডমালা, বাহুমূলের (অর্থাৎ বগলের) নীচের স্ফোটক (ফোড়া) এবং গুহ্যপ্রদেশে (অর্থাৎ উরুসন্ধি বা কুঁচকিতে) যে ব্রণ উৎপন্ন হয়েছে, সেগুলি মন্ত্র ও ঔষধির প্রভাবে স্বয়ং ক্ষরিত হয়ে থাকে ॥ ২॥ যে রাজযক্ষ্মা অস্থিসমূহে ব্যাপ্ত হয়েছে এবং মাংসকেও ক্ষয়িত ক'রে ফেলছে, যে দুরারোগ্য রাজযক্ষ্মা গ্রীবার উপরিভাগে সংশ্রিত হয়ে অঙ্গস্থ শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি (ককুৎস্থানং) বিশুষ্ক করে দিচ্ছে, যে রাজযক্ষ্মা সমগ্র শরীরের ধাতুকে শোষণ করে নিচ্ছে, যে রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়রোগ) নিরন্তর জায়া (নারী) সম্ভোগের দ্বারা উপজনিত, সেগুলি সবই মন্ত্র ইত্যাদির দ্বারা সুসংস্কৃত ঔষধি বা অগ্নি প্রমুখ দেবতার সৌজন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হোক ॥ ৩॥ জায়ার (অর্থাৎ নারীর) সাথে অতিরিক্ত সম্ভোগের ফলে জাত ক্ষয়রোগ পক্ষবান্ পক্ষীর মতো সর্বত্র বিতায়িত হয়ে পড়ে; এই রোগ পুরুষের দেহে সর্বতঃ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। শরীরে স্বল্পকালস্থায়ী বা চিরকালস্থায়ী এই রোগ শরীরের অশোষক বা শরীরগত সর্বধাতুর নিঃশেষ শোষণকারী, যাই-ই হোক না কেন, তা মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত বীণাতন্ত্রীর খণ্ডের দ্বারা দূর হয়ে যায় ('উভয়োঃ অক্ষিতসুক্ষিতয়োঃ ক্ষয়রোগয়োঃ তৎ প্রসিদ্ধং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং বীণাতন্ত্রী খণ্ডাদিরূপং ভেষজঃ নিবর্তনৌষধং ভবতি') ॥ ৪॥ হে জায়া-সমাগমের কারণে (অর্থাৎ অতিরিক্ত নারী-সঙ্গমজনিত দোষে) আগত রাজযক্ষ্মা! আমরা তোমার এই উৎপত্তির কারণ জ্ঞাত আছি। আমরা যে যজমানের আলয়ে রোগ দূরীকরণশালী ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণের উদ্দেশে হবিঃ সমর্পণ করছি, সেই আলয়ে তুমি কিভাবে প্রবিষ্ট হয়েছো? (অর্থাৎ 'যৎ রোগনির্হরণার্থং যত্র দেবতা ইজ্যতে তত্র স রোগো ন বাধতে'—এই-ই বক্তব্য) ॥ ৫॥ হে বিক্রান্ত ও বৃত্রঘাতী ইন্দ্র! এই দ্রোণকলশাখ্যে স্থিত সোম পান করো! ধননিবাস-স্থানভূত তুমি, আমাদের ধনের সাথে যুক্ত করো। মাধ্যন্দিন সবনে আপন জঠরে সোম সিঞ্চন করতে করতে

(অর্থাৎ সোম পান করতে করতে) আমাদের ঐশ্বর্যে স্থাপিত করো ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'অপচিতাং' ইতি আদ্যে সূক্তে প্রথমাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং প্রত্যৃচ্যং গণ্ডমালাভৈষজ্যার্থং সূত্রোক্তলক্ষণেন ধনুষা শরেণ চ গণ্ডমালাং বিধ্যেৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মাণি কৃষ্ণোর্ণস্তুকাবজ্বালিতং উদকং আভ্যাং অভিমন্ত্র্য উষঃকালে ব্যাধিতং অবসিঞ্চেৎ। সূত্রিতং হি।... ঈর্ষাবিনাশকর্মণি 'ত্বাষ্ট্রেণাহং' ইত্যেনাং ঈর্ষাবন্তং দৃষ্ট্বা জপেৎ।...তদ্ উক্তং সংহিতাবিধৌ।...'প্রজাবতী' ইতি দ্ব্যচস্য গোপুষ্টিকর্মণি বিনিয়োগ উক্তঃ।...'আ সুস্রসঃ' ইতি দ্বাভ্যাং গণ্ডমালাভৈষজ্যকর্মণি শঙ্খং ঘৃষ্ট্বা অভিমন্ত্র্য শুনকলালাং বা অভিমন্ত্র্য গণ্ডমালাং প্রলিম্পেৎ।...ইত্যাদি। 'বিদ্ম বৈ তে' ইত্যস্যা ঋচো রাজযক্ষ্মভৈষজ্যে বিনিয়োগঃ। সোমযাগে মাধ্যন্দিনসবনে 'ধৃষৎ পিব' ইত্যনয়া দ্রোণকলশস্থং সোমং ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত।....ইত্যাদি॥ (৭কা. ৭অ. ১-৩সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের প্রথম দুটি মন্ত্র গণ্ডমালা রোগের ভৈষজ্যকর্মে সূত্রোক্তলক্ষণের দ্বারা বিনিয়োগ করণীয়। ঐ সূক্তেরই তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রদ্বয় ঈর্ষাবন্ত পুরুষদর্শনে জপনীয় এবং ঈর্ষা বিনাশকল্পে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। দ্বিতীয় সূক্তটির দুটি মন্ত্র গোপুষ্টিকর্মে বিনিযুক্ত হয়। তৃতীয় সূক্তটির প্রথম দুটি মন্ত্র গণ্ডমালারোগের ভৈষজ্যকর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে ব্রণে শঙ্খ ঘর্ষণ ইত্যাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। তৎপরবর্তী দুটি মন্ত্র রাজযক্ষ্মার ভৈষজ্যকর্মে বিনিযুক্ত হয়। সোমযাগে মাধ্যন্দিন সবনে 'ধৃষৎ পিব' ইত্যাদি মন্ত্রটির দ্বারা ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) কর্তৃক দ্রোণকলস্থিত সোম অনুমন্ত্রণীয় ॥ (৭কা. ৭অ. ১-৩সূ) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : মরুৎ-বর্গ। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

সাংতপনা ইদং হবির্মরুতস্তজ্জুজুষ্টন।
অস্মাকোতী রিশাদসঃ ॥ ১॥
যো নো মর্তে মরুতো দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।
দ্রুহঃ পাশান্ প্রতি মুঞ্চতাং সন্তপিষ্ঠেন তপসা হন্তনা তম্ ॥ ২॥
সম্বৎসরীণা মরুতঃ স্বর্কা উরুক্ষয়াঃ সগণা মানুষাসঃ।
তে অস্মৎ পাশান্ প্র মুঞ্চন্ত্বেনসঃ সান্তপনা মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — মধ্যন্দিনে সন্তাপদায়ক সূর্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হে মরুৎ-বর্গ! তোমরা শত্রুগণকে বাধা প্রদান ক'রে থাকো। এই হবিঃ তোমাদের উদ্দেশে সমর্পিত হচ্ছে; আমাদের রক্ষার নিমিত্ত তোমরা এই হবিঃ সেবন করো ॥ ১॥ হে বসুপ্রদায়ক মরুৎ-বর্গ! যে শত্রু দুর্ভাব-পূর্ব ক্রোধ অবলম্বন ক'রে চুপি চুপি আমাদের ক্ষুব্ধ ক'রে তুলছে, তারা পাপীজনের প্রতি দ্রোহপরায়ণ বরুণের পাশে বন্ধনপ্রাপ্ত হোক। হে মরুৎগণ! তোমরা সেই জিঘাংসাপরায়ণ শত্রুকে আপন সন্তপ্ত-করণশালী বাণের দ্বারা নষ্ট ক'রে দাও ॥ ২॥ যে মরুৎ-বর্গ অন্তরিক্ষে নিবাসশীল, প্রত্যেক সম্বৎসরে আবির্ভূত হওনশালী, মন্ত্রের দ্বারা স্তুত্য, মনুষ্যগণের হিতকরী, শত্রুগণের সন্তাপকারী এবং সকলের সন্তোষকরণশীল,—তাঁরা আমাদের পাপের পাশ হতে মুক্ত করুন ॥ ৩॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বন্ধমোচনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : উষ্ণিক, ত্রিষ্টুপ্]

বি তে মুঞ্চামি রশনাং বি যোক্ত্রং বি নিযোজনম্।
ইহৈব ত্বমজস্র এধ্যগ্নে ॥ ১॥
অস্মৈ ক্ষত্রাণি ধারয়ন্তমগ্নে যুনজ্মি ত্বা ব্রহ্মণা দৈব্যেন।
দীদিহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং প্রেমং বোচো হবির্দাং দেবতাসু ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! আমি তোমা কর্তৃক এই রুগ্ন-পুরুষে রোগরূপী রজ্জুর বন্ধন প্রযোক্তা আমি মোচিত করছি। এর কণ্ঠ, হস্তসন্ধি, মধ্যপ্রদেশ বা সর্বাবয়বে বন্ধনকারী তোমার রজ্জু আমি মোচন করে দিচ্ছি। হে অগ্নি! তুমি এই রোগার্তের অনুকূল হয়ে প্রবৃদ্ধ (বা অবন্ধনকারক) হও ॥ ১॥ হে অগ্নি! আমি তোমাকে হবিঃ বহন করার নিমিত্ত নিযুক্ত করছি। তুমি আমাদের পুত্র ও ধন ইত্যাদি সম্পর্কিত সুখ প্রদান করো। অতঃপর, হে অগ্নি! চরুপুরোডাশ ইত্যাদি রূপ হবিঃ প্রদানকারী এই যজমানের কামনা সম্পর্কে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণের সকাশে বলো ॥ ২॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অমাবস্যা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অমাবস্যা। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যৎ তে দেবা অকৃণ্বন্ ভাগধেয়মমাবাস্যে সংবসন্তো মহিত্বা।
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরম্ ॥ ১॥
অহমেবাস্ম্যমাবাস্যা মামা বসন্তি সুকৃতো ময়ীমে।
ময়ি দেবা উভয়ে সাধ্যাশ্চেন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ সমগচ্ছন্ত সর্বে ॥ ২॥
আগন্ রাত্রী সঙ্গমনী বসূনামূর্জং পুষ্টং বস্বাবেশয়ন্তী।
অমাবাস্যায়ৈ হবিষা বিধেমোর্জং দুহানা পয়সা ন আগন্ ॥ ৩॥
অমাবাস্যে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরিভূর্জজান।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে অমাবস্যা! দেবতাগণ তোমার মহত্ব স্বীকার ক'রে তোমাকে যে হবির্ভাগ প্রদান করেছেন, তুমি তা গ্রহণ ক'রে আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন করো। হে শোভনভাগ্যযুক্তা অমাবস্যা! তুমি আমাদের সুন্দর পুত্র ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত ধন প্রদান করো ॥ ১॥ (এইবার দেবতাবাসস্থানভূত অমাবস্যা শব্দের দ্বারা নিষ্পত্ত দেবতা স্বয়ং বলছেন)—আমিই অমাবস্যার অভিমানী দেবতা। (শুধু শব্দতঃই নয় অর্থতঃও আমি এই নামিকাই)। শ্রেষ্ঠ কর্মকুশল দেবতাগণ

আমাতে নিবাস ক'রে থাকেন। সিদ্ধ ও সাধ্য নামক উভয় প্রকার ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ (বা ইন্দ্রপ্রমুখ) সকল দেবতা যজ্ঞার্হ-রূপে আমাতে মিলিত হয়ে থাকেন ॥ ২॥ কাল সম্পন্ন তিথিশালিনী অমাবস্যা, আমাদের ঐশ্বর্যযুক্ত করতে আগমন করুন। তিনি অন্ন, রস ও ধনকে পুষ্ট ক'রে আমাদের দিকে আগমন করুন। আমরা এই গাভীরূপে আপ্যায়মানা অমাবস্যাকে হবিঃ দ্বারা পরিচর্যা করছি ॥ ৩॥ হে অমাবস্যা! কোন দেবতা তুমি বিনা সৃষ্টি রচনা করতে সমর্থ হননি। আমরাও যে ফলের অভিলাষে হব্য প্রদান করছি, আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হোক এবং আমরা যেন ধনের অধিপতি হতে পারি ॥ ৪ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিচারকর্মণি 'সান্তপনাঃ' ইতি তৃচেন বিদ্যুদ্ধতবৃক্ষসমিধ আদধ্যাৎ। তথা চাতুর্মাস্যেষু সাকমেধপর্বণি মধ্যন্দিনে কালে 'সান্তপনমরুদ্যাগং সান্তপনাঃ' ইতি ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত। তদ্ উক্তং বৈতানে।...সর্বব্যাধিভৈষজ্যকর্মণি 'বি তে মুঞ্চামি' ইত্যনয়া উদঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য সূত্রোক্তপ্রকারেণ ব্যাধিতং আপ্লবয়েদ্ অবসিঞ্চেদ্ বা। সূত্রিতং হি।...'যৎ তে দেবা অকৃণ্বন' ইতি চতুসৃভিঃ স্বাভিলষিতফলকামঃ অমাবাস্যাং যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...তথা দর্শযাগে পার্বণহোমং 'যৎ তে দেবা অকৃণ্বন' ইত্যনয়া কুর্যাৎ।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৭অ. ৪-৬সূ)॥

টীকা — অভিচার কর্মে উপর্যুক্ত চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রত্রয়ের বিনিয়োগ হয়। চাতুর্মাসে সাকমেধ পর্বে মধ্যন্দিন কালেও এর বিনিয়োগ হয়ে থাকে। সর্বব্যাধির ভৈষজ্যে পঞ্চম সূক্তটির দুটি মন্ত্রে জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রণ পূর্বক সূত্রোক্তপ্রকারে ব্যাধিত ব্যক্তিকে স্নান করানো বা তার গাত্র-সিঞ্চন করণীয়। 'যৎ তে দেবা অকৃণ্বন' ইত্যাদি চারটি মন্ত্র স্বাভিলষিতফল-কামনায় অমাবস্যার যাগ বা উপাসনা কর্তব্য। দর্শযাগে পার্বণহোমে কিংবা শ্রৌতদর্শযাগে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ নির্ধারিত আছে ॥ (৭কা. ৭অ. ৪-৬সূ)॥

◆

সপ্তম সূক্ত : পূর্ণিমা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : পৌর্ণমাসী, প্রজাপতি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

পূর্ণা পশ্চাদুত পূর্ণা পুরস্তাদুন্মধ্যতঃ পৌর্ণমাসী জিগায়।
তস্যাং দেবৈঃ সংবসন্তো মহিত্বা নাকস্য পৃষ্ঠে সমিষা মদেম ॥ ১॥
বৃষভং বাজিনং বয়ং পৌর্ণমাসং যজামহে।
স নো দদাত্বক্ষিতাং রয়িমনুপদস্বতীম্ ॥ ২॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা রূপাণি পরিভূর্জজান।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৩॥
পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াসীদহ্নাং রাত্রীণামতিশর্বরেষু।
যে ত্বাং যজ্ঞৈর্যজ্ঞিয়ে অর্দয়ন্ত্যমী তে নাকে সুকৃতঃ প্রবিষ্টাঃ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্ণচন্দ্রোপেতা পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠ রূপে পূর্বাকাশে অবস্থান করেন এবং পশ্চিমাকাশে ও মধ্যগগনে প্রকাশযুক্ত হয়ে থাকেন। এই পূর্ণিমায় অগ্নি, সোম ইত্যাদি দেববর্গের মহিমায়

নিবাসিত আমরা স্বর্গের দুঃখরহিত উপরিভাগে (নাকস্য দুঃখরহিতস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে) অন্নের দ্বারা পুষ্ট হবো (এখানে বোঝানো হচ্ছে—পূর্ণিমায় অগ্নীযোম ইত্যাদি যাগের দ্বারা 'স্বর্গভোগপ্রাপ্তি-র্ভবতি') ॥ ১॥ অভিষ্ট ফল-বর্ষণশালিনী পূর্ণিমাকে আমরা পূজা করছি। আমাদের দ্বারা আহুতি-প্রাপ্ত সেই পূর্ণিমা আমাদের অবিনাশী ও ক্ষয়রহিত ধনরাশি আমাদের মধ্যে স্থাপনা করুন ॥ ২॥ হে প্রজাপতি! তুমি সর্বরূপশালী প্রাণীবর্গের সৃষ্টিকরণে সমর্থ, এমনটি অন্য কেউ করতে সক্ষম হয়নি। আমরা যে অভীষ্টের সাথে (অর্থাৎ যা কামনা ক'রে) তোমাকে হবিঃ সমর্পণ করছি, আমাদের সেই অভীষ্ট প্রাপ্ত হোক এবং আমরা ধনপতি হই। (ষষ্ঠ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে যেভাবে অমাবস্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই মন্ত্রে সেইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে; কেবল 'অমাবস্যা' পদের স্থানে 'প্রজাপতি' বিশেষিত হয়েছে) ॥ ৩॥ পূর্ণিমা তিথি অহোরাত্রির মধ্যে আদিভূতা (অর্থাৎ মুখ্য যজ্ঞ-যোগ্যা)। ইনি রাত্রি ব্যতীত হওয়ার পর উৎপন্ন হওন-শালিনী তৃতীয় সবন ব্যাপী এবং সোম ইত্যাদি হবিঃসমূহে পূর্ণা। হে যজ্ঞার্হা (যজ্ঞিয়া) পূর্ণিমা! যে ঋত্বিক্ ও যজমান দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি যজ্ঞকর্মের দ্বারা অভীষ্ট ফল যাচনা করছেন, সেই যাজ্ঞিকগণ দুঃখহীন স্বর্গলোকে প্রবিষ্ট হন (অর্থাৎ স্থান লাভ ক'রে থাকেন) ॥ ৪॥

◆

অষ্টম সূক্ত : সূর্যাচন্দ্রমসৌ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সাবিত্রী, সূর্য ও চন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি]

পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতোঽর্ণবম্।
বিশ্বান্যো ভুবনা বিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়সে নবঃ ॥ ১॥
নবোনবো ভবসি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেষ্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাস্যায়ন্ প্র চন্দ্রমস্তিরসে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২॥
সোমস্যাংশো যুধাং পতেঽনূনো নাম বা অসি।
অনূনং দর্শ মা কৃধি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ৩॥
দর্শোঽসি দর্শতোঽসি সমগ্রোঽসি সমন্তঃ।
সমগ্রঃ সমন্তো ভূয়াসং গোভিরশ্বৈঃ প্রজয়া পশুভির্গৃহৈর্ধনেন ॥ ৪॥
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য ত্বং প্রাণেনা প্যায়স্ব।
আ বয়ং প্যাশিষীমহি গোভিরশ্বৈঃ প্রজয়া পশুভির্গৃহৈর্ধনেন ॥ ৫॥
যং দেবা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি যমক্ষিতমক্ষিতা ভক্ষয়ন্তি।
তেনাস্মানিন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিরা প্যায়য়ন্তু ভুবনস্য গোপাঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — গগনমণ্ডলে গমনশীল সূর্য ও চন্দ্রমা জলযুক্ত অন্তরিক্ষে শিশুর ন্যায় ক্রীড়াপর হয়ে বিচরণ ক'রে থাকেন। এঁদের মধ্যে সূর্য সর্ব ভুবনের প্রাণীসমূহকে সন্দর্শন করছেন এবং চন্দ্রমা ঋতুসমূহের অবয়বরূপ মাস, পক্ষ (অর্ধমাস) ইত্যাদি উৎপন্ন ক'রে স্বয়ং নিত্য নবরূপে উৎপন্ন

হচ্ছেন ॥ ১॥ হে চন্দ্র! তুমি শুক্লপক্ষে প্রতিদিন এক-এক কলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নিত্য নবরূপে প্রকট হয়ে থাকো। সকল তিথিই তোমার অধীন। তুমি রাত্রিসমূহের কর্তা এবং অগ্রগণ্য। তুমি কেতুবৎ তিথিসমূহের জ্ঞাপয়িতা (অর্থাৎ চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির অধীনস্থ হওয়ায় তিথি নির্ণীত হয়ে থাকে)। তুমি দিনসমূহের সৃষ্টিকরণশালী। শুক্লপক্ষে পশ্চিমে দর্শন দিয়ে থাকো এবং কৃষ্ণপক্ষে রাত্রির অবসানের পূর্বেই অন্তর্হিত হয়ে থাকো। তুমি দেবগণের নিমিত্ত হবির বিভাগ-করণশালী হয়েছো এবং দীর্ঘ আয়ু প্রদানশালী (বা বর্ধনশালী) হয়েছো ॥ ২॥ হে চন্দ্রমার পুত্র বুধ! তুমি বীরবর্গের পালনকর্তা। (বুধগ্রহের বলেই যুদ্ধজয় হয়ে থাকে—এটা প্রসিদ্ধ)। তোমার সম্পূর্ণ নাম লব্ধ হয়েছে। তুমি দ্রষ্টব্য হও। হব্য ইত্যাদি প্রদান পূর্বক তোমাকে প্রসন্ন করণশালী আমি যেন পুত্র ইত্যাদি ধনের সাথে যুক্ত হই ॥ ৩॥ হে সোম! তুমি অমাবস্যায় সূর্য সহ দ্রষ্টব্য হয়েছো। (এই নিমিত্ত সেই তিথি 'দর্শ' নামে অভিহিত) শুক্লপ্রতিপদি এককলাত্মক চন্দ্র দৃশ্যমান হন, তারপর তৃতীয়া ইত্যাদি হতে স্ফুট দর্শন হয়ে অষ্টমী ইত্যাদি হতে স্ফুটতর কলায় চন্দ্র সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন। অনন্তর পূর্ণিমাতে সর্বকলায় পূর্ণমণ্ডলরূপে (অর্থাৎ সমগ্রভাবে) তিনি প্রতিভাত হন। আমিও এই প্রকারে গো-ইত্যাদি সম্পদের সাথে সমগ্র ও সমৃদ্ধ হবো ॥ ৪॥ যে আমাদের সাথে দ্বেষ করে থাকে, কিংবা আমরা যাকে দ্বেষ করি, তার প্রাণকে, হে চন্দ্র! তুমি হরণ করো এবং আমাদের গো, অশ্ব, প্রজা ও ধনের সাথে বৃদ্ধিসম্পন্ন করো ॥ ৫॥ যে এক কলাত্মক সোমকে দেবতাগণ শুক্লপক্ষীয় প্রতিটি দিনে কলায় কলায় (এক এক কলা প্রদান ক'রে) বৃদ্ধি-সাধিত ক'রে চলেন, এবং যে অক্ষিত (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন) ক্ষয়রহিত চন্দ্রকে অক্ষিত (অর্থাৎ অক্ষীণ) পিতৃ ইত্যাদি পুরুষগণ সেবন (বা পান) করেন, সেই উভয় (অর্থাৎ কলায় কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ক্ষয়হীন) সোমরূপের সাথে পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবাধিপতি ইন্দ্র, পাপনিবারক দেবতা বরুণ, দেবগণের হিতকরী বৃহৎ-দেবতা বৃহস্পতি এবং ভূতজাতের প্রবৃদ্ধিপ্রদ বা অন্য দেবতাগণ আমাদের হবিঃ ইত্যাদির দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের বর্ধন সাধিত করুন ॥ ৬॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — সর্বফলকামঃ 'পূর্ণা পশ্চাৎ' ইতি দ্বাভ্যাং পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াৎ' ইত্যনয়া চ পৌর্ণমাসীং যজেত উপতিষ্ঠেত বা। তস্মিন্নেব কর্মণি 'প্রজাপতে ন ত্বৎ' ইত্যনয়া প্রজাপতিং যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...বিবাহে 'পূর্বাপরং' ইতি দ্বৃচেন আজ্যসমিৎপুরোডাশাদীনি জুহুয়াৎ।... মহাশান্তৌ গ্রহযজ্ঞে 'সোমস্যাংশো যুধাং পতে' ইতি চতুর্ঋচেন হবিরাজ্যহোমসামদাধানোপস্থানানি বুধায় কুর্যাৎ। তৎ উক্তং শান্তিকল্পে।....ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৭অ. ৭-৮সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সপ্তম ও অষ্টম সূক্তের মন্ত্রগুলি অভীষ্ট ফলকামনায় দর্শপূর্ণ যাগ ইত্যাদিতে নানাভাগে বিনিযুক্ত হয়। যেমন, সর্বফল কামনায় 'পূর্ণা পশ্চাৎ' এই দুটি মন্ত্র ও 'পৌর্ণমাসী প্রথমা' ইত্যাদি মন্ত্রটি পূর্ণিমা উদ্দেশে যাগে বা উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়। 'প্রজাপতে ন ত্বৎ' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজাপতির যাগে বা উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়। বিবাহে অষ্টম সূক্তের দুটি মন্ত্র সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ হয়। মহাশান্তি গ্রহযজ্ঞে এই সূক্তের শেষ চারটি মন্ত্রের দ্বারা সূত্রানুসারে বুধের উদ্দেশে হবিঃ ইত্যাদি সমর্পণ করা হয়।— বুধ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—'হে সোমস্যাংশো সোমস্য চন্দ্রমসঃ অংশভূত সোমপুত্র হে বুধ...।' মনে হয়, বৈদিক এই বর্ণনা অবলম্বন করেই পুরাণে সোম বা চন্দ্রের ঔরসে বৃহস্পতি-ভার্যা তারার গর্ভে বুধের জন্ম কাহিনী পল্লবিত হয়ে উঠেছে ॥ (৭কা. ৭অ. ৭-৮সূ)॥

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অগ্নিঃ

[ঋষি : শৌনক (সম্পৎকামঃ)। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, জগতী]

অভ্যর্চত সুষ্টুতিং গব্যমাজিমস্মাসু ভদ্রা দ্রবিণানি ধত্ত।
ইমং যজ্ঞং নয়ত দেবতা নো ঘৃতস্য ধারা মধুমৎ পবন্তাম্ ॥ ১॥
ময্যগ্রে অগ্নিং গৃহ্ণামি সহ ক্ষত্রেণ বর্চসা বলেন।
ময়ি প্রজাং ময্যায়ুর্দধামি স্বাহা ময্যগ্নিম্ ॥ ২॥
ইহৈবাগ্নে অধি ধারয়া রয়িং মা ত্বা নি ক্রন্ পূর্বচিত্তা নিকারিণঃ।
ক্ষত্রেণাগ্নে সুযমমস্তু তুভ্যমুপসত্তা বর্ধতাং তে অনিষ্টৃতঃ ॥ ৩॥
অন্বগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদন্বহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
অনু সূর্য উষসো অনু রশ্মীননু দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৪॥
প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যৎ প্রত্যহানি প্রথমো জাতবেদাঃ।
প্রতি সূর্যস্য পুরুধা চ রশ্মীন্ প্রতি দ্যাবাপৃথিবী আ ততান ॥ ৫॥
ঘৃতং তে অগ্নে দিব্যে সধস্থে ঘৃতেন ত্বাং মনুরদ্যা সমিন্ধে।
ঘৃতং তে দেবীর্নপ্ত্য আ বহন্তু ঘৃতং তুভ্যং দুহ্রতাং গাবো অগ্নে ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে গো-সকল! সুন্দর স্তুতির যোগ্য অগ্নির পূজা করো। (অর্থাৎ গোসঙ্ঘ ইত্যাদি লাভার্থে স্তূয়মান অগ্নির সেবা করো—অথবা 'আজি' শব্দের দ্বারা বিজিগীষু বা জয়াভিলাষীগণের লক্ষ্য দেশ বোঝানো হচ্ছে)। আমাদের মধ্যে মঙ্গলময় ধনরাশিকে প্রতিষ্ঠিত করো। এই যজ্ঞে অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণকে আনয়ন করো। ঘৃতের মধুর ধারাসমূহ সেই দেবতাগণের লব্ধ হোক। ॥ ১ ॥ অগ্রে ক্ষাত্রবল ও ক্ষত্রতেজঃ লাভের নিমিত্ত আহুতি সমুদায়ের আধার অগ্নিকে ধারণ করছি। (অর্থাৎ শারীরিক বল প্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নিকে আপন অধীন ক'রে নিচ্ছি)। এর ফলে আমি প্রজা অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদি সমন্বিত লক্ষণ ধারণ করছি। আরোগ্যের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করছি। অগ্নিতে এই সমিধসমূহ উত্তমভাবে সুহূত হোক ॥ ২॥ হে অগ্নি! আমরা তোমার পরিচারণশীল। আমাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত করো। আমাদের দ্বেষ-করণশালী যারা, তারা যেন যাগের মাধ্যমে তোমাকে তাদের অধীন ক'রে নিতে না পারে। তুমি আপন রূপে আপন বলের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, যাতে আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে পারি। তোমার সেবক এই যজমানও কারো অপেক্ষা ন্যূন না হয়ে (বা হিংসিত না হয়ে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন ॥৩॥ তাবৎ উষার মুখেই অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে থাকেন। দিবাভাগেও এই জাতবেদা (অর্থাৎ জাতমাত্রকেই জ্ঞাত) অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে থাকেন এবং তিনি সূর্যরূপী হয়ে উষাকেও প্রকাশিত ক'রে থাকেন। এই সূর্যরূপশালী অগ্নিদেব আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্রই প্রকাশিত হয়ে থাকেন ॥ ৪ ॥ এই অগ্নি প্রত্যেক উষাকালে প্রকাশিত হয়ে থাকেন, প্রত্যেক দিবাভাগে জাতবেদা অগ্নি প্রকাশিত হয়ে থাকেন। ইনি সূর্যরূপের দ্বারা রশ্মিসমূহেও স্বয়ং ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। ক্রমে ক্রমে

ইনি আকাশ ও পৃথিবীতে আপন প্রকাশ বিস্তার ক'রে থাকেন ॥ ৫॥ হে অগ্নি! তোমার ঘৃত দেববর্গের নিবাসস্থান আকাশে রয়েছে। মনু নামক রাজর্ষি আজিও (এখনও) অগ্নিকে আজ্যাহুতির দ্বারা সম্বর্ধিত করছেন। হে অগ্নি! তোমার নপ্তা (অর্থাৎ পৌত্র) জলসমূহ আজ্যকে তোমার সম্মুখে বহন ক'রে আনয়ন করুক এবং গাভীগণ তোমার উদ্দেশে ঘৃতকে দোহন করুক ॥ ৬॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : পাশমোচনম্

[ঋষি : শুনঃশেপ। দেবতা : বরুণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্]

**অপ্সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্যয়ো মিথঃ।
ততো ধৃতব্রতো রাজা সর্বা ধামানি মুঞ্চতু ॥ ১॥
ধাম্নোধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ মুঞ্চ নঃ।
যদাপো অঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি যদূচিম ততো বরুণ মুঞ্চ নঃ ॥ ২॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অধা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ৩॥
প্রাস্মৎ পাশান্ বরুণ মুঞ্চ সর্বান্ য উত্তমা অধমা বারুণা যে।
দুষ্বপ্ন্যং দুরিতং নি ষ্বাস্মদথ গচ্ছেম সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ৪॥**

বঙ্গানুবাদ — হে রাজন, হে সকল দেবতার স্বামী, হে পাপনিবারক বরুণদেব! জলের অভ্যন্তরে তোমার অসাধারণ সুবর্ণময় যে গৃহ আছে, তা অন্য কারো দ্বারা অভিগম্য নয়। অতএব ধৃতব্রত (অর্থাৎ সত্যধর্মা) রাজা বরুণ আমাদের মধ্যে স্থাপিত আপন স্থানগুলিকে পরিত্যাগ করুন। (জলোদর ইত্যাদি রোগসমূহ বরুণ কর্তৃক সৃষ্ট। জলের মধ্যে তাঁরই নিবাসস্থান রয়েছে। অতএব তিনি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে জলোদর ইত্যাদি ব্যাধিস্থানগুলি পরিত্যাগ ক'রে অসীম জলরাশির মধ্যে আপন গৃহে বাস করুন—এটাই বক্তব্য) ॥ ১॥ হে রাজন্, হে বরুণ! আমাদের শরীরে অবস্থিত সকল রোগস্থান হতে আমাদের মুক্ত করো। আমাদের অর্জিত পাপ হতেও আমাদের মুক্ত করো। আমরা জলসমূহ, গাভীসমূহ ও বরুণ প্রমুখ দেবতার নামোচ্চারণ পূর্বক যে সকল শপথ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে তা রক্ষা করিনি, সেই শপথকরণজনিত পাপ হতেও আমাদের মুক্ত করো ॥ ২॥ হে বরুণ! আমাদের শরীরের ঊর্ধ্বভাগে স্থিত, নিম্নের ভাগে স্থিত এবং মধ্যভাগে স্থিত তোমার পাশ বহিষ্কৃত করে বিনষ্ট ক'রে দাও। অনন্তর, হে আদিত্য (অদিতি-পুত্র) বরুণ! তোমার ব্রতকর্মে যাগযোগ্যতা সিদ্ধির কারণে আমরা সকল পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে অবিনাশময় স্থিতিতে স্থিতিশালী হবো ॥ ৩॥ হে বরুণ! সকল পাপ-পাশ হতে আমাদের তুমি মুক্ত ক'রে দাও। তোমার যে উত্তম ও অধম পাশ আছে, সেগুলি হতে আমাদের মুক্ত করো। দুঃস্বপ্নযুক্ত পাপরাশি হতে আমাদের রক্ষা করো। এর পরে আমরা পুণ্যলোভে প্রয়াণ করবো ॥ ৪॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'অভ্যর্চত' ইতি আদ্যে সূক্তে ষড়ৃচেন সম্পৎকামঃ সর্বফলকামো বা

অগ্নিং যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...ব্রহ্মচারিণঃ স্বাগ্নিনাশপ্রায়শ্চিত্তার্থং 'ময্যগ্রে' ইতি পঞ্চর্চেন পঞ্চসমিধ আদধ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...জলোদরভৈষজ্যার্থং নদ্যোঃ সঙ্গমে মণ্ডপং কৃত্বা 'অপ্‌সু তে রাজন্' ইতি চতুর্ঋচেন উষ্ণোদকং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পিঞ্জূলীভিস্তস্মিন্ মণ্ডপে ব্যাধিতং আপ্লাবয়েৎ। তথা অনেন চতুর্ঋচেন অভিমন্ত্রিতশীতোদকেন তস্মিন মণ্ডপে ব্যাধিতং পিঞ্জূলীভিঃ সহ অবসিঞ্চেদ বা। সূত্রিতং হি।...পশুতন্ত্রে হৃদয়শূলোদ্বাসনানন্তরং 'অপ্সু তে রাজন্' ইত্যস্য জপে বিনিয়োগঃ।...তথা শবসংস্কারানন্তরং উদকসমীপে ব্রহ্মা 'উদুত্তম' ইতি জপেৎ। অন্ত্যেষ্ট্যাদিষু স্বস্ত্যয়নার্থং 'প্রাস্মৎ পাশান্' ইতি জপেৎ॥ (৭কা. ৮অ. ১-২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের ছয়টি মন্ত্র সম্পদ্‌কামী বা সর্বফলকামী কর্তৃক অগ্নির উদ্দেশে যাগ বা উপাসনায় বিনিয়োগ হয়। 'ময্যগ্রে' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র স্বাগ্নিক ব্রহ্মচারীর অগ্নিনাশের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়। জলোদর ব্যাধির ভৈষজ্যের নিমিত্ত নদীর সঙ্গমে মণ্ডপ নির্মাণ পূর্বক 'অপ্‌সু তে রাজন্' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রের দ্বারা উষ্ণজল বা শীতলজল অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্যাধিতকে সেই মণ্ডপে স্নান বা অভিসিঞ্চন করণীয়। পশুতন্ত্রে হৃদয়শূল উদ্বাসনের পর দ্বিতীয় সূক্তটি জপে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। শবসংস্কারের পর ব্রহ্মা (ঋত্বিক) কর্তৃক 'উদুত্তম্' ইত্যাদি (৩য়) মন্ত্রটি জপনীয়। অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি স্বস্ত্যয়ন কর্মে শেষ মন্ত্রটি জপনীয় ॥ (৭কা. ৮অ. ১-২সূ) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : ক্ষত্রভৃদগ্নিঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : অগ্নি, ইন্দ্র। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

অনাধৃষ্যো জাতবেদা অমর্ত্যো বিরাডগ্নে ক্ষত্রভৃদ্ দীদিহীহ।
বিশ্বা অমীবাঃ প্রমুঞ্চন্ মানুষীভিঃ শিবাভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্ ॥ ১॥
ইন্দ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোঽজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাম্।
অপানুদো জনমমিত্রায়ন্তমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকম্ ॥ ২॥
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবত আ জগম্যাৎ পরস্যাঃ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্ তাঢ়ি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তুমি অনাধৃষ্য (অর্থাৎ দুর্দমনীয়); তুমি জাতবেদা (অর্থাৎ জাত প্রাণীমাত্রেরই জ্ঞাতা)। তুমি অমরণশীল; তুমি বলের ধারণশালী। তুমি এই কর্মে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠো এবং মানুষের মঙ্গলময় রক্ষা সাধনের দ্বারা সকল ব্যাধি হতে প্রকর্ষের সাথে মুক্ত ক'রে আমাদের রক্ষা করো ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! তুমি ক্ষয় হতে রক্ষা-করণশালী বলের সাথে প্রকট হয়েছো। হে অভীষ্টবর্ষক অগ্নি! তুমি প্রকট হয়ে শত্রুর সমান ব্যবহার-করণশীল পুরুষগণকে নাশ করে দিয়েছো এবং দেবতাগণকে নিবাসযোগ্য স্বর্গলোক প্রাপ্ত করিয়েছো ॥ ২॥ কুৎসিতচরণ, পর্বতবাসী সিংহের ন্যায় বিকরাল সেই ইন্দ্র স্বর্গ হতে আগমন করুন। হে ইন্দ্র! তুমি আপন তীক্ষ্ণ বজ্রের দ্বারা আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ করো যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত শত্রুগণকে অবদমিত করো (বা বিতাড়িত ক'রে দাও) ॥ ৩॥

চতুর্থ সূক্ত : অরিষ্টনেমিঃ

[ঋষি : অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকামঃ)। দেবতা : তার্ক্ষ্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্যমু ষু বাজিনং দেবজূতং সহোবানং তরুতারং রথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজিমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা তৃক্ষপুত্র সুপর্ণকে স্তুতির (বা মঙ্গলের) নিমিত্ত এই কর্মে আহ্বান করছি। দেবতাগণ এঁর নিমিত্তই সোমকে আনয়ন করেছিলেন; ইনি অন্নবন্ত বা বলবন্ত (অর্থাৎ অভিভবনশক্তিমন্ত), শত্রুগণের পরাভবকারী, সোম আহরণকালে শীঘ্র তরণকারী (তরীতারং)। ইনি নমনশীল আয়ুধ সদৃশ (অর্থাৎ ইনি অতিরস্কৃত আয়ুধশালী) ॥ ১॥

পঞ্চম সূক্ত : ত্রাতা ইন্দ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা (স্বস্ত্যয়নকামঃ)। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি ন ইন্দ্রো মঘবান্ কৃণোতু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য ভয়ের ত্রাতা (অর্থাৎ রক্ষক) ইন্দ্রকে আমি আহূত করছি। সকল যুদ্ধে সহজে আহ্বানীয় বীর ইন্দ্রকে আহ্বান আহূত করছি। শক্র (শক্ত বা সমর্থ), পুরুহূত (সর্বত্র আহূত) ইন্দ্রকে ক্ষিপ্রতার সাথে আহ্বান করছি। সেই মঘবান্ (ধনবান্) ইন্দ্র আমাদের অবিনাশী মঙ্গল সাধিত করুন ॥ ১॥

ষষ্ঠ সূক্ত : ব্যাপকো দেবঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র। ছন্দ : জগতী]

যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ।
য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক্‌লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — যে রুদ্রদেব যজ্ঞার্হরূপে অগ্নিতে, বরুণরূপে জলে এবং সোমরূপে লতাসমূহে প্রবিষ্ট, তিনি এই নামরূপাত্মন পরিদৃশ্যমান সকল ভুবন ও ভূতসমূহকে সৃষ্টি করতে সমর্থ। সেই সর্বজগৎস্রষ্টা, সর্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট রুদ্রাত্মক অগ্নিকে নমস্কার। অথবা অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট 'রুদ্রায় নমোস্তু' ॥ ১॥

সপ্তম সূক্ত : সর্পবিষনাশনম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : তক্ষক। ছন্দ : বৃহতী]

অপেহ্যরিরস্যরির্বা অসি।
বিষে বিষমপৃক্থা বিষমিদ্ বা অপৃক্থাঃ।
অহিমেবাভ্যপেহি তং জহি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে বিষ! তুই এই দংশিত পুরুষ হতে গমন কর্। তুই সকলের শত্রু, এই কারণে বিষশালী সর্পেই প্রবেশ কর্। হে বিষ! তুই যে যার বিষ, সেই সর্পকেই প্রাপ্ত হয়ে তাকে বিনষ্ট কর্ ॥ ১॥

◆

অষ্টম সূক্ত : দিব্যা আপঃ

[ঋষি : সিন্ধুদ্বীপ। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

অপো দিব্যা অচায়িষং রসেন সমপৃক্ষ্মহি।
পয়স্বানগ্ন আগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ১॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥ ২॥
ইদমাপঃ প্র বহতাবদ্যং চ মলং চ যৎ।
যচ্চাভিদুদ্রোহানৃতং যচ্চ শেপে অভীরুণম্ ॥ ৩॥
এধোঽস্যেধিষীয় সমিদসি সমেধিষীয়।
তেজোঽসি জেতো ময়ি ধেহি ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — আমি দিব্য জলসমূহকে স্নানার্থে সংগ্রহ করছি, তাতে ঔষধি-রস সম্মিলিত করছি। এই রসে সম্যক্ সিক্ত হয়ে তেজস্বী হয়ে উঠবো। হে অগ্নি! আমি হবির্যাগের উদ্দেশে দুগ্ধ সহ তোমার নিকট আগত হয়েছি; সমীপাগত সেই আমাকে তুমি আপন তেজের সাথে যুক্ত করো ॥ ১॥ হে অগ্নি! আমাকে বলের সাথে যুক্ত করো, পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি প্রজা তথা জীবনের (অর্থাৎ আয়ুর) সাথে যুক্ত করো। দেববর্গ আমাকে পূত বলে জ্ঞাত হোন; তথা ঋষিগণ বা অতীন্দ্রিয়দর্শী মুনিবর্গ সহ ইন্দ্রও আমাকে পূত বলে জ্ঞাত হোন, অথবা এমন যে আমি, আমার অভিমত ফল সাধনের নিমিত্ত জ্ঞাত হোন ॥ ২॥ হে জলরাশি! আমার পাসমূহকে বিদূরিত করো। যা নিন্দারূপ এবং যা কলঙ্ককর (দুরিত), পিতা ইত্যাদি গুরুজনের উচিত আদর অকরণজনিত দ্রোহচারিতা, ঋণ গ্রহণ ক'রে উত্তমর্ণকে তা পরিশোধ না ক'রে শপথ-করণজনিত মিথ্যাচারিতা,

অথবা অন্য অসৎ আচরণের ফলরূপ পাপসমূহকে আমা হতে অপনোদিত করো ॥ ৩॥ হে অগ্নি! তুমি হবির দ্বারা যেমন প্রবৃদ্ধ হয়েছো (অথবা সমিদাধানের দ্বারা যেমন প্রদীপ্ত হয়ে থাকো), তেমনই আমিও ফলের দ্বারা তেজস্বী হবো। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান বা তেজঃসাধনভূত, আমাতেও তাদৃশ তেজঃ সংস্থাপিত করো ॥ ৪॥

◆

নবম সূক্ত : শত্রুবলনাশনম্

[ঋষি : অঙ্গিরা। দেবতা : মন্ত্রে উক্ত। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী]

অপি বৃশ্চ পুরাণবদ্ ব্রততেরিব গুষ্পিতম্।
ওজো দাসস্য দম্ভয় ॥ ১॥
বয়ং তদস্য সম্ভৃতং বস্বিন্দ্রেণ বি ভজামহৈ।
ম্লাপয়ামি ভ্রজঃ শিভ্রং বরুণস্য ব্রতেন তে ॥ ২॥
যথা শেপো অপায়াতৈ স্ত্রীষু চাসদনাবয়াঃ।
অবস্থস্য ক্লদীবতঃ শাঙ্কুরস্য নিতোদিনঃ
যদাততমব তৎ তনু যদুত্ততং নি তৎ তনু ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! প্রাচীন শত্রুর ন্যায় ইদানীন্তন (বা নূতন) এই জাররূপ শত্রুকে ব্রততীর (অর্থাৎ লতার) শাখাসমূহের মতো ছিন্নভিন্ন ক'রে দাও। জাররূপী শত্রুর প্রজনন-সামর্থ্যকে (বা বীর্যকে)-ও নষ্ট ক'রে দাও ॥ ১॥ আমরা ঐ পুরোবর্তী জাররূপী শত্রুর একত্র সম্পাদিত (সম্ভৃতং) ধনসমূহ ইন্দ্রের বলের দ্বারা ভাগ ক'রে গ্রহণ করবো। হে দুষ্ট জার! তোমার অপত্যপ্রজননসমর্থ শ্বেতবর্ণ রেতঃকে আমি বরুণের শস্ত্রের (বা ব্রতকর্মের) সাহায্যে ক্ষীণ ক'রে দেবো ॥ ২॥ এই দুষ্ট জারের পুং-প্রজনন্ম ইন্দ্রিয় (শেপঃ) অপগত হয়ে যাক, তার পরনারী সম্ভোগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যাক। হে দেব! এমন করো ॥ ৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অনাধৃষ্যো জাতবেদাঃ' ইতি প্রথমায়া ঋচঃ অগ্ন্যুপস্থানে লৈঙ্গিকো বিনিয়োগঃ। ইন্দ্রমহাখ্যে উৎসবে 'ইন্দ্র ক্ষত্রং' ইত্যনয়া হবির্জুহুয়াৎ। 'ত্যমূ যু' 'ত্রাতারং' ইত্যনয়োঃ স্বস্ত্যয়নগণে পাঠাদ্ উপাকর্মণি আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।...তথা অন্ত্যেষ্ট্যাদিষু স্বস্ত্যয়নার্থং 'ত্যমূ যু' 'ত্রাতারং' ইতি জপেৎ।...স্বস্ত্যয়নকামঃ 'যো অগ্নৌ' ইতি ঋচা রুদ্রান্ যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...দর্শপূর্ণমাসয়ো 'যো অগ্নৌ' ইত্যনয়া আগ্নীধ্রঃ সন্মার্গং অগ্নৌ নিক্ষিপেৎ। উক্তং বৈতানে।...তথা অগ্নিষ্টোমে শালাদহনানন্তরং 'যো অগ্নৌ' ইত্যনেন অগ্নয়ে নমস্কারং কুর্যাৎ।...সর্ববিষভৈষজ্যার্থং 'অপেহি' ইতানয়া তৃণানি প্রজ্বাল্য সর্পাভিমুখং প্রক্ষিপেৎ। দষ্টস্থানে নিক্ষিপেদ্ বা। সূত্রিতং হি।...তথা বেদব্রতাদিষু 'অপো দিব্যাঃ' ইতি দ্ব্যচেন 'এধোসি' ইত্যনয়া চ তিস্রঃ সমিধ আদধ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...তথা আচার্যমরণে তৎসংস্কারানন্তরং 'অপো দিব্যাঃ' ইতি চতুসৃভিঃ ব্রহ্মচারী স্নায়াৎ। তদ্ উক্তং কৌশিকেন।...অগ্নিকার্যে ব্রহ্মচারী 'ইদং আপঃ' ইতি হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ।...'তেজোসি' ইতি মন্ত্রেণ মুখং বিমৃজ্যাৎ। সূত্রিতং হি।...জারোচ্চাটনার্থং 'অপি বৃশ্চ' ইতি তৃচেন জারং দৃষ্ট্বা বদেৎ। তথা অনেন পাষাণং অভিমন্ত্র্য

জারসঙ্গমস্থানে প্রক্ষিপেৎ। সূত্রিতং হি। ....ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৮অ. ৩-৯সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি অগ্নির উপস্থাপনে বিনিয়োগ হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র ইন্দ্রমহাখ্য উৎসবে হবির্যাগে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম সূক্তদ্বয় স্বস্ত্যয়নগণে পঠিত আজ্যহোমে বিনিয়োগ হয়। অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি স্বস্ত্যয়নার্থেও এই দুটি জপনীয়। স্বস্ত্যয়নকামীর পক্ষে যষ্ঠ সূক্তটি রুদ্রের উদ্দেশে যাগ-করণে বা উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত এই সূক্তমন্ত্রটি দর্শপূর্ণমাসে আগ্নীধ্রের অগ্নি-পূজনে অবলম্বনীয় এবং অগ্নিষ্টোমে শালাদহনের পর এই মন্ত্র অগ্নির নমস্কারে প্রযোজ্য। সর্ববিষভৈষজ্যের নিমিত্ত সপ্তম সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা তৃণ প্রজ্বলিত পূর্বক সর্পাভিমুখে প্রক্ষেপ বা দষ্টস্থানে নিক্ষেপ করণীয়। বেদব্রত ইত্যাদিতে অষ্টম সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্র সমিধ আহরণে প্রযুক্ত হয়। এই অষ্টম সূক্তের চারটি মন্ত্রই আচার্যের মরণে তাঁর সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীর স্নানকর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। অগ্নিকর্মে 'ইদং আপঃ' মন্ত্রে ব্রহ্মচারী তাঁর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করেন, 'তেজোসি' মন্ত্রে তিনি মুখ মার্জন করেন। নবম সূক্তটি জার-উচ্চাটন কর্মে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়॥ (৭কা. ৮অ. ৩-৯সূ)॥

◆ ◆

নবম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সূত্রামা ইন্দ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : চন্দ্রমা, ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃড়ীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — সুষ্ঠু ত্রাতা, ধনবান্ বা হিতাত্মা, বিশ্ববেদা (অর্থাৎ সকলের জ্ঞাতা) ইন্দ্রদেব আমাদের সুখপ্রদান করুন, আমাদের রক্ষক হোন, আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ করুন। তিনি আমাদের ভয় বিদূরিত করুন। আমরা যেন সুন্দর বীর্যযুক্ত ধনের অধিপতি হই ॥ ১॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সূত্রামা ইন্দ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : চন্দ্রমা, ইন্দ্র। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মদারাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুয়োতু।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — সেই সুষ্ঠু ত্রাতা, ধনবান্ ও প্রসিদ্ধ ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুগণকে দূর হতেই বিতাড়িত ক'রে দিন। আমরা সেই যজ্ঞযোগ্য ইন্দ্রদেবের কৃপা রূপ মতিতে অবস্থিত থেকে তাঁর নিকট হতে মঙ্গল প্রাপ্ত হতে থাকবো ॥ ১॥

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : গায়ত্রী]

ইন্দ্রেণ মন্যুনা বয়মভি ষ্যাম পৃতন্যতঃ।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণ্যপ্রতি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রের সহায়তায় তাঁর কোপের সাহায্যে আমাদের সাথে যুদ্ধ কামনাশালী শত্রুগণকে আমরা বশীভূত করবো; তাদের মধ্যে কাউকেই পরিত্রাণ পেতে দেবো না এবং তাদের নিঃশেষে বিনাশ করবো ॥ ১ ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : সাংমনস্যম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : সোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাব সোমং নয়ামসি।
যথা ন ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশঃ সংমনসস্করৎ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — ধ্রুবের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত (বা ধ্রুবের ন্যায় স্থির বা ধ্রুবগ্রহস্থ) রাজা সোমকে রথাসীন ক'রে আমরা আনয়ন করছি। ইন্দ্র আমাদের সন্তানগণকে অসাধারণ ও সমান মনঃসম্পন্ন করুন ॥ ১॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : কপিঞ্জল। দেবতা : গৃধ্রদ্বয়। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

উদস্য শ্যাবৌ বিথুরৌ গৃধ্রৌ দ্যামিব পেততুঃ।
উচ্ছোচনপ্রশোচনাবস্যোচ্ছোচনৌ হৃদঃ ॥ ১ ॥
অহমেনাবুদতিষ্ঠিপং গাবৌ শ্রান্তসদাবিব।
কুর্কুরাবিব কূজন্তাবুদবন্তৌ বৃকাবিব ॥ ২॥
আতোদিনৌ নিতোদিনাবথো সন্তোদিনাবুত।
অপি নহ্যাম্যস্য মেঢ্রং য ইতঃ স্ত্রী পুমান্ জভার ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — নিজেকে মণ্ডূকরূপে ভাবিত এই শত্রুর সততঃ চলনশীল কপিশবর্ণ ওষ্ঠ দুটি

বিদীর্ণ হয়ে যাক, বা তার প্রাণ ও অপান আকাশে শকুনিদ্বয়ের উড্ডয়নের মতো উড্ডীন হয়ে যাক। উৎকৃষ্ট শোককারক উচ্চোটন ও প্রকর্ষের সাথে শোকদায়ক প্রশোচন নামক মৃত্যুদূতদ্বয় এই শত্রুর হৃদয়কে শোকসন্তপ্ত ক'রে তুলুক ॥ ১ ॥ প্রযোক্তা (অর্থাৎ মন্ত্রের প্রয়োগকারী) আমি তেমনভাবেই এই কপিশবর্ণ ওষ্ঠশালী শত্রুর প্রাণ ও অপানকে বলাৎকার পূর্বক উৎপাটিত করছি, যেমনভাবে ক্লান্ত হয়ে গোষ্ঠে শায়িত বলদদ্বয়কে দণ্ডমূলের আঘাতে উত্থিত করা হয়, বা যেমনভাবে অসহনীয় (ঘেউ ঘেউ) রবকারী কুক্কুরদ্বয়কে ক্ষুদ্র পাষাণ-প্রহরণ ইত্যাদি নিক্ষেপ ক'রে অপসারিত করা হয়, বা যেমনভাবে গো-পালকগণ গোযূথমধ্যে বৎস উদ্‌গ্রহণপূর্বক ধাবমান বৃকদ্বয়কে বিতাড়িত ক'রে থাকে ॥ ২॥ শত্রুর ওষ্ঠদ্বয় বা প্রাণাপানদ্বয়কে সর্বাবয়বে ক্লেশদায়ক, নিয়ত বা নিকৃষ্টরূপে ব্যথাদায়ক বা সহনশীলতায় বাধাকারীরূপে উচ্ছেদ ক'রে ফেলবো। যে স্ত্রী বা পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে আমাদের এই স্থান হতে ধন অপহরণ করেছে, সেই শত্রুর উপস্থ (বা মর্মস্থান) বন্ধন ক'রে দিচ্ছি, আমি সেই শত্রুর প্রাণকে পৃথক ক'রে দিচ্ছি ॥ ৩॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : কপিঞ্জল। দেবতা : বয়ঃ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অসদন্ গাবঃ সদনেঽপপ্তদ্ বসতিং বয়ঃ।
আস্থানে পর্বতা অস্থুঃ স্থাম্নি বৃক্কাবতিষ্ঠিপম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — গাভীগণ যেমন গোষ্ঠের অভিমুখে গমন করে, পক্ষীগণ যেমন আপন নীড় পানে উড্ডীয়মান হয়ে চলে, পর্বত যেমন আপন স্থানে স্থিত হয়ে থাকে, তেমনই আমি শত্রুর আবাস স্থান, অর্থাৎ যেস্থানে সে স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে অবস্থান করে, সেই শত্রুগৃহকে বৃক-বৃকীর আবাসস্থল অর্থাৎ অরণ্যে পরিণত করতে আকাঙ্ক্ষা করি। ('অনেন শত্রুং নিঃশেষং হত্বা তদ্‌গৃহং অরণ্যং করোমীত্যর্থ উক্তো ভবতি') ॥ ১ ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : যজ্ঞঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্রাগ্নী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী প্রভৃতি]

যদদ্য ত্বা প্রযতি যজ্ঞে অস্মিন্ হোতশ্চিকিত্বন্নবৃণীমহীহ।
ধ্রুবময়ো ধ্রুবমুতা শবিষ্ঠ প্রবিদ্বান্ যজ্ঞমুপ যাহি সোমম্ ॥ ১ ॥
সমিন্দ্র নো মনসা নেষ গোভিঃ সং সূরিভির্হরিবন্ত্সং স্বস্ত্যা।
সং ব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি সং দেবানাং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ২ ॥
যানাবহ উশতো দেব দেবাংস্তান্ প্রেরয় স্বে অগ্নে সধস্থে।
জক্ষিবাংসঃ পপিবাংসো মধূন্যস্মৈ ধত্ত বসবো বসূনি ॥ ৩ ॥

সুগা বো দেবাঃ সদনা অকর্ম য আজগ্ম সবনে মা জুষাণাঃ।
বহমানা ভরমাণাঃ স্বা বসূনি বসুং ঘর্মং দিবমা রোহতানু ॥ ৪ ॥
যজ্ঞং যজ্ঞ গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ।
স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা ॥ ৫ ॥
এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ।
সুবীর্যঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥
বষড্ঢুতেভ্যো বষড্হুতেভ্যঃ।
দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত ॥ ৭ ॥
মনসম্পত ইমং নো দিবি দেবেষু যজ্ঞম্।
স্বাহা দিবি স্বাহা পৃথিব্যাং স্বাহান্তরিক্ষে স্বাহা বাতে ধাং স্বাহা ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেবগণের হোতা, হে চিকিত্বন্ (অর্থাৎ জ্ঞানবান) অগ্নিদেব! ইদানীং এই প্রবর্তমান (ক্রিয়মাণ) যজ্ঞে আমরা তোমাকে তোমার হোতা (অর্থাৎ আহ্বাতা) রূপে বরণ করছি। তোমার হোতারূপে আমরা তোমাকে বরণ করেছি, অতএব তুমি সর্বথা যজ্ঞার্হ দেবগণকে পূজন করো এবং আমাদের কর্মের বৈকল্য (দোষ) দূরীভূত করো। আমাদের অভীপ্সিত ফলের উপায় জ্ঞাত হয়ে আমাদের এই সোমবন্ত যজ্ঞের নিকটে আগমন করো এবং দীয়মান এই হবির সেবা করো ॥ ১॥ হে ইন্দ্র! আমাদের মনকে স্তুতিরূপ বাণীসমূহের সাথে যুক্ত করো যাতে আমরা প্রকৃষ্টরূপে তোমার স্তুতি-করণে সমর্থ হই (অথবা, আমাদের গো ইত্যাদি পশুসমূহে সম্পন্ন করো)। হে হর্যশ্ববান্ (হরি-নামক অশ্বশালী) ইন্দ্র! তুমি আমাদের বেদার্থ-জ্ঞান এবং সেই সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত করো। দেবতাবর্গের হিত-করণশালী অগ্নিহোত্র এবং দেবতাবর্গের কৃপাপূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পন্ন করো ॥ ২॥ হে অগ্নি! তুমি যে হবির কামনাশালী দেবতাগণকে আহ্বান করেছো, সেই দেবতাগণকে সধস্থে (অর্থাৎ তাঁদের স্বকীয় স্থানে) প্রেরিত করো। হে বসুগণ! তোমরা পুরোডাশ ইত্যাদি ভক্ষণ পূর্বক, মধুর রসোপেত আজ্য ইত্যাদি পীতবন্ত হয়ে এই যজমানকে ধনরাশি প্রদান করো ॥ ৩॥ হে দেবতাবর্গ! আমরা তোমাদের মার্গসমূহকে সরল ক'রে দিয়েছি; এমনকি তোমাদের নিমিত্ত ভবন নির্মিত ক'রে দিয়েছি। তোমরা আমাদের ধন প্রদান ক'রে সর্বলোকের বাসয়িতা আদিত্যলোকে এবং তারপর নিজেদের বাসস্থান স্বর্গলোকে আরোহণ (বা প্রত্যাবর্তন) করো ॥ ৪॥ হে যজ্ঞ! তুমি যে বিষ্ণুর দ্বারা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছো, সেই পূজনীয় পরমাত্মার নিকট গমন করো। তারপর যজ্ঞপালক যজমানের নিকট ফলের সাথে যুক্ত হয়ে আগমন করো। তারপর সংসারের কারণভূত শক্তি রূপ যোনি (অর্থাৎ সর্বজগৎকারণভূতা পারমেশ্বরী শক্তিকে) প্রাপ্ত হও। স্বাহুত এই আজ্য (ঘৃত) তোমার নিমিত্ত হোক (তবাস্ত্বিতি) ॥ ৫ ॥ হে যজ্ঞপতি (যজমান)! যষ্টব্যদেবতাগণের নামকীর্তনপর এবং শোভন পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির কর্মে সম্পন্ন এই যজ্ঞ তোমার কল্যাণের নিমিত্ত সামর্থ্যবান হোক ॥ ৬॥ যে দেবতাগণের পূজা প্রথমে করা হয়নি, তাঁদের (অর্থাৎ সেই ইষ্ট দেবগণের) উদ্দেশে এই ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হচ্ছে; এবং যাঁদের পূজা করা হয়ে গিয়েছে, তাঁরাও এই ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হোন। হে দেবগণ! তোমরা যে মার্গ অবলম্বন ক'রে এই যজ্ঞে আগমন করেছিলে, কর্মের সম্পন্নতার পর সেই মার্গ অবলম্বন করেই আপন স্থানে (বা লোকে) প্রত্যাবর্তন করো ॥ ৭॥ হে সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ মনেরও স্বামিন! আমাদের এই যজ্ঞকে

স্বর্গস্থিত দেবতাগণে স্থাপিত করো। তারপর অন্তরিক্ষ, পৃথিবী ও আকাশে—সর্বকর্মাধার বায়ুতে স্থাপিত করো—ইতি স্বাহা সরস্বতী, অর্থাৎ এই কথা বাক্‌দেবী সরস্বতী কর্তৃক কথিত হয়েছে ॥ ৮॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'ইন্দ্রঃ সুত্রামা' ইত্যাদ্যে সূক্তে আদ্যেন তৃচেন গ্রামকামঃ ইন্দ্রং যজতে উপতিষ্ঠেত বা।...অগ্নিষ্টোমে ('ধ্রুবং ধ্রুবেণ' ইতি ঋচা) আসন্দীং নীয়মানং সোমরাজং অনুমন্ত্রয়েত। উক্তং বৈতানে)।...আভিচারিকে কর্মণি 'উদস্য শ্যাবো' ইতি তৃচেন আজ্যং জুহুয়াৎ।...অভিচারকর্মণি 'অসদন্ গাবঃ' ইতি ঋচা রক্তশালিতণ্ডুলৈঃ ক্ষীরৌদনং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য দ্বেষ্যায় দদ্যাৎ। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ 'যৎ অদ্য ত্বা প্রযতি' ইত্যষ্টর্চেন সংস্থিতহোমান্ জুহুয়াৎ। ....ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৯অ. ১-৭সূ)॥

টীকা — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তমন্ত্রের দ্বারা গ্রামকামী জন ইন্দ্রের উদ্দেশে যাগ ক'রে থাকেন। চতুর্থ সূক্তের মন্ত্রটি অগ্নিষ্টোমে সোমরাজের উদ্দেশে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। আভিচারিক কর্মে পঞ্চম সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা আজ্য হোম করণীয়। ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্রটি অভিচার কর্মে সূত্রোক্ত রীতি অনুসারে দ্বেষ্য জনের প্রতি বিনিযুক্ত হয়। সপ্তম সূক্তের আটটি মন্ত্রে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ, উপনয়ন কর্ম ইত্যাদিতে বিনিয়োগ হয়ে থাকে॥ (৭কা. ৯অ. ১-৭সূ)॥

◆

অষ্টম সূক্ত : হবিঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ। ছন্দ : বিরাট, ত্রিষ্টুপ্]

সং বর্হিরক্তং হবিষা ঘৃতেন সমিন্দ্রেণ বসুনা সং মরুদ্ভিঃ।
সং দেবৈর্বিশ্বদেবেভিরক্তমিন্দ্রং গচ্ছতু হবিঃ স্বাহা ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — এই স্রুক্ স্রুব ইত্যাদি যজ্ঞীয় পাত্রসমূহের রক্ষণস্থান হলো বর্হি; এই স্থান পুরোডাশ, ঘৃত ইত্যাদির দ্বারা সম্যক্ লেপিত হয়ে গিয়েছে এবং বসুদেবতাগণের দ্বারা, ইন্দ্রের দ্বারা, মরুৎ-গণের দ্বারা এবং বিশ্বদেবগণের (অর্থাৎ গণদেবগণের) দ্বারা সমক্ত (সঙ্গত) বা যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এই হেন সর্বদেবাধিষ্ঠিত হবি-সাধন বর্হি সকল দেবগণের মধ্যে মুখ্য ইন্দ্রদেবকে সম্প্রাপ্ত হোক। 'স্বাহা' অর্থাৎ 'ইদং বর্হি স্বাহুতং অস্তু'—এই বর্হি স্বাহুত হোক ॥ ১॥

◆

নবম সূক্ত : বেদী

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বেদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

পরি স্তৃণীহি পরি ধেহি বেদিং মা জামিং মোষীরমুয়া শয়ানাম্।
হোতৃষদনং হরিতং হিরণ্যয়ং নিষ্কা এতে যজমানস্য লোকে ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে দর্ভস্তম্ব! বেদীর উপর বিস্তারিত হয়ে যাও, সেটিকে সর্বদিক দিয়ে আবৃত

ক'রে লও। এই বেদীর পুত্ররূপ যজমানকে বিনষ্ট করো না। হরিৎবর্ণ বা শোভনবর্ণ বা হিতরমণীয় হে দর্ভরূপ বস্তু! তুমি হোতার নিমিত্ত আসনরূপ। এই যজমানের পুণ্যভোগের স্থানে হিরন্ময় যুক্ত হও। হে দর্ভ! তুমি বেদীর উপর বিস্তারিত হয়ে যাও, অর্থাৎ বেদীকে আচ্ছাদিত ক'রে লও ॥ ১॥

◆

দশম সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

পর্যাবর্তে দুষ্বপ্ন্যাৎ পাপাৎ স্বপ্ন্যাদভূত্যাঃ।
ব্রহ্মাহমন্তরং কৃণ্বে পরা স্বপ্নমুখাঃ শুচঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — আমি দুঃস্বপ্ন জনিত পাপ হতে নিবৃত্ত হচ্ছি, সম্পত্তি হীনতা হতে দূর হচ্ছি। দুঃস্বপ্নের পাপ যাতে আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তার নিবারণ করণশালী মন্ত্রসঙ্ঘকে আমি সমর্থ (অর্থাৎ আয়ত্ত) ক'রে নিয়েছি; সেই মন্ত্রগুলিকে আমি কবচের ন্যায় ধারণ ক'রে নিয়েছি। এই নিমিত্ত অর্থাৎ এই ব্যবধিকরণের দ্বারা আমার দুঃস্বপ্ননিবন্ধন শোকসমূহ পরাভূত হোক ॥ ১॥

◆

একাদশ সূক্ত : দুঃস্বপ্ননাশনম্

[ঋষি : যম। দেবতা : দুঃস্বপ্ননাশনম্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

যৎ স্বপ্নে অন্নমশ্নামি ন প্রাতরধিগম্যতে।
সর্বং তদস্তু মে শিবং নহি তদ্ দৃশ্যতে দিবা ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — স্বপ্নে যে অন্নকে আমি ভক্ষণ ক'রে থাকি, তা প্রভাতকালে দৃষ্ট হয় না। যেহেতু ঐ অন্ন-সম্পর্কিত স্বপ্ন দিবাভাগে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং স্বপ্নে অখাদ্য ভোজন ইত্যাদি সকল অন্ন আমার নিমিত্ত মঙ্গল করণশালী হোক। স্বপ্নে অন্নভোজন দর্শনে আমার যে অরিষ্ট (বা অনিষ্ট) ঘটেছে, তা এই মন্ত্র-জপের দ্বারা বরং কল্যাণকারী হোক ॥ ১॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : আত্মনোঽহিংসনম্

[ঋষি : প্রজাপতি। দেবতা : দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষ, মৃত্যু। ছন্দ : বৃহতী]

নমস্কৃত্য দ্যাবাপৃথিবীভ্যামন্তরিক্ষায় মৃত্যবে।
মেক্ষাম্যূর্ধ্বস্তিষ্ঠন্ মা মা হিংসিষুরীশ্বরাঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — আকাশ ও পৃথিবী (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী), অন্তরিক্ষ ও মৃত্যুকে নমস্কার ক'রে আমি

ঊর্ধ্বলোকে গমন না ক'রে ইহলোকেই দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থিত হয়ে থাকবো। আকাশ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অধিপতি অগ্নি, বায়ু ও সূর্য যেন আমাকে হিংসিত না করেন এবং মৃত্যুও যেন আমাকে না রধ করেন। (অর্থাৎ তাঁরা ইহলোকে যেন আমাকে অবস্থান করতে দেন) ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দর্শপূর্ণমাসয়ো প্রহ্রিয়মাণপ্রস্তরানুমন্ত্রণং 'সং বর্হিরক্তং' ইত্যনয়া ব্রহ্মা কুর্যাৎ।...শ্রৌতদর্শপূর্ণমাসয়োঃ বেদিং পরিস্তৃণন্তং অধ্বর্যুং 'পরিস্তৃণীহি' ইত্যনয়া ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত।...দুঃস্বপ্নদর্শননিমিত্তদোষপরিহারার্থং 'পর্যাবর্তে' ইতি ঋচং জপন্ পর্যাবর্তেত। স্বপ্নে অন্নভক্ষণনিমিত্তদোষ-পরিহারার্থং 'যৎ স্বপ্নে' ইতি ঋচং জপেৎ। সূত্রিতং হি।...স্বস্ত্যয়নার্থং 'নমস্কৃত্য' ইত্যনয়া মান্ত্রবর্ণিকীভ্যো দেবতাভ্যো নমস্কারং উপস্থানং বা কুর্যাৎ।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ৯অ. ৮-১২সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত অষ্টম সূক্তের মন্ত্রটি দর্শপূর্ণমাসে ব্রহ্মা কর্তৃক অনুমন্ত্রণীয়। শ্রৌতদর্শপূর্ণমাসে নবম সূক্তের মন্ত্রটিও বেদি পরিস্তৃণন্তের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক সূত্রোক্তপ্রকারে অনুমন্ত্রণীয়। দুঃস্বপ্নদর্শননিমিত্ত দোষ পরিহারার্থে দশম সূক্তটি জপে বিনিয়োগ হয়। স্বপ্নে অন্নভক্ষণজনিত দোষ পরিহারার্থে একাদশ সূক্তটি জপে বিনিয়োগ হয়। স্বস্ত্যয়নকর্মে দ্বাদশ সূক্তের মন্ত্রটি ঐ মন্ত্রে উক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে নমস্কার বা উপাসনায় বিনিয়োগ করণীয়॥ (৭কা. ৯অ. ৮-১২সূ)॥

◆ ◆

দশম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ক্ষত্রিয়ঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কো অস্যা নো দ্রুহোঽবদ্যবত্যা উন্নেষ্যতি ক্ষত্রিয়ো বস্য ইচ্ছন্।
কো যজ্ঞকামঃ ক উ পূর্তিকামঃ কো দেবেষু বনুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — ক্ষত্রিয়জাত্যাভিমানী কোন্ রাজা এই দুর্গতিরূপ অহিতকারিণী পিশাচী হতে আমাদের রক্ষা করবেন? (উত্তর : প্রজাপতি)। আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের কামনা কে করবেন? (উত্তর : প্রজাপতি)। কে আমাদের ধনের পূর্তি অভিবাঞ্ছা করবেন? (উত্তর : প্রজাপতি)। দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা আমাদের দীর্ঘ আয়ু প্রদানশালী হবেন? (উত্তর : প্রজাপতি) ॥ ১॥ (...'প্রশ্নবাচিনা কিং শব্দেন প্রজাপতিরুচ্যতে'—এই সূক্তে ও এর পরবর্তী সূক্তে কোন্ রাজা বা কোন্ দেবতা অর্থাৎ 'কিং' শব্দের উত্তর স্বরূপ প্রজাপতিকেই বোঝানো হয়েছে)।

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : গৌঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আত্মা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

কঃ পৃশ্নিং ধেনুং বরুণেন দত্তামথর্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্।
বৃহস্পতিনা সখ্যং জুষাণো যথাবশং তন্বঃ কল্পয়াতি ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — লোহিত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণোপেতা, সর্বদা বৎসযুক্তা, সুদুঘা (সুষ্ঠু দোহনযোগ্যা), অথর্বা দ্বারা বরুণকে প্রদত্তা এতাদৃশ ধেনু এবং দেবগণের পালক বৃহস্পতির সৌহার্দ লাভ ক'রে কোন্ দেবতা তাঁকে তনু (বা শক্তি) কল্পনায় সমর্থ করেছিলেন? (উত্তর : বৃহস্পতির সখা প্রজাপতিই শরীরের শক্তি দান করেন) ॥ ১॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : দৈব্যং বচঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রে উক্ত দেবতাগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অপক্রামন্ পৌরুষেয়াদ্ বৃণানো দৈব্যং বচঃ।
প্রণীতীরভ্যাবর্তস্ব বিশ্বেভিঃ সখিভিঃ সহ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে মাণবক! তুমি মনুষ্যগণের লৌকিক কর্ম হতে অপক্রমণ পূর্বক দেবাত্মক বেদরূপ বাক্যের সেবা (অর্থাৎ চর্চা) ক'রে স্বাধ্যায়ের নিমিত্ত আপন সহপাঠী ব্রহ্মচারীগণের সাথে বেদ-শিক্ষাশালিনী প্রণীতির (প্রকৃষ্ট বেদ-ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলীর) আশ্রয় গ্রহণ করো ॥ ১॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অমৃতত্বম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : জাতবেদা ও বরুণ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যদস্মৃতি চকৃম কিং চিদগ্ন উপারিম চরণে জাতবেদঃ।
ততঃ পাহি ত্বং নঃ প্রচেতঃ শুভে সখিভ্যো অমৃতত্বমস্তু নঃ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জাতবেদা অগ্নি! আমরা স্মরণরহিত হয়ে যা কিছু কর্ম করেছি এবং যে কর্ম আমাদের দ্বারা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, হে প্রকৃষ্টজ্ঞানরূপী (প্রচেতস্) অগ্নি! তুমি সেই বিস্মরণজনিত কর্মানুষ্ঠানের বা কর্মের বিলুপ্তি সাধনের পাপ হতে আমাদের রক্ষা করো। তোমার কৃপায় তোমার প্রিয়ভূত আমাদের কর্মসমূহ শোভনরূপে সম্পন্ন (অর্থাৎ পূর্ণ) ও অবিনাশী (অর্থাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত) হোক ॥ ১॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : সন্তরণম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : সূর্য ও আপ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

অব দিবস্তারয়ন্তি সপ্ত সূর্যস্য রশ্ময়ঃ।
আপঃ সমুদ্রিয়া ধারাস্তাস্তে শল্যমসিস্রসন্ ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — কশ্যপ নামক সূর্যের সাথে সম্বন্ধিত (অর্থাৎ তাঁর অংশভূত) আরোগ ইত্যাদি নামে অভিহিত সপ্তরশ্মি-সমূহ সমুদ্রবৎ অন্তরিক্ষে উৎপন্ন জলরূপ ধারাসমূহকে নিম্নে বর্ষণ করছে। হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ! সেই সূর্যরশ্মির দ্বারা অবতারিতা জলরাশি তোমার শল্যবৎ পীড়াদায়ক কাস-শ্লেষ্মা ইত্যাদি রোগসমূহকে বিনষ্ট ক'রে দিক ॥ ১॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

যো নস্তায়দ্ দিপ্সতি যো ন আবিঃ স্বো বিদ্বানরণো বা নো অগ্নে।
প্রতীচ্যেত্বরণী দত্বতী তান্ মৈষামগ্নে বাস্তু ভুন্মো অপত্যম্ ॥ ১॥
যো নঃ সুপ্তান্ জাগ্রতো বাভিদাসাৎ তিষ্ঠতো বা চরতো জাতবেদঃ।
বৈশ্বানরেণ সযুজা সজোষাস্তান্ প্রতীচো নির্দহ জাতবেদঃ ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! যে শত্রু আমাদের হত্যা করতে ইচ্ছা করে, যে শত্রু অন্তর্হিত হয়ে বা প্রকাশ্যভাবে আমাদের বিনাশ করতে ইচ্ছা করে অথবা যে পরবাধনের উপায় বিদিত হয়ে আমাদেরই বান্ধবের ভণিতায় আমাদের নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাদের সম্মুখে পীড়া প্রদানশালিনী দন্তশালিনী আর্তিকারিণী রাক্ষসী আগমন করুক। হে অগ্নি! এই পূর্বোক্ত অপ্রকাশ্য ঘাতক শত্রুগণ যেন গৃহ, অপত্য ইত্যাদি বিহীন হয়ে যায়। (অর্থাৎ তারা নিঃশেষে হত হয়ে যাক) ॥ ১॥ হে জাতবেদা অগ্নি! যে শত্রু আমাদের শয়নে, জাগরণে, উপবেশনে ও চলনে হনন করতে অভিলাষ করে, তাদের জঠরাগ্নিরূপ বৈশ্বানর অগ্নির সহযোগে তুমি নিঃশেষে ভস্মসাৎ ক'রে দাও। (অর্থাৎ—জাঠরাগ্নি তাদের অন্তদর্হন করুন এবং তুমি তাদের বহির্দহন করো) ॥ ২॥

◆

সপ্তম সূক্ত : রাষ্ট্রভৃতঃ

[ঋষি : বাদরায়ণি। দেবতা : অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

ইদমুগ্রায় বভ্রবে নমো যো অক্ষেষু তনূবশী।
ঘৃতেন কলিং শিক্ষামি স নো মৃডাতীদৃশে ॥ ১॥
ঘৃতমপ্সরাভ্যো বহ ত্বমগ্নে পাংসূনক্ষেভ্যঃ সিকতা অপশ্চ।
যথাভাগং হব্যদাতিং জুষাণা মদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ॥ ২॥
অপ্সরসঃ সধমাদং মদন্তি হবির্ধানমন্তরা সূর্যং চ।
তা মে হস্তৌ সং সৃজন্তু ঘৃতেন সপত্নং মে কিতর্বং রন্ধয়ন্তু ॥ ৩॥

আদিনবং প্রতিদীব্নে ঘৃতেনাস্মাঁ অভি ক্ষর।
বৃক্ষমিবাশন্যা জহি যো অস্মান্ প্রতিদীব্যতি ॥ ৪॥
যো নো দ্যুবে ধনমিদং চকার যো অক্ষাণাং গ্লহনং শেষণং চ।
স নো দেবো হবিরিদং জুষাণো গন্ধর্বেভিঃ সধমাদং মদেম ॥ ৫॥
সংবসব ইতি বো নামধেয়মুগ্রংপশ্যা রাষ্ট্রভৃতো হ্যক্ষাঃ।
তেভ্যো ব ইন্দবো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬॥
দেবান্ যন্নাথিতো হুবে ব্রহ্মচর্যং যদূষিম।
অক্ষান্ যৎ বভ্রূনালভে তে না মৃড়ন্ত্বীদৃশে ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — উগ্র শক্তিশালী বভ্রুবর্ণ নামক দেবতাকে নমস্কার করি। এই বভ্রু দ্যূতক্রীড়ায় বিজয়প্রাপ্ত করণশালী (অর্থাৎ বভ্রুর কৃপায় দ্যূতে বিজয়লাভ করা যায়)। আমি মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ঘৃতে অক্ষকে ব্যাপ্ত করছি (যাতে দ্যূতে পরাজয়ের হেতুকরী কলি নামাত্মক পঞ্চসংখ্যাযুক্ত অক্ষবিষয়ক অয়ের তাড়না হয়, অর্থাৎ কলিশব্দবাচ্য অয়ের আগমনে বা পতনে পরাজয় না হয়)। সেই বভ্রু দেবতা এই কলিজয়রূপ দ্যূত-বিজয়াত্মক কর্মে আমাদের সুখী করুন ॥ ১॥ হে অগ্নি! আমাদের জয়ের উদ্দেশে অন্তরিক্ষ স্থিতা অপ্সরাগণের নিকট এই ঘৃত অর্থাৎ অক্ষাভ্যঞ্জনসাধন আজ্য বহন করো (প্রাপয়)। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিতবদের চক্ষে সূক্ষ্ম ধূলিকণা, বালুকা, কঙ্কর ও জল প্রক্ষেপণ করো। (অর্থাৎ—যাতে তারা পরাজিত হয় সেই নিমিত্ত 'তন্মুখেষু পাংস্বাদীন্ প্রক্ষিপেত্যর্থঃ')। ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণ আপন আপন ভাগ অনুসারে সোমাজ্য ভেদের দ্বারা বা শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মভেদের দ্বারা দু'প্রকার হব্য আস্বাদন করে তৃপ্তি লাভ করুন। হে দেবগণ! তোমরাও আমাদের দ্যূতজয় করিয়ে দাও ॥ ২॥ দ্যূতক্রিয়ার দেবতা অপ্সরাগণ এই হবির্ধান ভূলোক ও সূর্যাধিষ্ঠিত দ্যুলোকে একত্রে মিলিত হয়ে আমার দেবনসাধন হস্ত দুটি ঘৃতবৎ সারভূত ও জয়লক্ষণ সমন্বিত ফলের দ্বারা সম্পন্ন করুন এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিতবকে আমার অধীন করুন ॥ ৩॥ হে দেব! আমি আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করার নিমিত্ত অক্ষক্রীড়া করছি। আমাকে জয়রূপ ফলের দ্বারা সম্পন্ন করো। যে কিতব আমাদের জয় করার অভিলাষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তাকে বিদ্যুতাহত শুষ্ক বৃক্ষের পরিণতি প্রাপ্ত করাও (বা তিরস্কৃত করো) ॥ ৪॥ যে দেব আমাদের পক্ষীয় কিতবগণের নিমিত্ত বিপক্ষীয় কিতবদের ধন জয় করিয়ে দেন, যিনি শত্রুগণের অক্ষগুলি (আপন অক্ষের দ্বারা) জয়পূর্বক গ্রহণ ক'রে থাকেন, সেই দ্যূতাভিমানী দেব আমাদের এই হবিঃ সেবন করুন এবং অক্ষাধিষ্ঠাতা গন্ধর্বগণ সহ একত্রে প্রসন্ন হোন ॥ ৫॥ হে গন্ধর্ববর্গ! তোমরা সংপ্রাপ্তধন বা সম্প্রাপিতধন (অর্থাৎ ধন সম্প্রাপ্ত করিয়ে দিয়ে থাকো), এই কারণে তোমরা 'সংবসব' নামে অভিহিত হয়েছো। তোমরা উগ্রংপশ্যা ও রাষ্ট্রভৃৎ নামধারিণী দুই অপ্সরাবিশেষের সাথে সম্বন্ধিত। আমরা সেই অপ্সরাগণের সাথে তোমাদের (অর্থাৎ গন্ধর্বদের) সোমযুক্ত হবির দ্বারা পূজা করছি। অতঃপর আমরা ধনের অধিপতি হবো ॥ ৬॥ আমি ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নি ইত্যাদি দেবতাগণকে আহূত করছি। আমরা বেদগ্রহণের নিমিত্ত ব্রহ্মচারীর নিয়মে নিবিষ্ট হচ্ছি। আমরা অক্ষাভিমানী বভ্রুবর্ণ দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত দেবসাধনভূত অক্ষকে স্পর্শ (বা গ্রহণ) করছি। অতএব সেই দেবগণ জয়লক্ষণরূপ ফল দানের দ্বারা আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র 'কৌ অস্যা নঃ' ইতি আদ্যে সূক্তে আদ্যাভ্যাং ঋগভ্যাং সর্বফলকামঃ প্রজাপতিং যজ্ঞে উপতিষ্ঠেত বা।...'কঃ পৃশ্নিং' ইত্যেষা উর্বরাখ্যে সবযজ্ঞে বিনিযুক্তা।...উপনয়নে 'অপক্রামন্' ইত্যনয়া মাণবকং প্রাঙ্মুখং উপবেশয়েৎ। সূত্রিতং হি।...তথা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ 'যদ্ অস্মৃতি' ইত্যনয়া কর্মবিস্মরণপ্রায়শ্চিত্তার্থং জুহুয়াৎ।...অগ্নিষ্টোমে দীক্ষানিয়মলোপপ্রায়শ্চিত্তার্থং অনয়া অগ্নিং উপতিষ্ঠেত।...কাসশ্লেষ্মভৈষজ্যার্থং 'অব দিবস্তারয়ন্তি' ইতি ঋচা অন্নং সক্তুমন্থং বা অভিমন্ত্র্য ভক্ষয়েদ্ উদকং বা অভিমন্ত্র্য আচাময়েৎ সূর্যোপস্থানং বা কুর্যাৎ।...অভিচারকর্মণি 'যো নস্তায়ৎ' ইতি দ্ব্যচেন অশনিহত বৃক্ষসমিধ আদধ্যাৎ। দ্যূতজয়কর্মণি 'ইদং উগ্রায়' ইতি সপ্তর্চেন দধিমধুনোস্ত্রিরাত্রং বাসিতান্ অক্ষান্ অভিমন্ত্র্য দ্যূতক্রীড়াং কুর্যাৎ।...অগ্ন্যাধানে 'ইদং উগ্রায়' ইতি ঘৃতেন অভ্যক্তান অক্ষান্ অধ্বর্যবে দদ্যাৎ। তদ্ উক্তং বৈতানে।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ১০অ. ১-৭সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত প্রথম সূক্তের মন্ত্রটি সর্বফলকামনায় প্রজাপতির উদ্দেশে যাগ বা উপাসনায় বিনিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় সূক্তটি উর্বরাখ্যে সবযজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়। উপনয়নে মাণবককে প্রাঙ্মুখে উপবেশন করণে 'অপক্রামন্' ইত্যাদি মন্ত্রটি বিনিযুক্ত হয়। দর্শপূর্ণমাসে কর্মবিস্মরণজনিত দোষের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত 'যদ্ অস্মৃতি' ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগ নির্ধারিত আছে। অগ্নিষ্টোমে দীক্ষানিয়মের লোপজনিত দোষের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত এই মন্ত্রটির দ্বারা অগ্নির উপাসনা করা হয়। কাসশ্লেষ্মা ব্যাধির চিকিৎসায় পঞ্চম সূক্তের মন্ত্রটি সূত্রোক্তপ্রকারে অন্ন বা সক্তুমন্থ অভিমন্ত্রিত ক'রে ব্যাধিগ্রস্তকে ভক্ষণ করাবার বা জল অভিমন্ত্রিত ক'রে পান করানো ইত্যাদির বিধি আছে। অভিচারকর্মে ষষ্ঠ সূক্তের দুটি মন্ত্রের দ্বারা অশনিহত বৃক্ষের সমিধ সূত্রোক্তপ্রকারে ধারণীয়। দ্যূতজয়কর্মে সপ্তম সূক্তের সাতটি মন্ত্রের দ্বারা দধি ও মধু ত্রিরাত্র বাসিত ক'রে সূত্র অনুসারে অক্ষ অভিমন্ত্রিত পূর্বক দ্যূতক্রীড়া করণীয়। অগ্ন্যাধানেও দ্যূতক্রীড়া সম্পর্কেই এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় সূক্তে 'অথর্বার দ্বারা বরুণকে গো প্রদান' সম্পর্কিত বিষয় পঞ্চম কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের একাদশ সূক্তে স্পষ্ট কথিত আছে। পঞ্চম সূক্তের 'সপ্ত সূর্যস্য রশ্ময়'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়ণের উক্তি—'একস্য হি সূর্যস্য অংশভূতা সপ্ত সূর্যা বিদ্যন্তে' ইত্যাদি। সেই তথ্য তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১/৭/১) বিধৃত আছে॥ (৭কা. ১০অ. ১-৭সূ)॥

◆

অষ্টম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : ইন্দ্রাগ্নী। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষে হতো বৃত্রাণ্যপ্রতি।
উভা হি বৃত্রহন্তমা॥ ১॥
যাভ্যামজয়ন্ত্স্বরগ্র এব যাবাতস্থতুর্ভুবনানি বিশ্বা।
প্রচর্ষণী বৃষণা বজ্রবাহূ অগ্নিমিন্দ্রং বৃত্রহণা হুবেঽহম্॥ ২॥
উপ ত্বা দেবো অগ্রভীচ্চমসেন বৃহস্পতিঃ।
ইন্দ্র গীর্ভির্ন আ বিশ যজমানায় সুন্বতে॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! তোমরা বৃত্রকে হননশালী, সুতরাং তোমরা হবির্দাতা যজমানের

আবরক শত্রুরূপী পাপসমূহকে নিঃশেষে বিনাশ করো ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র ও অগ্নির সহায়তায় দেবতাগণ স্বর্গ লাভ করেছিলেন, যে ইন্দ্র ও অগ্নি আপনাপন মহিমার দ্বারা সকল ভূতে (প্রাণীতে) ব্যাপ্ত রয়েছেন, যাঁরা আপন উপাসক মনুষ্যগণের কর্মফলের দ্রষ্টা, যাঁরা সেই উপাসকগণের প্রতি ঈপ্সিত ফল বর্ষণ ক'রে থাকেন, সেই হেন বজ্রাস্ত্রধারী ও বৃত্রহন্তা অগ্নি ও ইন্দ্রকে আমি বিজয়প্রাপ্তির কামনায় আহূত করছি ॥ ২॥ হে ইন্দ্র! দেবগণকে হিতাচরণের দ্বারা পালয়িতা বৃহস্পতি দেব তোমাকে সোমপাত্র (চমস) প্রদানের দ্বারা আপন বশীভূত ক'রে নিয়েছেন। অতএব বৃহস্পতির দ্বারা পরিগৃহীত হে ইন্দ্র! সোম অভিষুতকারী যজমানকে ধন ইত্যাদির দ্বারা পোষণের উদ্দেশে আমাদের (ঋত্বিক্‌গণের) স্তুতিবাক্য অনুসরণ ক'রে (অর্থাৎ স্তূয়মান হয়ে) এই স্থানে আগমন করো ॥ ৩॥

◆

নবম সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : বৃষভ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রস্য কুক্ষিরসি সোমধান আত্মা দেবানামুত মানুষাণাম্।
ইহ প্রজা জনয় যাস্ত আসু যা অন্যত্রেহ তাস্তে রমন্তাম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ — (এখানে অতিসৃজ্যমান বৃষভ বা পূতভৃৎপাত্রকে সম্বোধন করা হচ্ছে)—হে বৃষভ বা পূতভৃৎ-কলশ! তুমি সোমের ধারক, ইন্দ্রের কুক্ষি বা জঠরও বটে। তুমি দেবতাগণের ও মনুষ্যবর্গের শরীরস্বরূপ (বা মনুষ্যগণের দেবতা স্বরূপ)। তুমি এই লোকে প্রজাসমূহের (অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদির) উৎপাদন করো। এই দেশের পুরোবর্তিনী গো-সমূহে বা যজমান ইত্যাদিতে এবং অন্যত্র যে গো-সমুদায় বা যজমানবৃন্দ আছেন, তাঁদের মধ্যে স্থিত পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি প্রজাসকল সুখ পূর্বক বিহারশীল হোক ॥ ১ ॥

◆

দশম সূক্ত : পাপনাশনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আপ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

শুম্ভনী দ্যাবাপৃথিবী অন্তিসুম্নে মহিব্রতে।
আপঃ সপ্ত সুস্রুবুর্দেবীস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১ ॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাহদথো বরুণ্যাদুত।
অথো যমস্য পড়্বীশাদ্ বিশ্বস্মাদ্ দেবকিল্বিষাৎ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ — এই আকাশ ও পৃথিবী (দ্যাবাপৃথিবী) অত্যন্ত শোভাময়ী। এঁদের মধ্যে চেতন ও অচেতন জীব (বা পদার্থ) বর্তমান রয়েছে। এই মহৎব্রতা দ্যাবাপৃথিবীতে সপ্ত সর্পণস্বভাবা

(গমনশীলা) বা সপ্তসখ্যকা দ্যোতমানা জলদেবীও ক্ষরিতা হয়ে চলেছেন। এই বিশাল কর্মশালিনী দ্যাবাপৃথিবী ও জলরাশি আমাদের পাপ হতে মুক্ত করুন ॥ ১॥ ব্রাহ্মণের আক্রোশ হতে এই জলসমূহ আমাকে দূরে রক্ষা করুন। বরুণের নিকট মিথ্যা-ভাষণ রূপ পাপ হতে এবং পাপের বন্ধন হতেও রক্ষা করুন। যমাধিকার, পাদবন্ধন এবং সকল দেব সম্বন্ধী পাপ হতে আমাকে রক্ষা করুন। (ষষ্ঠ কাণ্ডের দশম অনুবাকের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রেও এইটি ব্যাখ্যাত হয়েছে) ॥ ২॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পরসেনাজয়ার্থং 'অগ্ন ইন্দ্রশ্চ' ইতি দ্বাভ্যাং নবরথং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য সসারথিং রাজানং আরোহয়েৎ।...তথা সর্বফলকামঃ 'অগ্ন ইন্দ্রশ্চ' ইতি তিসৃভিঃ অগ্নীন্দ্রৌ যজেত উপতিষ্ঠেত বা।...বৃষোৎসর্গে..'ইন্দ্রস্য কুক্ষিঃ' ইত্যনয়া বৃষভং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বিসৃজেৎ।... সর্বব্যাধিভৈষজ্যার্থং 'শুম্ভনী' ইতি দ্ব্যচেন উদঘটং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য মৌঞ্জৈঃ পাশৈঃ সন্ধিষু বদ্ধ্বং ব্যাধিতং দর্ভপিঞ্জূলীভিঃ আপ্লাবয়েৎ অবসিঞ্চেদ্ বা। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি ॥ (৭কা. ১০অ. ৮-১০সূ)॥

টীকা — উপর্যুক্ত অষ্টম সূক্তের প্রথম দু'টি মন্ত্র নবরথে সারথি সহ রাজাকে আরোহণ করানোর নিমিত্ত বিনিযুক্ত হয়। তথা এই সূক্তের তিনটি মন্ত্র সকল রকম বিষয়ে সুফল লাভের নিমিত্ত অগ্নি ও ইন্দ্রের যাগে বা উপাসনায় সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। নবম সূক্তটির দ্বারা বৃষোৎসর্গে বৃষকে অভিমন্ত্রিত পূর্বক ত্যাগ (বিসর্জন) করণীয়। সর্বব্যাধির ভৈষজ্যার্থে দশম সূক্তের মন্ত্র দু'টির দ্বারা জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত ক'রে সূত্রোক্তপ্রকারে সেই জলে ব্যাধিতকে স্নান করানো কর্তব্য বা তার গাত্রে সিঞ্চন করণীয়॥ (৭কা. ১০অ. ৮-১০সূ)॥

◆

একাদশ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভার্গব। দেবতা : তৃষ্টিকা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্]

তৃষ্টিকে তৃষ্টবন্দন উদমূং ছিন্ধি তৃষ্টিকে।
যথা কৃতদ্বিষ্টা সোহমুষ্মৈ শেপ্যাবতে॥ ১॥
তৃষ্টাসি তৃষ্টিকা বিষা বিষাতক্যসি।
পরিবৃক্তা যথাসস্যৃষভস্য বশেব॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে বাণাপর্ণ নামক কুৎসিতা (দাহজনিকা) ঔষধি! তুমি বন্দনা নামক বৃক্ষের শাখাকে আবেষ্টন ক'রে ঐ দ্বেষকারিণী স্ত্রীকে পুংপ্রজননশালী (পুরুষ) হতে পৃথক ক'রে দাও, যাতে ঐ স্ত্রী ঐ পুরুষের কোপের বিষয়ীভূতা হয়, তেমন করো। (অথবা, হে কাম তৃষ্ণা! হে ধন তৃষ্ণা! তোমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কলহ করণশালিনী। এরই প্রভাবে স্ত্রী আপন বীর্যবান পুরুষেতেও দ্বেষ করতে থাকে) ॥ ১॥ হে কুৎসিতা (দাহজনিকা) ঔষধি! তুমি বিষস্বরূপা, বিষের সংযোজয়িত্রী এবং সকলের দ্বারা পরিবর্জিতা। বন্ধ্যা গাভী যেমন ঋষভ পুঙ্গবের পরিবর্জনীয়া হয়ে থাকে, এই স্ত্রীও যেন আপন পুরুষের ক্রোধরূপ দাহজনিকা হয়ে সম্ভোগের অযোগ্যা হয়ে যায়। (অথবা, হে তৃষ্ণা! তুমি দাহক এবং বিষ স্বরূপ। যেমন বন্ধ্যা গাভী বীর্যবান বৃষভের পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তেমনই তুমিও পরিত্যক্ত হও) ॥ ২॥

◆

দ্বাদশ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভার্গব। দেবতা : অগ্নি ও সোম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্]

আ তে দদে বক্ষণাভ্য আ তেঽহং হৃদয়াদ্ দদে।
আ তে মুখস্য সঙ্কাশাৎ সর্ব তে বর্চ আ দদে॥ ১॥
প্রেতো যন্তু ব্যাধ্যঃ প্রানুধ্যাঃ প্রো অশস্তয়ঃ।
অগ্নী রক্ষস্বিনীর্হন্তু সোমো হন্তু দুরস্যতীঃ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — হে দ্বেষকারিণী অধমা স্ত্রী! তোমার ঊরুসন্ধি (অর্থাৎ যোনি), কটি (শ্রোণিদেশ), হৃদয়দেশ (স্তনস্থান), পদ ও অন্যান্য সকল অবয়ব হতে আমি তোমার সৌভাগ্য রূপ তেজকে গ্রহণ করছি; এবং সকলকে প্রসন্ন করণশালী তোমার মুখ-সৌন্দর্যকে অপহরণ পূর্বক, নারীবিষয়ে দৌর্ভাগ্যকামী আমি (নারীবিষয়দৌর্ভাগ্যকামোঽহং) তোমার অঙ্গে বর্তমান আভাকে (অর্থাৎ বিশ্বসম্মোহনরূপ তেজকে) দূরীভূত ক'রে দিচ্ছি ॥ ১॥ এই রক্ষোগ্রহ ইত্যাদি কর্তৃক গৃহীত পুরুষ হতে বিভিন্ন পীড়া দূর হোক। নিরন্তর রাক্ষস ইত্যাদির স্মরণ বিস্মৃত হোক এবং অপর কর্তৃক নিন্দা বা হিংসা লোপ হয়ে যাক। অগ্নিদেব রাক্ষস ও পিশাচীগণের সংহার সাধিত করুন; সোমদেবও পর কর্তৃক এই পুরুষের প্রতি অনিষ্ট বা দুষ্ট ইচ্ছা দূর ক'রে দিন (বা পরের অনিষ্ট চিন্তন করণশালিনী পিশাচীগণকে বিনাশ করুন) ॥ ২॥

◆

ত্রয়োদশ সূক্ত : পাপলক্ষণনাশনম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : সবিতা, জাতবেদা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

প্র পতেতঃ পাপি লক্ষ্মি নশ্যেতঃ প্রামুতঃ পত।
অয়স্ময়েনাঙ্কেন দ্বিষতে ত্বা সজামসি॥ ১॥
যা মা লক্ষ্মীঃ পতয়ালূরজুষ্টাভিচস্কন্দ বন্দনেব বৃক্ষম্।
অন্যত্রাস্মৎ সবিতস্তামিতো ধা হিরণ্যহস্তো বসু নো ররাণঃ॥ ২॥
একশতং লক্ষ্ম্যো মর্ত্যস্য সাকং তন্ব জনুষোঽধি জাতাঃ।
তাসাং পাপিষ্ঠা নিরিতঃ প্র হিণ্মঃ শিবা অস্মভ্যং
জাতবেদো নি যচ্ছ॥ ৩॥
এতা এনা ব্যাকরং খিলে গা বিষ্ঠিতা ইব।
রমন্তাং পুণ্যা লক্ষ্মীর্যাঃ পাপীস্তা অনীনশম্॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে পাপরূপিণী দেবী অলক্ষ্মী (পাপের দেবী লক্ষ্মী অর্থে অলক্ষ্মী)! তুমি এই

প্রদেশ হতে প্রস্থান করো। এই স্থানে অদৃশ্যা হয়ে সুদূর দেশ হতেও প্রস্থান করো। আমরা সুদূর দেশে গমনকারিণী তোমাকে লৌহ-শূলের বা লৌহময় কণ্টকের সাথে সম্বন্ধিত শত্রুগণের সাথে মিলিত করিয়ে দিচ্ছি॥ ১॥ বন্দনা লতার বৃক্ষ আবেষ্টনের মতো যে অলক্ষ্মী আমাকে আবেষ্টন ক'রে রেখেছে, কিংবা যে পাপদেবী অলক্ষ্মী আমাতে সর্বদিক হতে (অভিতো) ব্যাপ্ত হয়ে থেকে শোষণ ক'রে নিচ্ছে, সেই অলক্ষ্মীকে, হে সর্বপ্রেরক সবিতা! এই স্থান হতে অন্যত্র স্থাপন ক'রে নিজে হিরণ্যহস্ত হয়ে আমাদের ধন প্রদান করো॥ ২॥ মনুষ্যের শরীরোৎপত্তির সমকালে একাধিক শত সংখ্যাকা লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়ে থাকে; তাদের মধ্যে যারা পাপপূর্ণা বা পাপিষ্ঠা অলক্ষ্মী, তাদেরই আমরা এই স্থান হতে বিদূরিত করছি। হে জাতবেদা অগ্নি! কল্যাণময়ী লক্ষ্মীগণকে আমাদের মধ্যে স্থাপিত করো॥ ৩॥ যেমন গো-গণের পালক গোষ্ঠস্থিত গাভীবর্গকে বিভক্ত করে, তেমনই আমি সেই একাধিক শতসংখ্যাকা লক্ষ্মীসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করছি। এদের মধ্যে কল্যাণ করণশালিনী লক্ষ্মীগণ আমার নিকটে সুখে অবস্থান করুক এবং পাপযুক্তা অলক্ষ্মীগণ অর্থাৎ দুর্লক্ষ্মীবৃন্দ) নষ্ট হয়ে যাক ॥ ৪॥

◆

চতুর্দশ সূক্ত : জ্বরনাশনম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : চন্দ্রমা, জ্বর। ছন্দ : উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্]

নমো রূরায় চ্যবনায় নোদনায় ধৃষ্ণবে।
মমঃ শীতায় পূর্বকামকৃত্বনে॥ ১॥
যে অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতীমং মণ্ডূকমভ্যেত্বব্রতঃ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ — শরীরে স্বেদপাতনকারী (শরীরস্বেদপাতয়িত্রে), বিক্ষেপ প্রেরক, প্রসহণকারী উষ্ণ জ্বরের অভিমানী দেবতা রূরকে নমস্কার। পূর্বাভিলাষের ছেদনকারী (বা শরীরকে ভঙ্গকারী) শীত জ্বরের অভিমানী দেবতাকে নমস্কার॥ ১॥ তৃতীয়ক জ্বর (অর্থাৎ যে জ্বর দু'দিন অন্তর আসে) এবং চাতুর্থিক জ্বর (অর্থাৎ যে জ্বর অনিয়তকালে আসে), সেই জ্বরগুলি মণ্ডূকের উপর পতিত হোক॥ ২॥

◆

পঞ্চদশ সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্র। ছন্দ : বৃহতী]

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিৎ বি যমন্ বিং ন পাশিনোঽহতি ধন্বেব তাঁ ইহি॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্রদেব! তুমি মদযুক্ত বা স্তোতা কর্তৃক স্তুত্য ময়ূরের রোমের ন্যায় রোমযুক্ত

শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয়ে বাহিত হয়ে আগমন করো। যেমন ব্যাধ পক্ষীদের পাশে (বা জালে) আবদ্ধ করে, তেমন যেন কোন স্তোতা তোমাকে স্তুতির দ্বারা প্রতিবন্ধিত করতে (বাধা দিতে) না পারে। তৃষ্ণার্ত পথিক যেমন শীঘ্রই মরুভূমি অতিক্রমণ করে, তেমনই তুমি অন্য স্তোতৃবর্গকে লঙ্ঘন পূর্বক শীঘ্র এই স্থানে (আমাদের নিকট) আগমন করো ॥ ১ ॥

◆

ষোড়শ সূক্ত : বর্মধারণম্

[ঋষি : অথর্বাঙ্গিরা। দেবতা : সোম, বরুণ ও দেব। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্]

মর্মাণিঃ তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ — হে জয়াভিলাষী রাজন! আমি প্রযোক্তা (মন্ত্রের প্রয়োগকারী), তোমার মর্মস্থানগুলি কবচের দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে দিচ্ছি (সংবৃণোমি)। রাজা সোম তোমাকে অমৃতের দ্বারা বা অবিনাশী তেজের দ্বারা আচ্ছাদিত করুন। শত্রুনিবারক বরুণ দেবতা তোমাকে মহৎ হতে মহত্তর সুখ প্রদান করুন। ইন্দ্র প্রমুখ সর্ব দেবতা তোমাকে শত্রুসেনার ত্রাসজনক বিধির্বাক্যে প্রোৎসাহিত করুন। (তথা দেবঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ সর্বে জয়ন্তং পরসেনাং ত্রাসয়ন্তং ত্বাং অনু মদন্তু অনুহৃষ্যন্তু) ॥ ১॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — স্ত্রীপুরুষয়োঃ পরস্পরবিদ্বেষণার্থং বাণাপর্ণ্যাখ্যৌষধিচূর্ণ লোহিতজায়াঃ ক্ষীরদ্রপ্সেন সন্মিশ্র্য 'তৃষ্টিকে' ইতি দ্ব্যচেন অভিমন্ত্র্য শয্যায়াং পরিকিরেৎ। তথা দৌর্ভাগ্যকরণার্থং 'আ তে দদে' ইত্যনয়া মন্ত্রোক্তান অবয়বান্ স্পৃশন্ অভিমন্ত্রয়েত বিদ্বেষিণং দৃষ্ট্বা জপেৎ বা। সূত্রিতং হি।... রক্ষোগ্রহাদিভৈষজ্যার্থং 'প্রেতো যন্তু' ইত্যনয়া আজ্যসমিৎপুরোডাশাদিশষ্কুল্যন্তদ্রব্যাণাং ত্রয়োদশানাং অন্যতমং জুহুয়াৎ।...নৈর্ঋতকর্মসু চতুর্থে কর্মণি কাকস্য জঙ্ঘায়াং সপুরোডাশং লোহকন্টকং বদ্ধা 'প্র পতেতঃ' ইত্যনয়া তং কাকং বিসৃজেৎ।...সর্বজ্বরভৈষজ্যার্থং সূত্রোক্তপ্রকারেণ মণ্ডূকং বদ্ধা খট্বায়া অধঃ সংস্থাপ্য তস্যা উপরি স্থিতং ব্যাধিতং 'নমো রূরায়' ইতি দ্ব্যচাভিমন্ত্রিতোদকেন অবসিঞ্চেৎ। সূত্রিতং হি।... শবসংস্কারানন্তরং কর্তা প্রতিদিনং স্বস্ত্যয়নার্থং 'আ মন্দ্রৈঃ' ইতি জপেৎ।...পরসেনাত্রাসনার্থং 'মর্মাণি তে' ইত্যনয়া কবচং অভিমন্ত্র্য ধারণার্থং রাজ্ঞে দদ্যাৎ।.... ইত্যাদি ॥ (৭কা. ১০অ. ১১-১৬সূ)॥

টীকা — স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষণার্থে 'তৃষ্টিকে' এই সূক্তের দু'টি মন্ত্র সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করা হয়। দৌভার্গ্যকরণার্থে দ্বাদশ সূক্তটির সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়। এই সূক্তেরই দ্বিতীয় মন্ত্রটি রক্ষোগ্রহ ইত্যাদির ভৈষজ্যার্থে সূত্রানুসারে বিনিযুক্ত হয়। ত্রয়োদশ সূক্তের মন্ত্রগুলি নৈর্ঋতকর্মে সূত্রানুসারে বিভিন্ন প্রকারে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। সর্বজ্বরের ভৈষজ্যার্থে সূত্রোক্তপ্রকারে চতুর্দশ সূক্তের মন্ত্র দু'টি বিনিয়োগ করণীয়। শবসংস্কারের পর প্রতিদিনের স্বস্ত্যয়নে পঞ্চদশ সূক্তের মন্ত্রটি জপে বিনিয়োগ হয়। শত্রুসেনাকে ত্রাসিত করণের নিমিত্ত 'মর্মাণি তে' ইত্যাদি ষোড়শ সূক্তের মন্ত্রটির দ্বারা সূত্রোক্তপ্রকারে কবচ অভিমন্ত্রিত পূর্ব রাজাকে দান করা হয় ॥ (৭ কা. ১০ অ. ১১-১৬ সূ) ॥

॥ ইতি সপ্তমং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

অষ্টম কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আয়ু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি]

অন্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহ তে রমন্তাম্।
ইহায়মস্তু পুরুষঃ সহাসুনা সূর্যস্য ভাগে অমৃতস্য লোকে ॥ ১॥
উদেনং ভগো অগ্রভীদুদেনং সোমো অংশুমান্।
উদেনং মরুতো দেবা উদিন্দ্রাগ্নী স্বস্তয়ে ॥ ২॥
ইহ তেঽসুরিহ প্রাণ ইহায়ুরিহ তে মনঃ।
উৎ ত্বা নির্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো দৈব্যা বাচা ভরামসি ॥ ৩॥
উৎ কামাতঃ পুরুষ মাব পথা মৃত্যোঃ পড়্বীশমবমুঞ্চমানঃ।
মা চ্ছিত্থা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য সংদৃশঃ ॥ ৪॥
তুভ্যং বাতঃ পবতাং মাতরিশ্বা তুভ্যং বর্ষন্ত্বমৃতান্যাপঃ।
সূর্যস্তে তন্বে শং তপাথি ত্বাং মৃত্যুর্দয়তাং মা প্র মেষ্ঠাঃ ॥ ৫॥
উদ্যানং তে পুরুষ নাবয়ানং জীবাতুং তে দক্ষতাতিং কৃণোমি।
আ হি রোহেমমমৃতং সুখং রথমথ জির্বির্বিদথমা বদাসি ॥ ৬॥
মা তে মনস্তত্র গান্মা তিরো ভূন্মা জীবেভ্যঃ প্র মদো মানু গাঃ পিতৃন্।
বিশ্বে দেব অভি রক্ষন্তু ত্বেহ ॥ ৭॥
মা গতানামা দীধীথা যে নয়ন্তি পরাবতম্।
আ রোহ তমসো জ্যোতিরেহ্যা তে হস্তৌ রভামহে ॥ ৮॥
শ্যামশ্চ ত্বা মা শবলশ্চ প্রেষিতৌ যমস্য যৌ পথিরক্ষী শ্বানৌ।
অর্বাঙেহি মা বি দীধ্যো মাত্র তিষ্ঠঃ পরাঙ্মনাঃ ॥ ৯॥
মৈতং পন্থামনু গা ভীম এষ যেন পূর্বং নেয়থ ত্বং ব্রবীমি।
তম এতৎ পুরুষ মা প্র পথা ভয়ং পরস্তাদভয়ং তে অর্বাক্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — অন্তক, অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর অন্ত করেন যিনি, সেই মৃত্যুনামক প্রাণিবিয়োজক দেবতাকে নমস্কার। এঁরই কৃপায় প্রাণ ও অপান জীবের শরীরে বিহার ক'রে থাকে। হে আয়ুষ্কাম মাণবক! এই প্রাণত্যাগের শঙ্কাশীল পুরুষ (সেই মৃত্যুদেবতার কৃপায়) সূর্যের ভাগরূপ পৃথিবীর উপরে প্রাণ ও প্রজাসমূহের (পুত্রপৌত্র ইত্যাদির) সাথে যুক্ত হয়ে নিবাস করুক। ('সূর্যের ভাগরূপ' অর্থে বোঝানো হচ্ছে—সূর্যের ব্যাপ্তির বিষয়ভূত তিনটি ভাগ—দ্যৌ, অন্তরিক্ষ ও ভু) ॥ ১॥

সর্বপ্রাণীর ভজনীয় ভগ নামক দেবতা, যিনি আদিত্যের মূর্তিবিশেষ, তিনি মূর্ছালক্ষণ অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে এই পুরুষকে উদ্ধার করেছেন। চন্দ্রমা ও মরুৎ-বর্গও এই পুরুষকে রক্ষা করেছেন এবং ইন্দ্র ও অগ্নিদেবও একে রক্ষার্থে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন ॥ ২॥ হে আয়ুষ্কাম পুরুষ! তোমার মুখ্য প্রাণ, চক্ষু ইত্যাদি এই শরীরে থাকুক। তোমার পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক বায়ুও এবং আয়ু ও মনও এই শরীরে বিদ্যমান থাকুক। নির্ঋতি কর্তৃক অধোগতির পাশবদ্ধ তোমাকে আমরা দৈব বাক্যের (অর্থাৎ মন্ত্রের) দ্বারা ঊর্ধ্বে রক্ষা করছি (বা পাশমুক্ত করছি) ॥ ৩॥ হে পুরুষ! তুমি মৃত্যুর পাশনিচয় (ফাঁদগুলি) হতে উৎক্রমণ করো (অর্থাৎ বহির্গত হয়ে এসো), এর বন্ধনগুলিকে ছিন্ন ক'রে দাও এবং কখনও অগ্নি ও সূর্যের দর্শন রহিত হয়ো না এবং পৃথিবীকেও ত্যাগ করো না। (অর্থাৎ চিরজীবন লাভ করো) ॥ ৪॥ হে মুমূর্যু পুরুষ! অন্তরিক্ষে শ্বাসগ্রহণের নিমিত্ত প্রবাহিত মাতরিশ্বা বায়ু তোমার নিমিত্ত সুখময় হোক, জল তোমার নিমিত্ত পীযূষ-বর্ষক হোক (অর্থাৎ অমৃত সিঞ্চন করুক); সূর্যদেবতা তোমার শরীরের পক্ষে যাতে সুখ হয়, তেমন তাপ বিকিরণ করুন। মৃত্যুদেবতার দয়ায় মরণরহিত হয়ে থাকো, মৃত্যুগ্রস্ত হয়ো না ॥ ৫॥ হে পুরুষ! তুমি মৃত্যুর পাশ হতে উদ্গমিত হও; তোমার নিম্ন গমন নেই। আমি তোমার জীবনের নিমিত্ত ঔষধি প্রযুক্ত করছি। তোমার নিমিত্ত বল প্রদান করছি। তুমি ইন্দ্রিয়সুখের কারণভূত শরীররূপ রথে আরোহণ ক'রে অজীর্ণ হয়ে ঘোষণা করো—'আমি লব্ধসংজ্ঞ হয়েছি' (অর্থাৎ 'আমি চেতনা লাভ করেছি') ॥ ৬॥ তোমার মন যমের বিষয়ের দিকে যেন গমন না করে এবং যমের বিষয়ে যেন অন্তর্হিত (অর্থাৎ বিলীন) না হয়। তুমি বন্ধুরূপ মনুষ্যগণের প্রতি অযত্নপরায়ণ (অনবধান) হয়ো না (অর্থাৎ বিরক্ত হয়ো না)। তুমি পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের অনুগামী হয়ো না। ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণ সকল দিক হতে তোমার শরীরকে রক্ষা করুন ॥ ৭॥ পিতৃগণের মার্গকে ধ্যান করো না; তাঁরা মৃত্যুপ্রাপ্ত হলেও তোমাকে যেন পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম না হন। তুমি জ্ঞাননাশরূপ অন্ধকার হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রকাশরূপ জ্ঞানে আরোহণ করো, আমরা তোমার হস্ত ধারণ ক'রে আরোহণের অনুকূল প্রযত্ন করছি। ('আরোহণানুকূলপ্রযত্নং কুর্ম্ম ইত্যর্থ') ॥ ৮॥ হে মুমূর্যু পুরুষ! সর্বপ্রাণীর প্রাণাপহর্তা যমের মার্গকে রক্ষাকারী শ্যাম (কৃষ্ণবর্ণ) এবং শবল (বিবিধ বর্ণযুক্ত) নামক কুক্কুরদ্বয় (দিন ও রাত্রি) তোমাকে যেন বাধা প্রদান না করে। তুমি সেই কুক্কুরদ্বয়ের দ্বারা সন্দষ্ট (দংশিত) না হয়ে এই স্থানে আগত হও। এই ভূলোকের বিষয় সম্পর্কে নিবৃত্তচিত্ত হয়ে এখানে প্রত্যাবর্তন না করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করো (অর্থাৎ এই ভূলোকের প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে নিবাস করো) ॥ ৯॥ হে আসন্নমৃত্যু পুরুষ! তুমি মৃতগণের মার্গ অনুসরণ করো না। এই মার্গ কত ভয়ঙ্কর, তা মৃত্যুর পূর্বে জানা যায় না। তুমি মরণাত্মক তন্দ্রাকে প্রাপ্ত হয়ো না। যমালয় ভয়াবহ, এবং আমাদের অভিমুখে আগমনের পথ তোমার পক্ষে ভয়হীন (অর্থাৎ মঙ্গলময়—'ক্ষেমং ভবতীত্যর্থঃ') ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অন্তকায় মৃত্যবে' ইত্যাদি সূক্তং অর্থসূক্তং ইত্যুচ্যতে। অনেন উপনয়নকর্মণি মাণবকস্য নাভিং সংস্পৃশ্য আচার্যো জপং কুর্যাৎ।...তথা আয়ুষ্কামস্য 'অন্তকায়' ইতি সূক্তেন শরীরং অভিমন্ত্রয়েত। তথা ঋষিহস্তেন আয়ুষ্কামস্য শরীরং অভিমন্ত্রয়েত সূত্রিতং হি।...তথা ত্রিংশন্মহাশান্তিতন্ত্রভূতায়াং মহাশান্তৌ 'অন্তকায়' ইত্যনেন জপং কুর্যাৎ। উক্তং নক্ষত্রকল্পে।....ইত্যাদি॥ (৮কা. ১অ. ১সূ—১-১০ ঋক্)॥

টীকা — অষ্টম কাণ্ডের প্রথম সূক্তের এই ১-১০ ঋকের 'অন্তকায় মৃত্যবে' ইত্যাদি এবং এর পরবর্তী

১১-২১ ঋকের অংশটি মিলিত ভাবে অর্থসূক্ত নামে অভিহিত। এই প্রথমাংশের দ্বারা উপনয়ন কর্মে মাণবকের নাভি স্পর্শ পূর্বক আচার্য জপ ক'রে থাকেন। এই 'অন্তকায়' সূক্তাংশের দ্বারা আয়ুর কামনাশালীর শরীর ঋষি হস্তে অভিমন্ত্রণ করণীয়। মহাশান্তি কর্মে এই 'অন্তকায়' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করণীয় ॥ (৮কা. ১অ. ১সূ—১-১০ঋক্) ॥

রক্ষন্তু ত্বাগ্নয়ো যে অপ্স্বন্তা রক্ষতু ত্বা মনুয্যা যমিন্ধতে।
বৈশ্বানরো রক্ষতু জাতবেদা দিব্যস্ত্বা মা প্র ধাগ্ বিদ্যুতা সহ ॥ ১১॥
মা ত্বা ক্রব্যাদভি মংস্তারাৎ সংকসুকাচ্চর।
রক্ষতু ত্বা দ্যৌ রক্ষতু পৃথিবী সূর্যশ্চ ত্বা রক্ষতাং চন্দ্রমাশ্চ।
অন্তরিক্ষং রক্ষতু দেবহেত্যাঃ ॥ ১২॥
বোধশ্চ ত্বা প্রতীবোধশ্চ রক্ষতামস্বপ্নশ্চ ত্বানবদ্রাণশ্চ রক্ষতাম্।
গোপায়ংশ্চ ত্বা জাগৃবিশ্চ রক্ষতাম্ ॥ ১৩॥
তে ত্বা রক্ষন্তু তে ত্বা গোপায়ন্তু।
তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা ॥ ১৪॥
জীবেভ্যস্ত্বা সমুদ্রে বায়ুরিন্দ্রো ধাতা দধাতু সবিতা ত্রায়মাণঃ।
মা ত্বা প্রাণো বলং হাসীদসুং তেঽনু হ্বয়ামসি ॥ ১৫॥
মা ত্বা জম্ভঃ সংহনুর্মা তমো বিদন্মা জিহ্বা বর্হিঃ প্রময়ুঃ কথা স্যাঃ।
উৎ ত্বাদিত্যা বসবো ভরন্তূদিন্দ্রাগ্নী স্বস্তয়ে ॥ ১৬॥
উৎ ত্বা দ্যৌরুৎ পৃথিব্যুৎ প্রজাপতিরগ্রভীৎ।
উৎ ত্বা মৃত্যোরোষধরঃ সোমরাজ্ঞীরপীপরন্ ॥ ১৭॥
অয়ং দেবা ইহৈবাস্ত্বয়ং মামুত্র গাদিতঃ।
ইমং সহস্রবীর্যেণ মৃত্যোরুৎ পারয়ামসি ॥ ১৮॥
উৎ ত্বা মৃত্যোরপীপরং সং ধমন্তু বয়োধসঃ।
মা ত্বা ব্যস্তকেশ্যো মা ত্বাঘরুদো রুদন্ ॥ ১৯॥
আহার্ষমবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্ণবঃ।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ২০॥
ব্যবাৎ তে জ্যোতিরভূদপ ত্বৎ তমো অক্রমীৎ।
অপ ত্বন্মৃত্যুং নির্ঋতিমপ যক্ষ্মং নি দধ্মসি ॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ — হে রক্ষাকামী রাজা! যে অগ্নি বাড়বা ইত্যাদিরূপে জলের মধ্যে অবস্থিত, সেই বড়বানল তোমাকে রক্ষা করুক। আহ্বানীয় অগ্নি ও বৈশ্বানর অগ্নিও তোমাকে রক্ষা করুক। হে রক্ষার কামনাশালী পুরুষ! বৈদ্যুতাগ্নিও তোমাকে যেন হিংসা না করে ॥ ১১॥ মাংসাশী ক্রব্যাদ অগ্নি যেন তোমাকে তার আহার রূপে মান্য না করে। তুমি সংকসুক নামক শবভক্ষণকারী অগ্নি হতেও দূরস্থ হয়ে বিচরণ করো। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ ও পৃথিবীও তাঁদের আপন আপন সম্বন্ধীয় ভীতি হতে তোমাকে রক্ষা করুন। দৈবপ্রেরিত আয়ুধসমূহ হতে অন্তরিক্ষ তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১২॥

বোধ, প্রতিবোধ, অস্বপ্ন, অনিদ্রা, গোপায়ন্ (সর্বদা দেহের রক্ষণক) জাগৃবি (জাগরণশীল) নামক
ঋষি বা দেহাশ্রিত প্রাণ-অপান-মন-বুদ্ধি ও চক্ষুর্দ্বয় রূপ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা তোমাকে রক্ষা
করুন। (৫ম কাণ্ডের ৩০ সূক্তের ১০ম মন্ত্রে বোধ ও প্রতিবোধ নামক ঋষির কথা উক্ত হয়েছে।
'বোধ' অর্থে সর্বদা প্রতিবুধ্যমান এবং 'প্রতিবোধ' অর্থে প্রতিবস্তু বা প্রতিক্ষণে বুধ্যমান) ॥ ১৩॥
সেই হেন বোধ ইত্যাদি তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। সেই ঋষি নামে অভিহিত দেবতাগণকে
নমস্কার। তাঁদের উদ্দেশে এই হব্য স্বাহুত হোক ॥ ১৪॥ বায়ু, ইন্দ্র, ধাতা ও সূর্য তোমাকে মৃত্যুর
গ্রাস হতে নিষ্কাসিত ক'রে তোমার পুত্র-ভার্যা ইত্যাদিকে তাঁদের আনন্দের নিমিত্ত প্রদান করুন।
প্রাণ ও বল তোমায় যেন ত্যাগ করতে সক্ষম না হয়। তাদের আমরা তোমার আনুকূল্যে আহ্বান
করছি ॥ ১৫॥ জম্ভ নামক সংহতহনু অস্থূলদন্তশালী রাক্ষস যেন তোমাকে ভক্ষণার্থে না প্রাপ্ত হ'তে
সমর্থ হয়। রাক্ষসের জিহ্বাও যেন তোমার নিকট উপনীত হতে না পারে এবং অজ্ঞানতাও যেন
তোমার নিকট না থাকে ॥ ১৬॥ ধাতা, অষ্টবসু, ইন্দ্র, অগ্নি, আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে মৃত্যুর মুখ
হতে নিষ্ক্রান্ত করুন। সর্বদেবতার পিতৃস্বরূপ প্রজাপতি তোমাকে মরণ হতে রক্ষা করুন এবং
সোমরাজ্ঞী (অর্থাৎ সোমের পত্নীস্বরূপা) ঔষধিদেবীগণ তোমার পোষণ করুক ॥ ১৭॥ হে অদিতির
পুত্র দেবগণ! এই পুরুষ এই পৃথ্বী লোকেই অবস্থান করুক, যেন স্বর্গলোকে না গমন করে। আমরা
অত্যন্ত শক্তিশালী (বা সহস্রবীর্যসম্পন্ন) রক্ষা-সাধনের দ্বারা একে মৃত্যুর নিকট হতে আকর্ষণপূর্বক
আনয়ন করছি। (অর্থাৎ মৃত্যু যাতে একে তার আপন অধিকারে রক্ষা করতে না পারে, তেমন
করছি) ॥ ১৮॥ হে আয়ুর কামনাকারী পুরুষ! মৃত্যুর কবল হতে তোমাকে রক্ষার উদ্দেশে অন্নের
বা আয়ুর ধারণকর্তা দেবগণ তোমাকে সন্ধান করুন (বা ধারণ করুন)। তোমার ব্যাপ্তকেশা (অর্থাৎ
কেশবন্ধন উন্মুক্তকারিণী) বন্ধুপত্নীগণ যেন (তোমার শোকে অভিভূতা হয়ে) অশ্রুপাত না করে।
তোমার বান্ধবগণও যেন রোদনরহিত হয়ে থাকে ॥ ১৯॥ হে মৃত্যুগ্রস্ত পুরুষ! আমি তোমাকে
মৃত্যুর মুখ হতে আহরণ বা আকর্ষণ ক'রে (অর্থাৎ ছিনিয়ে নিয়ে) পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছি। তোমার
পুনর্জন্ম হয়েছে, অতএব তুমি পুনরায় নবীন হয়ে গিয়েছো। তোমাকে আমি শত সম্বৎসরের আয়ুর
দ্বারা লব্ধবান করিয়েছি। এইবার সবকিছু তোমার চক্ষুগোচর হোক এবং সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন
কার্যে সক্ষম হোক। (মৃত্যু না হলেও দৃঢ়রোগগ্রস্তের প্রায়ই অঙ্গবৈকল্য ঘটে থাকে, সেই নিমিত্তই
নিরাময়ের সাথে সাথে তার সকল অঙ্গ পূর্ণ-সমর্থ হয়ে উঠুক, এটাই বক্তব্য) ॥ ২০॥ হে
চৈতন্যতাহীন (বিসংজ্ঞ) পুরুষ! তুমি জ্ঞানহীনতার কারণে তমসাচ্ছন্ন হয়ে ছিলে, এক্ষণে জ্ঞান বা
চৈতন্যের প্রাপ্তির ফলে সেই তমসা তোমার নিকট হতে অপসারিত হয়ে গিয়েছে। আমরা তোমার
নিকট হতে পাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নির্ঋতিকে এবং প্রাণাপহর্ত্রী দেবতা মৃত্যুকে দূর ক'রে দিয়েছি
এবং সেই সঙ্গে নিঃশেষে দূর ক'রে দিয়েছি তোমার অন্তরস্থ ও বাহ্যিক সকল ব্যাধিকেও ॥ ২১॥

বিনিয়োগঃ — 'রক্ষন্তু ত্বা' ইত্যস্য মন্ত্রস্য উপনয়নকর্মাদিষু পূর্বমন্ত্রেণ সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। তথা হিরণ্যগর্ভাখ্যে মহাদানে 'রক্ষন্তু ত্বা' ইত্যনেন কর্তৃ রক্ষাং কুর্যাৎ।...তথা অশ্বরথাখ্যমহাদানে অনেন অনেন যজমানং অভিমন্ত্রয়েত।....ইত্যাদি॥ (৮কা. ১অ. ১সূ—১১-২১ ঋক্)॥

টীকা — প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের এই একাদশটি মন্ত্রের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির সাথেই উক্ত। যেমন, 'রক্ষন্তু ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র উপনয়ন কর্মে বিনিয়োগ করণীয়। সেই সঙ্গে এই মন্ত্রগুলির দ্বারা হিরণ্যগর্ভাখ্য মহাদানে রক্ষাবিধান করণীয়। অশ্বরথাখ্য মহাদানেও এই মন্ত্রের দ্বারা যজমানকে সূত্রোক্ত

প্রকারে অভিমন্ত্রিত করণের বিধান আছে।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ১সূ—১১-২১ঋক্) ॥

দ্বিতীয় সূক্ত : দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আয়ু। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, বৃহতী]

[তত্র আ রভস্বেতি প্রথমসূক্তে প্রথমা।]

আ রভস্বেমামমৃতস্য শ্নুষ্টিমচ্ছিদ্যমানা জরদষ্টিরস্তু তে।
অসুং তে আয়ুঃ পুনরা ভরামি রজস্তমো মোপ গা মা প্র মেষ্ঠাঃ ॥ ১॥
জীবতাং জ্যোতিরভ্যেহ্যর্বাঙা ত্বা হরামি শতশারদায়।
অবমুঞ্চন্ মৃত্যুপাশানশস্তিং দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং তে দধামি ॥ ২॥
বাতাৎ তে প্রাণমবিদং সূর্যাচ্চক্ষুরহং তব।
যৎ তে মনস্ত্বয়ি তৎ ধারয়ামি সং বিৎস্বাঙ্গৈর্বদ জিহ্বয়ালপন্ ॥ ৩॥
প্রাণেন ত্বা দ্বিপদাং চতুষ্পদামগ্নিমিব জাতমভি সং ধমামি।
নমস্তে মৃত্যো চক্ষুষে নমঃ প্রাণায় তেঽকরম্ ॥ ৪॥
অয়ং জীবতু মা মৃতেমং সমীরয়ামসি।
কৃণোম্যস্মৈ ভেষজং মৃত্যো মা পুরুষং বধীঃ ॥ ৫॥
জীবলাং নঘারিষাং জীবন্তীমোষধীমহম্।
ত্রায়মাণাং সহমানাং সহস্বতীমিহ হুবেঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৬॥
অধি ব্রূহি মা রভথাঃ সৃজেমং তবৈব সন্ত্সর্বহায়া ইহাস্তু।
ভবাশর্বৌ মৃড়তং শর্ম যচ্ছতমপসিধ্য দুরিতং ধত্তমায়ুঃ ॥ ৭॥
অস্মৈ মৃত্যো অধি ব্রূহীমং দয়স্বোদিতোঽয়মেতু।
অরিষ্টঃ সর্বাঙ্গঃ সুশ্রুজ্জরজা শতহায়ন আত্মনা ভুজমশ্নুতাম্ ॥ ৮॥
দেবানাং হেতিঃ পরি ত্বা বৃণক্তু পারয়ামি ত্বা রজস উৎ ত্বা মৃত্যোরপীপরম্।
আরাদগ্নিং ক্রব্যাদং নিরূহং জীবাতবে তে পরিধিং দধামি ॥ ৯॥
যৎ তে নিয়ানং রজসং মৃত্যো অনবধর্ষ্যম্।
পথ ইমং তস্মাদ্ রক্ষন্তো ব্রহ্মাস্মৈ বর্ম কৃণ্মসি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে আয়ুর কামনাশালী পুরুষ! আমাদের দ্বারা ক্রিয়মান অমৃতের (অমরণত্বের) প্রস্রবণ অনুভব করতে উপক্রম করো। এই উদকধারা অপরের দ্বারা অচ্ছিদ্যমান এবং তোমার বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত স্থায়ী থাকুক। তুমি রজঃ ও তমঃ গুণকে প্রাপ্ত না হয়ে অহিংসিত হয়ে থাকো। তোমার নিমিত্ত আমি মৃত্যুর দ্বারা অপহরিত প্রাণ ও আয়ুকে পুনরায় আনয়ন করছি। (রজঃ—আমাদের সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক এবং তমঃ—আবরক অর্থাৎ হিতাহিতবিবেকপ্রতিরোধক) ॥ ১॥ হে পুরুষ! তুমি আমাদের সম্মুখে জীবিত মনুষ্যের জ্যোতি বা দীপ্তি বা জ্ঞান (অর্থাৎ চৈতন্যতা) প্রাপ্ত

হও। তুমি নিন্দা রহিত হয়ে থাকো; আমি তোমাকে জ্বর-শিরোরোগ ইত্যাদি মৃত্যুর নানাবিধ পাশবন্ধন ছিন্ন ক'রে আনয়ন করছি। আমি তোমাতে শত সম্বৎসর লক্ষণ (দীর্ঘ) আয়ু স্থাপনা করছি ॥ ২ ॥ হে আসন্ন মৃত্যু পুরুষ! আপন আশ্রয়ভূত বাহ্যবায়ুর নিকট হতে (সকাশাৎ) আমি তোমার প্রাণবায়ুকে প্রাপ্ত ক'রে নিয়েছি। সূর্য হতে তোমার নেত্রকে প্রাপ্ত ক'রে নিয়েছি, (কারণ পূর্বে মৃত্যু সময়ে 'চক্ষুষঃ সূর্যপ্রাপ্তেঃ'' এবং উৎপত্তিসময়েও 'সূর্যাদেবোৎপত্তেঃ'—এমনই বলা হয়ে থাকে)। তোমার যে মন মৃত্যুর সময়ে বহির্গত হয়ে গিয়েছিল, তাকে তোমার দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট করাচ্ছি। তুমি সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয়ে জিহ্বা আন্দোলিত ক'রে স্পষ্ট আলাপন করো ॥ ৩ ॥ হে নিঃসৃতপ্রাণ পুরুষ! যেমন মন্থন হতে জাত অতি ক্ষীণ বা মৃদু অগ্নি মুখায়ুর ফুৎকারে সমিদ্ধ (জ্বালিত) করা হয়, তেমনই তোমাকে দ্বিপদ-চতুষ্পদ ইত্যাদি সকল প্রাণীর প্রাণের দ্বারা প্রভূত প্রাণবন্ত করছি। হে মৃত্যু! তোমার প্রকৃষ্ট প্রাণবল ও ক্রূর দর্শনশক্তিকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ এই পুরুষ যেন মৃত্যুপ্রাপ্ত না হয়। আমরা এই পুরুষের চিকিৎসায় সচেষ্ট হয়ে আছি। হে মৃত্যু! তুমি একে বিনাশ করো না ॥ ৫ ॥ পাঠা নামে আখ্যাত মহিমোপেত ঔষধিকে আমি শান্তি কর্মের নিমিত্ত আহৃত করছি। এই ঔষধি জীবনদায়িনী, চির-অশুষ্কা, রোগপরিহারের দ্বারা রক্ষাকর্ত্রী, এবং বলদাত্রী। আমি এই হেন ঔষধিকে এই পুরুষের অমৃতত্বের নিমিত্ত গ্রহণ (বা প্রয়োগ) করছি ॥ ৬ ॥ হে মৃত্যু! তুমি অধিকার নিয়ে বলো—এ আমার জন (মদীয়োয়ং ইতি বদ) একে হিংসিত (বা বিনাশ) করতে উদ্যত হয়ো না। এ তোমারই, অতএব এর প্রাণকে গ্রহণ করো না। এ এই পৃথিবীর উপর সকল প্রকার গতি প্রাপ্ত হোক। হে ভব! হে শর্ব! তোমরা উভয়ে সুখী হয়ে (অর্থাৎ সন্তুষ্ট হয়ে) এই পুরুষকে সুখ প্রদান করো। এর উপস্থিত ব্যাধি ইত্যাদি লক্ষণসমন্বিত পাপ নিরাকৃত ক'রে একে আয়ুষ্মান করো ॥ ৭ ॥ হে মৃত্যু! তুমি অধিকার নিয়ে বলো—এ আমার অনুগ্রহের যোগ্য (অসৌমদনুগ্রহার্হ ইতি শব্দং কুরু)। এর উপর কৃপা করো। এ মরণহীন ও চক্ষু ইত্যাদি ও সুষ্ঠু শ্রবণশক্তি সহ সকল অঙ্গসম্পন্ন হয়ে থাকুক। এ যথাকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি পূর্বক অনন্যাপেক্ষ হয়ে (অর্থাৎ নিজ সামর্থ্যেই) শত সম্বৎসরের আয়ু ভোগ করুক ॥ ৮ ॥ হে পুরুষ! দেবতাগণের অস্ত্র যেন তোমার উপর পতিত না হয়, তোমাকে যেন হিংসা না করে। আমি তোমাকে মূর্ছালক্ষণযুক্ত আবরণ হতে রক্ষা করছি (পারয়ামি বা পালয়ামি); আরও, তোমাকে মৃত্যুর সমীপ হতে উদ্ধার করছি এবং দূরদেশবর্তী ক্রব্যাদ্ নামক মাংসভক্ষী অগ্নি হতে অপসারিত করিয়ে দিচ্ছি। তোমার জীবনের নিমিত্ত দেবযজন অগ্নিকে স্থাপনারূপ প্রাচীর নির্মাণ ক'রে দিচ্ছি ॥ ৯ ॥ হে মৃত্যু! তোমার রজোময় মার্গে ধর্ষণ করণে কেউ সমর্থ হবে না। এই মূর্ছিত পুরুষকে রক্ষা করতে আমরা একে এই মন্ত্ররূপ কবচ ধারণ করিয়ে দিচ্ছি ॥ ১০ ॥

বিনিয়োগঃ — 'আ রভস্ব' ইতি সূক্তত্রয়ং অর্থসূক্তং। তেন উপনয়নকর্মণি মাণবকস্য নাভিং সংস্পৃশ্য আচার্য জপং কুর্যাৎ। সূত্রিতং হি।...তথা আয়ুষ্কামঃ 'আ রভস্ব' ইতি সূক্তত্রয়েণ শরীরং অভিমন্ত্রয়েত। তথা ঋষিহস্তেন আয়ুস্কামস্য শরীরং অনেন্যাভিমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি।...তথা ন রণাখ্যে কর্মণি অনেনার্থসূক্তেন কুমারস্য হস্তে অবিচ্ছিন্নাৎ উদকধারাং নিনয়েৎ। তথা তস্মিন্নেব কর্মণি অনেনার্থসূক্তেন দেবদারুমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। তস্যৈব মণিং নিঘৃষ্য পায়নং চ কুর্যাৎ। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...অন্ত্যেষ্টৌ 'আ রভস্ব' ইতি ত্রিভিঃ প্রেতাগ্নিং আদীপয়েৎ। ত্রিংশন্মহাশান্তিতন্ত্রভূতায়াং মহাশান্তৌ 'আ রভস্ব' ইত্যেতজ্জপেৎ। উক্তং নক্ষত্রকল্পে।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ২সূ—১-১০ ঋক্) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম দশটি মন্ত্রাংশ পরবর্তী মন্ত্রাংশগুলির সাথে একত্রে অর্থসূক্ত নামে অভিহিত। (প্রথম সূক্তের অনুরূপ)। এখানেও এই দ্বিতীয় সূক্তটি উপনয়নকর্মে মাণবকের নাভি স্পর্শ ক'রে আচার্য কর্তৃক জপনীয়। উপনয়নকর্মের প্রকরণ সূত্রে বর্ণিত আছে। এই সূক্তমন্ত্রগুলি প্রথম সূক্তের মতোই আয়ুষ্কামীর শরীর ঋষিহস্তে অভিমন্ত্রণে বিনিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া কুমারের নামকরণ কর্মে, মৃতের অন্ত্যেষ্টিতে প্রেতাগ্নি-আদীপনে বা মহাশান্তি কর্মে এই মন্ত্রগুলির জপ ইত্যাদির বিনিয়োগ নক্ষত্রকল্পে উক্ত আছে।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ২সূ—১-১০ঋক্) ॥

কৃণোমি তে প্রাণাপানৌ জরাং মৃত্যুং দীর্ঘমায়ুঃ স্বস্তি।
বৈবস্বতেন প্রহিতান্ যমদূতাংশ্চরতোঽপ সেধামি সর্বান্ ॥ ১১॥
আরাদরাতিং নির্ঋতিং পরো গ্রাহিং ক্রব্যাদঃ পিশাচান্।
রক্ষো যৎ সর্বং দুর্ভূতং তৎ তম ইবাপ হন্মসি ॥ ১২॥
অগ্নেষ্টে প্রাণমমৃতাদায়ুষ্মতো বন্বে জাতবেদসঃ।
যথা ন রিষ্যা অমৃতঃ সজূরসস্তৎ তে কৃণোমি তদু তে সমৃধ্যতাম্ ॥ ১৩॥
শিবে তে স্তাং দ্যাবাপৃথিবী অসংতাপে অভিশ্রিয়ৌ।
শং তে সূর্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।
শিবা অভি ক্ষরন্তু ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ ॥ ১৪॥
শিবাস্তে সন্ত্বোষধয় উৎ ত্বাহার্ষমধরস্যা উত্তরাং পৃথিবীমভি।
তত্র ত্বাদিত্যৌ রক্ষতাং সূর্যাচন্দ্রমসাবুভা ॥ ১৫॥
যৎ তে বাসঃ পরিধানং যাং নীবিং কৃণুষে ত্বম্।
শিবং তে তন্বে তৎ কৃন্মঃ সংস্পর্শেদ্রক্ষ্ণমস্তু তে ॥ ১৬॥
যৎ ক্ষুরেণ মর্চয়তা সুতেজসা বপ্তা বপসি কেশশ্মশ্রু।
শুভং মুখং মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১৭॥
শিবৌ তে স্তাং ব্রীহিযবাববলাসাবদোমধৌ।
এতৌ যক্ষ্মং বি বাধেতে এতৌ মুঞ্চতো অংহসঃ ॥ ১৮॥
যদশ্নাসি যৎ পিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ।
যদাদ্যং যদনাদ্যং সর্বং তে অন্নমবিষং কৃণোমি ॥ ১৯॥
অহ্নে চ ত্বা রাত্রয়ে চোভাভ্যাং পরি দদ্মসি।
অরায়েভ্যো জিঘৎসুভ্য ইমং মে পরি রক্ষত ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ — হে আয়ুর কামনাশালী পুরুষ! আমি তোমার দেহে ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে সঞ্চারিণী প্রাণ ও অপান বায়ুকে স্থিত করছি। তোমার নিমিত্ত দীর্ঘ আয়ু প্রযোজিত ক'রে তোমাকে জরা ও মৃত্যুর অস্পৃশ্য ক'রে দিচ্ছি। আমি যম-দূতগণকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা দূর ক'রে তোমার নিমিত্ত স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত করছি ॥ ১১॥ আমরা শত্রুভূতা, সম্মুখস্থ হয়ে গ্রহণশীলা (পুরো গ্রাহিং), কলহ সৃষ্টিকারিণী পাপ দেবতা নির্ঋতিকে হিংসিত (অর্থাৎ হত) করছি। মাংসভক্ষক পিশাচবর্গকে হিংসা (হনন) করছি এবং অন্ধকারের ন্যায় আবরণ সৃষ্টিকারী রাক্ষসগণকে সংহার করছি ॥ ১২॥ হে

পুরুষ! নিঋতি ইত্যাদি কর্তৃক তোমার প্রাণ অপহৃত হয়েছে। আমি অমৃতত্বশালী জাতবেদা অগ্নির নিকট হতে তোমার প্রাণ প্রার্থনা করছি। তুমি যাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত না হও (অর্থাৎ হিংসিত না হও) তেমনই শান্তি কর্ম অনুষ্ঠিত করছি। এই কর্ম তোমার পক্ষে সমৃদ্ধকারী হোক ॥ ১৩॥ হে কুমার! তোমার নিষ্ক্রমণ সময়ে (অথবা গো দান ইত্যাদির দ্বারা সংস্ক্রিয়মাণ হে পুরুষ!) তোমার নিমিত্ত আকাশ ও পৃথিবী মঙ্গলময়ী হোক, শ্রীবৃদ্ধি করণশালিনী হোক। সূর্যও তোমাকে সুখপ্রদ তাপ প্রদান করুন; বায়ুও তোমার মনের অনুকূলে (অর্থাৎ মনোমত রূপে সঞ্চারিত হোক; জলসমূহ স্বাদযুক্ত ও কল্যাণ করণশালী হয়ে প্রবাহিত এবং বর্ষিত হোক ॥ ১৪॥ হে কুমার! তোমার আহারার্থ উপযুজ্যমান ব্রীহি ইত্যাদি ঔষধিসমূহ তোমাকে সুখী করুক। তোমাকে নীচের পৃথিবী হতে উত্তরের পৃথিবীতে উধৃত করা হয়েছে। সেই স্থানে অর্থাৎ সেই উত্তরের পৃথিবীতে, হে বালক! অদিতি-পুত্র সূর্য-চন্দ্র দেবদ্বয় তোমাকে রক্ষা (বা পালন) করুন ॥ ১৫॥ হে বালক! তোমার পরিধানের উপরে যে আচ্ছাদনীয় (অর্থাৎ উত্তরীয়) বস্ত্র আছে, যে বস্ত্র তুমি নীবি বা নাভিদেশে বন্ধন করেছো, সেই দু'প্রকার বস্ত্রই তোমার শরীরের পক্ষে সুখকর ক'রে দিচ্ছি। সেই বস্ত্রের সংস্পর্শে যাতে তুমি কোমলতা অনুভব করো, তেমন করছি ॥ ১৬॥ হে দেব সবিতা! বা হে সংস্কারক পুরুষ! বপ্তা (অর্থাৎ নাপিত) যখন তার সুন্দর ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরের দ্বারা এই বালকের মস্তকের কেশ ও মুখমণ্ডলের শ্মশ্রু বপন বা মুণ্ডন করছে, তখন গোদান উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কারসমূহকে প্রাপ্ত করিয়ে বালকের মুখ তেজস্বী (বা দীপ্ত) ক'রে দাও। আমাদের পুত্রের আয়ুকে ছেদন ক'রে নিও না (প্র মোষীঃ) ॥ ১৭ ॥ হে বালক! তোমার ভক্ষণের যোগ্য ব্রীহি, যব ইত্যাদি অন্নসমূহ মঙ্গলকর অর্থাৎ শরীরের বলকে অক্ষীণ কারক; এবং উপযোগের (অর্থাৎ ভোজনের) পরে মধুর হোক। এই ব্রীহি, ধান্য শরীরগত যক্ষ্মা ইত্যাদি ব্যাধির বিশেষরূপে বাধক হোক। এগুলি এই কুমারকে সকল পাপ হ'তে মুক্ত রাখুক ॥ ১৮॥ হে কুমার! যে ধান্য তুমি কাঠিন্যের সাথে ভক্ষণ ক'রে থাকো এবং পয়োবৎ সারভূত পিষ্টময় যে অন্ন তুমি পান ক'রে থাকো, সুখের বা সরলতার সাথে ঘা ভক্ষণীয় (আদ্য) বা অত্যন্ত কটুতিক্তত্বের জন্য যা অভক্ষণীয় (অনাদ্য), আমি তোমার সেই সকল অন্নকেই বিষরহিত (অর্থাৎ অমৃত) ক'রে দিচ্ছি ॥ ১৯॥ হে কুমার! আমরা তোমাকে রাত্রির অভিমানী দেবতা এবং দিনের অভিমানী দেবতার উদ্দেশে তোমার রক্ষণের নিমিত্ত সমর্পণ করছি। হে সকল দেবতাবৃন্দ! তোমরা এই বালককে (অর্থাৎ কুমারকে) ধনহীন বা ধনের অপহরণশালী এবং ভোজনেচ্ছু বা হননেচ্ছু (জিঘৎসু) রক্ষঃ-পিশাচ ইত্যাদির কবল হ'তে রক্ষা করো ॥ ২০॥

বিনিয়োগঃ — 'কৃণোমি তে প্রাণাপানৌ' ইতি মন্ত্রস্য 'আ রভস্ব' ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।....ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ২সূ—১১-২০ ঋক্)॥

টীকা — মূল গ্রন্থে উপর্যুক্ত ১০টি মন্ত্র 'আ রভস্ব' এই দ্বিতীয় সূক্তেরই অন্তর্গত। সুতরাং এই মন্ত্রগুলি ঐ অংশের মতোই উপনয়নকর্ম, নৈর্ঋতকর্ম, গো-দান ইত্যাদির সংস্কার, বালকের নিষ্ক্রমণকর্ম, মহাশান্তি কর্ম, মিথ্যাভিশাপনিবৃত্তিকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশনকর্ম, ইত্যাদিতে সূত্রোক্তপ্রকারে বিনিয়োগ করণীয়।... ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ২সূ—১১-২০ঋক্) ॥

শতং তেঽযুতং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তেঽনু মন্যন্তামহৃণীয়মানাঃ ॥ ২১॥

শরদে ত্বা হেমন্তায় বসন্তায় গ্রীষ্মায় পরি দদ্মসি।
বর্ষাণি তুভ্যং স্যোনানি যেষু বর্ধন্ত ওষধীঃ ॥ ২২॥
মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পদাম্।
তস্মাৎ ত্বাং মৃত্যোর্গোপতেরুদ্ভরামি স মা বিভেঃ ॥ ২৩॥
সোঽরিষ্ট ন মরিষ্যসি ন মরিষ্যসি মা বিভেঃ।
ন বৈ তত্র ম্রিয়ন্তে নো যন্ত্যধমং তমঃ ॥ ২৪॥
সর্বো বৈ তত্র জীবতি গৌরশ্বঃ পুরুষঃ পশুঃ।
যত্রেদং ব্রহ্ম ক্রিয়তে পরিধির্জীবনায় কম্ ॥ ২৫॥
পরি ত্বা পাতু সমানেভ্যোঽভিচারাৎ সবন্ধুভ্যঃ।
অমম্রির্ভবামৃতোঽতিজীবো মা তে হাসিষুরসবঃ শরীরম্ ॥ ২৬॥
যে মৃত্যব একশতং যা নাষ্ট্রা অতিতার্যাঃ।
মুঞ্চন্তু তস্মাৎ ত্বাং দেবা অগ্নের্বৈশ্বানরাদধি ॥ ২৭॥
অগ্নেঃ শরীরমসি পারয়িষ্ণু রক্ষোহাসি সপত্নহা।
অথো অমীবচাতনঃ পূতুদ্রুর্নাম ভেষজম্ ॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ — হে বালক! তোমার শত সম্বৎসরের পরমায়ুকে অযুতসংখ্যক ক'রে দিচ্ছি। আমরা তোমার নিমিত্ত দাম্পত্য রূপে এক যুগ, সন্তান রূপে দ্বিতীয় বা দুই যুগ, এবং এইভাবে এরও অধিক যুগ ক'রে দিচ্ছি। (অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ইত্যাদি চতুর্যুগ সমন্বিত বহু বহু যুগ পর্যন্ত তোমার পরমায়ু ক'রে দিচ্ছি। দেবগণ অক্রোধিত হয়ে আমাদের নিবেদনের উপর অনুমতি প্রদান করুন। (সায়ণের ভাষ্যে বলা হয়েছে—যদ্যপি একশত বর্ষ পর্যন্তও আয়ু মনুষ্যগণের পক্ষে 'ন সম্ভবতি', তথাপি 'আকল্প জীব কল্পায়ুশষ্যং অস্তু' ইত্যাদি আশিস্ দানের ন্যায় এখানেও বালকের দীর্ঘ আয়ু কামনা করা হয়েছে—এটাই তাৎপর্য) ॥ ২১॥ হে বালক! রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর অভিমানী দেবতাগণের উদ্দেশে সমর্পণ করছি। বৎসরের তিনশত ষাট (বা পয়ষট্টি) দিবস (ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়দিনসংখ্যাকানি) তোমাকে সুখ দানশালী হয়ে থাকুক এবং তোমার ভোগসাধনভূত ঔষধি সমূহকেও বর্ধনশালী হয়ে থাকুক ॥ ২২॥ মৃত্যু হলো দ্বিপদ মনুষ্য-পক্ষী ইত্যাদি এবং চতুষ্পদ গো-অশ্ব ইত্যাদি সকল প্রাণীর অধিপতি। আমি সেই হেন মৃত্যুরূপ ঈশ্বরের পাশবন্ধন হতে তোমাকে মুক্ত ক'রে দিচ্ছি; এই নিমিত্ত মৃত্যু হতে ভয়ভীত হয়ে তুমি ভীতি ত্যাগ করো ॥ ২৩॥ হে অরিষ্ট অর্থাৎ দৈববিমুখ অথবা নিরস্তহিংস পুরুষ! তুমি মৃত্যুকে ভয় করো না, কারণ তুমি মৃত্যুপ্রাপ্ত হবে না, অতএব 'আমি মরে যাবো' এমন ভয় ত্যাগ করো। এই শান্তি কর্মের কারণে মনুষ্য মৃত্যু হতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, অথবা মরণকালীন দুঃসহ মূর্চ্ছাও প্রাপ্ত হয় না। অথবা শান্তিকর্ম-করণশালী জন মৃত্যুর পর দুষ্কর্কের নিমিত্ত প্রাপ্তব্য অধোলোকে স্থিত সবিতৃপ্রকাশশূন্য ঘোরান্ধকারকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪॥ যেস্থানে রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদিকে নিবারণের নিমিত্ত প্রাচীর-রূপে শান্তিকর্ম অনুষ্ঠিত করা হয়, সেই স্থানে গো-অশ্ব ইত্যাদি পশু এবং মনুষ্য সকলে প্রাণময় হয়ে অবস্থিত থাকে ॥ ২৫॥ হে শান্তিকর্ম সাধনে ইচ্ছুক পুরুষ! আমার কর্ম তোমাকে সকল দিক হতে রক্ষিত রাখুক। সমান পুরুষ, সমান বান্ধব ইত্যাদির দ্বারা কৃত

অভিচার ইত্যাদি হিংসা কর্ম হতেও এই শান্তিকর্ম তোমাকে রক্ষা করুক। তুমি অমামঃ অর্থাৎ অমরণশীল হও, অমৃত অর্থাৎ মরণহীন হও এবং অতিজীব অর্থাৎ অতিশায়িত জীবন ভোগ করো। তোমার চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়রূপ অমুখ্য প্রাণসমূহ এবং প্রসিদ্ধ মুখ্য প্রাণ তোমার দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হবে না; তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করো ॥ ২৬॥ যমের জ্বর-শিরোব্যথা ইত্যাদি একশত সংখ্যক মুখ্যভূত অস্ত্র আছে, এবং নাশকারী অতিতরীতব্যা শক্তি আছে; সেগুলি সেগুলি উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। সেই মৃত্যু নাশক শক্তিসমূহ হতে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা রক্ষা করুন এবং তাঁরা তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নি হতেও রক্ষা করুন ॥ ২৭॥ হে পূতদ্রু-নামক বৃক্ষ! তুমি অগ্নির পারয়িষ্ণু অর্থাৎ পারপ্রাপক শরীর হয়ে আছো। তুমি রাক্ষস ও শত্রুগণের সংহারক। তুমি রোগনাশক ও ঔষধি-স্বরূপ। সেই হেন পূতদ্রু আমাদের কামনার পূর্ণতা সাধিত করুক ॥ ২৮॥

বিনিয়োগঃ — 'শতং তেযুতং' ইত্যস্য মন্ত্রস্য 'আ রভস্ব' (৮/২) ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। গোদানাদিষু কর্মসু ব্রীহিযবৌ 'শরদে ত্বা' ইত্যভিমন্ত্র কুমারস্য মূর্ধ্নি দদ্যাৎ।....ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ২সূ—২১-২৮ ঋক্)॥

টীকা — উপর্যুক্ত ২১ হতে ২৮তম মন্ত্রগুলি দ্বিতীয় সূক্তেরই অন্তর্গত; সুতরাং এগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তেরই অনুরূপ। 'পূতদ্রু' প্রসঙ্গে ভাষ্যে কথিত হয়েছে—'...পূতদ্রনামক হলো সকল অরিষ্ট নিবর্তক রক্ষামণির উপাদানভূত বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নির অবস্থান থাকায় এটিকে অগ্নির শরীর বলা হয়ে থাকে।' ('বৃক্ষস্যান্তঃ অগ্নেরবস্থানাৎ শরীরত্বব্যপদেশঃ। বিশেষতঃ অস্য বৃক্ষস্য শরীরত্বাভিধানং। অথবা পারয়িষ্ণুরিতি পৃথগ্বিশেষণং।'...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ১অ. ২সূ—২১-২৮ ঋক্) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, গায়ত্রী]

রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম।
শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥১॥
অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বয়া মূরদেবান্ রভস্ব ক্রব্যাদো বৃষ্ট্বাপি ধৎস্বাসন্ ॥২॥
উভোভয়াবিন্নুপ ধেহি দংষ্ট্রৌ হিংস্রঃ শিশানোঽবরং পরং চ।
উতান্তরিক্ষে পরি যাহ্যগ্নে জম্ভৈঃ সং ধেহ্যভি যাতুধানান্ ॥৩॥
অগ্নে ত্বচং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বি চিনোত্বেনম্ ॥৪॥
যত্রেদানীং পশ্যসি জাতবেদস্তিষ্ঠন্তমগ্ন উত বা চরন্তম্।
উতান্তরিক্ষে পতন্তং যাতুধানং তমস্তা বিধ্য শর্বা শিশানঃ ॥৫॥

যজ্ঞৈরিষূঃ সন্নমমানো অগ্নে বাচা শল্যাঁ অশনিভির্দিহানঃ।
তাভির্বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচো বাহূন্ ভঙ্‌গ্ধ্যেষাম্ ॥৬॥
উতারব্ধান্ স্পৃণুহি জাতবেদ উতারেভাণাঁ ঋষ্টিভির্যাতুধানান্।
অগ্নে পূর্বো নি জহি শোশুচান আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদন্ত্বেনীঃ ॥৭॥
ইহ প্র ব্রূহি যতমঃ সো অগ্নে যাতুধানো য ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রন্ধয়ৈনম্ ॥৮॥
তীক্ষ্ণেনাগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্রণয় প্রচেতঃ।
হিংস্রং রক্ষাংস্যভি শোশুচানং মা ত্বা দভন্ যাতুধানা নৃচক্ষঃ ॥৯॥
নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্যগ্রা।
তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্হরসা শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ — আমি সূত্রে বর্ণিত ফলের কামনাশালী হয়ে রাক্ষসগণের **অপহন্তা** বলবান্ অগ্নির উপর সকল দিক হতে ঘৃত (অর্থাৎ আজ্য) সিঞ্চন করছি। আমি অগ্নিকে প্রদীপ্ত **ক'**রে সুখের নিমিত্ত সেই সখীভূত ও পৃথুতর (বিপুলকায়) অগ্নির শরণ গ্রহণ করছি (বা তাঁর নিকট গমন করছি)। সেই অগ্নি আজ্যের দ্বারা আপন জ্বালাসমূহকে তীক্ষ্ণীকৃত ক'রে যজ্ঞাঙ্গভূতরূপে সমিদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ দীপ্ত হয়ে উঠুন। সেই হেন রাক্ষসবিনাশক অগ্নি দিবা-রাত্র আমাদের প্রতি হিংসকদের নিকট হতে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১॥ হে জাতবেদা অগ্নি! আমাদের আজ্য ইত্যাদির দ্বারা উত্তম প্রকারে প্রবৃদ্ধ হয়ে তুমি লৌহময় দণ্ডশালীরূপে আপন জ্বালামালায় যন্ত্রণাদায়ক রাক্ষসগণকে স্পর্শ করো এবং অভিচারকারীগণকে ভস্ম ক'রে ফেলো। মাংসাশী রক্ষঃ-পিশাচ ইত্যাদিকেও ভক্ষণ করো ॥ ২॥ তুমি হননযোগ্য ও রক্ষণযোগ্যকে জ্ঞাতশালী (পরিজ্ঞানবান্)। তুমি তীক্ষ্ণজ্বালাযুক্ত ও শক্তিসম্পন্ন। আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও আমাদের অধিক দ্বেষ্যগণকে তোমার উপর ও নিম্ন দন্তের মধ্যে গ্রহণ করো, অর্থাৎ চর্বণ ক'রে ফেলো এবং আকাশে বিচরণপূর্বক তথায় সঞ্চরমান রাক্ষসগণকেও আপন দন্তে পেষণ ক'রে ফেলো ॥ ৩॥ হে অগ্নি! তুমি রাক্ষসগণের বাহিরের ত্বক (গাত্রচর্ম) ছিন্ন ক'রে ফেলো এবং তোমার হিংসক বজ্র তাপের দ্বারা এদের তেজোহীন (বা বিনাশ) ক'রে দিক। হে জাতধন বা জাতপ্রজ্ঞ অগ্নি! তুমি রাক্ষসবর্গের শরীরগ্রন্থিগুলি প্রকর্ষের সাথে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দাও। মাংসভক্ষী শৃগাল ইত্যাদি প্রাণীগণ মাংসের অভিলাষে এদের দেহগুলি চারিদিক হতে আকর্ষণ (অর্থাৎ টানাটানি) করতে থাকুক ॥ ৪॥ হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি যেখানে কোনও না কোন উপদ্রবী রাক্ষসগণকে উপবিষ্ট বা আকাশে বিচরণ করতে দেখবে, তবে তাদের ঐ স্থানেই পাতিত করে দেবে এবং তীক্ষ্ণ হয়ে হিংসাত্মক জ্বালারূপ শরের দ্বারা বিদ্ধ ক'রে ফেলবে ॥ ৫॥ হে অগ্নি! আমাদের অনুষ্ঠিত যাগকর্মের প্রয়োগের দ্বারা আপন বাণসমূহকে ঋজু ক'রে এবং মন্ত্রের দ্বারা সেগুলিকে তীক্ষ্ণ ক'রে রাক্ষসগণের হৃদয়প্রদেশে বিদ্ধ করো। তারপর তাদের সেই বাহুগুলি, যেগুলি আমাদের বধ করার নিমিত্ত বর্ধিত করে, সেগুলিকে ভগ্ন ক'রে দাও ॥ ৬॥ অধিকন্তু, হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার আরব্ধমান স্তুতিকারী আমাদের তুমি পালন করো। শব্দকারী (শব্দং কৃতবতো) রাক্ষসগণকে আপন আয়ুধের দ্বারা নিহত করো। তোমাদের দ্বারা হিংসিত সেই রাক্ষসগণের অপক্ক মাংসকে শুভ্রবর্ণ বা সন্ধ্যাবর্ণ ক্ষ্বিঙ্ক নামক (শকুনি জাতীয়) মাংসভক্ষী পক্ষীবিশেষ ভক্ষণ করুক। হে অগ্নি! যে রাক্ষস আমাদের এই প্রকৃত শান্তিবিষয়ক কর্মে শরীর

পীড়ন ইত্যাদি (অত্যাচার) করছে, তাকে বলে দাও, (অর্থাৎ সাবধান ক'রে দাও)। হে পাপীঘাতক যুবতম অগ্নি! তুমি তোমার ভস্ম-করণশালী জ্বালার দ্বারা সেই পাপীকে স্পর্শ করো। হে অগ্নি! সেই পাপীকে আপন কর্মসাক্ষি- রূপ দৃষ্টির দ্বারা বশীভূত (অর্থাৎ দগ্ধীভূত) করো ॥ ৮॥ হে অগ্নি! তুমি তোমার আপন বিকরাল নেত্রের দ্বারা আমাদের যজ্ঞকে রক্ষা করো। হে প্রচেতঃ (অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে চিত্তশালী) অগ্নি! আমাদের এই যজ্ঞকে বসুদেবতাগণের সমীপে শীঘ্র উপনীত করিয়ে দাও। হে নৃচক্ষঃ (অর্থাৎ মনুষ্যগণের দ্রষ্টা) অগ্নি! আমাদের এই যজ্ঞকে রক্ষার কালে তুমি সেই রাক্ষসগণকে হনন করো, তারা যেন দহনকারী তোমাকে নিজেদের বশীভূত করতে (বা তোমাকে হিংসনে) সমর্থ না হয় ॥৯॥ হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের দণ্ড এবং অনুগ্রহ যোগ্য কার্যের দ্রষ্টা। তুমি প্রজাপীড়ক রাক্ষসের উপর সর্বতোভাবে অবলোকন করো। তার অঙ্গের উপরের তিনটি অংশ ছিন্ন ক'রে দাও; আপন তেজের দ্বারা তার পঞ্জরগুলি (বক্ষঃপার্শ্বস্থ অস্থিসমূহ) এবং পাদপ্রদেশের তিন পর্বকেও ছেদিত করো ॥ ১০॥

বিনিয়োগঃ — 'অস্যানুবাকস্য চাতনগণে পাঠাৎ 'চাতনানাং অপনোদনেন ব্যাখ্যাতং' (কৌ. ৪।১) ইত্যক্তেষু কর্মসু বিনিয়োগঃ। তানি কর্মানি কথ্যন্তে। রক্ষোগ্রহপিশাচাদিভৈষজ্যার্থং অনেনানুবাকেন ফলীকরণতূষবৃক্ষনাকলানাং অন্যতমং জুহুয়াৎ। এতৈরৈব ধূপয়েদ্ বা। তথা অনেনানুবাকেন পিশাচাদিগ্রস্তং পুরুষং অনুব্রূয়াৎ।...তথা ঘৃতকম্বলাখ্যে মহাভিষেকে অভিষেকানন্তরং 'রক্ষোহণং' ইত্যনুবাকং জপেৎ।....ইত্যাদি॥ (৮কা. ২অ. ১সূ—১-১০ঋক্)॥

টীকা — এই অনুবাকটির বিনিয়োগগুলি কৌশিক সূত্রে (৪/১) বাখ্যাত হয়েছে। সেই কর্মের প্রসঙ্গেই এখানে কথিত হচ্ছে। রক্ষঃ-গ্রহ-পিশাচ ইত্যাদির দ্বারা গৃহীত পুরুষের ভৈষজ্যার্থে এই অনুবাকের মন্ত্রগুলির দ্বারা ফলীকরণ, তুষ ও বৃক্ষখণ্ডসমুহের যে কোনটির দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান কর্তব্য বা এইগুলির দ্বারা ধূপ প্রজ্বলন করণীয়। পিশাচ ইত্যাদি গ্রস্ত পুরুষকে এই অনুবাকের মন্ত্রগুলি পাঠ করানো বিধেয়। এই অনুবাকের সূক্তমন্ত্রগুলি সমিধ গ্রহণে, যবসক্তুর দ্বারা বা পলাশপর্ণের পৃষ্ঠভাগের দ্বারা যাগ-করণে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। অযুগ্ম খাদির-কীলক স্থাপনের নিমিত্ত ভূমি নিখননে, অমাবস্যায় বিশেষ আভিচারিক ক্রিয়া-করণে, এবং ঘৃতকম্বলাখ্য মহাভিষেকে অভিষেকের পর জপ-করণে এই অনুবাকের মন্ত্রগুলি বিনিযুক্ত হয়ে থাকে।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ২অ. ১সূ—১-১০ঋক্)॥

ত্রির্যাতুধানঃ প্রসিতিং ত এত্বৃতং যো অগ্নে অনৃতেন হন্তি।
তমর্চিষা স্ফূর্জয়ন্ জাতবেদঃ সমক্ষমেনং গৃণতে নি যুঙ্গ্ধি ॥ ১১॥
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যৎ বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ১২॥
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবান্ছৃণীহি পরাসুতৃপঃ শোশুচতঃ শৃণীহি ॥ ১৩॥
পরাদ্য দেবা বৃজিনং শৃণন্তু প্রত্যগেনং শপথা যন্তু সৃষ্টাঃ।
বাচাস্তেননং শরব ঋচ্ছন্তু মর্মন্ বিশ্বস্যৈতু প্রসিতিং যাতুধানঃ ॥ ১৪॥
যঃ পৌরুষেয়েন ক্রবিষা সমঙ্ক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ ॥ ১৫॥

বিষং গবাং যাতুধানা ভরন্তামা বৃশ্চন্তামদিতয়ে দুরেবাঃ।
পরৈণান্ দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষধীনাং জয়ন্তাম্ ॥১৬॥
সম্বৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্য মাশীদ্ যাতুধানো নৃচক্ষঃ।
পীযূষমগ্নে যতমস্তিতৃপ্সাৎ তং প্রত্যঞ্চমর্চিষা বিধ্য মর্মণি ॥১৭॥
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
সহমূরাননু দহ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥১৮॥
ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তস্ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।
প্রতি ত্যে তে অজরাসস্তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহন্তু ॥১৯॥
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুতোত্তরাৎ কবিঃ কাব্যেন পরি পাহ্যগ্নে।
সখা সখায়মজরো জরিম্ণে অগ্নে মর্ত্যাঁ অমর্ত্যস্ত্বং নঃ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! তোমার জ্বালামালাসমূহকে যাতুধান (অর্থাৎ রাক্ষসগণ) তিনবার প্রাপ্ত হোক। (অর্থাৎ প্রথমে অগ্নিশিখার স্পর্শ, পরে অর্ধদগ্ধ এবং শেষে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যাক)। যে রাক্ষস আমার সত্য যজ্ঞকে ছলনা পূর্বক বিনষ্ট করছে, হে জাতপ্রজ্ঞ অগ্নি! তাকে তোমার স্তোত্রকারী আমার দৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন পূর্বক তোমার আপন জ্বালামালায় নিগৃহীত ক'রে বিনাশ করো। (নিগৃহ্য বিনাশয়) ॥ ১১॥ হে অগ্নি! যে যাতুধানের কারণে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর আক্রোশময় হয়ে থাকে, এবং স্তোতা কটুবাণীতে মন্ত্রোচ্চার করতে থাকছে, সেই যাতুধানের উপর আপন জ্বালাযুক্ত ক্রোধিত মনঃস্বরূপ ইষুর দ্বারা আঘাত করো (বা ক্রুদ্ধ মনের জ্বালা হতে জাত ইষুর দ্বারা তার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করো) ॥ ১২॥ হে অগ্নি! যাতুধান বা রাক্ষসগণকে তোমার তেজের দ্বারা পরাঙ্মুখ ক'রে বা নিম্নাভিমুখী ক'রে বিনাশ করো। অভিচার কর্মপরায়ণগণকে আপন তেজোময় প্রাণঘাতী দীপ্ত জ্বালাসমূহের দ্বারা বিনাশ করো। অপরের প্রাণ নিয়ে আপন আত্মায় সন্তোষশালী সেই রাক্ষসগণকে দীপ্যমান জ্বালার প্রভাবে বিনাশ করো ॥ ১৩॥ অদ্য অগ্নি ইত্যাদি সকল দেবতা সম্মিলিত ভাবে সেই প্রাণনাশক পাপপরায়ণ রাক্ষসকে এমনভাবে প্রহৃত (বা হিংসা) করুন, যেন সে পুনরায় আর না প্রত্যাবর্তন করতে পারে। আমাদের প্রতি প্রয়োগ করা তার শপনগুলি (অর্থাৎ গালিসমূহ) তাকেই প্রাপ্ত হোক। সেই মিথ্যাভাষীর হৃদয়কে দেবতাবর্গের আয়ুধ ছেদিত করুক। (অথবা, সে বিশ্বব্যাপ্ত অগ্নির জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়ে যাক) ॥ ১৪॥ যে রাক্ষস অশ্বের বা অজ ইত্যাদির মাংসের দ্বারা অথবা মনুষ্যের মাংসের দ্বারা নিজেকে পোষণ করে; যে রাক্ষস অবধ্যা (অহন্তব্যা) গাভীর দুগ্ধ জোরপূর্বক হরণ করে, সেই সকল প্রকার রাক্ষসের মস্তকগুলিকে, হে অগ্নি! তুমি আপন তেজে অর্থাৎ জ্বালায় ছিন্ন ক'রে ফেলো ॥ ১৫॥ গো-দুগ্ধের কামনাশালী রাক্ষস গাভীর বিষ প্রাপ্ত হোক। দুর্গমনশীল যাতুধান পৃথিবীর উপর উপলব্ধ পদার্থ হতে বিচ্যুত হোক (অর্থাৎ পদনিম্নস্থ ভূমি উপলব্ধি করতে পেরে যেন পতন লাভ করে)। সর্বানুজ্ঞাতা সবিতাদেব যেন তাদের ব্রীহি ইত্যাদির ঔষধিসমূহের ভাগ গ্রহণ করতে অনুজ্ঞা না প্রদান করেন এবং তাদের হিংসক ঘাতকদের হস্তে সমর্পণ ক'রে দিন ॥ ১৬॥ হে মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিশালী অগ্নি! গাভীগণের গর্ভাধান ইত্যাদি প্রসব কাল হতে সম্বৎসরব্যাপী পর্যন্ত আমাদের প্রাপ্য গো-দুগ্ধ রাক্ষস যেন পান করতে সমর্থ না হয়। যে রাক্ষস গাভীর অমৃতরূপ বা হবির্লক্ষণযুক্ত ঘৃতের দ্বারা নিজেকে তৃপ্ত করতে ইচ্ছা ক'রে থাকে, তুমি তোমার জ্বালাসমূহকে তার প্রতিমুখে তাড়িত ক'রে তার মর্ম প্রদেশে বিদ্ধ

করো ॥ ১৭ ॥ হে অগ্নি! তুমি রাক্ষসগণকে সদা সংহার (বা মর্দন) ক'রে থেকেছো। কোনও রাক্ষসই তোমাকে কখনও বশীভূত (বা পরাভূত) করতে সক্ষম হয়নি। তুমি এই মাংসভক্ষী রাক্ষসগণকে সমূলে বিনাশ (বা ভস্ম) করো। এরা যেন তোমার দিব্যাস্ত্র হ'তে নিস্তার না প্রাপ্ত হয়। (এই মন্ত্রটি ৫ম কাণ্ডের ২৯ সূক্তের ১১ মন্ত্রেও পাওয়া যায়) ॥ ১৮॥ হে অগ্নি! তুমি অধোদেশ হতে পীড়াদায়ক রাক্ষসগণের কবল হতে আমাদের রক্ষা করো। সেইরকম, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক সমুদায়ে অবস্থানকারী রাক্ষসগণের উৎপীড়ন হতে আমাদের রক্ষা করো। তোমারই অজর, তাপদাহক ও অতিশয় দীপ্ত জ্বালাসমূহ হিংসক যাতুধানগণকে (অর্থাৎ রাক্ষসবর্গকে) নাশ করতে সমর্থ ॥ ১৯ ॥ হে অগ্নি! তুমি কবি অর্থাৎ ক্রান্তপ্রজ্ঞ। সেই হেতু তুমি পশ্চাৎ ইত্যাদি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত রাক্ষসগণকে প্রজ্ঞাত হয়ে আমাদের সর্বতো রক্ষা করো। তুমি রক্ষক, তোমার রক্ষণ-সাধনোপায় সমূহেয় দ্বারা আমাদের রক্ষা করো। তুমি আমার সখাভূত হয়ে আমাকে নির্ভয় করো। তুমি জরারহিত; সুতরাং অত্যন্ত জীর্ণ আমাকে রক্ষা করো। হে অগ্নি! তুমি অমর্ত্য (অর্থাৎ অমর); সুতরাং মরণধর্মশীল আমাকে পালন (বা রক্ষা) করো ॥ ২০ ॥

বিনিয়োগঃ — 'ত্রির্যাতুধানঃ' ইতি মন্ত্রস্য 'রক্ষোহণং' ইত্যনেন উক্তো বিনিয়োগঃ। গবাং লোহিতদোহলক্ষণাদ্ভুতশান্তর্থ 'যঃ পৌরুষেয়েণ' (১৫-১৮) ইতি চতুর্ঋচেন আজ্যং জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।....ইত্যাদি ॥ (৮কা. ২অ. ১সূ—১১-২০ঋক্)॥

টীকা — উপর্যুক্ত ১০টি মন্ত্র ১ম সূক্তেরই অন্তর্গত। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত মতোই এগুলির বিনিয়োগ হবে। তবে উপর্যুক্ত ১৫ হতে ১৮, এই চারটি মন্ত্র গাভীর রক্তদুগ্ধ দোহনের লক্ষণ শান্তির উদ্দেশে সূত্রোক্তপ্রকারে আজ্যাহুতি প্রদানে বিনিয়োগ হয়ে থাকে।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ২অ. ১সূ—১১-২০ঋক্) ॥

তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতি ধেহি রেভে শফারুজো যেন পশ্যসি যাতুধানান্।
অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বন্তমচিতং ন্যোষ ॥ ২১॥
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবেদিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতঃ ॥ ২২॥
বিষেণ ভঙ্গুরাবতঃ প্রতি স্ম রক্ষসো জহি।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা তপুরগ্রাভিরর্চিভিঃ ॥ ২৩॥
বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা।
প্রাদেবীর্মায়াঃ সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষোভ্যো বিনিক্ষে ॥ ২৪॥
যে তে শৃঙ্গে অজরে জাতবেদস্তিগ্মহেতী ব্রহ্মশংশিতে।
তাভ্যাং দুর্হার্দমভিদাসন্তং কিমীদিনং প্রত্যঞ্চমর্চ্চিষা জাতবেদো বি নিক্ষ ॥ ২৫॥
অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি শুক্রশোচিরমর্ত্যঃ।
শুচিঃ পাবক ঈড্যঃ ॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! শব্দকারী রাক্ষসগণকে ভস্ম করো। শফধারী (খুর বা নখধারী) পশুরূপ ধারণ ক'রে আমাদের পীড়িত করণশালী রাক্ষসগণের উপর তোমার দৃষ্টি পতিত করো এবং মহর্ষি অথর্বা যে মন্ত্র-বলে রাক্ষসগণকে দগ্ধকার্য সমাপন করেছিলেন, তেমনই আপন দিব্য তেজঃপ্রভাবে

ঐ নিরন্তর হিংসককারী কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন রাক্ষসগণকে ভস্মীভূত ক'রে দাও ॥২১॥ হে অগ্নি! তুমি কামনাসমূহের সম্পূরক মেধাবী, ধর্ষকবর্ণশালী (ধৃষদ্বর্ণ), মন্থন বা বল হতে উৎপন্ন হওনশীল (অর্থাৎ অভিভবনশীল) এবং অনেক প্রকারে তৃপ্ত করণশালী। আমরা তোমাকে সর্বতোভাবে ধ্যান করছি। তুমি প্রতিদিন ভঙ্গ-স্বভাবোপেত বলযুক্ত রাক্ষসবর্গকে আপন দর্শনমাত্রের দ্বারা বলহীন ক'রে বিনাশ করণশালী ॥২২॥ হে অগ্নি! বিষবৎ ভয়ঙ্কর তেজের দ্বারা ভঙ্গশালী রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করো এবং জ্বালসমূহের তাপের দ্বারা তাদের ভস্ম করো ॥২৩॥ এই অগ্নি আপন মহান তেজের দ্বারা তেজস্বী হয়ে অবস্থান করছেন। হে অগ্নি! তুমি সেই জ্যোতির দ্বারা সকল ভূত জাতকে (অর্থাৎ প্রাণীকে) স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করাচ্ছো। এই অগ্নি আসুরী মায়াকে প্রকর্ষের দ্বারা অভিভব ক'রে থাকেন এবং রাক্ষসবর্গকে সংহারের নিমিত্ত আপন জ্বালারূপ শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ (বা প্রবৃদ্ধ) করে তুলছেন ॥২৪॥ হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার জ্বালারূপ প্রসিদ্ধ ও অবিনশ্বর যে দুটি শৃঙ্গ আমাদের ব্রহ্ম-মন্ত্রের প্রয়োগে তীক্ষ্ণভূত হয়েছে, সেই শৃঙ্গ দুষ্টবর্গকে ক্ষয় করতে সক্ষম। তুমি তার দ্বারা ছিদ্রান্বেষী যাতুধান অর্থাৎ রাক্ষসগণকে সংহার করো ॥২৫॥ এই অগ্নি সকল প্রকার সন্তাপদানশীল রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করেন। ইনি অমরণ-ধর্মশীল; এঁর প্রকাশ দীপ্ত হয়ে বিরাজমান থাকে। ইনি শুচি অর্থাৎ শুদ্ধ। ইনি পাবক অর্থাৎ সকলকে শোধন ক'রে থাকেন। ইনি সকলের স্তুতির পাত্র ॥২৬॥

বিনিয়োগঃ — 'তদগ্নে চক্ষু' ইতি মন্ত্রস্য 'রক্ষোহণং' ইত্যত্রোক্তা বিনিয়োগা অনুসন্ধেয়া। অগ্নিরহিত প্রদেশে অগ্নিদর্শনলক্ষণে অদ্ভুতে তচ্ছান্ত্যর্থং 'অগ্নী রক্ষাংসী' ইত্যনয়া আজ্যং জুহুয়াৎ। ....ইত্যাদি ॥ (৮কা. ২অ. ১সূ—২১-২৬ঋক্)॥

টীকা — মূল এই ছয়টি মন্ত্রও প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। ইতিপূর্বে প্রথমোক্ত ১০টি মন্ত্র এবং দ্বিতীয়োক্ত দশটি মন্ত্রের বিনিয়োগে যা বলা হয়েছে, এখানে তা-ই প্রযোজ্য। তবে উপর্যুক্ত ছয়টি মন্ত্রের শেষটির অর্থাৎ 'অগ্নী রক্ষাংসী সেধতি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিরহিত প্রদেশে অদ্ভুত অগ্নিদর্শনলক্ষণে তার শান্তির নিমিত্ত আজ্যাহুতি প্রদান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ২অ. ১সূ—২১-২৬ঋক্) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুদমনম্

[ঋষি : চাতন। দেবতা : ইন্দ্র, সোম ইত্যাদি। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

ইন্দ্রাসোমা তপতং রক্ষ উব্জতং ন্যর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ।
পরা শৃণীতমচিতো ন্যোষতং হতং নুদেথাং নি শিশীতমত্রিণঃ ॥ ১॥
ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসমভ্যঘং তপুর্যয়স্তু চরুরগ্নিমাঁ ইব।
ব্রহ্মদ্বিষে ক্রব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনব্যয়ং কিমীদিনে ॥ ২॥
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতো বব্রে অন্তরনারম্ভণে তমসি প্র বিধ্যতম্।
যতো নৈষাং পুনরেকশ্চনোদয়ৎ তদ্ বামস্তু সহসে মন্যুমচ্ছবঃ ॥ ৩॥

ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবো বধং সং পৃথিব্যা অঘশংসায় তর্হণম্।
উৎ তক্ষতং স্বর্যং পর্বতেভ্যো যেন রক্ষো বাবৃধানঃ নিজূর্বথঃ ॥ ৪॥
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবস্পর্যগ্নিতপ্তেভির্যুবমশ্মহন্মভিঃ।
তপুর্বধেভিরজরেভিরত্রিণে নি পর্শানে বিধ্যতং যন্তু নিস্বরম্ ॥ ৫॥
ইন্দ্রাসোমা পরি বাং ভূতু বিশ্বত ইয়ং মতিঃ কক্ষ্যাশ্বেব বাজিনা।
যাং বাং হোত্রাং পরিহিনোমি মেধয়েমা ব্রহ্মাণি নৃপতী ইব জিন্বতম্ ॥ ৬॥
প্রতি স্মরেথাং তুজয়দ্ভিরেবৈর্হতং দ্রুহো রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ।
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতে মা সুগং ভূদ্ যো মা কদা চিদভিদাসতি দ্রুহুঃ ॥ ৭॥
যো মা পাকেন মনসা চরন্তমভিচষ্টে অনৃতেভির্বচোভিঃ।
আপ ইব কাশিনা সংগৃভীতা অসন্নস্ত্বাসত ইন্দ্র বক্তা ॥ ৮॥
যে পাকশংসং বিহরন্ত এবৈর্যে বা ভদ্রং দূষয়ন্তি স্বধাভিঃ।
অহয়ে বা তান্ প্রদদাতু সোম আ বা দধাতু নির্ঋতেরুপস্থে ॥ ৯॥
যো নো রসং দিপ্সতি পিত্বো অগ্নে অশ্বানাং গবাং যস্তনূনাম্।
রিপু স্তেন স্তেয়কৃদ্ দভ্রমেতু নি ষ হীয়তাং তন্বা তনা চ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে ইন্দ্র! হে সোম! রাক্ষসগণকে সন্তাপিত করো (দুঃখ প্রদান করো) তাদের বিনাশ ক'রে ফেলো। তোমরা অভীষ্টসমূহের বর্ষণকারী; তমসাবৃত রাত্রে বা মায়ার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অজ্ঞানী রাক্ষসগণকে তোমরা ভস্মীভূত ক'রে দাও। ভক্ষণশীল রাক্ষসগণকে প্রহার পূর্বক আমাদের দিক হতে অপসারিত ক'রে দাও এবং তাদের পক্ষকে অত্যন্ত নির্বল ক'রে দাও ॥ ১॥ হে ইন্দ্র ও সোম দেবদ্বয়! এই পাপী (অনর্থকারী) রাক্ষসকে তিরস্কৃত করো; যেমন অগ্নির তাপে চরু তপ্ত হয়, তেমনই অগ্নির তাপে সংযুক্ত হয়ে এই রাক্ষস চরম পরিণতি প্রাপ্ত হোক। ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, মাংসভক্ষী, ভয়ঙ্করদর্শন, যেথা-সেথা বিচরণকারী রাক্ষসদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ ও শত্রুভাব উৎপন্ন করো॥ ২॥ হে ইন্দ্র! হে সোম! দুষ্ট কর্মশীল রাক্ষসগণকে আশ্রয়হীন ক'রে বিতাড়িত করো। এই রাক্ষসগণের মধ্যে একজনও যেন অন্ধকার হতে নিষ্ক্রান্ত (বা উত্থিত) হতে না পারে। এদের তিরস্কার করণের নিমিত্ত তোমাদের বল ক্রোধে পূর্ণ হয়ে যাক ॥ ৩॥ হে ইন্দ্র ও সোম দেবদ্বয়! পাপকে বর্ধনশীল রাক্ষসগণের উপর প্রয়োগের নিমিত্ত আকাশ ও ভূলোক হতে হিংসা-সাধন আয়ুধ একত্রিত করো। পর্বত ও মেঘ সমুদায় হতে উদয় হওয়া রাক্ষসগণকে সংহার করার নিমিত্ত আপন বজ্রকে তীক্ষ্ণ করো ॥ ৪॥ হে ইন্দ্র ও সোম দেবদ্বয়! তোমরা অগ্নির দ্বারা তপ্ত হওয়া লৌহাস্ত্রগুলিকে অন্তরিক্ষের সর্ব দিকে পরিভ্রামিত করো এবং ঐ রাক্ষসগণের বক্ষঃপঞ্জর (পার্শ্বস্থ অস্থি) ভঙ্গ ক'রে দাও, যাতে তারা শব্দহীন হয়ে (কোন আর্তরব উৎসারিত করতে না পেরেই) পতন লাভ করে ॥ ৫॥ হে ইন্দ্র ও সোম দেবদ্বয়! যেমন কক্ষবন্ধনসাধনভূতা রজ্জু বলবন্ত অশ্বদ্বয়কে একত্রে বন্ধন করে, তেমনই আমাদের স্তুতি তোমাদের দু'জনকে গ্রহণ করুন। আমি যে আহ্বানযোগ্য বুদ্ধির দ্বারা তোমাদের উদ্দেশে (স্তুতি) প্রেরণ করছি, তা তোমাদের বন্ধনযুক্ত করুক। যেমন বন্দী জনগণের কৃত স্তুতিসমূহ (প্রশস্তিসম্বলিত গান) রাজন্যবৃন্দকে হর্ষিত ক'রে থাকে, তেমনই এই ব্রহ্মমন্ত্র তোমাদের দু'জনকে হর্ষান্বিত করুক ॥ ৬॥ হে ইন্দ্র ও সোম দেবদ্বয়! তোমরা

গমনসাধন অশ্বগণকে স্মরণ করো, তাদের দ্বারা এই স্থানে আগত হয়ে দ্রোহী ভঙ্গকারী রাক্ষসবর্গকে সংহার করো। অধিকন্তু, হে ইন্দ্র ও সোম! সেই দুষ্কর্ম করণশীল রাক্ষসগণের জীবন দুঃখময় হোক। আমাদের যে দ্রোহশীল শত্রু (রাক্ষস) আমাদের একবারও দুঃখ প্রদান করেছে, তার জীবন সদা দুঃখে পূর্ণ হয়ে থাকুক ॥ ৭॥ হে ইন্দ্র! যে রাক্ষস ইত্যাদি (শত্রু) পরিপক্ক মনে (জেনেশুনে) যজ্ঞে নিয়োজিত আমাকে মিথ্যা অজুহাতে অভিশাপ শাপ প্রদান করে, সেই দুষ্টের অসৎ বাক্যরূপ অভিশাপ সেই রকমেই বিগলিত (অর্থাৎ ব্যর্থ) হয়ে যাক, যেমন মুষ্টিতে গৃহীত জল অঙ্গুলির সন্ধি (ফাঁক) দিয়ে বিগলিত হয়ে যায়। (অর্থাৎ অকৃতের বা অন্যায়ের বক্তা (শাপদানকারী) স্বয়ংই শূন্য বা ব্যর্থ হয়ে যাক) ॥ ৮॥ যে রাক্ষসগণ আমা হেন সত্যভাষীকে মিথ্যা নিন্দায় পীড়িত ক'রে থাকে, এবং যারা আমার মঙ্গলকারী কর্মকে বা স্বধাকে অন্নের নিমিত্ত দূষিত ক'রে থাকে, সোমদেবতা সেই পাপীদের সর্পের মুখে নিক্ষেপ বা সমর্পণ করুন অথবা পাপদেবতা নির্ঋতির (অর্থাৎ মৃত্যুর) ক্রোড়ে স্থাপন করুন ॥ ৯॥ হে অগ্নি! যে রাক্ষস আমাদের শরীরের বা আমাদের অশ্ব, গাভী ইত্যাদি পশু ও আত্মীয় পুত্র ইত্যাদির শরীরের রস (জীবনীশক্তি) হরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করে, সেই দুষ্ট শত্রু তস্কর (মোষকর্তা) নিজেরই শরীর হতে তথা পুত্র ইত্যাদির হতে বিযুক্ত হয়ে যাক (হীয়তাং বিযুক্তো ভবতু) ॥ ১০॥

বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রাসোমা' ইতি সূক্তস্য 'রক্ষোহনং' ইত্যনেন (সহ) উক্তা বিনিয়োগঃ। ....ইত্যাদি॥ (৮কা. ২অ. ২সূ—১-১০ঋক্)॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ এই অনুবাকের প্রথম সূক্তের অনুরূপ ॥ (৮কা. ২অ. ২সূ—১-১০ঋক্)॥

পরঃ সো অস্তু তন্বা তনা চ তিস্রঃ পৃথিবীরধো অস্তু বিশ্বাঃ।
প্রতি শুষ্যতু যশো অস্য দেবা যো মা দিবা দিপ্সতি যশ্চ নক্তম্ ॥ ১১॥
সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে।
তয়োর্যৎ সত্যং যতরদৃজীয়স্তদিৎ সোমোঽবতি হন্ত্যাসৎ ॥ ১২॥
ন বা উ সোমো বৃজিনং হিনোতি ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্।
হন্তি রক্ষো হন্ত্যাসদ্ বদন্তমুভাবিন্দ্রস্য প্রসিতৌ শয়াতে ॥ ১৩॥
যদি বাহমনৃতদেবো অস্মি মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে।
কিমস্মভ্যং জাতবেদো হৃণীষে দ্রোঘবাচস্তে নির্ঋথং সচন্তাম্ ॥ ১৪॥
অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পূরুষস্য।
অধা স বীরৈর্দশভির্বি যূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ ॥ ১৫॥
যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ।
ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেন বিশ্বস্য জন্তোরধমস্পদীষ্ট ॥ ১৬॥
প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপ দ্রুহুস্তন্বং গূহমানা।
বব্রমনন্তমব সা পদীষ্ট গ্রাবাণো ঘ্নন্তু রক্ষস উপব্দৈঃ ॥ ১৭॥
বি তিষ্ঠধ্বং মরুতো বিক্ষ্বীচ্ছত গৃভায়ত রক্ষসঃ সং পিনষ্টন।
বয়ো যে ভূত্বা পতয়ন্তি নক্তভির্যে বা রিপো দধিরে দেবে অধ্বরে ॥ ১৮॥

প্র বর্ত্তয় দিবোঽশ্মানমিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্ত্সং শিশাধি।
প্রাক্তো অপাক্তো অধরাদুদক্তোঽভি জহি রক্ষসঃ পর্বতেন ॥ ১৯॥
এত উত্যে পতয়ন্তি শ্বয়াতব ইন্দ্রং দিপ্সন্তি দিপ্সবোঽদাভ্যম্।
শিশীতে শক্রঃ পিশুনেভ্যো বধং নূনং সৃজদশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ — হে দেববর্গ! সেই রাক্ষস ইত্যাদি শত্রুগণ, যারা রাত্রি বা দিনে আমাদের বধ করতে ইচ্ছা পোষণ করছে, তারা আপন শরীর ও পুত্রের শরীর হতে বিযুক্ত হয়ে যাক। তারা তিন পৃথিবীর নীচে স্থিত (অর্থাৎ দিব্য, অন্তরীক্ষ ও ভূমি—এই তিন পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত) নরকে বা তমোলোকে উপনীত হোক। তাদের অন্ন বা কীর্তি বিনাশপ্রাপ্ত হোক ॥ ১১॥ এইটি বিদ্বান জন জানেন যে, সৎ ও অসৎ বচন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে থাকে। তাদের মধ্যে সত্যবচনকে রক্ষা সোম ক'রে থাকেন, তথা তিনি অসত্য বচনশালীকে হিংসিত ক'রে থাকেন। এই হতে মিথ্যাভাষী কে, তা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে যায় ॥ ১২॥ পাপযুক্ত অসুরকে এবং মিথ্যাচারী এবং ক্ষত্রবলসম্পন্ন রাক্ষসগণকে সোমদেবতা অব্যাহতি দেন না। তিনি পাপী অসুরকে হিংসা ক'রে থাকেন। উপরোক্ত দুই প্রকারের দুষ্টজনই ইন্দ্রের বন্ধনসাধন পাশে বদ্ধ হয়ে শায়িত থাকে ॥ ১৩॥ হে অগ্নিদেব! আমি দেবতাগণ হতে কখনও রহিত (বা বিচ্যুত) হইনি, তাঁদের ব্যর্থ আহ্বান করিনি, কখনও মিথ্যাচরণে রত হইনি। তথাপি, হে জাতবেদা! কি কারণে আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছো? যে রাক্ষসবর্গ দেবতাগণের দ্রোহী, তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হোক ॥ ১৪॥ আমি যদি কাউকে সন্তাপ-দানশালী হয়ে থাকি, তবে আজই যেন মৃত্যুমুখে পতিত হই। হে মিথ্যা দোষারোপকারী পুরুষ! যদি তুমি নিরপরাধী আমার উপর মিথ্যা (বা ব্যর্থ) দোষারোপ ক'রে থাকো, তো তুমি দশ পুত্রের সাথে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হও ॥ ১৫॥ যে দুষ্ট রাক্ষস নিজেকে শুদ্ধ রূপে ঘোষণা ক'রে থাকে, অথবা যে দুষ্ট নিজে রাক্ষসিক বৃত্তিশালী হয়েও যথার্থ সদাচরণশীল আমাকে রাক্ষস নামে অভিহিত ক'রে থাকে, সেই উভয়বিধ অসত্যবাদীকে ইন্দ্রদেব আপন বিকরাল হিংসাত্মক বজ্রের দ্বারা বিনষ্ট করুন। সেই দুষ্ট সকল প্রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টরূপে পতিত (বা বিনাশ প্রাপ্ত) হোক ॥ ১৬॥ উলূকীর (অর্থাৎ পেচকীর) সমান যে রাক্ষসী রাত্রিকালে আমাদের হননের নিমিত্ত বেগে ধাবিত হয় এবং যে দ্রোহপরায়ণা রাক্ষসী নিজেকে অদৃশ্যরূপে রক্ষা ক'রে আগমন করে, সেই দুষ্টা অথৈ গহ্বরে পতিত হোক। এবং সোম-অভিষবকারী পাষাণগুলির শব্দে দুষ্ট রাক্ষস-রাক্ষসী স্বয়ংই বিনাশ প্রাপ্ত হোক ॥ ১৭॥ হে মরুৎ-বর্গ! তোমরা প্রজাগণের মধ্যে অনেক প্রকারে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে দুষ্টগণকে হনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। তাদের গ্রহণ পূর্বক সম্যক পেষণ (অর্থাৎ চূর্ণিত) করো। যে রাক্ষসগণ পক্ষীরূপ ধারণ ক'রে রাত্রিকালে সঞ্চরণ করতে থাকে, এবং যারা দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্মের বাধক হয়ে থাকে, তাদের সকলকে পেষণ করে ফেলো ॥ ১৮॥ হে বজ্রিন্! অন্তরিক্ষ হতে অশনিলক্ষণ বজ্রকে সঞ্চালিত করো; সেটিকে সোমের দ্বারা সম্যক তীক্ষ্ণ করো। তারপর পর্ববৎ (পর্বত সদৃশ) বজ্রের দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ-উত্তর ইত্যাদি সকল দিকে অবস্থানকারী রাক্ষসবর্গকে নষ্ট ক'রে দাও ॥ ১৯॥ কুক্কুরের সমান ভক্ষণ করণশালী যে রাক্ষসবর্গ অগ্রবর্তী হয়ে অহিংসক ইন্দ্রকে হত্যা করতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছে; এবং ইন্দ্র যে রাক্ষসগণকে বিনাশ করার উদ্দেশে আপন বজ্রকে তীক্ষ্ণ করছেন; সেই ইন্দ্র সেই বজ্রের দ্বারা সেই রাক্ষসবর্গকে নিহত করুন। (অথবা তাদের হননের নিমিত্ত বজ্র সৃষ্টি করেছেন—'বজ্রং সৃজতি বা') ॥ ২০॥

বিনিয়োগঃ — 'পরঃ সো অস্তু' ইতি মন্ত্রস্য 'রক্ষোহণং' ইত্যনুবাকপ্রযুক্তো বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যা ॥ (৮কা. ২অ. ২সূ—১১-২০ঋক্)॥

টীকা — মূল গ্রন্থানুসারে উপর্যুক্ত ১০টি মন্ত্রও পূর্বোল্লিখিত ২য় সূক্তের অন্তর্গত। সুতরাং এই মন্ত্রগুলির পূর্বোক্ত ১০টি মন্ত্রের সাথে বিনিয়োগ হয় ॥ (৮কা. ২অ. ২সূ—১১-২০ঋক্)॥

ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনামভ্যাহবিবাসতাম্।
অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথা বনং পাত্রেব ভিন্দন্ত্সত এতু রক্ষসঃ ॥ ২১॥
উলূকয়াতুং শুশুলূকয়াতুং জহি শ্বয়াতুমুত কোকয়াতুম্।
সুপর্ণয়াতুমুত গৃধ্রয়াতুং দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র॥ ২২॥
মা নো রক্ষো অভি নড্ যাতুমাবদপোচ্ছন্তু মিথুনা যে কিমীদিনঃ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোহন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্॥ ২৩॥
ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানমুত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্।
বিগ্রীবাসো মুরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশন্ত্সূর্যমুচ্চরন্তম্॥ ২৪॥
প্রতি চক্ষ্ব বি চক্ষ্বেন্দ্রশ্চ সোম জাগৃতম্।
রক্ষোভ্যো বধমস্যতমশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রদেব সেই হিংসক রাক্ষসগণের প্রতি আপন আয়ুধ (বা শর) প্রক্ষেপণ করুন, যারা দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পুরোডাশ ইত্যাদি হবিকে বিনাশিত করার নিমিত্ত যজ্ঞাভিমুখে গমন ক'রে থাকে। যেমন বৃক্ষসমূহকে ছেদন করতে কুঠার লাগে যেমন মৃৎপাত্র ভগ্ন করার নিমিত্ত দণ্ড (লকুট) লাগে, তেমনই যাতুধানবর্গকে বিনাশ করণের প্রয়োজনে ইন্দ্রের আগমন ঘটুক ॥ ২১॥ হে ইন্দ্র! যেমন পাষাণাঘাতে মৃৎপাত্র ভগ্ন হয়ে থাকে, সেইভাবে উলূকাকৃতি রাক্ষসগণকে সপরিবারে অর্থাৎ শিশু উলূকাকৃতি সম্পন্ন রাক্ষসগণকেও ইন্দ্র বিনাশ করুন। সেইরকম যারা কুক্কুরাকৃতি সম্পন্ন, যারা চক্রবাকের আকারধারী, যারা গরুড় মূর্তিধারী, এবং যারা শকুনীর ন্যায় রূপগ্রাহী, সেই সকল রাক্ষসবর্গকে ইন্দ্রদেব হনন করুন ॥ ২২॥ যাতনা প্রদানশীল রাক্ষসজাতি যেন আমাদের নিকটবর্তী হতে না পারে। কিমীদিন অর্থাৎ 'কি ইদানীং' বা 'কি এটি' বলে যত্রতত্র বিচরণশীল মিথুনভূত (অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ সমন্বিত) রাক্ষসগণ দূর হয়ে যাক। অন্তরিক্ষদেবতা আমাদের দেব সন্তাপ হতে রক্ষা করুন এবং পৃথিবী দেবী আমাদের তাঁর-সম্বন্ধীয় রক্ষ-পিশাচ ইত্যাদি কৃত পীড়ন বা পাপ হতে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৩॥ হে ইন্দ্র! পুরুষরূপধারী যাতনা দানশীল রাক্ষসগণকে তুমি বিনাশ করো; আরও, মোহে আকর্ষণপূর্বক পাতনকারিণী হিংসিকা রাক্ষসীকে বিনাশ করো। আরও, বিষৌষধির দ্বারা মারণক্রীড়াশালী অর্থাৎ অভিচার কর্মকারী দুষ্টগণের গ্রীবা বিচ্ছিন্ন পূর্বক বিনাশ করো; তারা যেন আর সূর্যোদয় দর্শন করতে না পারে ॥ ২৪॥ হে সোম! হে ইন্দ্র! তোমরা প্রত্যেক হিংসক রাক্ষসদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আমাদের রক্ষার নিমিত্ত তোমরা জাগরিত (বা চৈতন্যসম্পন্ন) থাকো; অধিকন্তু, ঐ হিংসক রাক্ষসগণের উপর হননসাধন বজ্রায়ুধ ক্ষেপণ করো ॥ ২৫॥

বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রো যাতুনাং' ইতি মন্ত্রস্য 'রক্ষোহণং' ইত্যনুবাকেন উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৮কা. ২অ. ২সূ—২১-২৫ঋক্) ॥

টীকা — মূল গ্রন্থ অনুসারে এই ২য় অনুবাকের ২য় সূক্তের মোট ঋক্‌সংখ্যা ২৫; সুতরাং উপর্যুক্ত পাঁচটি মন্ত্র তারই অন্তর্গত এবং এগুলির বিনিয়োগ একই সঙ্গে হওয়া বিধেয় ॥ (৮কা. ২অ. ২সূ—২১-২৫ঋক্)॥

◆◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : প্রতিসরো মণিঃ

[ঋষি : শুক্র। দেবতা : মন্ত্রোক্ত দেবতাগণ। ছন্দ : বৃহতী, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্টুপ্ পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী]

অয়ং প্রতিসরো মণির্বীরো বীরায় বধ্যতে।
বীর্যবান্তসপত্নহা শূরবীর পরিপাণঃ সুমঙ্গলঃ ॥১॥
অয়ং মণিঃ সপত্নহা সুবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রাঃ।
প্রত্যক্ কৃত্যা দূষয়ন্নেতি বীরঃ ॥২॥
অনেনেন্দ্রো মণিনা বৃত্রমহন্ননেনাসুরান্ পরাভাবয়ন্মনীষী।
অনেনাজয়দ্ দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে অনেনাজয়ৎ প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥৩॥
অয়ং স্রাক্ত্যো মণিঃ প্রতীবর্তঃ প্রতিসরঃ।
ওজস্বান্ বিমৃধো বশী সো অস্মান্ পাতু সর্বতঃ ॥৪॥
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ।
তে মে দেবাঃ পুরোহিতাঃ প্রতিচীঃ কৃত্যাঃ প্রতিসরৈরজন্তু ॥৫॥
অন্তর্দধে দ্যাবাপৃথিবী উতাহরুত সূর্যম্।
তে মে দেবাঃ পুরোহিতাঃ প্রতীচীঃ কৃত্যাঃ প্রতিসরৈরজন্তু ॥৬॥
যে স্রাক্ত্যং মণিং জনা বর্মাণি কৃণ্বতে।
সূর্য ইব দিবমারুহ্য বি কৃত্যা বাধতে বশী ॥৭॥
স্রাক্ত্যেন মণিনা ঋষিণেব মনীষিণা।
অজৈষং সর্বাঃ পৃতনা বি মৃধো হন্মি রক্ষসঃ ॥৮॥
যাঃ কৃত্যা আঙ্গিরসীর্যাঃ কৃত্যা আসুরীর্যাঃ কৃত্যাঃ স্বয়ংকৃতা
যা উ চান্যেভিরাভৃতাঃ।
উভয়ীস্তাঃ পরা যন্তু পরাবতো নবতিং নাব্যা অতি ॥৯॥
অস্মৈ মণিং বর্ম বধ্নন্তু দেবা ইন্দ্রো বিষ্ণুঃ
সবিতা রুদ্রো অগ্নিঃ।
প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী বিরাড় বৈশ্বানর ঋষয়শ্চ সর্বে ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই তিলকবৃক্ষ হতে নির্মিত মণি প্রতিসরণসাধনীয়া, অর্থাৎ কৃত্যা-করণশালী শত্রু প্রভৃতির কর্মের প্রতিকার করণশালিনী। এটি বীর কর্মশালিনী, শত্রুগণকে বিতাড়িত করণে সমর্থা।

এটি শত্রুঘাতিনী, সংগ্রাম ক্ষেত্রে বীর্য প্রকটনকারিণী। এটি যজমানকে রক্ষা করণশালিনী এবং সুন্দর কল্যাণময়ী। এই মণি অধিকারী পুরুষেরই বশ্যা ॥ ১॥ এই মণি শত্রুগণের নাশিকা এবং সুন্দর বীর পুত্র ইত্যাদি দানশালিনী, এটি বলবান্ শত্রুগণকে অবদমিত করণশালিনী এবং কৃত্যাকে কৃত্যাকারীর উপরেই প্রেরণকারিণী। (অর্থাৎ অভিচার কর্মকারীর উপরেই তার অভিচার কর্মের ফল প্রেরয়িত্রী)। আমার বাহুতে বন্ধনের নিমিত্ত এই মণি আগতা হচ্ছে ॥ ২॥ এই মণির প্রভাবেই ইন্দ্র পূর্বকালে বিজয় প্রাপ্ত হয়ে অসুরবর্গকে বিনাশ করেছিলেন এবং এরই প্রভাবে বৃত্রকে পরাভূত করেছিলেন। এই মণিবন্ধনের সামর্থ্যের দ্বারা মনীষী (অর্থাৎ জয়োপায় সম্পর্কে জ্ঞানবান্) ইন্দ্র অন্যান্য অসুরগণকে পরাভূত করেছেন। এরই দ্বারা তিনি আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি হয়েছেন এবং এই মণিরই প্রভাবে তিনি চতুর্দিককে আপন অধীনে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন (স্বাধীনং কৃতবান্) ॥ ৩॥ এই তিলকবৃক্ষের বিকারোৎপন্ন মণি বিদ্বেষীগণকে বিপরীত মুখে (প্রতিকূলে) প্রেরয়িত্রী, রোগ ইত্যাদির প্রতিসরণসাধনভূতা (অর্থাৎ প্রতিকার করণশালিনী), শত্রুকে নিরসনক্ষম তেজে তেজোময়ী। এই মণিকে যিনি ধারণ করেন, তাঁকে দর্শনমাত্রই শত্রু বিমর্দিত হয়ে পলায়ন ক'রে থাকে। সকলকে বশীভূত করণশালিনী এই মণি সকল তিরস্কার বা অভিভব হতে আমাদের রক্ষা করুক ॥ ৪॥ অগ্নির উক্তিই হলো যে, স্রাক্ত্যমণির (অর্থাৎ তিলকমণির) বন্ধনে সকল সম্পদ সাধিত হয়। এই কথা বৃহস্পতি, সূর্য এবং ইন্দ্রও বলেছেন। এই মণির দ্বারা সর্বফলসাধনত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দানকারী এই অগ্নি ইত্যাদি দেবগণ, শত্রুদের দ্বারা আমাদের প্রতি অন্যের উৎপাদিত কৃত্যাকে তারই কর্তার (অর্থাৎ সেই কৃত্যকারীর) দিকেই আপন প্রভাবের দ্বারা প্রতিসারিত ক'রে দিন ॥ ৫॥ আমি আকাশ ও পৃথিবীকে এবং দিবস ও দিবাকরকে আমার নিজের ও কৃত্যার মধ্যে ব্যবধান রূপে স্থাপিত করছি। সেই হিতকর ফলশালী দেবতা (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাদি) প্রতিসর মন্ত্রের বলে কৃত্যাকে বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্তিত করিয়ে দিন ॥ ৬॥ যে মনুষ্য এই স্রাক্ত্য বা তিলক মণিকে কবচ রূপে ধারণ ক'রে থাকে, তার নিমিত্ত সাধিত কৃত্যা (অর্থাৎ আভিচারিক ফল) পরিহার করণশালিনী এই মণি সূর্যের দ্বারা অন্ধকারকে বিদূরিত করণের সমান শত্রুর দ্বারা সাধিত সেই কৃত্যাকে বিনাশ ক'রে দিয়ে থাকে ॥ ৭॥ আমি সাধক, অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা মহর্ষি অথর্বার ন্যায় তিলকবৃক্ষের বিকাররূপ এই মণির দ্বারা আমি শত্রুসেনার উপর বিজয়লাভ সম্পন্ন করেছি, এবং প্রমাথী (অর্থাৎ পীড়নকারী) রাক্ষসগণকে এই মণির প্রভাবের দ্বারাই আঘাত (বা বধ) করছি ॥ ৮॥ মহর্ষি অঙ্গিরা-কৃত যে কৃত্যা ও অসুরগণ কর্তৃক নির্মিত যে কৃত্যা এবং স্বয়ংকৃত অর্থক কোন বৈকল্যের দ্বারা কৃত যে কৃত্যা ও অন্যের প্রযুক্ত (পরার্থপ্রয়োগে) যে নিষ্ফল কৃত্যা—এই উভয়বিধ কৃত্যাই নবতিসংখ্যকা মহানদীরও পার অতিক্রম ক'রে দূরে গিয়ে পতিত হোক। (এইস্থানে চতুষ্প্রকার নির্দিষ্ট কৃত্যার কথা বলা হলেও আঙ্গিরস ও অসুরগণের কৃত্যাকে এক দিকে এবং স্বয়ংকৃত ও অপর মনুষ্যগণের কৃত কৃত্যাকে অপর দিকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং 'উভয়বিধ কৃত্যা' রূপে উল্লিখিত হয়েছে) ॥ ৯॥ ইন্দ্র-বিষ্ণু-সবিতা ইত্যাদি আদিত্যগণ, রুদ্র, অগ্নি প্রজাগণের স্রষ্টা প্রজাপতি ও পরমেষ্ঠী, নিরতিশয় স্থানে বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেব বিরাট্, সকল মনুষ্যের হিতকরী বৈশ্বানর বা হিরণ্যগর্ভ এবং সমস্ত ঋষিবর্গ অপরের দ্বারা কৃত কৃত্যার প্রহার প্রতিকারের (বা পরিহারের) আকাঙ্ক্ষাশালী এই যজমানকে এই তিলকমণিরূপ কবচ ধারণ করিয়ে দিন ॥ ১০॥

বিনিয়োগঃ — অত্র 'অয়ং প্রতিসরঃ' ইতি সূক্তং অর্থসূক্তং অভিলষিতার্থং। অনেনার্থসূক্তেন দধ্নি

মধুনি চ ত্রিরাত্রং বাসিতং তিলকমণিং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং হি।...তথা অস্য সূক্তস্য কৃত্যাপ্রতিহরণগণে পাঠাৎ শান্ত্যুদকাভিমন্ত্রণহোমাদৌ বিনিয়োগঃ। সূত্রিতং হি।...তথা ...রৌদ্রাখ্যায়াং মহাশান্তৌ তিলমণিবন্ধনে এতৎ সূক্তং বিনিযুক্তং। তদ্ উক্তং নক্ষত্রকল্পে (১৭,১৯)।... ইত্যাদি ॥ (৮কা. ৩অ. ১সূ—১-১০ঋক্) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত দশটি ঋক ৮ম কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের ১ম সূক্তের অন্তর্ভূত। এই অংশটি এবং এর পরবর্তী অংশ অর্থসূক্ত নামে অভিহিত এবং এটি অভিলষিতার্থে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা দধি ও মধু ত্রিরাত্র বাসিত পূর্বক সূত্রোক্তপ্রকারে তিলকমণিতে সম্পাতিত ও অভিমন্ত্রিত ক'রে তা বন্ধন করণীয়। এই সূক্ত কৃত্যা পরিহার কল্পে পঠিত ও শান্ত্যুদক অভিমন্ত্রণে হোম ইত্যাদিতে বিনিয়োগ হয়। রৌদ্রাখ্য মহাশান্তি কর্মে সূত্রানুসারে তিলকমণিবন্ধনে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হয়।...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ৩অ. ১সূ—১-১০ঋক্)॥

উত্তমো অস্যোষধীনামনড্বান্ জগতামিব ব্যাঘ্রঃ শ্বপদামিব।
যমৈচ্ছামাবিদাম তং প্রতিস্পাশনমন্তিতম্ ॥ ১১॥
স ইদ্ ব্যাঘ্রো ভবত্যথো সিংহো অথো বৃষা।
অথো সপত্নকর্শনো যো বিভর্তীমং মণিম্ ॥ ১২॥
নৈনং ঘ্নন্ত্যপ্সরসো ন গন্ধর্বা ন মর্ত্যাঃ।
সর্বা দিশো বি রাজতি যো বিভর্তীমং মণিম্ ॥ ১৩॥
কশ্যপস্ত্বামসৃজত কশ্যপস্ত্বা সমৈরয়ৎ।
অবিভস্ত্বেন্দ্রো মানুষে বিভ্রৎ সংশ্রেষিণেঽজয়ৎ।
মণিং সহস্রবীর্যং বর্ম দেবা অকৃণ্বত ॥ ১৪॥
যস্ত্বা কৃত্যাভির্যস্ত্বা দীক্ষাভির্যজ্ঞৈর্যস্ত্বা জিঘাংসিত।
প্রত্যক্ ত্বমিন্দ্র তং জহি বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ১৫॥
অয়মিদ্ বৈ প্রতীবর্ত ওজস্বান্ সজয়ো মণিঃ।
প্রজাং ধনং চ রক্ষতু পরিপাণঃ সুমঙ্গলঃ ॥ ১৬॥
অসপত্নং নো অধরাদসপত্নং ন উত্তরাৎ।
ইন্দ্রাসপত্নং নঃ পশ্চাজ্জ্যোতিঃ শূর পুরস্কৃধি ॥ ১৭॥
বর্ম মে দ্যাবাপৃথিবী বর্মাহর্বর্ম সূর্যঃ।
বর্ম ম ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বর্ম ধাতা দধাতু মে ॥ ১৮॥
ঐন্দ্রাগ্নং বর্ম বহুলং যদুগ্রং বিশ্বে দেবা নাতি বিধ্যন্তি সর্বে।
তন্মে তন্বং ত্রায়তাং সর্বতো বৃহদায়ুষ্মাং জরদষ্টির্যথাসানি ॥ ১৯॥
আ মারুক্ষদ্ দেবমণির্মহ্যা অরিষ্টতাতয়ে।
ইমং মেথিমভিসংবিশধ্বং তনূপানং ত্রিবরূথমোজসে ॥ ২০॥
অস্মিন্নিন্দ্রো নি দধাতু নৃম্ণমিমং দেবাসো অভিসংবিশধ্বম্।
দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায়ায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসৎ ॥ ২১॥
স্বস্তিদা বিশাং পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।

ইন্দ্রো বধ্নাতু তে মণিং জিগীবাঁ অপরাজিতঃ সোমপা অভয়ঙ্করো বৃষা।
স ত্বা রক্ষতু সর্বতো দিবা নক্তং চ বিশ্বতঃ ॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ — হে মণি বা মণির উপাদানরূপ বৃক্ষ! তুমি সর্বাভিমতফলসাধনত্বের কারণে কতিপয় ফল দানশালিনী হলেও ঔষধিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারবহনে সমর্থ, উপকারী ও গমনশীল চতুষ্পদ পশুর মধ্যে যেমন বলদ শ্রেষ্ঠ, বন্য শ্বাপদগণের মধ্যে শত্রুহিংসা ইত্যাদি ক্রূরকর্মের নিমিত্ত ব্যাঘ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই তুমি হেন শ্রেষ্ঠ যে সর্বপুরুষার্থসাধক বলকে লাভ করতে আমরা আকাঙ্ক্ষা করেছি, তাকে প্রাপ্ত হয়েছি, (অথবা তোমা হেন প্রতিকূল দ্বেষ্টাকে অন্তিকে প্রাপ্ত হবো) ॥ ১১॥ উক্ত মহিমাশালিনী মণিকে যে পুরুষ ধারণ (বা বন্ধন) করে, সে ব্যাঘ্রের ও সিংহের মতো পরাভিভবনশীল (অর্থাৎ অপরকে পরাভবক্ষম) হয়ে থাকে; সে (অর্থাৎ সেই মণিধারণকারী পুরুষ) গাভীসমূহের মধ্যে স্বচ্ছন্দসঞ্চারী বৃষের মতো শত্রুগণকে বশ করণশালী হয়ে থাকে ॥ ১২॥ এই মণির ধারণকর্তার উপর অপ্সরাবর্গ, গন্ধর্বগণ এবং মনুষ্যবৃন্দ প্রহার করতে পারে না। সে সর্বদিকে সুশোভিত হয়ে আধিপত্য লাভ করে ॥ ১৩॥ হে মণি! তোমাকে প্রজাপতি কশ্যপ সৃষ্টি ক'রে সকলের উপকারের নিমিত্ত প্রেরিত করেছিলেন। হে প্রশস্ত মণি! সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্র আপন বৃত্রহনন ইত্যাদি সিদ্ধির বিষয়ে এবং আপন রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে ধারণ করেছিলেন; অতএব যে পুরুষ তোমাকে ধারণ ক'রে থাকে, সে পরস্পর সংশ্লেষণসাধনে (অর্থাৎ যুদ্ধে) অজেয় হয়ে থাকে। এই স্রাক্ত্য মণিকে দেবতাগণ কবচের সমান রক্ষাত্মক প্রভাবশালী ক'রে দিয়েছিলেন ॥ ১৪॥ হে শান্তিকামী পুরুষ! যে জন হিংসক কৃত্যাসমূহ (অর্থাৎ মারণাত্মক আভিচারিক ক্রিয়া), দীক্ষাসমূহ (অর্থাৎ যজ্ঞিয় নিয়ম ইত্যাদি); এবং হিংসা সাধন শ্যেন ইত্যাদি যাগ (শ্যেনেষ্বাদিভির্যাগৈঃ) সাধনের দ্বারা তোমাকে হত্যা করতে আকাঙ্ক্ষা করছে, ইন্দ্রদেব সেই জিঘাংসুর উপর তাঁর শতপর্বশালী বজ্র প্রহার করুন ॥ ১৫॥ এই পরম শক্তিশালিনী মণি কৃত্যা ইত্যাদিকে নির্বীর্য করণশালিণী, অতিশয় ওজস্বিনী এবং বিজয়াত্মক সাধনসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই মণি সকল দিকে হতে আমার নিমিত্ত রক্ষক ও সুন্দর কল্যাণসমূহের সাধনরূপ হোক। এই মণি আমার সন্তান ইত্যাদি প্রজা এবং ধন ইত্যাদি সম্পৎ রক্ষা করুক ॥ ১৬॥ হে ইন্দ্র (বা হে মণি)! তুমি শূর; আমাদের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকস্থায়ী শত্রুকে বিনাশ করো। উত্তরতঃ পশ্চাৎ বা পূর্ব দিকে শত্রুনিপাতক জ্যোতিকে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করো ॥ ১৭॥ আকাশ ও পৃথিবীর দেবতাদ্বয় আমাকে তনুত্রাণ অর্থাৎ বর্ম প্রদান করুন। এইরকমেই দিনের অভিমানী দেবতা, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধাতা আমাকে কবচ প্রদান করুন ॥ ১৮॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতার যে মণিরূপ প্রচণ্ড বলসম্পন্ন কবচ আছে, তাকেই সকল (বিশ্ব) দেবতাগণ অতিবেধন (অতিক্রমণ বা বিদ্ধ) করতে পারেন না; বরং তা পালন করেন। সেই কবচ সকল দিক হতে আমার রক্ষক হোক, যাতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে পারি, (অর্থাৎ শত সম্বৎসর পর্যন্ত আয়ু ভোগ করতে পারি) ॥ ১৯॥ এই দেবমণি বা ইন্দ্রের দ্বারা ধৃত এই মণি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমার বাহু ইত্যাদি প্রদেশে আরূঢ় হয়েছে (অর্থাৎ আমি ধারণ করেছি)। হে মনুষ্যবর্গ! এই হেন মণিকে শত্রুর উৎপীড়ন, শরীর রক্ষণ এবং বলের নিমিত্ত ধারণ করো। (অথবা, হে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ! তোমরা এই মেথীস্থানীয় অর্থাৎ শত্রুবর্গকে বিলোড়য়িত বা বিনাশকারক মণিতে অধিষ্ঠিত হও) ॥ ২০॥ ইন্দ্র এই মণিতে আমাদের অভীপ্সিত সুখরাশিকে ব্যাপ্ত করুন। হে দেববর্গ! তোমরা এই মণিতে স্বয়ং ব্যাপ্ত (বা

বিরাজমান) হও। তোমরা এই মণিকে এই প্রকার মঙ্গলকারিণী ক'রে দাও, যাতে আমরা (যজমানগণ) শত শরৎ অর্থাৎ শত সম্বৎসরব্যাপী আয়ুষ্মান হ'তে পারি এবং বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিরোগ দেহ ভোগ করতে পারি ॥ ২১॥ আপন সেবকগণের মঙ্গল করণশালী দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদির অধিপতি বা পালক, বৃত্রের হননকর্তা, বিগতযুদ্ধ বা নানা শত্রুবিনাশকারী, সকলকে বশকারী (বশী), জয়শীল (জিগীবান), স্বয়ং অন্য কর্তৃক অনভিভূত (অপরাজিত), সকল সোমযাগে স্বয়ং মুখ্যরূপে সোমপানকারী (সোমপা), ভয়রাহিত্যের কর্তা (অভয়কর) ও অতিশয়িত পুস্ত্বের বা অভিমত ফলের বর্ষক (বৃষা) ইন্দ্রদেব তোমাকে মণিবন্ধন করান এবং তিনিই সকল দিক হতে দিবারাত্র সর্বদাই তোমাকে সকল ভয় হ'তে রক্ষা করুন ॥ ২২॥

বিনিয়োগঃ — 'উত্তমো অসি' ইতি মন্ত্রস্য পূর্বমন্ত্রেণ সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৮কা. ৩অ. ১সূ—১১-২২ঋক্)॥

টীকা — উপর্যুক্ত দ্বাদশটি মন্ত্র প্রথম সূক্তেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ একই সঙ্গে করণীয় ॥ (৮কা. ৩অ. ১সূ—১১-২২ঋক্)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : গর্ভদোষনিবারণম্

[ঋষি : মাতৃনামা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত দেবগণ, মাতৃনামা, ব্রহ্মণস্পতি।
ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, জগতী, পংক্তি, শক্করী]

যৌ তে মাতোন্মমার্জ জাতায়াঃ পতিবেদনৌ।
দুর্ণামা তত্র মা গৃধদলিংশ উত বৎসপঃ ॥ ১॥
পলালানুপলালৌ শর্কুং কোকং মলিম্লুচং পলীজকম্।
আশ্রেষং বব্রিবাসসমৃক্ষগ্রীবং প্রমীলিনম্ ॥ ২॥
মা সং বৃতো মোপ সৃপ ঊরু মাব সৃপোঽন্তরা।
কৃণোম্যস্যৈ ভেষজং বজং দুর্ণামচাতনম্ ॥ ৩॥
দুর্ণামা চ সুনামা চোভা সংবৃতমিচ্ছতঃ।
অরায়ানপ হন্মঃ সুনামা স্ত্রৈণমিচ্ছতাম্ ॥ ৪॥
যঃ কৃষ্ণঃ কৈশ্যসুর স্তম্বজ উভ তুণ্ডিকঃ।
অরায়ানস্যা মুষ্কাভ্যাং ভংসসোঽপ হন্মসি ॥ ৫॥
অনুজিঘ্রং প্রমৃশন্তং ক্রব্যাদমুত রেরিহম্।
অরায়াংছ্বকিষ্কিণো বজঃ পিঙ্গো অনীনশৎ ॥ ৬॥
যস্ত্বা স্বপ্নে নিপদ্যতে ভ্রাতা ভূত্বা পিতেব চ।
বজস্তান্ত্সহতামিতঃ ক্লীবরূপাংস্তিরীটিনঃ ॥ ৭॥

যস্ত্বা স্বপন্তীং ৎসরতি যস্ত্বা দিপ্সতি জাগ্রতীম্।
ছায়ামিব প্র তান্ত্সূর্যঃ পরিক্রামন্ননীনশৎ ॥ ৮॥
যঃ কৃণোতি মৃতবৎসামবতোকামিমাং স্ত্রিয়ম্।
তমোষধে ত্বং নাশয়াস্যাঃ কমলমঞ্জিবম্ ॥ ৯॥
যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দভনাদিনঃ।
কুসূলা যে চ কুক্ষিলাঃ ককুভাঃ করুমাঃ স্রিমাঃ।
তানোষধে ত্বং গন্ধেন বিষূচীনান্ বি নাশয় ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে গর্ভিণী! তোমার উৎপত্তিমাত্রে তোমার জননী পতিকে দেয় যে দুর্নাম ও সুনাম বা দুর্নামবৎসপাখ্য প্রতিবেদন পরিহার বা উন্মার্জন করেছেন তার মধ্যে ত্বচা দোষ তোমাকে যেন ইচ্ছা না করে; পক্ষান্তরে অলীশ অর্থাৎ ভ্রমরাকারে বর্তমান কোন রোগ বা তার অভিমানী দেবতা এবং সম্বর্ত নামক বৎসপালক দেবতাও যেন তোমাকে বাধা না দান করেন ॥ ১॥ গর্ভিণীকে পীড়া দানশালী 'পলাল' সদৃশ অতি সূক্ষ্ম রাক্ষসকে এবং অনুপলাল নামক অতি তুচ্ছ অঙ্গকে বিনাশ করছি। সেই সঙ্গে শর্কু নামক শর্‌শর্ শব্দকারী, কোক বা চক্রবাকের ন্যায় আকৃতিশালী মলিম্লুচ অর্থাৎ অত্যন্ত মলিনাঙ্গসম্পন্ন, পলীজক অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণের ন্যায় বর্তমান বা পলিতকারী, আশ্রেষ অর্থাৎ আলিঙ্গনের দ্বারা পীড়াপ্রদানকারী, বব্রিবাসস অর্থাৎ রূপোপেত বসনধারী, প্রমীলিন অর্থাৎ প্রতিক্ষণে নেত্র সঙ্কোচনকারী, এবং ঋক্ষগ্রীব অর্থাৎ বানরের ন্যায় গ্রীবাশালী—এই সকল রাক্ষস, যারা গার্ভিণীগণকে পীড়া প্রদান করে, তাদের প্রত্যেককে বিনাশ করছি ॥ ২॥ হে দুর্নাম নামক রোগের অভিমানী (দেবতা)! তুমি এই গর্ভিণীর ঊরুদ্বয়ের অন্তঃপ্রদেশকে সঙ্কুচিত করো না; এবং এর ঊরুদ্বয়ের মধ্যে নীচের দিকে প্রবেশ করো না। আমি এই দুর্নাম রোগ-নাশিনী শ্বেতসরিষারূপ ঔষধিকে প্রাপ্ত করছি ॥ ৩॥ দুর্নাম ও সুনাম এই দুই দোষ একত্রে বর্তমান থাকতে বা সঞ্চরণ করতে ইচ্ছা করে। এর মধ্যে দুর্নাম প্রভৃতি অলক্ষ্মীক রোগকে আমরা বিনাশ ক'রে দিচ্ছি। দ্বিতীয় সুনামা রোগ স্ত্রীসম্বন্ধীরূপে থাকতে বা স্ত্রী-অঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকতে ইচ্ছা করণশালী হোক ॥ ৪॥ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কেশবান্ নামক অসুর, স্তম্বজ অর্থাৎ স্তম্বে জাত অসুর, তুণ্ডিক অর্থাৎ কুৎসিত তুণ্ড বা মুখশালী অসুর,—এগুলি সবই ব্যাধিসমূহের দুর্ভাগরূপ। এগুলিকে এই গর্ভিণীর মুষ্ক নামক অঙ্গস্থান ও কটিদেশের সন্ধিস্থান হতে অপসারিত ক'রে দিচ্ছি। (মুষ্ক হলো অণ্ডকোষ। বলা হয়েছে 'স্ত্রীণামপি মুষ্কং অস্তি' অর্থাৎ শরীর-বিজ্ঞান অনুসারে স্ত্রীগণেরও মুষ্ক থাকে) ॥ ৫॥ অনুজিঘ্র অর্থাৎ যারা আঘ্রাণের দ্বারা মারণশীল, প্রমৃশ অর্থাৎ যারা বলপ্রয়োগে (বা স্পর্শের দ্বারা) হত্যাকারী, ক্রব্যাদ অর্থাৎ যারা হত্যা ক'রে মাংস ভক্ষণ ক'রে ফেলে, রেরিহ অর্থাৎ যারা লেহন ক'রে হত্যাকারী, উক্ত ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অলক্ষ্মীকর কিষ্‌কিষ্ শব্দকারী সকল ব্যাধি-রাক্ষসগণকে এই (অভিমন্ত্রিত) পীতবর্ণ-সরিষা বিনাশ করুক ॥ ৬॥ হে গর্ভিণী! পিতা বা ভ্রাতার ন্যায় রূপ ধারণ ক'রে যে রাক্ষস স্বপ্নে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে তোমার গর্ভকে ধ্বংস করে, তাদের এই শ্বেতসরিষা অভিভব করুক। এবং নপুংসক (হিজড়া) রূপে বা অলক্ষিত রূপে এই গর্ভিণীর নিকটে আগমনশীল দুষ্টবৃন্দকে এই সরিষা বিনাশ ক'রে দিক ॥ ৭॥ হে গর্ভিণী! শয়নের মধ্যে (অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়) কিংবা জাগরণের মধ্যে বিচরণকারী যে রাক্ষস তোমাকে হিংসা করতে ইচ্ছা ক'রে থাকে, তাদের সকলকেই এই (অভিমন্ত্রিত) সরিষা, সূর্য কর্তৃক তমোনাশের মতো, নষ্ট ক'রে

দিক ॥ ৮॥ হে সরিষা-রূপা ঔষধি! রাক্ষস ইত্যাদি যে দুষ্টগণ এই স্ত্রীকে মৃত সন্তানের জন্মদাত্রী (অর্থাৎ মৃতবৎসা) ক'রে দেয় বা যারা এর গর্ভকে বিপত্তিগ্রস্ত (অবতোকা অর্থাৎ গর্ভস্রাববিশিষ্টা বা অবপন্নগর্ভা অর্থাৎ অধঃপতিতগর্ভা) করে, তুমি তাদের বিনাশ পূর্বক এর গর্ভদ্বার (কমলং) অভিব্যক্ত বা শ্লক্ষণোপেত করো, (অর্থাৎ এর গর্ভকে পুষ্ট করণশালিনী হও) ॥ ৯॥ যে পিশাচগণ সায়ংকালে আক্রোশন্ত হয়ে গর্দভের ন্যায় চিৎকার পূর্বক গৃহের সর্বদিকে নৃত্য করতে থাকে, যারা কুসূলাকৃতি (অর্থাৎ ধানের গোলার ন্যায় আকৃতিধারী) হয়ে নৃত্য করে, যারা বৃহৎকুক্ষিযুক্ত (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর জঠরসম্পন্ন আকৃতিধারী হয়ে নানারকম শব্দ সহকারে গৃহের সর্বদিকে নৃত্য করতে থাকে, তাদের, হে শ্বেত ও পীত সরিষারূপা ঔষধি! তোমরা আপন গন্ধের দ্বারাই নাশ প্রাপ্ত করিয়ে দাও ॥ ১০॥

বিনিয়োগঃ — 'যৌ তে মাতা' ইতি অর্থসূক্তং। অস্য অর্থসূক্তস্য 'দিব্যো গন্ধর্বঃ (২/২) ইমং মে অগ্নে (৬/১১১) যৌ তে তে মাতা (৮/৬) ইতি মাতৃনামানি' ইতি (কৌ. ১/৮) মাতৃগণে পাঠাৎ শান্ত্যদকাভিমন্ত্রণাদ্ভুতহোমশান্তিহোমাদৌ গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগোবগন্তব্যঃ। সূত্রিতং হি।... সীমন্তোন্নয়নকর্মণি অনেন অর্থসূক্তেন শ্বেতপীতসর্ষপান্ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য গার্ভিণ্যা বধ্নীয়াৎ। তথা চ সূত্রং।... ইত্যাদি ॥ (৮কা. ৩অ. ২সূ—১-১০ঋক্)॥

টীকা — ৮ম কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের মোট ২৬টি মন্ত্র সম্বলিত এই ২য় সূক্তটি অর্থসূক্ত নামে অভিহিত। উপরে উল্লেখিত অপরাপর অর্থসূক্তের মতোই এই সূক্তমন্ত্রগুলি শান্ত্যদকাভিমন্ত্রণে, অদ্ভুতহোমে ও শান্তিহোমে সূত্রোক্তপ্রকারে অর্থসূক্তের দ্বারা শ্বেত ও পীতবর্ণের সরিষা গর্ভিণীর অঙ্গে বন্ধন করতে হয় ॥ (৮কা. ৩অ. ২সূ—১-১০ঋক্)॥

যে কুকুন্ধাঃ কুকূরভাঃ কৃত্তীর্দূর্শানি বিভ্রতি।
ক্লীবা ইব প্রনৃত্যন্তো বনে যে কুর্বতে
ঘোষং তানিতো নাশয়ামসি ॥ ১১॥
যে সূর্যং তিতিক্ষন্ত আতপন্তমমুং দিবঃ।
অরায়ান্ বস্তবাসিনো দুর্গন্ধীংল্লোহিতাস্যান্ মককান্ নাশয়ামসি ॥ ১২॥
য আত্মানমতিমাত্রমংস আধায় বিভ্রতি।
স্ত্রীণাং শ্রোণিপ্রতোদিন ইন্দ্র রক্ষাংসি নাশয় ॥ ১৩॥
যে পূর্বে বধ্বো যন্তি হস্তে শৃঙ্গাণি বিভ্রতঃ।
আপাকেষ্ঠাঃ প্রহাসিন স্তম্বে যে কুর্বতে জ্যোতিস্তানিতো নাশয়ামসি ॥ ১৪॥
যেষাং পশ্চাৎ প্রপদানি পুরঃ পার্ষ্ণীঃ পুরো মুখা।
খলজাঃ শকধূমজা উরুণ্ডা যে চ মট্‌মটাঃ কুম্ভমুষ্কা অয়াশবঃ।
তানস্যা ব্রহ্মণস্পতে প্রতীবোধেন নাশয় ॥ ১৫॥
পর্যস্তাক্ষা অপ্রচঙ্কশা অস্ত্রৈণাঃ সন্তু পণ্ডগাঃ।
অব ভেষজ পাদয় য ইমাং সংবিবৃৎসত্যপতিঃ স্বপতিং স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৬॥
ঊর্দ্ধর্ষিণং মুনিকেশং জম্ভয়ন্তং মরীমৃশম্।

উপেষন্তমুদুম্বলং তুণ্ডেলমুত শালুডম্।
পদা প্র বিধ্য পার্ষ্ণ্যা স্থালীং গৌরিব স্পন্দনা ॥ ১৭॥
যস্তে গর্ভং প্রতিমৃশাজ্জাতং বা মারয়াতি তে।
পিঙ্গস্তমুগ্রধন্বা কৃণোতু হৃদয়াবিধম্ ॥ ১৮॥
যে অম্নো জাতান্ মারয়ন্তি সূতিকাঃ অনুশেরতে।
স্ত্রীভাগান্ পিঙ্গো গন্ধর্বান্ বাতো অভ্রমিবাজতু ॥ ১৯॥
পরিসৃষ্টং ধারয়তু যদ্ধিতং মাব পাদি তৎ।
গর্ভং ত উগ্রৌ রক্ষতাং ভেষজৌ নীবিভার্যৌ ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ — মোরগের ন্যায় কু কু রবকারী, দূষিত কর্মকারী, উন্মাদের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করণশালী এবং অরণ্যে শব্দকারী যে কুকন্ধ (বা কুকুন্ধ) নামক পিশাচ আছে, তাদের আমরা এই গর্ভিণীর নিকট হতে অপসারিত (বা বিনাশ) করছি ॥ ১১॥ যে পিশাচগণ (বা ভূতবিশেষ) দ্যুলোক হতে প্রেরিত সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারে না, যারা শ্রীহীন, ছাগচর্ম-পরিধায়ী, দুর্গন্ধযুক্ত অঙ্গসম্পন্ন, সর্বদা নব-মাংস ভক্ষণের কারণে রক্তাপ্লুত মুখশালী, অস্থি ইত্যাদির অলঙ্কার ধারণকারী ও কুৎসিতগতিসম্পন্ন, তাদের আমরা বিনাশ করছি ॥ ১২॥ যে পিশাচগণ গর্ভের কারণে অতিরিক্ত স্থূলদেহশালিনী গর্ভিণীদের স্কন্ধে বহন ক'রে নৃত্য করতে থাকে, স্ত্রীগণের কটি প্রদেশকে ব্যথিত করণশালী সেই পিশাচগণকে, হে ইন্দ্র! তুমি বিনষ্ট ক'রে দাও ॥ ১৩॥ যে পিশাচগণ আপন স্ত্রীগণ সহ তাদের অগ্রগামী হয়ে হস্তে শৃঙ্গ (অর্থাৎ বিষাণ নামক বাদন) ধারণ ক'রে পরিভ্রমণ করে, পাকশালায় গমন ক'রে অট্টহাস্য করে, যারা ব্রীহি ইত্যাদি স্তম্ভে বা গৃহস্তম্ভে অগ্নিরূপ জ্যোতি উৎপাদন করে, সেই সব পিশাচকে আমরা গর্ভিণীর বাসস্থান হতে বিদূরিত (বা বিনাশ) ক'রে দিচ্ছি ॥ ১৪॥ যে রাক্ষস প্রভৃতির পশ্চাৎ দিকে পাদাগ্রপ্রদেশ এবং পুরোভাগে পার্ষ্ণী (অর্থাৎ গোড়ালি), যারা খলজা অর্থাৎ ধান্যশোধনপ্রদেশে জাত, যারা শকধূমজা অর্থাৎ গোবর ও অশ্ব ইত্যাদি জন্তুর বিষ্ঠায় উৎপন্ন, যারা উরুণ্ডা অর্থাৎ মুণ্ডহীন, যারা মট্‌মটা অর্থাৎ মুট্‌মুট্‌ শব্দকারী বা ছিন্ন-সর্বাবয়বী, যারা কুম্ভমুষ্ক অর্থাৎ কুম্ভের ন্যায় মুষ্কযুক্ত (বিশাল অণ্ডকোষধারী), যারা অয়াশব অর্থাৎ বায়ুবৎ আশুগামী, হে বেদরাশির অধিদেব ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এই অভিমন্ত্রিত শ্বেত-সরিষার প্রভাবে তাদের (অর্থাৎ সেই রাক্ষস প্রভৃতিকে) বিনাশ ক'রে দাও ॥ ১৫॥ যে রাক্ষসবৃন্দ বিপ্রকীর্ণলোচন (অর্থাৎ যাদের দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় বা যারা বিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে) ও যে রাক্ষসগণের উরুপ্রদেশ প্রক্ষীণ (প্রচঙ্কশাঃ), যারা পন্নগ অর্থাৎ পদের দ্বারা গমন করে না, তারা অস্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীরহিত হোক অথবা সর্পে পরিণত হোক। আরও, হে সরিষারূপা ঔষধি! যে রাক্ষস ইত্যাদি এই পতিরহিতা স্বাধীনপতিকা নিদ্রিতা স্ত্রীকে সংবর্তিত করতে (বা লুকিয়ে রাখতে) ইচ্ছা করছে, তুমি তাদের অধোমুখ ক'রে নিপাতিত করো ॥ ১৬॥ উদ্ধর্ষী অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধর্ষণযুক্ত, মুনিকেশ অর্থাৎ মুনিবৎ জটাত্মক কেশযুক্ত, জম্ভয়ন্ত অর্থাৎ হিংস্রক, মরীমৃশ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বলাৎকারী, উপেষন্ত অর্থাৎ সর্বতং গর্ভিণীর অন্বেষণকারী, উদুম্বল অর্থাৎ উৎসৃষ্ট বলশালী, তুণ্ডেল অর্থাৎ প্রকৃষ্ট তুণ্ডবন্ত, এবং শালুড নামক পিশাচগণকে এই সরিষারূপা ঔষধি সেইরকম ভাবেই পদাঘাত পূর্বক বিতাড়িত করুক, যেমন ভাবে দুষ্টা গাভী দোহনের পর দুগ্ধের পাত্রকে পশ্চাতের পদদ্বয়ের দ্বারা আঘাত ক'রে থাকে ॥ ১৭॥ হে গর্ভিণী! তোমার গর্ভকে পীড়িত করণশালী বা

তোমার উৎপন্ন শিশুকে মারণের ইচ্ছাশালী পিশাচ ইত্যাদি হিংসকগণকে এই ঔষধি পদদলিত ক'রে বিনষ্ট করুক। হে শ্বেত-সরিষা! তুমি সেই গর্ভঘাতক রাক্ষসদের হৃদয়ে মহাধনুর্ধরের (উগ্রধন্বার) মতো তাড়িত করো (অর্থাৎ উদ্‌গূর্ণগতি হয়ে তাদের হৃদয়-প্রদেশকে বিদ্ধ করো) ॥ ১৮॥ যে পিশাচ ইত্যাদি রাক্ষসগণ অর্ধ-উৎপন্ন (অর্থাৎ অসম্পূর্ণ) গর্ভকে নষ্ট ক'রে দিয়ে থাকে, যারা স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সূতিকার অর্থাৎ অভিনবপ্রসবার সাথে শয়ন করে, (অর্থাৎ তার ক্ষতি সাধনের সুযোগে রত থাকে), সেই গর্ভিণীকে আপন ভাগরূপে (গ্রহণযোগ্যারূপে) মান্যকারী গন্ধর্ব-রাক্ষস-পিশাচগণকে জলরহিত মেঘের বায়ুর দ্বারা তাড়িত করণের মতো এই শ্বেত-সরিষা বিতাড়িত ক'রে দিক ॥ ১৯॥ হবন ইত্যাদি হতে বিনিয়োগাবশিষ্ট (বিনিয়োগের পর অবশিষ্ট) সরিষাকে গর্ভিণী ধারণ করুক, যাতে তার অভিপ্রায় অনুসারী পুত্র ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গর্ভ বিনষ্ট না হয়। হে গাভিণী! এই উদ্‌গূর্ণ অর্থাৎ উগ্র বলশালিনী ভেষজরূপা শ্বেত ও পীত উভয়বিধ সরিষা নীবিদেশে বস্ত্রাঞ্চলে ধারণ করণের পর, এরাই তোমাকে রক্ষা করবে ॥ ২০॥

বিনিয়োগঃ — 'যে কুকুন্ধাঃ' ইতি মন্ত্রস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৮কা. ৩অ. ২সূ—১১-২০ঋক্)॥

টীকা — ৮ম উপর্যুক্ত ১০টি মন্ত্র দ্বিতীয় সূক্তেরই অংশবিশেষ। এগুলির বিনিয়োগ পূর্বেই উক্ত হয়েছে। ...ইত্যাদি ॥ (৮কা. ৩অ. ২সূ—১১-২০ঋক্)॥

পবীনসাৎ তঙ্গাল্বাচ্ছায়কাদুত নগ্নকাৎ।
প্রজায়ৈ পত্যে ত্বা পিঙ্গঃ পরি পাতু কিমীদিনঃ ॥ ২১॥
দ্ব্যাস্যাচ্চতুরক্ষাৎ পঞ্চপাদাদনঙ্গুরেঃ।
বৃন্তাদভি প্রসর্পতঃ পরি পাহি বরীবৃতাৎ ॥ ২২॥
য আমং মাংসমদন্তি পৌরুষেয়ং চ যে ক্রবিঃ।
গর্ভান্ খাদন্তি কেশবাস্তানিতো নাশয়ামসি ॥ ২৩॥
যে সূর্যাৎ পরিসর্পন্তি স্নুষেব শ্বশুরাদধি।
বজশ্চ তেষাং পিঙ্গশ্চ হৃদয়েঽধি নি বিধ্যতাম্ ॥ ২৪॥
পিঙ্গ রক্ষ জায়মানং মা পুমাংসং স্ত্রিয়ং ক্রন্।
আণ্ডাদো গর্ভান্মা দভন্ বাধস্বেতঃ কিমীদিনঃ ॥ ২৫॥
অপ্রজাস্ত্বং মার্তবৎসমাদ্ রোদমঘমাবয়ম্।
বৃক্ষাদিব স্রজং কৃত্বাপ্রিয়ে প্রতি মুঞ্চ তৎ ॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ — হে গর্ভিণী! পবীনসাৎ অর্থাৎ বজ্রসদৃশ নাসিকোপেত এবং তঙ্গল্ব, সায়ক ও নগ্নক নামক অসুরগণের নিকট হতে এই পীত-সরিষা (ঔষধি) তোমাকে রক্ষা করুক; সেইসঙ্গে পুত্রলাভার্থে ও পতির আনুকূল্যার্থে এই ঔষধি তোমার সহায়ক হোক ॥ ২১॥ হে ঔষধি! দুই মুখ, চতুর্নেত্র, পঙ্ক পাদযুক্ত, অঙ্গুলিরহিত, লতাপুঞ্জের অভিমুখে গমনকারী, সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত পিশাচগণের (অর্থাৎ সর্বাঙ্গব্যাপী পৈশাচিকতা-সম্পন্ন দুষ্টদের) নিকট হতে তুমি এই গর্ভিণীকে রক্ষা করো ॥ ২২॥ যে পিশাচ মনুষ্যের অপক্ক (কাঁচা) মাংস ভক্ষণ করে, প্রকৃষ্ট কেশযুক্ত যে পিশাচগণ

মায়াপূর্বক গর্ভে প্রবেশ ক'রে (গর্ভস্থ ভ্রূণকেও) ভক্ষণ ক'রে যায়, সেই ত্রিবিধ পিশাচগণকে আমরা এই গর্ভিণীর সমীপ হতে বিনাশ (বা বিদূরিত) করছি ॥ ২৩॥ শ্বশুরের আজ্ঞাক্রমে পুত্রবধূ যেমন শ্বশুরের পুত্রের (অর্থাৎ আপন পতির) নিকট গমন করে, সেই রকমেই সূর্যের আজ্ঞাক্রমে পৃথিবীর প্রাণীবর্গকে পীড়া প্রদানের নিমিত্ত আগমনশীল পীড়ক পিশাচদের হৃদয়দেশে এই (অভিমন্ত্রিত) শ্বেত ও পীত সরিষা তাড়িত করুক ॥ ২৪॥ হে শ্বেত সরিষা! উৎপদ্যমান (উৎপন্ন হচ্ছে এমন) গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করো। জায়মান (জন্মাচ্ছে, এমন) পুরুষ বা স্ত্রী শিশুকে আক্রান্ত হতে দিও না, (অথবা কোন কোন ভূত বিশেষের দ্বারা গর্ভস্থ পুরুষ-ভ্রূণকে স্ত্রী-ভ্রূণে পরিণত হতে দিও না)। অণ্ডপ্রদেশ ভক্ষণকারী ও ইতস্ততঃ বিচরণকারী রাক্ষসগণকে, হে পীত সরিষা! এই গর্ভিণীর নিকট হতে অন্যত্র নীত পূর্বক পীড়া প্রদান করো ॥ ২৫॥ হে পীত-সরিষা! এই গর্ভিণীর সন্তানহীনতা (অপত্যবিধুরত্ব), মৃত সন্তানের মাতৃত্ব (মৃতবৎসত্ব), সর্বদা উৎপদ্যমান দুঃখ বা হৃদয়ের ক্রন্দন, পাপ বা তার ফলভূত দুঃখের আবর্তন—শত্রুর উপর এই প্রকার দুর্ভাগ্যগুলিকে মাল্যাকারে অর্পণ করো, যেমন আপন কোন প্রিয়তমের উপরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় ॥ ২৬॥

বিনিয়োগঃ — 'পবীনসাৎ' ইতি মন্ত্রস্য 'যৌ তে মাতা' (৮/৬) ইত্যানেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (৮কা. ৩অ. ২সূ—২১-২৬ঋক্)॥

টীকা — উপর্যুক্ত ছ'টি মন্ত্রও ৮ম কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের ২য় সূক্তের অন্তর্গত। এইগুলির বিনিয়োগও ঐ সঙ্গে হবে এবং তা পূর্বেই উক্ত হয়েছে ॥ (৮কা. ৩অ. ২সূ—২১-২৬ঋক্)॥

পূর্ববর্তী ৫ম কাণ্ডের মতো সায়ণাচার্য ৮ম কাণ্ডের ৪র্থ অনুবাক থেকে সমগ্র ১০ম কাণ্ড পর্যন্ত এবং পুনরায় দ্বাদশ কাণ্ড থেকে সমগ্র ১৬শ কাণ্ড পর্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা প্রদানে বিরত থেকেছেন। অবশ্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (৫ম কাণ্ডের মতোই) যথাযথ বিবরণ উল্লেখ করেছেন। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় দুর্গাদাসও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে সায়ণাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন। আমরা ৫ম কাণ্ডের মতোই হিন্দী বলয়ের পণ্ডিতবর্গের মনীষার সহায়তা নিয়ে উল্লিখিত অংশের 'সূক্তসার' সংযোজিত ক'রে বাঙালী পাঠকজনের পক্ষে 'অথর্ববেদ' সম্পর্কিত মানসিক অপূর্ণতার আংশিক ক্ষতিপূরণে প্রয়াসী হয়েছি।

◆◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ঔষধয়ঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভৈষজ্য, আয়ুষ্য, ঔষধ্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি, শক্বরী]

যা বভবো যাশ্চ শুক্রা রোহিণীরুত পৃশ্নয়ঃ।
অসিক্নীঃ কৃষ্ণা ওষধীঃ সর্বা অচ্ছাবদামসি ॥১॥
ত্রায়ন্তামিমং পুরুষং যক্ষ্মাদ্ দেবেষিতাদধি।
যাসাং দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব ॥২॥
আপো অগ্রং দিব্যা ওষধয়ঃ।
তাস্তে যক্ষ্মমেনস্যমঙ্গাদঙ্গাদনীনশন্ ॥৩॥
প্রস্তৃণতী স্তম্বিনীরেকশৃঙ্গাঃ প্রতন্বতীরোষধীরা বদামি।
অংশুমতীঃ কাণ্ডিনীর্যা বিশাখা হ্বয়ামি তে
বীরুধো বৈশ্বদেবীরুগ্রাঃ পুরুষজীবনীঃ ॥৪॥
যদ্ বঃ সহঃ সহমানা বীর্যং যচ্চ বো বলম্।
তেনেমমস্মাদ্ যক্ষ্মাৎ পুরুষং মুঞ্চতৌষধীরথো কৃণোমি ভেষজম্ ॥৫॥
জীবলাং নঘারিষাং জীবন্তীমোষধীমহম্।
অরুন্ধতীমুন্নয়ন্তীং পুষ্পাং মধুমতীমিহ হুবেঽস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥৬॥
ইহা যন্তু প্রচেতসো মেদিনীর্বচসো মম।
যথেমং পারয়ামসি পুরুষং দুরিতাদধি ॥৭॥
অগ্নের্ঘাসো অপাং গর্ভো যা রোহন্তি পুনর্ণবাঃ।
ধ্রুবাঃ সহস্রনাম্নীর্ভেষজীঃ সন্ত্বাভৃতাঃ ॥৮॥
অবকোল্বা উদকাত্মান ওষধয়ঃ।
ব্যৃষন্তু দুরিতং তীক্ষ্মশৃঙ্গ্যঃ ॥৯॥
উন্মুঞ্চন্তীর্বিবরুণা উগ্রা যা বিষদুষণীঃ।
অথো বলাসনাশনীঃ কৃত্যাদূষণীশ্চ যাস্তা ইহা যন্ত্বোষধীঃ ॥১০॥
অপক্রীতাঃ সহীয়সীর্বীরুধো যা অভিষ্টুতাঃ।
ত্রায়ন্তামস্মিন্ গ্রামে গামশ্বং পুরুষং পশুম্ ॥১১॥
মধুমন্মূলং মধুমদগ্রমাসাং মধুমন্মধ্যং বীরুধাং বভূব।
মধুমৎ পর্ণং মধুমৎ পুষ্পমাসাং মধোঃ সম্ভক্তা অমৃতস্য
ভক্ষো ঘৃতমন্নং দুহ্রতাং গোপুরোগবম্ ॥১২॥
যাবতীঃ কিয়তীশ্চেমাঃ পৃথিব্যামধ্যোষধীঃ।
তামা সহস্রপর্ণ্যো মৃত্যোর্মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥১৩॥

বৈয়াঘ্রো মণির্বীরুধাং ত্রায়মাণোঽভিশস্তিপাঃ।
অমীবাঃ সর্বা রক্ষাংস্যপ হন্ত্বধি দূরমস্মৎ ॥১৪॥
সিংহস্যেব স্তনথোঃ সং বিজন্তেঽগ্নেরিব বিজন্ত আভৃতাভ্যঃ।
গবাং যক্ষ্মঃ পুরুষাণাং বীরুদ্ভিরতিনুত্তো নাব্যা এতু স্রোত্যাঃ ॥১৫॥
মুমুচানা ওষধয়োঽগ্নের্বৈশ্বানরাদধি।
ভূমিং সন্তন্বতীরিত যাসাং রাজা বনস্পতিঃ ॥১৬॥
যা রোহন্ত্যাঙ্গিরসীঃ পর্বতেষু সমেষু চ।
তা নঃ পয়স্বতীঃ শিবা ওষধীঃ সন্তু শং হৃদে ॥১৭॥
যাশ্চাহং বেদ বীরুধো যাশ্চ পশ্যামি চক্ষুষা।
অজ্ঞাতা জানীমশ্চ যা যাসু বিদ্ম চ সম্ভৃতম্ ॥১৮॥
সর্বাঃ সমগ্রা ওষধীর্বোধন্তু বচসো মম।
যথেমং পারয়ামসি পুরুষং দুরিতাদধি ॥১৯॥
অশ্বত্থো দর্ভো বীরুধাং সোমো রাজামৃতং হবিঃ।
ব্রীহির্যবশ্চ ভেষজৌ দিবস্পুত্রাবমর্ত্যৌ ॥২০॥
উজ্জিহীধ্বে স্তনয়ত্যভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
যদা বঃ পৃশ্নিমাতরঃ পর্জন্যো রেতসাবতি ॥২১॥
তস্যামৃতস্যেমং বলং পুরুষং পায়য়ামসি।
অথো কৃণোমি ভেষজং যথাসচ্ছতহায়নঃ ॥২২॥
বরাহো বেদ বীরুধং নকুলো বেদ ভেষজীম্।
সর্পা গন্ধর্বা যা বিদুস্তা অস্মা অবসে হুবে ॥২৩॥
যাঃ সুপর্ণা আঙ্গিরসীর্দিব্যা যা রঘটো বিদুঃ।
বয়াংসি হংসা বিদুর্যাশ্চ সর্বে পতত্রিণঃ।
মৃগা যা বিদুরোষধীস্তা অস্মা অবসে হুবে ॥২৪॥
যাবতীনামোষধীনাং গাবঃ প্রাশ্নন্ত্যঘ্ন্যা যাবতীনামজাবয়ঃ।
তাবতীস্তুভ্যমোষধীঃ শর্ম যচ্ছন্ত্বাভৃতাঃ ॥২৫॥
যাবতীষু মনুষ্যা ভেষজং ভিষজো বিদুঃ।
তাবতীর্বিশ্বভেষজীরা ভরামি ত্বামভি ॥২৬॥
পুষ্পবতীঃ প্রসূমতীঃ ফলিনীরফলা উত।
সংমাতর ইব দুহ্রামস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥২৭॥
উৎ ত্বাহার্ষং পঞ্চশলাদথো দশশলাদুত।
অথো যমস্য পড্বীশাদ্ বিশ্বস্মাদ্ দেবকিল্বিষাৎ ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ — বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন আকারশালিনী ঔষধির সম্মুখে সমুপস্থিত হয়ে আমরা ব্যাধি বিনাশ করণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি। আকাশ যার পিতা, পৃথিবী যার মাতা এবং সমুদ্র যার মূল

সেই ঔষধিসমূহ আমাদের যক্ষ্মা ব্যাধি হ'তে রক্ষা করুক। হে রোগী! তোমার যক্ষ্মা ব্যাধিকে জল ও দিব্য ঔষধিসমূহ প্রতি অঙ্গ হ'তে আকর্ষণ (টেনে বাহির) ক'রে নিক। হে রোগী! বহু শাখাশালিনী, বিস্তারশালিনী, স্তম্বশালিনী, কূপশালিনী, জীবনদায়িনী, দৈবাত্মক ঔষধিসমূহকে তোমার নিমিত্ত গ্রহণ (সংগ্রহ) করছি।...কল্যাণের নিমিত্ত জীবনদায়িনী, ক্রোধরহিত, রোপনশালিনী পুষ্পমতী জীবন্তীকে আমি আহ্বান করছি। চৈতন্যতাযুক্ত মন্ত্ররূপ ঔষধিসমূহ এই পুরুষের রোগকে নষ্ট করার নিমিত্ত এইস্থানে আগত হোক।...জলোদর ইত্যাদি রোগের বিনাশক, বিষ-প্রশমক, রোগের উপর প্রবল, কাস ইত্যাদি ব্যাধিকে নাশ করণশালিনী এবং কৃত্যাসমূহকে খণ্ডনশালিনী ঔষধিসমূহ এই স্থানে আগত হোক।...স্বয়ং নীতা, ব্যাধিসমূহকে দমনে সমর্থ, মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ঔষধিসমূহ এই গ্রামস্থ গাভী, অশ্ব ইত্যাদি পশু এবং মনুষ্যগণের রক্ষক হোক।...যে ঔষধিসমূহ চক্ষের সম্মুখে অবস্থিত, যাদের মধ্যে রোগ-নাশক তত্ব বিদ্যমান রয়েছে, যারা অজ্ঞাত রয়েছে, সেই সকল ঔষধি সমূহকে আমরা জ্ঞাত আছি। ঔষধিসমূহের দর্প পীপল, রাজা সোম এবং হবি হলো অমৃত। ধান্য এবং যব-রূপ ঔষধিসমূহ অন্তরিক্ষ হ'তে বৃষ্টি হওয়ার কারণে অন্তরিক্ষের সন্তন-স্বরূপ এবং অমৃতত্বের দ্বারা যুক্ত।...ঔষধিসমূহের অমৃত রূপ বল এই পুরুষকে ভোজন করানো হচ্ছে; আমি এই ঔষধি-সেবনকারীকে শতবর্ষ আয়ুসম্পন্ন করছি।...অহিংসিত গাভীবর্গ যে ঔষধিকে ভক্ষণ ক'রে থাকে, যে ঔষধিগুলিকে মেষ, ছাগ ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাদের সকলের সাথে এই ঔষধিসমূহ তোমাকেও (রোগীকেও) সুখ প্রদান করুক।...হে রোগী! আমি তোমাকে পঞ্চ শলাকা, দশ শলাকাশালী কাষ্ঠের পাদবন্ধন হ'তে এবং যমের পাদবন্ধন হ'তে মুক্ত করার নিমিত্ত মন্ত্রশক্তির দ্বারা প্রাপ্ত ক'রে নিয়েছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — যক্ষ্মাদিসর্বব্যাধিভৈষজ্যে কর্মণি 'যা বভ্রবঃ' ইত্যর্থসূক্তেন দশরক্ষশকলানাং লাক্ষাহিরণ্যেনবেষ্টিতং মনিং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য পুনঃ সূক্তং জপিত্বা বধ্নাতি। তদ্ উক্তং কৌশিকেন।...পালশঃ উদুম্বরঃ জম্বুঃ কাম্পিল্য স্রক্ বজ্ঞঃ শিরীষঃ স্রক্ত্যঃ বরণঃ বিল্বঃ জঙ্গিডঃ কুটকঃ গৃহ্য গলাবলঃ বেতসঃ শিম্বলঃ সিপুনঃ স্যন্দনঃ অরণিকা অশ্মযোক্তঃ তুন্যুঃ পূতদারুরিতি শান্তা বৃক্ষাঃ। এতেষাং কতমানামপি দশানাং শকলৈনির্মিতঃ শাকলো মণিঃ। তথা সৌত্রামণিযাগে অনেন সূক্তেন ওষধীভিঃ সন্ধীয়মানাং সুরাং অনুমন্ত্রয়েত। তদ্ উক্তং বৈতানে। (বৈ. ৫।৩) ॥ (৮কা. ৪অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি যক্ষ্মা, জলোদর ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই কর্মে এই মন্ত্রে দশবৃক্ষখণ্ডের লাক্ষাহিরণ্যের দ্বারা বেষ্টিত মণি অভিমন্ত্রিত ও জপ পূর্বক বন্ধন করণীয়। পলাশ, উদুম্বর, জম্বু ইত্যাদি উল্লেখিত বৃক্ষের খণ্ডে মণি নির্মাণ করণীয়। এই সূক্তের দ্বারা ঔষধিরূপ সন্ধীয়মান সুরা অনুমন্ত্রণীয় ॥ (৮কা. ৪অ. ১সূ)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুপরাজয়ঃ

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ইন্দ্র, বনস্পতি ও পরসেনাহনন। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রো মন্থতু মন্থিতা শক্রঃ শূরঃ পুরন্দরঃ।
যথা হনাম সেনা অমিত্রাণাং সহস্রশঃ ॥১॥

পূতিরজ্জুরুপধ্মানী পূতিং সেনাং কৃণোত্বমুম্।
ধূমমগ্নিং পরাদৃশ্যামিত্রা হৃৎস্বা দধতাং ভয়ম্ ॥২॥
অমূনশ্বত্থ নিঃ শৃণীহি খাদামূন্ খদিরাজিরম্।
তাজদ্ভঙ্গ ইব ভজ্যন্তাং হন্ত্বেনান্ বধকো বধৈঃ ॥৩॥
পুরুষানমূন্ পরুষাহ্বঃ কৃণোতু হন্ত্বেনান্ বধকো বধৈঃ।
ক্ষিপ্রং শর ইব ভজ্যন্তাং বৃহজ্জালেন সন্দিতাঃ ॥৪॥
অন্তরিক্ষং জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ।
তেনাভিধায় দস্যূনাং শক্রঃ সেনামপাবপৎ ॥৫॥
বৃহদ্ধি জালং বৃহতঃ শক্রস্য বাজিনীবতঃ।
তেন শত্রুনভি সর্বান্ ন্যুব্জ যথা ন মুচ্যাতৈ কতমশ্চনৈষাম্ ॥৬॥
বৃহৎ তে জালং বৃহত ইন্দ্র শূর সহস্রার্ঘস্য শতবীর্যস্য।
তেন শতং সহস্রমযুতং ন্যর্বুদং জঘান শক্রো দস্যূনামভিধায় সেনয়া ॥৭॥
অয়ং লোকো জালমাসীচ্ছক্রস্য মহতো মহান্।
তেনাহমিন্দ্রজালেনামুংস্তমসাভি দধামি সর্বান্ ॥৮॥
সেদিরুগ্রা ব্যৃদ্ধিরার্তিশ্চানপবাচনা।
শ্রমস্তন্দ্রীশ্চ মোহশ্চ তৈরমূনভি দধামি সর্বান্ ॥৯॥
মৃত্যবেঽমূন্ প্র যচ্ছামি মৃত্যুপাশৈরমী সিতাঃ।
মৃত্যোর্যে অঘলা দূতাস্তেভ্য এনান্ প্রতি নয়ামি বদ্ধা ॥১০॥
নয়তামূন্ মৃত্যুদূতা যমদূতা অপোম্ভত।
পরঃসহস্রা হন্যন্তাং তৃণেঢ্বেনান্ মর্ত্যং ভবস্য ॥১১॥
সাধ্যা একং জালদণ্ডমুদ্যত্য যন্ত্যোজসা।
রুদ্রা একং বসব একমাদিত্যৈরেক উদ্যতঃ ॥১২॥
বিশ্বে দেবা উপরিষ্টাদুব্জন্তো যন্ত্বোজসা।
মধ্যেন ঘ্নন্তো যন্তু সেনামঙ্গিরসো মহীম্ ॥১৩॥
বনস্পতীন্ বানস্পত্যানোষধীরুত বীরুধঃ।
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদিষ্ণামি যথা সেনামমূং হনন্ ॥১৪॥
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্পান্ দেবান্ পুণ্যজনান্ পিতৄন্।
দৃষ্টানদৃষ্টানিষ্ণামি যথা সেনামমূং হনন্ ॥১৫॥
ইম উপ্তা মৃত্যুপাশা যানাক্রম্য ন মুচ্যসে।
অমুষ্যা হন্তু সেনায়া ইদং কূটং সহস্রশঃ ॥১৬॥
ঘর্মঃ সমিদ্ধো অগ্নিনায়ং হোমঃ সহস্রহঃ।
ভবশ্চ পৃশ্নিবাহুশ্চ শর্ব সেনামমূং হতম্ ॥১৭॥
মৃত্যোরাষমা পদ্যন্তাং ক্ষুধং সেদিং বধং ভয়ম্।
ইন্দ্রাশ্চাক্ষুজালাভ্যাং শর্ব সেনামমূং হতম্ ॥১৮॥

পরাজিতাঃ প্র ত্রসতামিত্রা নুত্তা ধাবত ব্রহ্মণা।
বৃহস্পতিপ্রণুত্তানাং মামীযাং মোচি কশ্চন ॥১৯॥
অব পদ্যন্তামেযামায়ুধানি মা শকন্ প্রতিধামিযুম্।
অথৈযাং বহু বিভ্যতামিযবো ঘ্নন্তু মর্মণি ॥২০॥
সং ক্রোশতামেনান্ দ্যাবাপৃথিবী সমন্তরিক্ষং সহ দেবতাভিঃ।
মা জ্ঞাতারং মা প্রতিষ্ঠাং বিদন্ত মিথো বিঘ্নানা উপ যন্তু মৃত্যুম্ ॥২১॥
দিশশ্চতস্রোহশ্বতর্যো দেবরথস্য পুরোডাশাঃ শফা অন্তরিক্ষমুদ্ধিঃ।
দ্যাবাপৃথিবী পক্ষসী ঋতবোহভীশবোহন্তর্দেশাঃ
কিঙ্করা বাক্ পরিরথ্যম্ ॥২২॥
সংবৎসরো রথঃ পরিবৎসরো রথোপস্থো বিরাডীষাগ্নী রথমুখম্।
ইন্দ্রঃ সব্যষ্ঠাশ্চন্দ্রমাঃ সারথিঃ ॥২৩॥
ইতো জয়েতো বি জয় সং জয় জয় স্বাহা।
ইমে জয়ন্তু পরামী জয়ন্তাং স্বাহৈভ্যো দুরাহামীভ্যঃ।
নীললোহিতেনামূনভ্যবতনোমি ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্র দেবতা পরাক্রমী, সামর্থ্যশালী এবং শত্রু-সেনাগণকে মথিত করণশালী। তিনি অগ্নিকে মন্থন করুন যাতে আমরা শত্রুগণকে হননে সমর্থ হই। অগ্নিতে পতনশালিনী জীর্ণ বন্ধন-রশি শত্রুসেনাগণকে জীর্ণ করুক। অগ্নির ধূমকে দর্শনমাত্রই শত্রুবর্গ ভয়ভীত হয়ে যাক। হে পীপল! হে খদির! এইসকল গমনশীল শত্রুগণকে ভক্ষণ করো।...বধক কাষ্ঠ হিংসাত্মক উপায়সমূহের দ্বারা এই শত্রুগণকে হিংসা করুক; পরুষ বস্তু এদের বাধা প্রদান করুক। যেমন বৃহৎ জালের দ্বারা বাণ ভঙ্গ হয়ে যায়, তেমনই এই শত্রু ভঙ্গ হোক।...মহান্ ইন্দ্রদেবের জাল অত্যন্ত বিশাল। হে ইন্দ্রদেব! সেই জালের দ্বারা শত্রুবর্গকে পরাঙ্মুখ করো। এদের মধ্যে কেউই যেন অবশিষ্ট না থাকে।...নিন্দা, তন্দ্রা, মোহ, আর্তি, নির্ঋতি, ব্যৃদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা সেই শত্রুসমূহকে আচ্ছাদিত করছি। এই শত্রু মৃত্যুর পাশের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়েছে; আমি তাকে মৃত্যুরই অধীন ক'রে দিচ্ছি। এই শত্রুগণকে বন্ধন পূর্বক মৃত্যুদূতবর্গের নিকট গমন করছি। হে মৃত্যুদূতগণ! এই শত্রুগণকে নিয়ে গমন করো। হে যমদূতগণ! এদের সহস্র পরাক্রমীকে নিপাতিত করো। রুদ্রের আয়ুধ এদের শেষ ক'রে দিক। জালদণ্ড গ্রহণ ক'রে সাধ্য দেবতা শত্রুগণকে নিয়ে যাচ্ছেন। একটি জালদণ্ডকে রুদ্র, একটিকে বসু এবং একটিকে আদিত্য গ্রহণ করেছেন।...বনস্পতিসমুদায় তাঁদের দ্বারা নির্মিত হওনশালিনী ঔষধিসকল, লতাসমূহ এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা প্রেরিত করছেন। এইগুলি সবই সেই শত্রুসেনাকে সংহার করুক। হে শত্রু! এই মৃত্যুপাশের বন্ধনকে তোমরা লঙ্ঘন করতে করতে সমর্থ হবে না। এই কূট (জাল) ঐ শত্রুসেনাকে নানাভাবে সংহার করে ফেলুক।...এই হবি অগ্নির দ্বারা তপ্ত হয়ে আছে, এই হোম রিপু-নাশক শক্তির সাথে যুক্ত। হে ভব, শর্ব দেবতাগণ! আপনারা শত্রু সেনাকে সংহার করুন।...অম্বর, ধরা, অন্তরিক্ষ ও দেবগণ এই শত্রুদলকে অভিশাপিত করুন। এরা যেন কোনওভাবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত না হয়। এরা যেন কোনও অথর্ববিদের আশ্রয় প্রাপ্ত না হ'তে পারে। এরা পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বিনষ্ট হয়ে

যাক। অগ্নির রথকে আকর্ষণকারিণী হলো চারটি দিক; পুরোডাশ হলো পশুর পাদ-খুর; আকাশ-পৃথিবী, পক্ষদ্বয় এবং ঋতুসমূহ এবং লাগাম স্বরূপ। সম্বৎসর তাঁর রথ, পরিবৎসর রথের গদি (সিংহাসন), বিরাট এর ঈষা, অগ্নিমুখ ও চন্দ্রমা এর সারথি। ইন্দ্র একে চালিতকারী এবং এতে উপবেশনকারী। হে রাজন্! এদিক হ'তে বিজয়, ঐদিক হ'তে বিজয়, সকল দিক হ'তে জয়ই জয়। আমাদের যজমান বিজয় লাভ করুন, শত্রু পরাভূত হোক; এই মিত্রবর্গের বিজয়ের নিমিত্ত এই আহুতি স্বাহুত হচ্ছে। নীল ও লাল বর্ণের সূত্রের (বা রজ্জুর) দ্বারা শত্রুগণকে বেষ্টন করছি, তাদের নিমিত্ত আহুতি দুরাহুতি হোক।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইন্দ্রো মন্থতু' ইতি অর্থসূক্তস্য শত্রুক্ষয়শত্রুভয়নাশনশত্রুজয়স্বকীয়-বলবর্ধনকর্মসু বিনিয়োগঃ। তানি কর্মাণি সেনাকর্মাণি নাম ভবন্তি। তত্র সেনাগ্নিসিদ্ধ্যর্থং 'পূতিরজ্জু' (২) ইত্যর্ধর্চেন অগ্নিপাতদেশে জীর্ণাং রজ্জুং অবধায় অশ্বত্থবধকয়োর্নাম পিপ্পলকরিমালকয়োঃ কাষ্ঠয়োঃ 'ইন্দ্রো মন্থতু' ইতি ঋচা অগ্নিং মন্থতি। ধূমং দৃষ্ট্বা অগ্নিপদরহিতেনার্ধর্চেন অনুমন্ত্রয়তে ॥ (৮কা. ৪অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি অর্থসূক্ত। এই সূক্তের দ্বারা সূত্রানুসারে শত্রুক্ষয়, শত্রুভীতি ইত্যাদির বিনাশ ও আপন বলবর্ধন কর্মে বিনিয়োগ কর্তব্য। এই কর্মগুলি সেনাকর্ম নামে অভিহিত। এছাড়া এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্রাংশে এরণ্ডসমিধ, পলাশসমিধ, তির্নিসমিধ, খদিরসমিধ, শরসমিধ সংগ্রহ, এবং সপত্নক্ষয় ইত্যাদি কর্ম সাধিত হয়। কৌশিক সূত্রে (২/৭) এগুলির যথাযথ বিনিয়োগ পাওয়া যায় ॥ (৮কা. ৪অ. ২সূ.)॥

◆◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বিরাট্, কশ্যপ, সর্বঋষি ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, জগতী]

কুতস্তৌ জাতৌ কতমঃ সো অর্ধঃ কস্মাল্লোকাৎ কতমস্যাঃ পৃথিব্যাঃ।
বৎসৌ বিরাজঃ সলিলাদুদৈতাং তৌ ত্বা পৃচ্ছামি কতরেণ দুগ্ধা ॥ ১॥
যো অক্রন্দয়ৎ সলিলং মহিত্বা যোনিং কৃত্বা ত্রিভুজং শয়ানঃ।
বৎসঃ কামদুঘো বিরাজঃ স গুহা চক্রে তন্বঃ পরাচৈঃ ॥ ২॥
যানি ত্রীণি বৃহন্তি যেষাং চতুর্থং বিয়ুনক্তি বাচম্।
ব্রহ্মৈনদ্ বিদ্যাৎ তপসা বিপশ্চিদ্ যস্মিন্নেকং যুজ্যতে যস্মিন্নেকম্ ॥ ৩॥
বৃহতঃ পরি সামানি ষষ্ঠাৎ পঞ্চাধি নির্মিতা।
বৃহদ্ বৃহত্যা নির্মিতং কুতোঽধি বৃহতী মিতা ॥ ৪॥
বৃহতী পির মাত্রায়া পাতুর্মাত্রাধি নির্মিতা।
মায়া হ জজ্ঞে মায়ায়া মায়ায়া মাতলী পরি ॥ ৫॥
বৈশ্বানরস্য প্রতিমোপরি দ্যৌর্যাবদ্ রোদসী বিববাধে অগ্নিঃ।
ততঃ ষষ্ঠাদামুতো যন্তি স্তোমা উদিতো যন্ত্যভি ষষ্ঠমহ্নঃ ॥ ৬॥

ষট্ ত্বা পৃচ্ছাম ঋষয়ঃ কশ্যপেমে ত্বং হি যুক্তং যুযুক্ষে যোগ্যং চ।
বিরাজমাহুর্ব্রহ্মণঃ পিতরং তাং নো বি ধেহি যতিধা সখিভ্যঃ ॥ ৭॥
যাং প্রচ্যুতামনু যজ্ঞাঃ প্রচ্যবন্ত উপতিষ্ঠন্ত উপতিষ্ঠমানাম্।
যস্যা ব্রতে প্রসবে যক্ষমেজতি সা বিরাড়ৃষয়ঃ পরমে ব্যোমন্ ॥ ৮॥
অপ্রাণৈতি প্রাণেন প্রাণতীনাং বিরাট্ স্বরাজমভ্যেতি পশ্চাৎ।
বিশ্বং মৃশন্তীমভিরূপাং বিরাজং পশ্যন্তি ত্বে ন ত্বে পশ্যন্ত্যেনাম্ ॥ ৯॥
কো বিরাজো মিথুনত্বং প্র বেদ ক ঋতূন্ ক উ কল্পমস্যাঃ।
ক্রমান্ কো অস্যাঃ কতিধা বিদুগ্ধান্ কো অস্যা ধাম কতিধা ব্যুষ্টীঃ ॥ ১০॥
ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদাস্বিতরাসু চরতি প্রবিষ্টা।
মহান্তো অস্যাং মহিমানো অন্তর্বধূর্জিগায় নবগজ্জনিত্রী ॥ ১১॥
ছন্দঃপক্ষে উষসা পেপিশানে সমানং যোনিমনু সং চরেতে।
সূর্যপত্নী সং চরতঃ প্রজানতী কেতুমতী অজরে ভূরিরেতসা ॥ ১২॥
ঋতস্য পন্থামনু তিস্র আগুস্ত্রয়ো ঘর্মা অনু রেত আগুঃ।
প্রজামেকা জিন্বত্যূর্জমেকা রাষ্ট্রমেকা রক্ষতি দেবয়ূনাম্ ॥ ১৩॥
অগ্নীষোমাবদধুর্যা তুরীয়াসীদ্ যজ্ঞস্য পক্ষাবৃষয়ঃ কল্পয়ন্তঃ।
গায়ত্রীং ত্রিষ্টুভং জগতীমনুষ্টুভং বৃহদর্কীং যজমানায় স্বরাভরন্তীম্ ॥ ১৪॥
পঞ্চ ব্যুষ্টীরনু পঞ্চ দোহা গাং পঞ্চনাম্নীমৃতবোহনু পঞ্চ।
পঞ্চ দিশঃ পঞ্চদশেন ক্লৃপ্তাস্তা একমূর্ধ্নীরভি লোকমেকম্ ॥ ১৫॥
ষড় জাতা ভূতা প্রথমজর্তস্য ষড়ু সামানি ষড়হং বহন্তি।
ষড়্যোগং সীরমনু সামসাম ষড়াহুর্দ্যাবাপৃথিবীঃ ষড়ুর্বীঃ ॥ ১৬॥
ষড়াহুঃ শীতান্ ষড়ু মাস উষ্ণানৃতুং নো ব্রত যতমোহতিরিক্তঃ।
সপ্ত সুপর্ণাঃ কবয়ো নি ষেদুঃ সপ্ত চ্ছন্দাংস্যনু সপ্ত দীক্ষাঃ ॥ ১৭॥
সপ্ত হোমাঃ সমিধো হ সপ্ত মধূনি সপ্তর্তবো হ সপ্ত।
সপ্তাজ্যানি পরি ভূতমায়ন্ তাঃ সপ্তগৃধ্রা ইতি শুশ্রুমা বয়ম্ ॥ ১৮॥
সপ্ত চ্ছন্দাংসি চতুরুত্তরাণ্যন্যো অন্যস্মিন্নধ্যার্পিতানি।
কথং স্তোমাঃ প্রতি তিষ্ঠন্তি তেষু তানি স্তোমেষু কথমার্পিতানি ॥ ১৯॥
কথং গায়ত্রী ত্রিবৃতং ব্যাপ কথং ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চদশেন কল্পতে।
ত্রয়স্ত্রিংশেন জগতী কথমনুষ্টুপ্ কথমেকবিংশঃ ॥ ২০॥
অষ্ট জাতা ভূতা প্রথমজর্তস্যাষ্টেন্দ্রর্ত্বিজো দৈব্যা যে।
অষ্টযোনিরদিতিরষ্টপুত্রাষ্টমীং রাত্রিমভি হব্যমেতি ॥ ২১॥
ইত্থং শ্রেয়ো মন্যমানেদমাগমং যুষ্মাকং সখ্যে অহমস্মি শেবা।
সমানজন্মা ক্রতুরস্তি বঃ শিবঃ স বঃ সর্বাঃ সং চরতি প্রজানন্ ॥ ২২॥

অষ্টেন্দ্রস্য ষড়্ যমস্য ঋষীণাং সপ্ত সপ্তধা।
অপো মনুষ্যানোষধীস্তাঁ উ পঞ্চানু সেচিরে ॥ ২৩॥
কেবলীন্দ্রায় দুদুহে হি গৃষ্টির্বশং পীযূষং প্রথমং দুহানা।
অথাতর্পয়চ্চতুরশ্চতুর্ধা দেবান্ মনুষ্যাঁ অসুরানুত ঋষীন্ ॥ ২৪॥
কো নু গৌঃ ক একঋষিঃ কিমু ধাম কা আশিষঃ।
যজ্ঞং পৃথিব্যামেকবৃদেকর্তুঃ কতমো নু সঃ ॥ ২৫॥
একো গৌরেক একঋষিরেকং ধামৈকধাশিষঃ।
যজ্ঞং পৃথিব্যামকবৃদেকর্তুর্নাতি রিচ্যতে ॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ — এই বিরাট বৎস জল হ'তে প্রকট হয়েছেন। যিনি জলের আশ্রমে ত্রিভুজ রূপে শয়ন করেছিলেন এবং স্বয়ংই মহত্ত্বের দ্বারা জলকে ব্যথিত ক'রে দিয়েছিলেন, বিরাটের সেই বৎস অভীষ্টকে পূর্ণ ক'রে থাকেন তিনি দেহকে আপন গুম্ফা ক'রে নিয়েছিলেন।...বৃহতের দ্বারা পঞ্চ সাম নির্মিত হয়, তা হ'তে ষষ্ঠ হয়েছে। আকাশ-পৃথিবী বৃহৎকে নির্মাণ করেছিলেন।... আকাশ-পৃথিবী যে পর্যন্ত বিরাজিত, সেই পর্যন্ত অগ্নি বাধক হ'তে সক্ষম। বৈশ্বানর অগ্নির উপরেই দ্যৌ প্রতিষ্ঠিত। দিনের ছয় ভাগে স্তোম ছয় ভাগ হয়ে যায়। হে কশ্যপ! তুমি যুক্ত ও যোগ্যকে উত্তম প্রকারে যুক্ত ক'রে (জুড়ে দিয়ে) থাকো। আমরা ছয় ঋষি ব'লে থাকি যে, বিরাট্ ব্রহ্মার পিতা, এই নিমিত্ত আমাদের সেই বিরাটের উপদেশ করো।—বিরাট্ যখন প্রচ্যুত হয়ে থাকেন, তখন যজ্ঞও সাধিত হয় না। যখন বিরাটকে উপতিষ্ঠ করানো হয়, তখন যজ্ঞেরও উপস্থান করা হয়। কর্মের দ্বারা প্রাকট্য হওয়ার পর যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, সেই বিরাট্ পরম ব্যোমে স্থিত আছেন।...এই বিরাট্ উষা-রূপে প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ইনিই উষা-রূপে সৃষ্টিলোকের অন্ধকার বিদূরিত করেন। বিরাট সম্বন্ধী উষা অন্যান্য উপায়ে ব্যাপ্ত হয়ে ঝলকিত (দীপ্তিমান্) হয়ে থাকেন। সোম, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি সকল দেবতা বিরাটেরই আশ্রিত। বিরাটাত্মক উষা সূর্যের বধূ। ইনি প্রাণিসমুদায়কে প্রকাশ প্রদান করণশালিনী।...সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি সত্য-মার্গে আপন বীর্যের সাথে গমন করেন। এঁদের মধ্যে একের শক্তি ঋত্বিকগণকে তৃপ্ত করে, দ্বিতীয়ের শক্তি বলকে পুষ্ট করে এবং তৃতীয়ের শক্তি রাষ্ট্র-রক্ষণে তৎপর হয়ে থাকে। চতুর্থ শক্তিকে অগ্নি, সোম ও অন্য ঋষিগণ ধারণ করেছিলেন; আবার গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, অর্কী এবং বৃহৎ নামক যজ্ঞের পক্ষ নির্মিত (রচিত) হয়। পঞ্চ বলের অনুকূল পঞ্চ দোহ (দোহন), পঞ্চ গাভীর অনুকূল পঞ্চ ঋতু। ....ঋতু হ'তে পূর্ব জন্মে ছয় দিনের ছয় বিভাগের ছয় সাম বহন ক'রে থাকে।...ছয় মাস শীত ঋতুর এবং ছয় মাস গ্রীষ্ম ঋতুর বলা হয়ে থাকে।...সপ্ত হোম, সপ্ত সমিধ, সপ্ত মধু এবং সপ্ত ঋতু হয়ে থাকে।...সপ্ত ছন্দ, চারি উত্তর পরস্পর সমর্থিত হয়।...ঋতের প্রথম অষ্ট ভূত উৎপন্ন হয়, সেগুলি অষ্ট দিব্য ঋত্বিক। হে ইন্দ্র! অষ্ট পুত্রশালিনী অদিতি অষ্টমীর রাত্রে হব্য গ্রহণ ক'রে থাকেন। তোমা হেন জন্মশালীতে, তোমার সখ্য ভাবকে লাভ ক'রে আমি সুখী হয়েছি। তোমার কল্যাণ করণশালী ক্রতুই সকলকে জ্ঞাত হয়ে পরিভ্রামিত হচ্ছে। ...প্রথম প্রসূতা ধেনুই অমৃত-রূপ দুগ্ধকে দোহন করেছিল।...পৃথিবীতে একই বৃৎ (কর্মকরণার্থে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ) পূজনীয়।—ইত্যাদি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — কুতস্তাবিতি সূক্তে বিরাডাদিবিষয়ঃ সংবাদো বিচারশ্চ। 'কুতস্তৌ' 'বিরাড্

বৈ' সূক্তাভ্যাং জপং করোতি স্বর্গকাম ইতি বিনিয়োগমালা ॥ (৮কা. ৫অ. ১সূ.)॥

টীকা — এই সূক্তটিতে বিরাট্ ইত্যাদি বিষয়সম্পর্কিত সংবাদ ও বিচার বর্ণিত হয়েছে। এই সূক্তটি এবং এর পরবর্তী সূক্তটি স্বর্গকামী জনের জপে বিনিয়োগ কর্তব্য ॥ (৮কা. ৫অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বাচার্য। দেবতা : বিরাট্। ছন্দ : পংক্তি, জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী]

বিরাড্ বা ইদমগ্র আসীৎ তস্যা জাতায়াঃ।
সর্বমবিভেদিয়মেবেদং ভবিষ্যতীতি ॥ ১॥
সোদক্রামৎ সা গার্হপত্যে ন্যক্রামৎ ॥ ২॥
গৃহমেধী গৃহপতির্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩॥
সোদক্রামৎ সাহবনীয়ে ন্যক্রামৎ ॥ ৪॥
যন্ত্যস্য দেবা দেবহূতিং প্রিয়ো দেবানাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫॥
সোদক্রামৎ সা দক্ষিণাগ্নৌ ন্যক্রামৎ ॥ ৬॥
যজ্ঞর্তো দক্ষিণীয়ো বাসতেয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭॥
সোদক্রামৎ সা সভায়াং ন্যক্রামৎ ॥ ৮॥
যন্ত্যস্য সভাং সভ্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯॥
সোদাক্রামৎ সা সমিতৌ ন্যক্রামৎ ॥ ১০॥
যন্ত্যস্য সমিতিং সামিত্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১॥
সোদক্রামৎ সামন্ত্রণে ন্যক্রামৎ ॥ ১২॥
যন্ত্যস্যামন্ত্রণমামন্ত্রণীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই জগৎ সংসার প্রারম্ভে বিরাট ছিল। এর উৎপত্তি হওয়ার পর সকলের এই ভয় জন্মেছিল যে, এটি বুঝি এক হবে (অর্থাৎ এক হ'লে এই বিরাটের বিরাটত্ব অসীম হয়ে উঠবে)। সেই বিরাট যখন উৎক্রম (উচ্চলন) করেছিলেন, তখন তিনি গার্হপত্যে প্রবেশ ক'রে গিয়েছিলেন। এইরকম জ্ঞানবান, গৃহমেধী গৃহস্বামী হয়ে যান।...অতঃপর সেই বিরাট্ আহ্বানীয় অগ্নিতে প্রবেশ ক'রে গিয়েছিলেন।—এটি জ্ঞাতশালী জন দেবতাগণের প্রিয় হয়ে থাকেন। পুনরায় উৎক্রম পূর্বক সেই বিরাট দক্ষিণাগ্নিতে ব্যাপ্ত হয়েছিলেন।—এর জ্ঞাতা যজ্ঞ ঋত দক্ষিণীয়তে বাসকারী হয়ে থাকেন। পুনরায় সেই বিরাট্ সভাতে প্রবিষ্ট হ'লে, তা জ্ঞাতশীল ব্যক্তি সদস্য হয়ে থাকেন এবং তাঁর সভায় সকলে সমবেত হন। এইভাবে বিরাট্ সমিতিতে প্রবিষ্ট হয়ে সামিত্বের সৃষ্টি করেন এবং এই সমিতিতে সৈনিকের আগমন ঘটে। পুনরায় উৎক্রম পূর্বক বিরাট্ আমন্ত্রণে প্রবিষ্ট হন। এই আমন্ত্রণস্থ বিরাট্কে যিনি জ্ঞাত হন তিনি সকলকে আমন্ত্রণ করার যোগ্য হয়ে থাকেন এবং সকলেই তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার করে থাকে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বিরাড্ বা' ইতি ষট্‌পর্যায়াত্মকং সূক্তং। তস্য বিনিয়োগবিচারাদি পূর্বসূক্ত উক্তং ॥ (৮কা. ৫অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত ষট্‌পর্যায়াত্মক সূক্তটির বিনিয়োগ বিচার ইত্যাদি পূর্ব সূক্তে উক্ত আছে ॥ (৮কা. ৫অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বাচার্য। দেবতা : বিরাট্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, গায়ত্রী, পংক্তি]

সোদক্রামৎ সান্তরিক্ষে চতুর্ধা বিক্রান্তাতিষ্ঠৎ ॥ ১॥
তাং দেবমনুষ্যা অব্রুবন্নিয়মেব তদ্ বেদ যদুভয়
উপজীবেমেমামুপ হ্বয়ামহা ইতি ॥ ২॥
তামুপাহ্বয়ন্ত ॥ ৩॥
ঊর্জ এহি স্বধ এহি সূনৃত এহীরাবত্যেহীতি ॥ ৪॥
তস্যা ইন্দ্রো বৎস আসীদ্ গায়ত্র্যভিধান্যভ্রমূধঃ ॥ ৫॥
বৃহচ্চ রথন্তরং চ দ্বৌ স্তনাবাস্তাং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ দ্বৌ ॥ ৬॥
ওষধীরেব রথন্তরেণ দেবা অদুহ্রন, ব্যচো বৃহতা ॥ ৭॥
অপো বামদেব্যেন যজ্ঞং যজ্ঞাযজ্ঞিয়েন ॥ ৮॥
ওষধীরেবাস্মৈ রথন্তরং দুহে ব্যচো বৃহৎ ॥ ৯॥
অপো বামদেব্যং যজ্ঞং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং য এবং বেদ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — সেই বিরাট্ দ্বিতীয়বার উৎক্রমণ করেছিলেন এবং চারি রূপে বিক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি অন্তরিক্ষে হয়ে গিয়েছিলেন।...দেবতা ও মনুষ্যগণ তাঁদের উপজীবনের নিমিত্ত তাঁকে ঊর্জা, স্বধা, সুনৃতা, ইরাবতী ব'লে আহ্বান করলেন। তখন ইন্দ্র তাঁর বৎস, গায়ত্রী অভিধানী ও মেঘ তাঁর দুই স্তন্য বৃন্ত হয়েছিল। আবার বৃহৎসাম ও রথন্তর সামও দুই স্তন্যবৃন্ত হয়েছিল। যজ্ঞাযজ্ঞিয় ও বামদেব্য সামও দুই স্তন্য-রূপে প্রকটিত হয়। দেবগণ যজ্ঞাযজ্ঞিয় সাম হ'তে যজ্ঞকে এবং বামদেব্য সাম হ'তে জলকে দোহন করেন। এমন যিনি জ্ঞাত হন, তিনি বৃহৎসাম ব্যচকে এবং রথন্তর ঔষধিসমূহকে দোহন ক'রে থাকেন। এই হেন জ্ঞাতশীলের নিমিত্ত যজ্ঞাযজ্ঞিয় যজ্ঞকে এবং বামদেব্য জলকে দোহন করা হয়।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগবিচারাদি পূর্বসূক্ত উক্তং ॥ (৮কা. ৫অ. ৩সূ.)॥

টীকা — পূর্বেই বলা হয়েছে এগুলি ষট্‌পর্যায়াত্মক, অর্থাৎ দ্বিতীয় সূক্ত হ'তে সপ্তম সূক্ত পর্যন্ত সব সূক্তই বিরাট্‌পুরুষ সম্পর্কে বিনিযুক্ত এবং স্বর্গকামী জনের পক্ষে এগুলি সূত্রোক্তপ্রকারে জপনীয় ॥ (৮কা. ৫অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বাচার্য। দেবতা : বিরাট্। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী]

সোদক্রামৎ সা বনস্পতিনাগচ্ছৎ তাং বনস্পতয়োঽঘ্নত
সা সম্বৎসরে সমভবৎ ॥ ১॥
তস্মাদ্ বনস্পতীনাং সম্বৎসরে বৃক্‌ণমপি রোহতি
বৃশ্চতেঽস্যাপ্রিয়ো ভ্রাতৃব্যো য এবং বেদ ॥ ২॥
সোদক্রামৎ সা পিতৃনাগচ্ছৎ তাং পিতরোঽঘ্নত সা মাসি সমভবৎ ॥ ৩॥
তস্মাৎ পিতৃভ্যো মাস্যুপমাস্যং দদতি প্র পিতৃযাণং
পন্থাং জানাতি য এবং বেদ ॥ ৪॥
সোদক্রামৎ সা দেবানাগচ্ছৎ তাং দেবা অঘ্নত সার্ধমাসে সমভবৎ ॥ ৫॥
তস্মাদ্ দেবেভ্যোঽর্ধমাসে বষট্ কুর্বন্তি প্র দেবযানং পন্থাং
জানাতি য এবং বেদ ॥ ৬॥
সোদক্রামৎ সা মনুষ্যানাগচ্ছৎ তাং মনুষ্যা অঘ্নত সা সদ্যঃ সমভবৎ ॥ ৭॥
তস্মান্মনুষ্যেভ্য উভয়দ্যুরুপ হরন্ত্যুপাস্য গৃহে হরন্তি য এবং বেদ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — সেই বিরাট্ উৎক্রমণের দ্বারা বনস্পতি সমূহের নিকট গমন করেছিলেন। বনস্পতি-সমূহ তাঁকে হনন করলে তখন তিনি সম্বৎসরে গমন করলেন।...সেই বিরাট পিতৃগণের সকাশে গমন করলে পিতৃগণের দ্বারা তাঁর হনন হওয়ার পর তিনি মাসে সমাগত হলেন।...এই সম্পর্কে, যিনি জ্ঞাত হন, তিনি পিতৃযান মার্গের জ্ঞাতা হয়ে থাকেন। সেই বিরাট এইবার দেবতাগণের সমীপে গমন করলে, দেবতাগণের দ্বারা হনন কৃত হওয়ার পর তিনি পক্ষে উৎপন্ন হন। এই কারণে দেবতাগণের নিমিত্ত পঞ্চদশ দিবসের অবধিতে (পক্ষকালে) বষট করা হয়।...অতঃপর সেই বিরাট্ মনুষ্যের নিকট গমন করলে তৎক্ষণাৎই প্রকট হয়ে গিয়েছিলেন। এই নিমিত্ত মনুষ্য দ্বিতীয় দিবসে উপহরণ ক'রে থাকে। এই সম্পর্কে জ্ঞাতশীল জনের গৃহে নিত্য প্রতি অন্ন লভ্য হয়ে থাকে।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৮কা. ৫অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বাচার্য। দেবতা : বিরাট্। ছন্দ : জগতী, বৃহতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্]

সোদক্রামৎ সাসুরানাগচ্ছৎ তামসুরা উপাহ্বয়ন্ত মায় এহীতি ॥ ১॥
তস্যা বিরোচনঃ প্রাহ্রাদির্বৎস আসীদয়-পাত্রং পাত্রম্ ॥ ২॥

তাং দ্বিমূর্ধার্ত্ব্যোধোক্ তাং মায়ামেবাধোক্ ॥ ৩॥
তাং মায়ামসুরা উপ জীবন্ত্যপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪॥
সোদক্রামৎ সা পিতৃনাগচ্ছৎ তাং পিতর উপাহ্বয়ন্ত স্বধ এহীতি ॥ ৫॥
তস্যা যমো রাজা বৎস আসীদ্ রজতপাত্রং পাত্রম্ ॥ ৬॥
তামন্তকো মার্ত্যবোঽধোক্ তাং স্বধামেবাধোক্ ॥ ৭॥
তাং স্বধাং পিতর উপ জীবন্ত্যপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮॥
সোদক্রামৎ সা মনুষ্যানাঽগচ্ছৎ তাং মনুষ্যা উপাহ্বয়ন্তেরাবত্যেহীতি ॥ ৯॥
তস্যা মনুর্বৈবস্বতো বৎস আসীৎ পৃথিবী পাত্রম্ ॥ ১০॥
তাং পৃথী বৈন্যোঽধোক্ তাং কৃষিং চ সস্যং চাধোক্ ॥ ১১॥
তে কৃষিং চ সস্যং চ মনুষ্যা উপ জীবন্তি
কৃষ্টরাধিরুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২॥
সোদক্রামৎ না সপ্তঋষীনাগচ্ছৎ তাং সপ্তঋষয়
উপাহ্বয়ন্ত ব্রহ্মণ্বত্যেহীতি ॥ ১৩॥
তস্যাঃ সোমো রাজা বৎস আসীচ্ছন্দঃ পাত্রম্ ॥ ১৪॥
তাং বৃহস্পতিরাঙ্গিরসোঽধোক্ তাং ব্রহ্ম চ তপশ্চাধোক্ ॥ ১৫॥
তদ্ ব্রহ্ম চ তপশ্চ সপ্তঋষয় উপ জীবন্তি ব্রহ্মবর্চস্যুপজীবনীয়ো
ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ — সেই বিরাট্ পুনঃ উৎক্রমণ ক'রে অসুরগণের সন্নিকটবর্তী হলেন। অসুরগণ তাঁকে ভ্রাতারূপে সম্বোধিত পূর্বক স্বাগত জানালো। তখন তাঁর বৎস হলো বিরোচন এবং লৌহপাত্র হলো পাত্র। দ্বিমূর্ধা 'অর্ত্ব্য' তাঁকে এবং মায়াকে দোহন করলো। অসুরগণ সেই মায়ার দ্বারা উপজীবন ক'রে থাকে। এমন জ্ঞাতশীল জন উপজীবনের যোগ্য হন। অতঃপর বিরাট্ পিতৃগণ কর্তৃক স্বধা নামে সম্বোধিত হয়ে স্বাগত জ্ঞাপিত হলেন। তখন যম তাঁর বৎস হয়েছিল এবং রৌপ্যের পাত্র তাঁর পাত্র হয়েছিল। মৃত্যুর দেবতা অন্তক তাঁকে দোহনের কালে স্বধাকেও দোহন ক'রে ফেলেছিল। পিতৃগণ সেই স্বধার দ্বারা উপজীবন ক'রে থাকেন।... অতঃপর বিরাট্ মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হয়ে ইরাবতী নামে সম্বোধিত ও স্বাগত জ্ঞাপিত হয়েছিলেন। বিবস্বান-পুত্র মনু তখন তাঁর বৎস এবং ভূমি তাঁর পাত্র হয়েছিল। বেন-পুত্র পৃথু তাঁকে দোহন ক'রে কৃষি ও শস্যকেও দোহন করেছিল। সেই কৃষি ও ধান্যই মনুষ্যের উপজীবন হলো।...অতঃপর বিরাট্ সপ্তঋষির দ্বারা ব্রহ্মণ্বতী নামে সম্বোধিত ও স্বাগত জ্ঞাপিত হলেন। আঙ্গিরস বৃহস্পতি তাঁকে তখন দোহন করলেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর ব্রহ্ম ও তপঃকেও দোহন করলেন। উপ ব্রহ্ম ও তাপের দ্বারা সপ্তর্ষিগণ উপজীবন করতে থাকেন। এই বার্তা যিনি জ্ঞাত হন, তিনি ব্রহ্মতেজঃ যুক্ত হয়ে থাকেন।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৮কা. ৫অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বাচার্য। দেবতা : বিরাট্। ছন্দ : জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

সোদক্রামৎ সা দেবানাগচ্ছৎ তাং দেবা উপাহ্বয়ন্তোর্জ এহীতি ॥ ১॥
তস্যা ইন্দ্রো বৎস আসীচ্চমসঃ পাত্রম্ ॥ ২॥
তাং দেবঃ সবিতাধোক্ তামূর্জামেবাধোক্ ॥ ৩॥
তামূর্জাং দেবা উপ জীবন্ত্যুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪॥
সোদক্রামৎ সা গন্ধর্বাপ্সরস আগচ্ছৎ তাং গন্ধর্বাপ্সরস
উপাহ্বয়ন্ত পুণ্যগন্ধ এহীতি ॥ ৫॥
তস্যাশ্চিত্ররথঃ সৌর্যবর্চসো বৎস আসীৎ পুষ্করপর্ণং পাত্রম্ ॥ ৬॥
তাং বসুরুচিঃ সৌর্যবর্চসোঽধোক্ তাং পুণ্যমেব গন্ধমধোক্ ॥ ৭॥
তৎ পুণ্যং গন্ধং গন্ধর্বাপ্সরস উপ জীবন্তি পুণ্যগন্ধিরুপজীবনীয়ো
ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮॥
সোদক্রামৎ সেতরজনানাগচ্ছৎ তামিতরজনা উপাহ্বয়ন্ত তিরোধ এহীতি ॥ ৯॥
তস্যাঃ কুবেরো বৈশ্রবণো বৎস আসীদামপাত্রং পাত্রম্ ॥ ১০॥
তাং রজতনাভিঃ কাবেরকোঽধোক্ তাং তিরোধামেবাধোক্ ॥ ১১॥
তাং তিরোধামিতরজনা উপ জীবন্তি তিরো ধত্তে সর্বং
পাপমানমুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২॥
সোদক্রামৎ সা সর্পানাগচ্ছৎ তাং সর্পা উপাহ্বয়ন্ত বিষবত্যেহীতি ॥ ১৩॥
তস্যাস্তক্ষকো বৈশালেয়ো বৎস আসীদলাবুপাত্রং পাত্রম্ ॥ ১৪॥
তাং ধৃতরাষ্ট্র ঐরাবতোঽধোক্ তাং বিষমেবাধোক্ ॥ ১৫॥
তদ্ বিষং সর্পা উপ জীবন্ত্যুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ — সেই বিরাট্ পুনরায় উৎক্রমণ পূর্বক দেবতাগণের নিকট গমন করলেন। তাঁরা তাঁকে উর্জা সম্বোধনে স্বাগত জ্ঞাপন করলে ইন্দ্র তাঁর বৎস ও চমস তাঁর পাত্র হলো। সবিতাদের তাঁকে ও উর্জাকে দোহন করলে দেবতাগণ সেই উর্জার দ্বারা উপজীবন করতে থাকলেন। অতঃপর বিরাট গন্ধর্বগণের নিকট পুণ্যগন্ধ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বৎস হয়েছিল সূর্যবর্চার পুত্র চিত্ররথ এবং পাত্র হয়েছিল পুষ্করপর্ণ। সূর্যবর্চার পুত্র বসুরুচি তাঁকে এবং তাঁর পবিত্র গন্ধকে দোহন করলে অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ সেই গন্ধের দ্বারা উপজীবন করতে লাগলেন।...অতঃপর ইতর জনগণের নিকট বিরাট্ তিরোধা নামে সম্বোধিত ও স্বাগত জ্ঞাপিত হ'লে বিশ্রবা-পুত্র কুবের তাঁর বৎস হয়েছিল এবং অপক্ক (কাঁচা) পাত্র তাঁর পাত্র হয়েছিল। রজতনাভি কাবেরক তাঁকে ও তিরোধাকেও দোহন ক'রে নেওয়ায় ইতরগণ তিরোধার দ্বারাই উপজীবিকা চালিয়ে থাকে। যিনি এই বার্তা জ্ঞাত হন, তিনি পাপকে তিরোহিত করণশালী হয়ে থাকেন।...অতঃপর বিরাট্ সর্পগণ কর্তৃক

বিষবৎ নামে সম্বোধিত ও স্বাগত জ্ঞাপিত হ'লে বৈশালেয় তক্ষক তাঁর বৎস ও অলাবু তাঁর পাত্র হয়েছিল। ঐরাবতীয় ধৃতরাষ্ট্র নামক সর্প তাঁকে দোহন ক'রে তাঁর বিষকেও দোহন ক'রে নিয়েছিল। সেই হ'তে সকল সর্পের উপজীবিকা হয়েছিল বিষ।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৮কা. ৫অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : বিরাট্

[ঋষি : অথর্বাচার্য। দেবতা : বিরাট্। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্]

তদ্ যস্মা এবং বিদুষেঽলাবুনাভিষিঞ্চেৎ প্রত্যাহন্যাৎ ॥ ১॥
ন চ প্রত্যাহন্যান্মনসা ত্বা প্রত্যাহন্মীতি প্রত্যাহন্যাৎ ॥ ২॥
যৎ প্রত্যাহন্তি বিষমেব তৎ প্রত্যাহন্তি ॥ ৩॥
বিষমেবাস্যাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যমনুবিষিচ্যতে য এবং বেদ ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ — এইরকম জ্ঞাতশালী জন অলাবু দ্বারা সিঞ্চনকারী (কৃত্যাকারী)-কে বিনাশ ক'রে থাকেন। মনের দ্বারা মারণকারীকেও তিনি বিনাশ করেন। তিনি মারণ-বিষেরও মারক। তিনি (অর্থাৎ উপর্যুক্ত সূক্তগুলির মর্মজ্ঞ ব্যক্তি) শত্রুরূপ অপ্রিয় বিষেরও অনুবিসিঞ্চিত হয়ে থাকেন।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৮কা. ৫অ. ৭সূ.) ॥

॥ ইতি অষ্টমং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

নবম কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : মধুবিদ্যা

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মধু, অশ্বিনদ্বয়। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, অষ্টি।]

দিবস্পৃথিব্যা অন্তরিক্ষাৎ সমুদ্রাদগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে।
তাং চায়িত্বামৃতং বসানাং হৃদ্ভি প্রজাঃ প্রতি নন্দন্তি সর্বাঃ ॥ ১॥
মহৎ পয়ো বিশ্বরূপমস্যাঃ সমুদ্রস্য ত্বোত রেত আহুঃ।
যত ঐতি মধুকশা ররাণা তৎ প্রাণস্তদমৃতং নিবিষ্টম্ ॥ ২॥
পশ্যন্ত্যস্যাশ্চরিতং পৃথিব্যা পৃথঙ্নরো বহুধা মীমাংসমানাঃ।
অগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে মরুতামুগ্রা নপ্তিঃ ॥ ৩॥
মাতাদিত্যানাং দুহিতা বসূনাং প্রাণঃ প্রজানামমৃতস্য নাভিঃ।
হিরণ্যবর্ণা মধুকশা ঘৃতাচী মহান্ ভর্গশ্চরতি মর্ত্যেষু ॥ ৪॥
মধোঃ কশামজনয়ন্ত দেবাস্তস্যা গর্ভো অভবদ্ বিশ্বরূপঃ।
তং জাতং তরুণং পিপর্তি মাতা স জাতো বিশ্বা ভুবনা বি চষ্টে ॥ ৫॥
কস্তং প্র বেদ ক উ তং চিকেত যো অস্যা হৃদঃ কলশঃ সোমধানো অক্ষিতঃ।
ব্রহ্মা সুমেধাঃ সো অস্মিন্ মদেত ॥ ৬॥
স তৌ প্র বেদ স উ তৌ চিকেত যাবস্যাঃ স্তনৌ সহস্রধারাবক্ষিতৌ।
ঊর্জং দুহাতে অনপস্ফুরন্তৌ ॥ ৭॥
হিঙ্করিক্রতী বৃহতী বয়োধা উচ্চৈর্ঘোযাভ্যেতি যা ব্রতম্।
ত্রীন্ ঘর্মানভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ৮॥
যামাপীনামুপসীদন্ত্যাপঃ শাক্বরা বৃষভা যে স্বরাজঃ।
তে বর্ষন্তি তে বর্ষয়ন্তি তদ্বিদে কামমূর্জমাপঃ ॥ ৯॥
স্তনয়িত্নুস্তে বাক্ প্রজাপতে বৃষা শুষ্মং ক্ষিপসি ভূম্যামধি।
অগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে মরুতামুগ্রা নপ্তিঃ ॥ ১০॥
যথা সোমঃ প্রাতঃসবনে অশ্বিনোর্ভবতি প্রিয়ঃ।
এবা মে অশ্বিনা বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১১॥
যথা সোমো দ্বিতীয়ে সবন ইন্দ্রাগ্ন্যোর্ভবতি প্রিয়ঃ।
এবা ম ইন্দ্রাগ্নী বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১২॥
যথা সোমস্তৃতীয়ে সবন ঋভূণাং ভবতি প্রিয়ঃ।
এবা ম ঋভবো বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১৩॥

মধু জনিষীয় মধু বংশিষীয়।
পয়স্বানগ্ন আগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ১৪॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুযা।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥ ১৫॥
যথা মধু মধুকৃতঃ সম্ভরন্তি মধাবধি।
এবা মে অশ্বিনা বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্ ॥ ১৬॥
যথা মক্ষা ইদং মধু ন্যঞ্জন্তি মধাবধি।
এবা মে অশ্বিনা বর্চস্তোজো বলমোজশ্চ ধ্রিয়তাম্ ॥ ১৭॥
যদ্ গিরিষু পর্বতেষু গোম্বশ্বেষু যন্মধু।
সুরায়াং সিচ্যমানায়াং যৎ তত্র মধু তন্ময়ি ॥ ১৮॥
অশ্বিনা সারঘেণ মা মধুনাঙ্‌ক্তং শুভস্পতী।
যথা বর্চস্বতীং বাচমাবদানি জনাঁ অনু ॥ ১৯॥
স্তনয়িত্নুস্তে বাক্ প্রজাপতে বৃষা শুষ্মং ক্ষিপসি ভূম্যাং দিবি।
তাং পশব উপ জীবন্তি সর্বে তেনো সেষমূর্জং পিপর্তি ॥ ২০॥
পৃথিবী দণ্ডোঽন্তরিক্ষং গর্ভো দ্যৌঃ কশা।
বিদজৎ প্রকশো হিরণ্যয়ো বিন্দুঃ ॥ ২১॥
যো বৈ কশায়াঃ সপ্ত মধূনি বেদ মধুমান্ ভবতি।
ব্রাহ্মণশ্চ রাজা চ ধেনুশ্চানড্বাংশ্চ ব্রীহিশ্চ যবশ্চ মধু সপ্তমম্ ॥ ২২॥
মধুমান্ ভবতি মধুমদস্যাহার্যং ভবতি।
মধুমতো লোকান্ জয়তি য এবং বেদ ॥ ২৩॥
যদ্ বীধ্রে স্তনয়তি প্রজাপতিরেব তৎ প্রজাভ্যঃ প্রাদুর্ভবতি।
তস্মাৎ প্রাচীনোপবীতস্তিষ্ঠে প্রজাপতেঽনু মা বুধ্যস্বেতি।
অন্বেনং প্রজা অনু প্রজাপতির্বুধ্যতে য এবং বেদ ॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ — এই মধুকশা গাভী অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও অগ্নির দ্বারা উৎপন্ন। সেই অমৃত ধারণশালিনী গাভীকে পূজা ক'রে সকল প্রজা প্রসন্ন হয়ে থাকে। এই পয়স্বতী গাভীর মহান দুগ্ধকেই সমুদ্র বলা হয়।...এর চরিত্র নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কখনও একে মরুৎবর্গের প্রচণ্ড পুত্রী, অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন বলা হয়। ...কখনও বলা হয়, একে দেবতাগণ উৎপন্ন করেছেন, বিশ্ব রূপ এর গর্ভ হয়েছে। ...তার হৃদয়, সোম স্থাপিত করণের নিমিত্ত কলশ রূপ হয়ে থাকে, সেটি সদা অক্ষয় হয়ে থাকে, শোভন মতিশীল ব্রহ্মা তাতে আনন্দিত হয়ে থাকেন।...হবিঃ ধারণশালিনী, শব্দবতী গাভী, কর্মক্ষেত্রে আগতা হয়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্যের তেজের উপর অধিকার ক'রে থাকে এবং দেবাশ্রয় প্রাপ্ত হওনশালীর শব্দকে আপন দুগ্ধের দ্বারা শক্তিযুক্ত ক'রে থাকে।...হে প্রজাপতি! তুমি বর্ষক, তুমি পৃথিবীর উপর বল সিঞ্চন ক'রে থাকো। বজ্র-সম গর্জনসমূহই তোমার বাণী।...অগ্নি ও বায়ুর দ্বারাই মরুৎ-গণের উগ্র পুত্রী মধুকশা উৎপন্ন। যেমন প্রাতঃসবনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রিয় হলো সোম, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাতে তেজঃ স্থাপিত করুন। ইন্দ্র ও অগ্নির

পক্ষে দ্বিতীয় সবনে যেমন সোম প্রিয় হয়, তেমনই ইন্দ্রাগ্নি আমাতে তেজঃ সংস্থাপিত করুন। ঋভুগণের নিকট তৃতীয় সবনে সোম যেমন প্রিয় হয়ে থাকে, তেমনই ঋভুগণ আমাতে তেজঃ স্থাপিত করুন। আমি অগ্নির সেবক, সকলে তা জ্ঞাত হোক। অগ্নি আমাতে অন্নের তেজঃ, সন্তান ও আয়ুর দ্বারা সমৃদ্ধ করুন।... সুন্দর আভূষণধারী হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মক্ষিকার দ্বারা সঞ্চিত মধুর দ্বারা আমাকে যুক্ত করো।...কশার সাথে মধুসমূহের জ্ঞাতা, মধুমান হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ, গাভী, অনড্বান্ (বৃষ), ধান্য, যব, মধু ও রাজা—এই হলো সপ্ত মধু।...যে আকাশে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি প্রকাশমান, সেই আকাশে যে গর্জনসমূহ হয়ে থাকে, তা-ই প্রজাগণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হওনশালী প্রজাপতি। অতএব যজ্ঞোপবীতধারী এই নিমিত্ত তৎপর হোন যে 'প্রজাপতি আমাকে জ্ঞাত হোন'।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ''দিবস্পৃথিব্যাঃ' ইতি চতুর্বিংশত্যাত্মকং। তত্র প্রথমাসু দশর্ক্ষু মধুকশায়া গোরূপেণ বর্ণনং। দ্বিতীয়ে দশকে বর্চস আশংসনং অশ্বিভ্যাং সকাশাদ্ ইতরদেবেভ্যশ্চ। শিষ্টাসৃক্ষু কশায়াঃ পুনরপি বর্ণনং। সাম্প্রদায়িকাস্তু এবং বিনিযুঞ্জন্তি। 'দিবস্পৃথিব্যাঃ' ইত্যর্থসূক্তস্য মেধাজননকর্মনি বর্চস্য-কর্মণি চ বিনিয়োগঃ। এতবিস্তরঃ 'প্রাতরগ্নিং' ইতি সূক্তে (৩/১৬) দ্রষ্টব্য ॥ (৯কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত ২৪টি ঋক্‌সম্পন্ন সূক্তের প্রথম ১০টি ঋকে মধুকশার গোরূপের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ১০টিতে অশ্বিদ্বয় ও অন্যান্য দেবতাগণের নিকট হ'তে তেজ ইত্যাদির প্রার্থনা রয়েছে। অবশিষ্ট চারিটি ঋকে পুনরায় মধুকশার বর্ণনা রয়েছে। এই অর্থসূক্তের দ্বারা মেধাজনন কর্ম ও তেজকামনার নিমিত্ত বিনিয়োগ হয়ে থাকে। বিস্তারিত বিনিয়োগের নির্দেশ ৩য় কাণ্ডের ১৬শ সূক্তে দ্রষ্টব্য। উৎসর্জনকর্মে এই সূক্তের ১১শ থেকে ২৪শ ঋক্ আজ্যহোমে বিনিযুজ্য হয়। (কৌ. ১৪/৩)।...ইত্যাদি ॥ (৯কা. ১অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : কামঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : কাম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্]

সপত্নহনমৃষভং ঘৃতেন কামং শিক্ষামি হবিষাজ্যেন।
নীচৈঃ সপত্নান্ মম পাদয় ত্বমভিষ্টুতো মহতা বীর্যেণ ॥ ১॥
যন্মে মনসো ন প্রিয়ং ন চক্ষুষো যন্মে বভস্তি নাভিনন্দতি।
তদ্দুষ্বপ্ন্যং প্রতি মুঞ্চামি সপত্নে কামং স্তুত্বোদহং ভিদেয়ম্ ॥ ২॥
দুষ্বপ্ন্যং কাম দুরিতং চ কামাপ্রজস্তামস্বগতামবর্তিম্।
উগ্র ঈশানঃ প্রতি মুঞ্চ তস্মিন্ যো অস্মভ্যমংহূরণা চিকিৎসাৎ ॥ ৩॥
নুদস্ব কাম প্রণুদস্ব কামাবর্তিং যন্তু মম মে সপত্নাঃ।
তেষাং নুত্তানামধমা তমাংস্যগ্নে বাস্তূনি নির্দহ ত্বম্ ॥ ৪॥
সা তে কাম দুহিতা ধেনুরুচ্যতে যামাহুর্বাচং কবয়ো বিরাজম্।
তয়া সপত্নান্ পরি বৃঙ্গ্ধি যে মম পর্যেনান্
প্রাণঃ পশবো জীবনং বৃণক্তু ॥ ৫॥

কামস্যেন্দ্রস্য বরুণস্য রাজ্ঞো বিষ্ণোর্বলেন সবিতুঃ সবেন।
অগ্নের্হোত্রেণ প্রণুদে সপত্নাংছম্বীব নাবমুদকেষু ধীরঃ ॥ ৬॥
অধ্যক্ষো বাজী মম কাম উগ্রঃ কৃণোতু মহ্যমসপত্নমেব।
বিশ্বে দেবা মম নাথং ভবন্তু সর্বে দেবা হবমা যন্তু ম ইমম্ ॥ ৭॥
ইদমাজ্যং ঘৃতবজ্জুষাণাং কামজ্যেষ্ঠা ইহ মাদয়ধ্বম্।
কৃণ্বন্তো মহ্যমসপত্নমেব ॥ ৮॥
ইন্দ্রাগ্নী কাম সরথং হি ভূত্বা নীচৈঃ সপত্নান্ মম পাদয়াথঃ।
তেষাং পন্নানামধমা তমাংস্যগ্নে বাস্তূন্যনুনির্দহ ত্বম্ ॥ ৯॥
জহি ত্বং কাম মম যে সপত্না অন্ধা তমাংস্যব পাদয়ৈনান্।
নিরিন্দ্রিয়া অরসাঃ সন্তু সর্বে মা তে জীবিষুঃ কতমচ্চনাহঃ ॥ ১০॥
অবধীৎ কামো মম যে সপত্না উরুং লোকমকরন্মহ্যমেধতুম্।
মহ্যং নমন্তা প্রদিশশ্চতস্রো মহ্যং ষড়ুর্বীঘৃতমা বহন্তু ॥ ১১॥
তেঽধরাঞ্চঃ প্র প্লবন্তাং ছিন্না নৌরিব বন্ধনাৎ।
ন সায়কপ্রণুত্তানাং পুনরস্তি নিবর্তনম্॥ ১২॥
অগ্নির্যব ইন্দ্রো যবঃ সোমো যবঃ।
যবয়াবানো দেবা যাবয়ন্ত্বেনম্॥ ১৩॥
অসর্ববীরশ্চরতু প্রণুত্তো দ্বেষ্যো মিত্রাণাং পরিবর্গ্যঃ স্বানাম্।
উত পৃথিব্যামব স্যন্তি বিদজত উগ্রো বো দেবঃ প্র মৃণৎ সপত্নান্॥ ১৪॥
চ্যুতা চেয়ং বৃহত্যচ্যুতা চ বিদজদ্ বিভর্তি স্তনয়িত্নুংশ্চ সর্বান্।
উদ্যন্নাদিত্যো দ্রবিণেন তেজসা নীচৈঃ সপত্নান্ নুদতাং মে সহস্বান্॥ ১৫॥
যৎ তে কাম শর্ম ত্রিবরূথমুদ্ভু ব্রহ্মবর্ম বিততমনতিব্যাধ্যং কৃতম্।
তেন সপত্নান্ পরি বৃঙ্ধি যে মম পর্যৈনান্
প্রাণঃ পশবো জীবনং বৃণক্তু॥ ১৬॥
যেন দেবা অসুরান্ প্রাণুদন্ত যেনেন্দ্রো দস্যূনধমং তমো নিনায়।
তেন ত্বং কাম মম যে সপত্নাস্তানস্মাল্লোকাৎ প্রণুদস্ব দূরম্॥ ১৭॥
যথা দেবা অসুরান্ প্রাণুদন্ত যথেন্দ্রো দস্যূনধমং তমো ববাধে।
তথা ত্বং কাম মম যে সপত্নাস্তানস্মাল্লোকাৎ প্র ণুদস্ব দূরম্॥ ১৮॥
কামো জজ্ঞে প্রতমো নৈনং দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি॥ ১৯॥
যাবতী দ্যাবাপৃথিবী বরিম্ণা যাবদাপঃ সিষ্যদুর্যাবদগ্নিঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নন ইৎ কৃণোমি॥ ২০॥
যাবতীর্দিশঃ প্রদিশো বিষূচীর্যাবতীরাশা অভিচক্ষণা দিবঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি॥ ২১॥

যাবতীর্ভৃঙ্গা জত্বঃ কুরূরবো যাবতীর্বঘা বৃক্ষসর্প্যো বভূবুঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি॥ ২২॥
জ্যায়ান্ নিমিষতোঽসি তিষ্ঠতো জ্যায়ান্ত্সমুদ্রাদসি কাম মন্যো।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি॥ ২৩॥
ন বৈ বাতশ্চন কামমাপ্নোতি নাগ্নিঃ সূর্যো নোত চন্দ্রমাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ তে কাম নম ইৎ কৃণোমি॥ ২৪॥
যাস্তে শিবাস্তন্বঃ কাম ভদ্রা যাভিঃ সত্যং ভবতি যদ্ বৃণীষে।
তাভিষ্ট্বমস্মাঁ অভিসংবিশস্বান্যত্র পাপীরপ বেশয়া ধিয়ঃ॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুবিনাশ করণশালী কাম বৃষভকে আমি হবিঃ সমর্পণ করছি, হে ঋষভ! আমার স্তুতি শ্রবণ ক'রে আমার শত্রুগণকে নিপাতিত করো।...হে কামদেব! তুমি উগ্র হয়ে থাকো, তুমি স্বামী (প্রভু) হয়ে আছো। তুমি আপন দুঃস্বপ্নকে, নির্ধনতাকে, প্রজাহীনতা ও দারিদ্র্যকে তার উপর প্রেরণ করো, যে আমাদের পরাজয়রূপ বিপত্তিতে পাতিত করতে চেষ্টা করছে।...হে অগ্নি! তুমি আমাদের শত্রুগণের গৃহের বস্তুসমূহকে নষ্ট (ভস্ম) ক'রে ফেলো। সেই গৃহগুলি অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে যাক।....আমার এই যজ্ঞ আমার চক্ষের সম্মুখে হবির দ্বারা সম্পন্ন হোক এবং আমাকে শত্রুশূন্য ক'রে দিক। হে কামের প্রমুখতায় অবস্থানশীল দেবগণ! এই ঘৃত ইত্যাদির হবিকে ঘৃতের তুল্যই সেবন ক'রে সুখী হও এবং আমাকে শত্রুরহিত ক'রে দাও। হে কাম! হে ইন্দ্র! তোমরা তোমাদের রথে আরোহিত হয়ে রিপুগণকে নিপাতিত করো। হে অগ্নি! তুমি সেই শত্রুদের নিমিত্ত ঘোর অন্ধকার প্রকটিত ক'রে তাদের গৃহ ও সমস্ত সম্পত্তিকে ভস্মীভূত ক'রে ফেলো।...ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, এরা সকলে, আমার শত্রুবর্গকে বিদূরিত করণে সমর্থ। এই নিমিত্ত তোমরা শত্রুদলকে দূর ক'রে আমাদের রক্ষা করো।...এই মন্ত্রবলে প্রেরিত হয়ে আমাদের শত্রু পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি এবং সকল যোদ্ধা হ'তে হীন (বিহীন) হয়ে যাক। তার আপন বান্ধবদের দ্বারাও ত্যাজ্য হোক। বিদ্যুৎ তাদের খণ্ড খণ্ড ক'রে দিক। হে যজমানগণ! আপনাদের শত্রুদলকে উগ্র দেবতা মর্দিত করুক।...হে কামদেব! তুমি আপন ব্রহ্মময়, বিশাল কবচের দ্বারা আমার শত্রুদলকে সংহার করো। ঐ শত্রু প্রাণ, আয়ু ও পশু সকল হ'তে হীন (বিহীন) হয়ে যাক। যে বলের দ্বারা ইন্দ্রদেব রাক্ষসগণকে মৃত্যু রূপ ঘোর অন্ধকারে নিপতিত ক'রে দিয়েছিলেন এবং যে বলের দ্বারা দেবগণ দৈত্যবর্গকে বিতাড়িত ক'রে দিয়েছিলেন, সেই বলের দ্বারা তুমি এই জগৎ হ'তে আমার শত্রুসমূহকে দূরে নিক্ষিপ্ত ক'রে দাও। ...কামদেব প্রথমে উৎপন্ন হ'লে, দেবতা ও পিতৃগণও তার সাথে সমতা রক্ষা করতে পারেননি। সকল প্রাণীর দ্বারা গৃহীত হওয়ার কারণে কামদেব মহান্ (শ্রেষ্ঠ)।...কামদেব আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি ও জলের বিস্তৃতি অপেক্ষাও বিশাল।... সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত মহান্ কামদেবকে আমি নমস্কার করছি।...হে কামদেব! তোমার যে কল্যাণকারী দেহ আছে, তার দ্বারা তুমি যাকে বরণ সে-ই সত্য হয়ে যায়। তুমি আপন সেই শরীররূপী বুদ্ধিসমূহের দ্বারা আমাদের দেহে প্রবষ্ট হও এবং আপন পাপবুদ্ধিসমূহকে আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে শত্রুগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দাও।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সপত্নহনং' ইতি সূক্তং কামদেবতাকং। কাম ইচ্ছারূপো দেবঃ। তৎ সম্বোধ্য সপত্নক্ষয়ং প্রার্থয়তে। তদ্ এবং। 'সপত্নহনং' ইত্যর্থসূক্তেন অভিচারকর্মণি ঋষভং সম্পাতবন্তং কৃত্বা

দ্বেষ্যাভিমুখং বিসৃজতি। তথা তত্রৈব কর্মণি আশ্বথিঃ স্বয়ংপতিতা সমিধ আদধাতি। তথা চ সূত্রং।..তথা সোমযাগে অনুবন্ধ্যায়াং অপরাজিতায়াং তিষ্ঠন্ত্যাং কামদেবতানমস্কারে অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। তদ্ উক্তং বৈতানে (৩।১৪) ॥ (৯কা. ১অ. ২সূ.) ॥

টীকা — 'সপত্ন' শব্দের অর্থ—বিপক্ষ, শত্রু। শত্রু-হনন সম্পর্কিত উপর্যুক্ত সূক্তটিতে ইচ্ছারূপী কাম-দেবতার নিকট প্রার্থনা প্রসঙ্গে তাঁর বিষয়ে স্তুতি রয়েছে। অভিচার কর্মে এই সূক্তের দ্বারা একটি ঋষভকে অভিমন্ত্রিত ক'রে শত্রুর অভিমুখে প্রেরণ করণীয়। এই কর্মে সূত্রানুসারে অশ্বত্থ বৃক্ষের স্বয়ংপতিত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ (সমিধ) গ্রহণীয়। তথা সোমযাগে কামদেবতার নমস্কারেও এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে ॥ (৯কা. ১অ. ২সূ.) ॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শালা

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : শালা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, উষ্ণিক্, শক্করী, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী]

উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত।
শালায়া বিশ্ববারায়া নদ্ধানি বি চৃতামসি ॥ ১ ॥
যৎ তে নদ্ধং বিশ্ববারে পাশো গ্রন্থিশ্চ যঃ কৃতঃ।
বৃহস্পতিরিবাহং বলং বাচা বি স্রংসয়ামি তৎ ॥ ২ ॥
আ যযাম সং ববর্হ গ্রন্থীংশ্চকার তে দৃঢ়ান্।
পরূংষি বিদ্বাংছস্তেবেন্দ্রেণ বি চৃতামসি ॥ ৩ ॥
বংশানাং তে নহনানাং প্রাণাহস্য তৃণস্য চ।
পক্ষাণাং বিশ্ববারে তে নদ্ধানি বি চৃতামসি ॥ ৪ ॥
সন্দংশানাং পলদানাং পরিষ্বঞ্জল্যস্য চ।
ইদং মানস্য পত্ন্যা নদ্ধানি চি চৃতামসি ॥ ৫ ॥
যানি তেহন্তঃ শিক্যান্যাবেধূ রণ্যায় কম্।
প্রতে তানি চৃতামসি শিবা মানস্য পত্নী ন উদ্ধিতা তন্বে ভব ॥ ৬ ॥
হবির্ধানমগ্নিশালং পত্নীনাং সদনং সদঃ।
সদো দেবানামসি দেবি শালে ॥ ৭ ॥
অক্ষুমোপশং বিততং সহস্রাক্ষং বিষূবতি।
অবনদ্ধমভিহিতং ব্রহ্মণা বি চৃতামসি ॥ ৮ ॥
যস্ত্বা শালে প্রতিগৃহ্নাতি যেন চাসি মিতা ত্বম্।
উভৌ মানস্য পত্নি তৌ জীবতাং জরদষ্টী ॥ ৯ ॥

অমুত্রৈনমা গচ্ছতাদ্ দৃঢ়া নদ্ধা পরিষ্কৃতা।
যস্যাস্তে বিচৃতামস্যঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ ॥ ১০॥
যস্ত্বা শালে নিমিমায় সংজভার বনস্পতীন্।
প্রজায়ৈ চক্রে ত্বা শালে পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥ ১১॥
নমস্তস্মৈ নমো দাত্রে শালাপতয়ে চ কৃণ্মঃ।
নমোঽগ্নয়ে প্রচরতে পুরুষায় চ তে নমঃ ॥ ১২॥
গোভ্যো অশ্বেভ্যো নমো যচ্ছালায়াং বিজায়তে।
বিজাবতি প্রজাবতি বি তে পাশাংশ্চৃতামসি ॥ ১৩॥
অগ্নিমন্তশ্ছাদয়সি পুরুষান্ পশুভিঃ সহ।
বিজাবতি প্রজাবতি বি তে পাশাংশ্চৃতামসি ॥ ১৪॥
অন্তরা দ্যাং চ পৃথিবীং চ যদ্ ব্যচস্তেন শালাং প্রতি গৃহ্ণামি ত ইমাম্।
যদন্তরিক্ষং রজসো বিমানং তৎকৃণ্বেঽহমুদরং শেবধিভ্যঃ।
স্তেন শালাং প্রতি গৃহ্ণামি তস্মৈ ॥ ১৫॥
ঊর্জস্বতী পয়স্বতী পৃথিব্যাং নিমিতা মিতা।
বিশ্বান্নং বিভ্রতী শালে মা হিংসীঃ প্রতিগৃহ্ণতঃ ॥ ১৬॥
তৃণৈরাবৃতা পলদান্ বসানা রাত্রীব শালা জগতো নিবেশনী।
মিতা পৃথিব্যাং তিষ্ঠসি হস্তিনীব পদ্বতী ॥ ১৭॥
ইটস্য তে বি চৃতাম্যপিনদ্ধমপোর্ণুবন্।
বরুণেন সমুব্জিতাং মিত্রঃ প্রাতর্ব্যুব্জতু ॥ ১৮॥
ব্রহ্মণা শালাং নিমিতাং কবিভির্নিমিতাং মিতাম্।
ইন্দ্রাগ্নী রক্ষতাং শালামমৃতৌ সোম্যং সদঃ ॥ ১৯॥
কুলায়েঽধি কুলায়ং কোশে কোশঃ সমুব্জিতঃ।
তত্র মর্তো বি জায়তে যস্মাদ্ বিশ্বং প্রজায়তে ॥ ২০॥
যা দ্বিপক্ষা চতুষ্পক্ষা ষট্পক্ষা যা নিমীয়তে
অষ্টাপক্ষাং দশপক্ষাং শালাং মানস্য পত্নীমগ্নির্গর্ভ ইবা শয়ে ॥ ২১॥
প্রতীচীং ত্বা প্রতীচীনঃ শালে প্রৈম্যহিংসতীম্।
অগ্নির্হ্যন্তরাপশ্চর্তস্য প্রথমা দ্বাঃ ॥ ২২॥
ইমা আপঃ প্র ভারম্যযক্ষ্মা যক্ষ্মনাশনীঃ।
গৃহানুপ প্র সীদামামৃতেন সহাগ্নিনা ॥ ২৩॥
মা নঃ পাশং প্রতি মুচো গুরুর্ভারো লঘুর্ভব।
বধূমিব ত্বা শালে যত্রকামং ভরামসি ॥ ২৪॥
প্রাচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৫॥

দক্ষিণায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৬॥
প্রতীচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৭॥
উদীচ্যা দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৮॥
ধ্রুবায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ২৯॥
উর্ধ্বায়া দিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ৩০॥
দিশোদিশঃ শালায়া নমো মহিম্নে স্বাহা দেবেভ্যঃ স্বাহ্যেভ্যঃ ॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ — উপমিত, প্রতিমিত ও পরিমিত শালাকে (গৃহকে) উন্মোচিত ক'রে, সকলের নিমিত্ত বরণীয় শালার বন্ধনকে উন্মোচন করা হচ্ছে।...হে শালা! তুমি সকলের দ্বারা বরণযোগ্য।...হে শালা! তুমি হব্যযুক্ত অগ্নিকুণ্ড, দেবতাগণের উপবেশনের আসন এবং পত্নীবর্গ সমভিব্যাহারে উপবেশনের স্থানসমূহের সাথে যুক্ত।...হে শালা! যে তোমাকে নির্মাণ করেছে এবং যে তোমাকে গ্রহণ ক'রে রেখেছে, সেই দু'জন বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আয়ু লাভ করুক।...শালার অধিস্বামীকে, দাতাকে, অগ্নিকে এবং বিচরণ করণশীল পুরুষকে, তথা তোমাকেও (শালাকেও) আমরা নমস্কার করছি। শালাতে উৎপন্ন হওনশালী গো-সমূহ, অশ্ব-সমুদায়কে এই অন্ন প্রদত্ত হচ্ছে। হে বিজাবতী! হে প্রজাবতী! আমরা তোমার বন্ধনকে উন্মোচিত করছি।...দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে যে ব্যচ (বিস্তৃত অবকাশ) রয়েছে, তার দ্বারা তোমার এই শালাকে গ্রহণ করছি। অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীর যে রচনা-শক্তি আছে, তা আমার উদরস্থ হয়ে থাকে। অতএব আমিই এই শালাকে স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত গ্রহণ করছি।...হে শালা! তুমি প্রতিগ্রহকারীদের নাশ করো না।...তুমি উত্তম পাদশালিনী হস্তিনীর ন্যায় পৃথিবীর উপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকো। বিদ্বানবর্গের মন্ত্রের দ্বারা নির্মিত এই শালীকে সোমপানের স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্র ও অগ্নি রক্ষা করুন। ঘর-রূপ বাসার মধ্যে দেহ-রূপ বাসা বিদ্যমান, তাতে গর্ভকোষ অধোমুখে স্থিত রয়েছে। তারই দ্বারা মরণধর্মী মনুষ্য জন্ম নিয়ে থাকে এবং তারই দ্বারা সমগ্র সংসার উৎপন্ন হয়। দ্বিতল, চারিতল, ছয় বা আট বা দশ কক্ষশালিনী শালা নির্মাণ করা হয়; সেই শালাতে আমি জঠরাগ্নির গর্ভাশয়ে শয়ন করার ন্যায় শায়িত আছি।...যক্ষ্মা ব্যাধির নাশ করণশালী জলকে আমি ভরণ করছি এবং অমৃতময় অগ্নির সাথে ঘরের নিকটে (বা পার্শ্বে) উপবেশন করছি। হে শালা! বধূর সমান আমরা তোমাকে পুষ্ট করছি; তুমি আপন পাশবন্ধন আমাদের দিকে পাতিত করো না।...শালা প্রত্যেক দিকের মহত্বকে নমস্কার। দেবগণ এই আহুতি প্রাপ্ত হোন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উপমিতাং' ইতি সূক্তের শালাসবং দদাতি সবযজ্ঞবিধানেন স্বর্গকামঃ ইতি বিনিয়োগমালা। সূত্রমপি। 'উপমিতাং ইতি যচ্ছালয়া সহ দাস্যন্ ভবতি তদন্তর্ভবত্যপিহিতং' ইত্যাদি (কৌ. ৮/৭)। শালা নাম গৃহং ॥ (৯কা. ২অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির দ্বারা স্বর্গকামী জন সব যজ্ঞবিধানের দ্বারা সূত্রোক্ত প্রকারে গৃহদানের নিমিত্ত বিনিয়োগ করবেন। বংশ-সন্দংশ ইত্যাদির দ্বারা বদ্ধ শালা উদ্ঘাটন পূর্বক প্রতিগ্রহীতাকে দান করণীয়। ...ইত্যাদি ॥ (৯কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ঋষভঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ঋষভ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি]

সাহস্রস্ত্বেষ ঋষভঃ পয়স্বান্ বিশ্বা রূপাণি বক্ষণাসু বিভ্রৎ।
ভদ্রং দাত্রে যজমানায় শিক্ষন্ বার্হস্পত্য উস্রিয়স্তন্তুমাতান্ ॥ ১॥
অপাং যো অগ্রে প্রতিমা বভূব প্রভূঃ সর্বস্মৈ পৃথিবীব দেবী।
পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানাং সাহস্রে পোষে অপি নঃ কৃণোতু ॥ ২॥
পুমানন্তর্বান্তস্থবিরঃ পয়স্বান্ বসোঃ কবন্ধমৃষভো বিভর্তি।
তমিন্দ্রায় পথিভির্দেবযানৈর্হুতমগ্নির্বহতু জাতবেদাঃ ॥ ৩॥
পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাম্।
বৎসো জরায়ু প্রতিধুক্ পীযূষ আমিক্ষা ঘৃতং তদ্বস্য রেতঃ ॥ ৪॥
দেবানাং ভাগ উপনাহ এষোঽপাং রস ওষধীনাং ঘৃতস্য।
সোমস্য ভক্ষমবৃণীত শক্রো বৃহন্নদ্রিরভবদ্ যচ্ছরীরম্ ॥ ৫॥
সোমেন পূর্ণং কলশং বিভর্ষি ত্বষ্টা রূপাণাং জনিতা পশূনাম্।
শিবান্তে সন্তু প্রজন্ব ইহ যা ইমা ন্যস্মভ্যং স্বধিতে যচ্ছ যা অমূঃ ॥ ৬॥
আজ্যং বিভর্তি ঘৃতমস্য রেতঃ সাহস্রঃ পোষস্তমু যজ্ঞমাহুঃ।
ইন্দ্রস্য রূপমৃষভো বসানঃ সো অস্মান্ দেবাঃ শিব ঐভু দত্তঃ ॥ ৭॥
ইন্দ্রস্যৌজো বরুণস্য বাহু অশ্বিনোরংসৌ মরুতামিয়ং ককুৎ।
বৃহস্পতিং সংভৃতমেতমাহুর্যে ধীরাসঃ কবয়ো যে মনীষিণঃ ॥ ৮॥
দৈবীর্বিশঃ পয়স্বানা তনোষি ত্বামিন্দ্রং ত্বাং সরস্বন্তমাহুঃ।
সহস্রং স একমুখা দদাতি যো ব্রাহ্মণ ঋষভমাজুহোতি ॥ ৯॥
বৃহস্পতিঃ সবিতা তে বয়ো দধৌ ত্বষ্টুর্বায়োঃ পর্যাত্মা.ত আভৃতঃ।
অন্তরিক্ষে মনসা ত্বা জুহোমি বর্হিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ১০॥
য ইন্দ্র ইব দেবেষু গোষ্বেতি বিবাবদৎ।
তস্য ঋষভস্যাঙ্গানি ব্রহ্মা সং স্তৌতু ভদ্রয়া ॥ ১১॥
পার্শ্বে আস্তামনুমত্যা ভগস্যাস্তামনুবৃজৌ।
অষ্ঠীবন্তাবব্রবীন্মিত্রো মমৈতৌ কেবলাবিতি ॥ ১২॥
ভসদাসীদাদিত্যানাং শ্রোণী আস্তাং বৃহস্পতেঃ।
পুচ্ছং বাতস্য দেবস্য তেন ধূনোত্যোষধীঃ ॥ ১৩॥
গুদা আসন্ত্সিনীবাল্যাঃ সূর্য্যায়াস্ত্বচমব্রুবন্।
উত্থাতুরব্রুবন্ পদ ঋষভং যদকল্পয়ন্ ॥ ১৪॥

ক্রোড় আসীজ্জামিশংসস্য সোমস্য কলশো ধৃতঃ।
দেবাঃ সঙ্গত্য যৎ সর্ব ঋষভং ব্যকল্পয়ন্ ॥ ১৫॥
তে কুষ্ঠিকাঃ সরমায়ৈ কূর্মেভ্যো অদধুঃ শফান্।
উবধ্যমস্য কীটেভ্যঃ শ্ববর্তেভ্যো অধারয়ন্ ॥ ১৬॥
শৃঙ্গাভ্যাং রক্ষ ঋষত্যবর্তিং হন্তি চক্ষুষা।
শৃণোতি ভদ্রং কর্ণাভ্যাং গবাং যঃ পতিরঘ্ন্যঃ ॥ ১৭॥
শতযাজং স যজতে নৈনং দুন্বন্ত্যগ্নয়ঃ।
জিন্বন্তি বিশ্বে তৎ দেবা যো ব্রাহ্মণ ঋষভমাজুহোতি ॥ ১৮॥
ব্রাহ্মণেভ্য ঋষভং দত্ত্বা বরীয়ঃ কৃণুতে মনঃ।
পুষ্টিং সো অঘ্ন্যানাং স্বে গোষ্ঠেহব পশ্যতে ॥ ১৯॥
গাবঃ সন্তু প্রজাঃ সন্ত্বথো অস্তু তনূবলম্।
তৎ সর্বমনু মন্যন্তাং দেবা ঋষভদায়িনে ॥ ২০॥
অয়ং পিপান ইন্দ্র ইদ্ রয়িং দধাতু চেতনীম্।
অয়ং ধেনুং সুদুঘাং নিত্যবৎসাং বশং দুহাং বিপশ্চিতং পরো দিবঃ ॥ ২১॥
পিশঙ্গরূপো নভসো বয়োধা ঐন্দ্রঃ শুষ্মো বিশ্বরূপো ন আগন্।
আয়ুরস্মভ্যং দধৎ প্রজাং চ রায়শ্চ পোষৈরভি নঃ সচতাম্ ॥ ২২॥
উপেহোপপর্চনাস্মিন্ গোষ্ঠ উপ পৃঞ্চ নঃ।
উপ ঋষভস্য যদ্ রেত উপেন্দ্র ভব বীর্যম্ ॥ ২৩॥
এতং বো যুবানং প্রতি দধ্মো অত্র তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরত বশাঁ অনু।
মা নো হাসিষ্ট জনুষা সুভাগা রায়শ্চ পৌষৈরভি ন সচধ্বম্ ॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ — এটি সহস্র সিঞ্চনে সমর্থ কান্তিমান ঋষভ। এটি দুগ্ধের সাথে যুক্ত। বৃহস্পতির মন্ত্রের দ্বারা যুক্ত গাভীগণের যোগ্য, এই ষণ্ড যজমানের মঙ্গল সাধন পূর্বক সন্তানসমূহের বৃদ্ধি ক'রে থাকে।...ঋষভ বৎসগণের জনক এবং গাভীবর্গের পতি; সে মেঘ সমূহের পালনকর্তা। এর বীর্য অমৃত, আমিক্ষা, প্রতিধুক এবং ঘৃতের স্বরূপ। ঔষধি ও ঘৃত-রস জলের ভাগ, উপনাহ দেবতাগণের ভাগ এবং সোম-পানের নিমিত্ত পর্বতাকার শরীরকে বরণ করেছিলেন।...এই বৃষ ক্ষরণশীল, ঘৃতকে ধারণশালী এবং সহস্র পুষ্টি প্রদান করণশালী। ইন্দ্রের রূপ-ধারণ করতে পারঙ্গম এই ঋষভ আমাদের কল্যাণরূপে মিলিত (প্রাপ্ত) হোক।...এই ঋষভের ওজঃ ইন্দ্রের ভাগ, এর বাহু বরুনের, ককুদ (স্কন্ধের ঝুঁটি) মরুৎ-গণের, অংস (স্কন্ধ) অশ্বিদ্বয়ের এবং সংভৃত (পোষণ) বৃহস্পতির প্রিয়।...হে ঋষভ! তুমি দেবতাগণকে দুগ্ধ, হবিঃ ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত ক'রে বৃদ্ধি সাধিত ক'রে থাকো। এই নিমিত্ত তোমাকে ইন্দ্র বলা হয়। মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞের বৃষভকে দান-করণশালী (অর্থাৎ যিনি বৃষভ-দান করেন), এক মুখশালিনী সহস্র গাভী দান করণশালীর তুল্য হয়ে থাকেন।...ইন্দ্র যেমন দেবতাগণের মধ্যে আগমন করেন, তেমনই গাভীগণের মধ্যে গর্জন করতে করতে আগমনশীল ঋষভের অঙ্গকে ব্রহ্মা মঙ্গলময় বাণীর দ্বারা প্রার্থনা ক'রে থাকেন।...ভগ, অনুমতি, মিত্র, আদিত্য, বায়ু, সূর্য, সিনীবালী প্রমুখ দেবগণ ঋষভের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল্পনা করেছিলেন।...গাভীগণের পতি প্রধান (বা শ্রেষ্ঠ) ঋষভ

শৃঙ্গের দ্বারা রাক্ষসগণকে বিতাড়িত ক'রে থাকে, দৃষ্টির দ্বারা দারিদ্র্য দূর করে এবং আপন শ্রোত্রের দ্বারা সৌভাগ্যকে শ্রবণ করে।...গাভী হোক, প্রজা হোক, শরীরে বল হোক, দাতার নিমিত্ত ঋষভ এই সবই দিয়ে থাকে।...হে ইন্দ্র এই ঋষভের বীর্য তোমারই। হে গাভীগণ! এই যুবা বৃষ তোমাদের নিমিত্ত রক্ষিত আছে। তোমরা এই গোষ্ঠে তার সাথে ক্রীড়া পূর্বক বৎসগণের সাথে বিচরণ করো এবং আমাদের ত্যাগ করো না। তুমি ধনের দ্বারা আমাদের পুষ্ট করো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ব্রাহ্মণো বৃষভং হত্বা তন্মাংসং ভিন্নাভিন্নদেবতাভ্যো জুহোতি। তত্র বৃষভস্য প্রশংসা তদঙ্গানাং চ কতমানি কতমদেবেভ্যঃ প্রিয়াণি ভবন্তি তদ্বিবেচনং। বৃষভবলিহবনস্য মহত্বং চ বর্ণ্যতে। তদুৎপন্নং শ্রেয়শ্চ স্তুয়তে। সাম্প্রদায়িকাস্তু এবং বিনিযুঞ্জন্তি সূক্তং। তদ্যথা। বৃষোৎসর্গে 'সাহস্রঃ' ইত্যর্থসূক্তেন ঋষভং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য বিসৃজেৎ। ...'এতং বো যুবানং' (৯/২/২৪) ইত্যৃচা বৎসস্যাভিমন্ত্রণং কৃত্বা প্রোক্ষণং কুর্যাৎ। তথা অনেন সূক্তেন পুষ্টিকামো বশাবিধানেন (কৌ. ৫/৮) ঋষভেন ইন্দ্রং যজতে। তথা অনেন সূক্তেন সম্পৎকামঃ পৌর্ণমাস্যাং বশাবিধানেন শ্বেতেন ঋষভেণ ইন্দ্রঃ যজতে। ....ইত্যাদি॥ (৯কা. ২অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তে বৃষভকে বলি প্রদান ক'রে তার মাংসে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের নির্দেশ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বৃষভের প্রশংসা ও তার কোন্ কোন্ অঙ্গ কোন্ দেবতার কত প্রিয় তা বলা হয়েছে। বৃষভবলি হবনের ও মহত্ব বর্ণিত হয়েছে।...বৃষোৎসর্গে এই সূক্তের দ্বারা ঋষভকে অভিমন্ত্রিত পূর্বক তাকে ত্যাগ করার বিধান রয়েছে। মূল বিনিয়োগে উল্লেখিত ছয়টি মন্ত্রের সাথে 'এতং বো যুবানং' ঋকটির দ্বারা বৎসের অভিমন্ত্রণ পূর্বক প্রোক্ষণ করণীয়। এই সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকামী ব্যক্তি কর্তৃক বশাবিধানের দ্বারা, সূত্রানুসারে বৃষভের দ্বারা, ইন্দ্রের যাগ করণীয়। আবার সম্পৎকামী ব্যক্তি কর্তৃক পৌর্ণমাসীতে বশাবিধানের দ্বারা, শ্বেতবর্ণের বৃষভের দ্বারা, ইন্দ্রের যাগ করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (৯কা. ২অ. ২সূ.) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : পঞ্চৌদনো অজঃ

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : পঞ্চৌদন-অজ। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, উষ্ণিক, অষ্টি, প্রকৃতি]

আ নয়েতমা রভস্ব সুকৃতাং লোকমপি গচ্ছতু প্রজানন্।
তীর্ত্বা তমাংসি বহুধা মহান্ত্যজো নাকমা ক্রমতাং তৃতীয়ম্ ॥১॥
ইন্দ্রায় ভাগং পরি ত্বা নয়াম্যস্মিন্ যজ্ঞে যজমানায় সূরিম্।
যো নো দ্বিষন্ত্যনু তান্ রভস্বানাগসো যজমানস্য বীরাঃ ॥২॥
প্র পদোঽব নেনিগ্ধি দুশ্চরিতং যচ্চচার শুদ্ধৈঃ শফৈরা ক্রমতাং প্রজানন্।
তীর্ত্বা তমাংসি বহুধা বিপশ্যন্নজো নাকমা ক্রমতাং তৃতীয়ম্ ॥৩॥
অনুচ্ছ্য শ্যামেন ত্বচমেতাং বিশস্তর্যথাবর্পসিনা মাভি মংস্থাঃ।
মাভি দ্রুহঃ পরুশঃ কল্পয়ৈনং তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়ৈনম্ ॥৪॥

ঋচা কুম্ভীমধ্যগ্নৌ শ্রয়াম্যা সিঞ্চোদকমব ধেহ্যেনম্।
পর্যাধত্তাগ্নিনা শমিতারঃ শৃতো গচ্ছতু সুকৃতাং যত্র লোকঃ ॥৫॥
উৎক্রামাতঃ পরি চেদতপ্তস্তপ্তাচ্চরোরধি নাকং তৃতীয়ম্।
অগ্নেরগ্নিরধি সং বভূবিথ জ্যোতিষ্মন্তমভি লোকং জয়ৈতম্ ॥৬॥
অজো অগ্নিরজমু জ্যোতিরাহুরজং জীবতা ব্রহ্মণে দেয়মাহুঃ।
অজস্তমাংস্যপ হন্তি দূরমস্মিংল্লোকে শ্রদ্দধানেন দত্তঃ ॥৭॥
পঞ্চৌদনং পঞ্চধা বি ক্রমতামাক্রংস্যমানস্ত্রীণি জ্যোতীংষি।
ঈজানানাং সুকৃতাং প্রেহি মধ্যং তৃতীয়ে নাকে অধি বি শ্রয়স্ব ॥৮॥
অজা রোহ সুকৃতাং যত্র লোকঃ শরভো ন চত্তোঽতি দুর্গাণ্যেষঃ।
পঞ্চৌদনো ব্রহ্মণে দীয়মানঃ স দাতারং তৃপ্ত্যা তর্পয়াতি ॥৯॥
অজস্ত্রিনাকে ত্রিদিবে ত্রিপৃষ্ঠে নাকস্য পৃষ্ঠে দদিবাংস দধাতি।
পঞ্চৌদনো ব্রহ্মণে দীয়মানো বিশ্বরূপা ধেনুঃ কামদুঘাস্যেকা ॥১০॥
এতদ্ বো জ্যোতিঃ পিতরস্তৃতীয়ং পঞ্চৌদনং ব্রহ্মণেঽজং দদাতি।
অজস্তমাংস্যপ হন্তি দূরমস্মিংল্লোকে শ্রদ্দধানেন দত্তঃ ॥১১॥
ঈজানানাং সুকৃতাং লোকমীপ্সন্ পঞ্চৌদনং ব্রহ্মণেঽজং দদাতি।
স ব্যাপ্তিমভি লোকং জয়ৈতং শিবোঽস্মভ্যং প্রতিগৃহীতো অস্তু ॥১২॥
অজো হ্যগ্নেরজনিষ্ট শোকাদ বিপ্রো বিপ্রস্য সহসো বিপশ্চিৎ।
ইষ্টং পূর্তমভিপূর্তং বষট্কৃতং তৎ দেবা ঋতুশঃ কল্পয়ন্তু ॥১৩॥
অমোতং বাসো দদ্যাদ্ধিরণ্যমপি দক্ষিণাম্।
তথা লোকান্ৎসমাপ্নোতি যে দিব্যা যে চ পার্থিবাঃ ॥১৪॥
এতাস্ত্বাজোপ যন্তু ধারাঃ সৌম্যা দেবীর্ঘৃতপৃষ্ঠা মধুশ্চুতঃ।
স্তভান পৃথিবীমুত দ্যাং নাকস্য পৃষ্ঠেঽধি সপ্তরশ্মৌ ॥১৫॥
অজোঽস্যজ স্বর্গোঽসি ত্বয়া লোকমঙ্গিরসঃ প্রাজানন্।
ত্বং লোকং পুণ্যং প্র জ্ঞেষম্ ॥১৬॥
যেনা সহস্রং বহসি যেনাগ্নে সর্ববেদসম্।
তেনেমং যজ্ঞং নো বহ স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥১৭॥
অজঃ পক্বঃ স্বর্গে লোকে দধাতি পঞ্চৌদনো নির্ঋতিং বাধমানঃ।
তেন লোকান্ৎসূর্যবতো জয়েম ॥১৮॥
যং ব্রাহ্মণে নিদধে যং চ বিক্ষু যা বিপ্রুষ ওদনানামজস্য।
সর্বং তদগ্নে সুকৃতস্য লোকে জানীতান্নঃ সঙ্গমনে পথীনাম্ ॥১৯॥
অজো বা ইদমগ্রে ব্যক্রমত তস্যোর ইয়মভবদ্দ্যৌঃ পৃষ্ঠম্।
অন্তরিক্ষং মধ্যং দিশঃ পার্শ্বে সমুদ্রৌ কুক্ষী ॥২০॥

সত্যং চর্তং চ চক্ষুষী বিশ্বং সত্যং শ্রদ্ধা প্রাণো বিরাট্ শিরঃ।
এষ বা অপরিমিতো যজ্ঞো যদজঃ পঞ্চৌদনঃ ॥২১॥
অপরিমিতমেব যজ্ঞনাপ্নোত্যপরিমিতং লোকমব রুন্ধে।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥২২॥
নাস্যাস্থীনি ভিন্দ্যান্ন মজ্জ্ঞো নির্ধয়েৎ।
সর্বমেনং সমাদায়েদমিদং প্র বেশয়েৎ ॥২৩॥
ইদমিদমেবাস্য রূপং ভবতি তেনৈনং সং গময়তি।
ইষং মহ উর্জমস্মৈ দুহে যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥২৪॥
পঞ্চ রুক্মা পঞ্চ নবানি বস্ত্রা পঞ্চাস্মৈ ধেনবঃ কামদুঘা ভবন্তি।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥২৫॥
পঞ্চ রুক্মা জ্যোতিরস্মৈ ভবন্তি বর্ম বাসাংসি তন্বে ভবন্তি।
স্বর্গং লোকমশ্নুতে যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥২৬॥
যা পূর্বং পতিং বিত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোযতঃ ॥২৭॥
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥২৮॥
অনুপূর্ববৎসাং ধেনুমনড্বাহমুপবর্হণম্।
বাসো হিরণ্যং দত্ত্বা তে যন্তি দিবমুত্তমাম্ ॥২৯॥
আত্মানং পিতরং পুত্রং পৌত্রং পিতামহম্।
জায়াং জনিত্রীং মাতরং যে প্রিয়াস্তানুপ হ্বয়ে ॥৩০॥
যা বৈ নৈদাঘং নামর্তুং বেদ। এষ বৈ নৈদাঘো নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥৩১॥
যো বৈ কুর্বন্তং নামর্তুং বেদ।
কুর্বতীংকুর্বতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে।
এষ বৈ কুর্বন্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যত্মনা।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥৩২॥
যো বৈ সংযন্তং নামর্তুং বেদ।
সংযতীংসংযতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে।
এষ বৈ সংযন্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যত্মনা।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥৩৩॥

যো বৈ পিন্বন্তং নামর্তুং বেদ।
পিন্বতীংপিন্বতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে।
এষ বৈ পিন্বন্নামর্তুর্যজদঃ পঞ্চৌদনং।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহাতি ভবত্যত্মনা।
যোঽজং পঞ্চোদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥৩৪॥
যো বা উদ্যন্তং নামর্তুং বেদ।
উদ্যতীমুদ্যতীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে।
এষ বা উদ্যন্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥৩৫॥
যো বা অভিভুবং নামর্তুং বেদ।
অভিভবন্তীমভিভবন্তীমেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়মা দত্তে।
এষ বা অভিভূর্নামর্তুর্যদজঃ পঞ্চৌদনঃ।
নিরেবাপ্রিয়স্য ভ্রাতৃব্যস্য শ্রিয়ং দহতি ভবত্যাত্মনা।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥৩৬॥
অজং চ পচত পঞ্চ চৌদনান্।
সর্বা দিশঃ সম্মনসঃ সধ্রীচীঃ সান্তর্দেশাঃ
প্রতি গৃহ্নন্তু ত এতম্ ॥৩৭॥
তাস্তে রক্ষন্তু তব ভুভ্যমেতং তাভ্য আজ্যং হবিরিদং জুহোমি ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ — (এই সূক্তে যে 'অজ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ 'ছাগ বা পাঁঠা' ব'লে বুঝলে ভুল হবে; বরং এর অর্থ 'অজন্মা জীবাত্মা' বোঝাই উচিত। কারণ এই সূক্তেই বলা হয়েছে 'অজ হলো ব্রহ্মজ্ঞানী, বলকে জ্ঞাতশালী এবং অগ্নির শিখায় প্রকটনশালী')।

এই অজকে নিয়ে যজ্ঞ-কার্য আরম্ভ করো। যে লোকে পুণ্যাত্মা গমন করেন, সেখানে এই অজও গমন করুক এবং অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্গপ্রাপ্ত হোক। হে বিজ্ঞ অজ! এই যজ্ঞে, আমি তোমাকে ইন্দ্রের ভাগের নিমিত্ত যজমানের নিকট সমর্পণ করছি। তুমি আমাদের বৈরীগণের উপর পাদস্থাপন করো। এই যজমানের পুত্র ইত্যাদি তা'হলে পাপরহিত হোক।...হে অজ! তুমি বিভিন্ন লোককে দর্শন পূর্বক তৃতীয় নাকে (স্বর্গে) গমন করো।...আমি ঋকের (মন্ত্রের) দ্বারা অগ্নির উপর কলসকে স্থাপিত করছি।...অজই জ্যোতি, সে-ই অগ্নি; জীবিত পুরুষ অজকে দান করুক। শ্রদ্ধার সাথে এই লোকে দান-কৃত অজ পাপসমূহকে দূরীভূত ক'রে স্বর্গের সাধন ক'রে থাকে। পঞ্চৌদনের (পঞ্চযজ্ঞের) পাঁচটি ক্রম আছে। তা সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই জ্যোতিত্রয়ের উপর আরোহণ করে। হে পঞ্চৌদন! তুমি যজ্ঞাত্মক সুকর্মের মধ্যে গমন ক'রে স্বর্গকে প্রাপ্ত হও।...ব্রহ্মার নিমিত্ত কৃত পঞ্চৌদন দাতাকে তৃপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে। এই অজ দাতাকে তৃতীয় নাক ও ত্রিপৃষ্ঠ ইত্যাদি স্বর্গে আরোহিত করিয়ে দিয়ে থাকে। হে অজ! ব্রহ্মার নিমিত্ত দানকৃত হয়ে পঞ্চৌদন দাতার নিকট কাম পূর্ণ করণশালিনী ধেনুতে পরিণত হয়ে যায়।...হে পিতৃগণ! ব্রহ্মার নিমিত্ত তৃতীয় পঞ্চৌদন রূপ যে অজকে দান করা

হয়, তা তোমাদের নিমিত্ত জ্যোতিরূপ হয়ে যায়। ...এই অজ ব্রহ্মাকে জ্ঞাতশালী, বলকে জ্ঞাতশালী এবং অগ্নির জ্বালার দ্বারা প্রকট হওনশালী। এর দ্বারা পূর্ণ ইষ্টপূর্তি, অভিপূর্তি ও বর্ষট্‌কর্মকে দেবগণ কল্পিত করুন। ...হে অজ! তুমিই স্বর্গ, এমনকি অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণও তোমার দ্বারাই স্বর্গকে জ্ঞাত হয়েছিলেন।...অজ প্রথমে ব্যক্রমণ করেছিল, ভূমি তার উদর, দ্যৌ তার পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ মধ্যভাগ, দিক্‌সমূহ পঞ্জর, তথা সমুদ্র কুক্ষি হয়েছিল। তার নেত্র সত্য ও ঋতু হয়েছিল, শির বিরাট্ হয়েছিল, প্রাণ সত্য ও শ্রদ্ধা হয়েছিল; এই নিমিত্ত পঞ্চৌদন অজ অসীমিত যজ্ঞই হয়ে গিয়েছিল।...যে ব্যক্তি দক্ষিণাযুক্ত পঞ্চৌদন অজকে দান ক'রে থাকেন, তিনি স্বর্গকে উপভোগ ক'রে থাকেন।...যে দাতা উপবর্হণ বৃষভ এবং অনুপূর্ববৎসা ধেনুকে স্বর্ণ-বস্ত্রের সাথে দান ক'রে থাকে, সে শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে গমন ক'রে থাকে।...পঞ্চৌদন অজই নৈদাঘ ঋতু। যে এই নৈদাঘ নামক গ্রীষ্ম ঋতুকে জ্ঞাতশালী হয় এবং পঞ্চৌদন অজকে দক্ষিণার সাথে দান করে, তার শুভ কর্ম শত্রুর ঐশ্বর্যকে ভস্মীভূত ক'রে দিয়ে থাকে।...পঞ্চৌদন অজকে কুর্বন্ত ঋতুরূপে জ্ঞাত হয়ে, কিংবা তাকে সংযন্ত ঋতুরূপে জ্ঞাত হয়ে, কিংবা তাকে পিন্বন্ত ঋতুরূপে জ্ঞাত হয়ে, কিংবা তাকে উদ্যন্ত ঋতুরূপে জ্ঞাত হয়ে, কিংবা তাকে অভিভূ ঋতুরূপে জ্ঞাত হয়ে, ঐ ঐ ঋতুতে দক্ষিণাযুক্ত পঞ্চৌদনকে দান করে, সে শত্রুর ধনসমূহ, সম্পদরাশি, ঐশ্বর্য, লক্ষ্মী ইত্যাদি ভস্ম ক'রে থাকে। ...সকল দিক, সকল অন্তর্দিকের সাথে সমান মনঃশালিনী হয়ে এই পঞ্চৌদনকে স্বাগত করুক। সেই দিকসমূহ, (হে যজমান!) তোমার যজ্ঞের রক্ষক হোক; তাদের নিমিত্ত আমি (ঋত্বিক) এই হবিঃ সমর্পণ করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অস্মিন সূক্তে পঞ্চৌদনে নামে সবে হূয়মানস্যাজস্য জীবতো মারিতস্য চ প্রশংসা। অপরাজিতায়া আনীয়মানোজঃ প্রোক্তপ্রকারেণ হতঃ সংস্কৃতশ্চ ইন্দ্রং তর্পয়িত্বা তৃতীয়নাকে নাম স্বর্গভাগে যদ্বা সুকৃতাং পুঞ্জলোকে গচ্ছতি। তত্র গতপূর্বস্য যজমানাদেশ্চ তমোহন্তা ভবতীত্যাদি বর্ণনং। সাম্প্রদায়িকা অপ্যেবমেব। পঞ্চৌদনসবে 'আ নয়েতং' ইত্যর্থসূক্তস্য বিনিয়োগঃ।...তথা অগ্নিচয়নে পুনশ্চিতৌ 'যেনা সহস্রং' ইত্যনয়া গার্হপত্যে চীয়মানা ইষ্টকা ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়েত। তদ্ উক্তং বৈতানে। ...'যেনা সহস্রং' ইতি বৈশ্বকর্মণহোমান' ইতি (বৈ. ৫/২ ॥ (৯কা. ৩অ. ১সূ.) ॥

টীকা — এই সূক্তে পঞ্চৌদন নামক যজ্ঞে হূয়মান অজের প্রশংসা করা হয়েছে। সূত্রোক্তপ্রকারে ইন্দ্রের তর্পণ পূর্বক তৃতীয় নাক নামক স্বর্গভাগে গমন করা যায়। সেই স্থানে গমনকারী যজমানগণের অন্ধকার বিনাশ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। সূত্রোক্তপ্রকারে এই সূক্তের অপরাপর মন্ত্রগুলির দ্বারা অগ্নিচয়ন ইত্যাদি নানা কর্মের বিনিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যেমন এই সূক্তের ১৭শ তম ('যেনা সহস্রং') মন্ত্রটির বৈশ্যকর্মহোমে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বৈতান সূত্রের (৫/২) কথা উল্লেখিত হয়েছে।...ইত্যাদি ॥ (৯কা. ৩অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অতিথি-সৎকারঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অতিথি, বিদ্যা। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, জগতী, পংক্তি]

যো বিদ্যাদ্ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং পরূংষি যস্য
সম্ভারা ঋচো যস্যানূক্যম্ ॥ ১॥

সামানি যস্য লোমানি যজুর্হৃদয়মুচ্যতে পরিস্তরণমিদ্ধবিঃ ॥ ২॥
যদ্ বা অতিথিপতিরতিথীন্ প্রতিপশ্যতি দেবযজনং প্রেক্ষতে ॥ ৩॥
যদভিবদতি দীক্ষামুপৈতে যদুদকং যাচত্যপঃ প্রণয়তি ॥ ৪॥
যা এব যজ্ঞ আপঃ প্রণীয়ন্তে তা এব তাঃ ॥ ৫॥
যৎ তর্পণমাহরন্তি য এবাগ্নীষোমীয়ঃ পশুর্বধ্যতে স এব সঃ ॥ ৬॥
যদাবসথান্ কল্পয়ন্তি সদোহবির্ধানান্যেব তৎ কল্পয়ন্তি ॥ ৭॥
যদুপস্তৃণন্তি বর্হিরেব তৎ ॥ ৮॥
যদুপরিশয়নমাহরন্তি স্বর্গমেব তেন লোকমব রুন্ধে ॥ ৯॥
যৎ কশিপূপবর্হণমাহরন্তি পরিধয় এব তে ॥ ১০॥
যদাঞ্জনাভ্যঞ্জনমাহরন্ত্যাজ্যমেব তৎ ॥ ১১॥
যৎ পুরা পরিবেষাৎ খাদমাহরন্তি পুরোডাশাবেব তৌ ॥ ১২॥
যদশনকৃতং হুয়ন্তি হবিষ্কৃতমেব তদ্ ধ্বয়ন্তি ॥ ১৩॥
যে ব্রীহয়ো যবা নিরুপ্যন্তেঽংশব এব তে ॥ ১৪॥
যান্যুলূখলমুসলানি গ্রাবাণ এব তে ॥ ১৫॥
শূর্পং পবিত্রং তুষা ঋজিযাভিষবণীরাপঃ ॥ ১৬॥
স্রুগ্ দর্বির্নেক্ষণমায়বনং দ্রোণকলশাঃ কুম্ভ্যো বায়ব্যানি
পাত্রাণীয়মেব কৃষ্ণাজিনম্ ॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ — যা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের জ্ঞাতা, যার গ্রন্থিতেই সম্ভার এবং অনূক্যই ঋক্‌সমূহ; যার হৃদয় যজুঃ এবং লোম সাম এবং পরিস্তরণই হব্য; যে অতিথিপতি অতিথিকে দেখে থাকে, সে দেবযজ্ঞকেই দর্শনশালী হয়। অতিথির দ্বারা ভাষণই দীক্ষা এবং উদকের প্রার্থনাই প্রণয়নস্বরূপ।... অগ্নিষোমীয় পশুকে বন্ধনই তর্পণ।...ধান্য ও যবই সোম। উলূখল ও মূসলই গ্রাবা।...দর্বীই স্রুবা, শুদ্ধ করণই আয়বন, কলশই দ্রোণকলশ (কুম্ভ) এবং কৃষ্ণমৃগের চর্মই বায়ব্য পাত্র।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যো বিদ্যাৎ' ইতি সূক্তেন জপং করোতি স্বর্গকামঃ ইতি বিনিয়োগমালা সম্প্রদায়ানুসারেণ। বস্তুতস্তু যো বিদ্যাদিত্যারভ্য যৎক্ষত্তারং ইত্যন্তেযু ষট্‌সু পর্যায়েষু অতিথের্মাহাত্মং তথা তস্য সভাজনং তৎসভাজনস্য চ যজ্ঞফলতুল্যং ফলং চেতি আতিথ্যস্য প্রশংসা বর্ণতে।...ইত্যাদি ॥ (৯কা. ৩অ. ২সূ.)॥

টীকা — স্বর্গকামী জন উপর্যুক্ত সূক্তটির দ্বারা সম্প্রদায়ানুসারে সূত্রোক্ত প্রকারে জপ করবেন—এমনই বিনিয়োগের নির্দেশ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সূক্তটি এবং এর পরবর্তী পাঁচটি সূক্তে একই রকমের বক্তব্য ও বিনিয়োগ বিধৃত আছে। এগুলিতে অতিথির মাহাত্ম্য, সভাজন ও তার সভাজনের সেবার যজ্ঞফল লাভের তুল্য ফল ও আতিথেয়তার প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে ॥ (৯কা. ৩অ. ২সূ.)॥

তৃতীয় সূক্ত : অতিথি-সৎকারঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অতিথি, বিদ্যা। ছন্দ : বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

যজমানব্রাহ্মণং বা এতদতিথিপতিঃ কুরুতে যদাহার্যাণি।
প্রেক্ষত ইদং ভূয়া ইদামিতি ॥ ১॥
যদাহ ভূয় উদ্ধরেতি প্রাণমেব তেন বর্ষীয়াংসং কুরুতে ॥ ২॥
উপ হরতি হবীংষ্যা সাদয়তি ॥ ৩॥
তেষামাসন্নানামতিথিরাত্মন্ জুহোতি ॥ ৪॥
স্রুচা হস্তেন প্রাণে যূপে স্রুক্কারেণ বষট্কারেণ ॥ ৫॥
এতে বৈ প্রিয়াশ্চাপ্রিয়াশ্চর্ত্বিজঃ স্বর্গং লোকং গময়ন্তি যদতিথয়ঃ ॥ ৬॥
স য এবং বিদ্বান্ ন দ্বিষন্নশ্নীয়ান্ন দ্বিষতোঽন্নমশ্নীয়ান্ন
মীমাংসিতস্য ন মীমাংসমানস্য ॥ ৭॥
সর্বো বা এষ জগ্ধপাপ্মা যস্যান্নমশ্নন্তি ॥ ৮॥
সর্বো বা এষোঽজগ্ধপাপ্মা যস্যান্নং নাশ্নন্তি ॥ ৯॥
সর্বদা বা এষ যুক্তগ্রাবার্দ্রপবিত্রো বিততাধ্বর
আহৃতযজ্ঞক্রতুর্য উপহরতি ॥ ১০॥
প্রাজাপত্যো বা এতস্য যজ্ঞো বিততো য উপহরতি ॥ ১১॥
প্রজাপতের্বা এষ বিক্রমাননুবিক্রমতে য উপহরতি ॥ ১২॥
যোঽতিথীনাং স আহবনীয়ো যো বেশ্মনি স গার্হপত্যো।
যস্মিন্ পচন্তি স দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — এই অতিথিপতি অধিক গুণসম্পন্ন, এইরকম দর্শনশালী যজমান ব্রাহ্মণেরই হিত সাধিত হয়। উঠাও, ভক্ষণ করো (অতিথিকে) এমন কহনশীল ব্যক্তি তাঁর প্রাণেরই বৃদ্ধি সাধিত করেন।...উপহরণ পূর্বক অতিথি সেই হবিকে গ্রহণ ক'রে থাকেন। অতিথি সেই স্পৃষ্ট হওয়া পদার্থকে আপন আত্মায় হবন ক'রে থাকেন। তিনি হস্তরূপী স্রুবায়, প্রাণরূপী যূপে এবং বষট্কার রূপী স্রুক্কারের দ্বারা আপন আত্মায় হবন ক'রে থাকেন।...অতিথিগণকে সর্বদা অন্নদানরত ব্যক্তি গ্রাবাসমূহ সহ, আর্দ্র পবিত্র যজ্ঞকরণশালী ও যজ্ঞকে পূর্ণ করণশালী হয়ে থাকেন।...অতিথি-আহ্বানই আহ্বনীয় অগ্নি, গৃহে স্থিত অগ্নিই গার্হপত্য অগ্নি এবং রন্ধনশীল অগ্নিই দক্ষিণাগ্নি।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৯কা. ৩অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অতিথি-সংকারঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অতিথি, বিদ্যা। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্]

ইষ্টং চ বা এষ পূর্তং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ১॥
পয়শ্চ বা এষ রসং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ২॥
ঊর্জাং চ বা এষ স্ফাতিং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৩॥
প্রজাং চ বা এষ পশূংশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৪॥
কীর্তিং চ বা এষ যশশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৫॥
শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৬॥
এষ বা অতিথির্যচ্ছ্রোত্রিয়স্তস্মাৎ পূর্বো নাশ্নীয়াৎ ॥ ৭॥
অশিতাবত্যতিথাবশ্নীয়াদ্ যজ্ঞস্য সাত্মত্বায়।
যজ্ঞস্যাবিচ্ছেদায় তদ্ ব্রতম্ ॥ ৮॥
এতদ্ বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা তদেব নাশ্নীয়াৎ ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — যিনি অতিথির পূর্বে ভোজন ক'রে থাকেন, তিনি গৃহের সকল ইষ্টকর্মের ফলকেই ভক্ষণ ক'রে থাকেন। এইভাবে, অতিথির পূর্বে ভোজনকারী ব্যক্তি তাঁর গৃহের দুগ্ধ ও রসকে, গৃহের বল ও সমৃদ্ধিকে, গৃহের প্রজা ও পশুকে, গৃহের যশকে এবং গৃহের শ্রী ও সমান মতিকে নষ্ট ক'রে থাকেন। শ্রোত্রিয়ই বাস্তবিক রূপে অতিথি হয়ে থাকেন, সুতরাং তাঁর পূর্বে ভোজন করা উচিত নয়। অতিথির ভোজনের পর ভোজন করাই গৃহস্থের ব্রত। গাভীর দুগ্ধ ও মাংস (আমিষ পদার্থ) ভক্ষণ অনুচিত।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ দ্বিতীয় সূক্তে উল্লেখিত হয়েছে॥ (৯কা. ৩অ. ৪সূ.)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : অতিথি-সংকারঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অতিথি, বিদ্যা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি]

স য এবং বিদ্বান্ ক্ষীরমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ১॥
যাবদগ্নিষ্টোমেনেষ্ট্বা সুসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ২॥
স য এবং বিদ্বান্‌ৎসর্পিরুপসিচ্যোপহরতি ॥ ৩॥
যাবদিতরাত্রেণেষ্ট্বা সুসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ৪॥
স য এবং বিদ্বান্ মধূপসিচ্যোপহরতি ॥ ৫॥
যাবৎ সত্রসদ্যেনেষ্ট্বা সুসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ৬॥

স য এবং বিদ্বান্ মাংসমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ৭॥
যাবদ্ দ্বাদশাহেনেষ্ট্বা সুসমৃদ্ধেনাবরুন্ধে তাবদেনেনাব রুন্ধে ॥ ৮॥
স য এবং বিদ্বানুদকমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ৯॥
প্রজানাং প্রজননায় গচ্ছতি প্রতিষ্ঠাং প্রিয়ঃ প্রজানাং ভবতি
য এবং বিদ্বানুদকমুপসিচ্যোপহরতি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই সম্পর্কে যিনি জ্ঞাত আছেন (অর্থাৎ গো-দুগ্ধ ভক্ষণ অনুচিত, এই কথা যিনি জানেন), তিনি দুগ্ধকে উপসেচন পূর্বক অতিথির নিমিত্ত ভোজ্য পদার্থে পরিণত ক'রে অগ্নিষ্টোমের দ্বারা যজ্ঞ করার পর যতটুকু স্থান নিজের নিমিত্ত উন্মুক্ত (প্রাপ্ত) করা হয়, অতিথির (সেবার) দ্বারা ততটাই স্থান প্রাপ্ত হন। ...অতিথির নিমিত্ত ঘৃতকে উপসেচনকারী জন, অতিরাত্র যজ্ঞ সাধনের পরে স্বর্গের যতটুকু অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতিথির দ্বারা ততটাই অধিকার লাভ করেন। অতিথির নিমিত্ত মধুযুক্ত ভোজ্য পদার্থ আনয়নকারী জন সত্রসদ্য যজ্ঞের ফলের ন্যায় স্বর্গফল প্রাপ্ত হন। এইভাবে অতিথির নিমিত্ত বস্ত্রকে উপসেচন পূর্বক খাদ্য আনয়নকারী ব্যক্তি দ্বাদশাহ কর্মের ফল লাভ করেন। অতিথির নিমিত্ত জল উপসেচনপূর্বক ভোজ্য আনয়নকারী পুরুষ সন্তানবর্গের প্রজনন প্রাপ্ত হন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং প্রজাবর্গের প্রিয় রূপে গণ্য হন।—ইত্যাদি।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৯কা. ৩অ. ৫সূ.)॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অতিথি-সৎকারঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অতিথি, বিদ্যা। ছন্দ : উষ্ণিক্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী]

তস্মা উষা হিঙ্ক্‌কৃণোতি সবিতা প্র স্তৌতি ॥ ১॥
বৃহস্পতিরূর্জয়োদ্গায়তি ত্বষ্টা পুষ্ট্যা প্রতি
হরতি বিশ্বে দেবা নিধনম্ ॥ ২॥
নিধনং ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩॥
তস্মা উদ্যন্ত্সূর্যো হিঙ্ক্‌কৃণোতি সঙ্গবঃ প্র স্তৌতি ॥ ৪॥
মধ্যন্দিন উদ্গায়ত্যপরাহ্নঃ প্রতি হরত্যস্তংযন্নিধনম্।
নিধনম্ ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫॥
তস্মা অভ্রো ভবন্ হিঙ্ক্‌কৃণোতি স্তনয়ন্ প্র স্তৌতি ॥ ৬॥
বিদ্যোতমানঃ প্রতি হরতি বর্ষন্নুদ্গায়ত্যুদ্গৃহ্ণন্ নিধনম্।
নিধনম্ ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশূনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭॥
অতিথীন্ প্রতি পশ্যতি হিঙ্ক্‌কৃণোত্যভি বদতি প্র
স্তৌতুদকং যাচত্যুদ্গায়তি ॥ ৮॥

উপ হরতি প্রতি হরত্যুচ্ছিষ্ঠং নিধনম্ ॥ ৯॥
নিধনং ভূত্যাঃ প্রজায়াঃ পশুনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — অতিথি-সেবকের নিমিত্তই প্রজাগণ ধন্য ধন্য রব করে, সূর্য তাঁকে যশস্বী করেন, বৃহস্পতি অন্নরসের দ্বারা উৎপন্ন পুষ্টি উদ্‌গায়ন করেন, ত্বষ্টা পুষ্টি দান করেন এবং সামপরিসমাপ্ত করণশালিনী বাণীর দ্বারা বিশ্বদেবগণ তাঁর স্তুতি ক'রে থাকেন। সূর্য তাঁর প্রশংসাও করেন এবং তিনি ঐ অতিথি-সেবকের মৃত্যুকে বিনাশ করেন।...মেঘও তাঁর প্রশংসায় গর্জন করে।...এমন যিনি জানেন, তিনি ভূতি (অষ্ট-ঐশ্বর্য), প্রজা ইত্যাদি লাভ করেন।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৯কা. ৩অ. ৬সূ.) ॥

সপ্তম সূক্ত : অতিথি-সংকারঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অতিথি, বিদ্যা। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, বৃহতী, জগতী, ত্রিষ্টুপ্]

যৎ ক্ষত্তারং হ্বয়ত্যা শ্রাবয়ত্যেব তৎ ॥ ১॥
যৎ প্রতিশৃণোতি প্রত্যাশ্রাবয়ত্যেব তৎ ॥ ২॥
যৎ পরিবেষ্টারঃ পাত্রহস্তাঃ পূর্বে চাপরে চ প্রপদ্যন্তে।
চমসাধ্বর্যব এব তে ॥ ৩॥
তেষাং ন কশ্চনাহোতা ॥ ৪॥
যদ্ বা অতিথিপতিরতিথীন্ পরিবিষ্য গৃহানুপোদৈত্যবভৃথমেব তদুপাবৈতি ॥ ৫॥
যৎ সভাগয়তি দক্ষিণাঃ সভাগয়তি যদনুতিষ্ঠত উদবস্যত্যেব তৎ ॥ ৬॥
স উপহূতঃ পৃথিব্যাং ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যৎ পৃথিব্যাং বিশ্বরূপম্ ॥ ৭॥
স উপহূতোঽন্তরিক্ষে ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যদন্তরিক্ষে বিশ্বরূপম্ ॥ ৮॥
স উপহূতো দিবি ভক্ষয়ত্যুপৃতস্তস্মিন্ যদ্ দিবি বিশ্বরূপম্ ॥ ৯॥
স উপহূতো দেবেষু ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যদ্ দেবেষু বিশ্বরূপম্ ॥ ১০॥
স উপহূতো লোকেষু ভক্ষয়ত্যুপহূতস্তস্মিন্ যল্লোকেষু বিশ্বরূপম্ ॥ ১১॥
স উপহূত উপহূতঃ ॥ ১২॥
অপ্নোতীমং লোকমাপ্নোত্যমুম্ ॥ ১৩॥
জ্যোতিষ্মতো. লোকান্ জয়তি য এবং বেদ ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ — যিনি অভিলষিত কার্যশালী ক্ষত্তাকে আহ্বান করেন, তিনি শ্রুতিকেই শ্রবণশালী হন।...হস্তে পাত্র গ্রহণ ক'রে, অগ্রে-পশ্চাতে ভ্রমণ পূর্বক পরিবেশনশালীই চমস ও অধ্বর্যু।...অতিথিগণকে পরিবেশন ক'রে গৃহের নিকটে আগমনশীল অতিথিপতি, অবভৃথ স্নান পূর্বক গৃহে উপবেশনকারীর সমান। ভোজনসামগ্রীগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে পরিবেশন ক'রে দক্ষিণা দিয়ে

দণ্ডায়মান থাকা, এটাই উদবসান।...উপহূত হওয়ার পর দেবতাগণের মধ্যে ভোজন করা হয়, দেবগণের মধ্যে যে প্রাণী আছে, তাদের দ্বারা উপহূত হয়ে থাকে।...(অতিথিপতি) এই লোক ও পরলোকেও সাদরে আহূত হয়ে থাকেন। তিনি এই লোক ও পরলোককে লাভ ক'রে থাকেন। যিনি এই তথ্য জ্ঞাত হন, তিনি জ্যোতির্ময় লোক প্রাপ্ত হন।

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ববৎ ॥ (৯কা. ৩অ. ৭সূ.)॥

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : গৌঃ

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : গো। ছন্দ : বৃহতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী. জগতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্]

প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ শৃঙ্গে ইন্দ্রঃ শিরো অগ্নির্ললাটং যমঃ কৃকাটম্ ॥১॥
সোমো রাজা মস্তিষ্কো দৌরুত্তরহনুঃ পৃথিব্যধরহনুঃ ॥২॥
বিদজজ্জিহ্বা মরুতো দন্তা রেবতীর্গ্রীবাঃ কৃত্তিকা স্কন্ধা ঘর্মো বহঃ ॥৩॥
বিশ্বং বায়ুঃ স্বর্গো লোকঃ কৃষ্ণদ্রং বিধরণী নিবেষ্যঃ ॥৪॥
শ্যেনঃ ক্রোড়োঽন্তরিক্ষং পাজস্যং বৃহস্পতিঃ ককুদ্ বৃহতীঃ কীকসাঃ ॥৫॥
দেবানাং পত্নী পৃষ্টয়ঃ উপসদঃ পর্শবঃ ॥৬॥
মিত্রশ্চ বরুণশ্চাংসৌ ত্বষ্টা চার্যমা চ দোষণী মহাদেবো বাহূ ॥৭॥
ইন্দ্রাণী ভসদ্ বায়ুঃ পুচ্ছং পবমানো বালাঃ ॥৮॥
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ শ্রেণী বলমূরূ ॥৯॥
ধাতা চ সবিতা চাষ্ঠীবন্তৌ জঙ্ঘা গন্ধর্ব অপ্সরসঃ কুষ্ঠিকা
আদিতিঃ শফাঃ ॥১০॥
চেতো হৃদয়ং যকৃন্মেধা ব্রতং পুরীতৎ ॥১১॥
ক্ষুৎ কুক্ষিরিরা বনিষ্ঠুঃ পর্বতাঃ প্লাশয়ঃ ॥১২॥
ক্রোধো বৃক্কৌ মন্যুরাণ্ডৌ প্রজা শেপঃ ॥১৩॥
নদী সূত্রী বর্ষস্য পতয় স্তনা স্তনরিত্নুরূধঃ ॥১৪॥
বিশ্বব্যচাশ্চর্মৌষধয়ো লোমানি নক্ষত্রাণি রূপম্ ॥১৫॥
দেবজনা গুদা মনুষ্যা আন্ত্রাণ্যত্রা উদরম্ ॥১৬॥
রক্ষাংসি লোহিতমিতরজনা ঊবধ্যম্ ॥১৭॥
অভ্রং পীবো মজ্জা নিধনম্ ॥১৮॥
অগ্নিরাসীন উত্থিতোঽশ্বিনা ॥১৯॥
ইন্দ্রঃ প্রাঙ্ তিষ্ঠান্ দক্ষিণা তিষ্ঠন্ যমঃ ॥২০॥

প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্ ধাতোদঙ্ তিষ্ঠন্ত্সবিতা ॥২১॥
তৃণানি প্রাপ্তঃ সোমো রাজা ॥২২॥
মিত্র ঈক্ষমাণ আবৃত্ত আনন্দঃ ॥২৩॥
যূজ্যমানো বৈশ্বদেবো যুক্তঃ প্রজাপতির্বিমুক্ত সর্বম্ ॥২৪॥
এতদ্ বৈ বিশ্বরূপং গোরূপম্ ॥২৫॥
উপৈনং বিশ্বরূপাঃ সর্বরূপাঃ পশবস্তিষ্ঠন্তি য এবং বেদ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ — এই গাভীর শৃঙ্গ পরমেষ্ঠী প্রজাপতি, ইন্দ্র এর শির, অগ্নি ললাট এবং যম গ্রীবা। এর মস্তিষ্ক সোম, উত্তর হনু দ্যৌ, অধর হনু পৃথিবী। মরুৎ-গণ এর দন্ত, বিদজৎ এর জিহ্বা, কৃত্তিকা এর স্কন্ধ এবং রেবতী এর গ্রীবা। বৃহস্পতি এর ককুদ (পৃষ্ঠস্থ মাংসপিণ্ড), বৃহতী এর অস্থিসমূহ, বাজ (শ্যেন) এর ক্রোড়। দেবপত্নীগণ এর পঞ্জর এবং উপসদ্ এর কুক্ষি। এইরকমে মিত্রাবরুণ, মহাদেব, ত্বষ্টা, অর্যমা, অন্তরিক্ষ, ইন্দ্রাণী, বায়ু, পবমান, ধাতা, সবিতা, গন্ধর্ব, অদিতি, অপ্সরাগণ এই গাভীর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে অধিষ্ঠিত। মেধা এর যকৃৎ, চেতঃ এর হৃদয়, ব্রত এর পুরীতৎ নামক নাড়ী। প্রজা এর জননেন্দ্রিয়, মন্যু এর অণ্ডকোষ এবং ক্রোধ এর বৃক্ক। এইভাবে বর্ষপতি, নদী, গর্জন, ইত্যাদিতে অধিষ্ঠিত। এর লোমাবলী যেমন ঔষধি, তেমনই রূপ হলো নক্ষত্র এবং চর্ম হলো বিশ্বব্যচা। দেবতা, মনুষ্য, অন্ন, রাক্ষস, ইতর মনুষ্য, নিধন, অভ্র (মেঘ) অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র, যম ইত্যাদি দেবগণের দ্বারা এবং অপরাপর প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি বিরচিত।...পশ্চিমে অবস্থিত গাভী ধাতা এবং উত্তরে দণ্ডায়মান গাভী সবিতা।...এই হেন সম্পূর্ণ বিশ্বরূপই হলো গো-রূপ। এই তথ্যজ্ঞানী জন প্রত্যেক প্রকারের পশুকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্রজাপতিশ্চ' ইতি সূক্তস্য গৌষ্ঠকর্মণি বিনিয়োগঃ। ....বিস্তরস্তু 'এহ যন্তু পশবঃ' ইতি সূক্তে দ্রষ্টব্যঃ। তথা অনড়ুৎসবে অনেন সূক্তেন নিরুপ্তহবিরভিমর্শনং সম্পাতং দাতৃবাচনং দানং চ কুর্যাৎ।... ইত্যাদি ॥ (৯কা. ৪অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি গোষ্ঠকর্মে বিনিয়োগ করণীয়। ২য় কাণ্ডের চতুর্থ অনুবাকের নবম সূক্তে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। অনড়ুৎসবে এই সূক্তের দ্বারা সূত্রোক্তপ্রকারে নিরুপ্ত হবিঃ অভিমর্শন ক'রে দাতৃবাচন ও দান করণীয়। বস্তুতঃ এই সূক্তে মেধ্য বৃষভের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার রূপ ও তার প্রশংসা বিবৃত হয়েছে ॥ (৯কা. ৪অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : যক্ষ্মানিবারণম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : সর্বশীর্ষাময়াদ্যপাকরণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী, পংক্তি]

শীর্ষক্তিং শীর্ষাময়ং কর্ণশূলং বিলোহিতম্।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥১॥
কর্ণাভ্যাং তে কঙ্কূষেভ্যঃ কর্ণশূলং বিসল্পকল্।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥২॥

যস্য হেতোঃ প্রচ্যবতে যক্ষ্মঃ কর্ণত আস্যতঃ।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৩॥
যঃ কৃণোতি প্রমোতমন্ধং কৃণোতি পুরুষম্।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৪॥
অঙ্গভেদমঙ্গজ্বরং বিশ্বাঙ্গ্যং বিসল্পকম্।
সর্বং শীর্ষণ্যং তে রোগং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৫॥
যস্য ভীমঃ প্রতীকাশ উদ্বেপয়তি পূরুষম্।
তক্মানং বিশ্বশারদং বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৬॥
য ঊরূ অনুসর্পত্যথো এতি গবীনিকে।
যক্ষ্মং তে অন্তরঙ্গেভ্যো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৭॥
যদি কামাদপকামাদ্ধৃয়াজ্জায়তে পরি।
হৃদো বলাসমঙ্গেভ্যো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৮॥
হরিমাণং তে অঙ্গেভ্যোঽপ্বামন্তরোদরাৎ।
যক্ষ্মোধামন্তরাত্মনো বহির্নির্মন্ত্রয়ামহে ॥৯॥
আসো বলাসো ভবতু মূত্রং ভবত্বাময়ৎ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥১০॥
বহির্বিলং নির্দ্রবতু কাহাবাহং তবোদরাৎ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং তৎ ॥১১॥
উদরাৎ তে ক্লোম্নো নাভ্যা হৃদয়াদধি।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥১২॥
যাঃ সীমানং বিরুজন্তি মূর্ধানং প্রত্যর্ষণীঃ।
অহিং সন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥১৩॥
যা হৃদয়মুপর্ষন্ত্যনুতন্বতি কীকসাঃ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥১৪॥
যাঃ পার্শ্বে উপর্ষন্ত্যনু নিক্ষতি পৃষ্টীঃ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥১৫॥
যাস্তিরশ্চীরুপর্ষন্ত্যর্ষণীর্বক্ষণাসু তে।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥১৬॥
যা গুদা অনুসর্পন্ত্যান্ত্রাণি মোহয়ন্তি চ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥১৭॥
যা মজ্জ্ঞো নির্ধয়ন্তি পরূংষি বিরুজন্তি চ।
অহিংসন্তীরনাময়া নির্দ্রবন্তু বহির্বিলম্ ॥১৮॥

যে অঙ্গানি মদয়ন্তি যক্ষ্মাসো রোপণাস্তব।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥১৯॥
বিসল্পস্য বিদ্রধস্য বাতীকারস্য বালজেঃ।
যক্ষ্মাণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচমহং ত্বৎ ॥২০॥
পাদাভ্যাং তে জানুভ্যাং শ্রোণিভ্যাং পরি ভংসসঃ।
অনূকাদর্ষণীরুষ্ণিহাভ্যঃ শীর্ষ্ণো রোগমনীনশম্ ॥২১॥
সং তে শীর্ষ্ণঃ কপালানি হৃদয়স্য চ যো বিধুঃ।
উদ্যন্নাদিত্য রশ্মিভিঃ শীর্ষ্ণো রোগমনীনশোঽঙ্গভেদমশীশমঃ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা তোমার শীর্ষাময়, শীর্ষক্তি, কর্ণশূল ও বিলোহিত—সকল শীর্ষ ব্যাধিকে দূর করছি। তোমার কর্ণ হ'তে কর্ণশূল ও বিসল্পক রোগকে আমি বাহির ক'রে দিচ্ছি। মস্তিষ্কের যে ব্যাধির কারণে যক্ষ্মারোগ কর্ণ ও মুখের দ্বারা হয়ে থাকে, সেই শীর্ষণ্য রোগের বিষসমূহকে আমরা দূর করছি। যে রোগ অন্ধ ক'রে দিয়ে থাকে, সেই শির-রোগকে আমরা পূর্ণতঃ পৃথক্ ক'রে দিচ্ছি। এইভাবে আমরা অঙ্গকে মোচড়-দায়ক জ্বরকে, বিসল্প ব্যাধিকে, শিবাঙ্গয় রোগ এবং শিরোরোগকে আমরা পূর্ণভাবে নিঃসারিত করছি। আমরা শরৎ-কালীন জ্বরকে, নানারকম যক্ষ্মাকে, কাম বা অকামবশ হৃদয়ের বলকে, ক্ষীণকর ব্যাধিকে, উদবের উদবের অঘারোগ, অঙ্গের হরিমারোগ, মূত্ররোগ ইত্যাদি যক্ষ্মারোগের বিষকে মন্ত্রবলের দ্বারা তোমা হ'তে পৃথক্ ক'রে দিচ্ছি। ...যে কীকস নামক অস্থি হৃদয়ে বিস্তৃত, তা কাউকে হিংসা করে না, তা যেন দেহ হ'তে নিষ্কাসিত না হয়। এইরকম, যে অস্তিসমূহ শরীরের অক্ষতিকর সেগুলি শরীরেই থাকুক।...অঙ্গে মাংস সঞ্চারক, যক্ষ্মারোগকে দূরীকরণশালিনী ঔষধিসমূহ তোমার দেহকে সুখী করতে সমর্থ, আমি সেগুলির দ্বারা সকলপ্রকার যক্ষ্মার বিষ বাহির ক'রে দিচ্ছি। বাতিকার, অলজি, বিদ্রধি ইত্যাদি সকল যক্ষ্মার বিষকে মন্ত্রবলে নিষ্কাশিত ক'রে দিচ্ছি।...তোমার মস্তকের উপরিভাগেই উদয় হয়ে সূর্য আপন রশ্মিসমূহের দ্বারা তোমার রোগকে নাশ ক'রে দিয়েছেন এবং চন্দ্রমা তোমার মস্তক ও হৃদয়ের অঙ্গ-ভেদকে শমন ক'রে দিয়েছেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — শিরোরোগাদিসর্বভৈষজ্যে কর্মণি 'শীর্ষক্তিং' ইত্যর্থসূক্তেন ব্যাধিতশরীরং অভিমৃশতি। ততঃ 'পাদাভ্যাং তে' ইতি দ্বাভ্যাং ঋগ্‌ভ্যাং আদিত্যং উপতিষ্ঠতে। তথা চ সূত্রং।...তথা অস্য সূক্ত্স্য অংহোলিঙ্গগণে পাঠাৎ তস্য গণস্য যত্রতত্র সর্বব্যাধিভৈষজ্যাদিষু বিনিয়োগ উক্তস্তত্র সর্বত্রাস্য বিনিয়োগোনুসন্ধেয়। বিস্তরস্তু 'অক্ষীভ্যাং' ইতি সূক্তে (২/৩৩) দ্রষ্টব্যঃ ॥ (৯কা. ৪অ. ২সূ.)॥

টীকা — শিরোরোগ ইত্যাদির সর্ব-ভৈষজ্যকর্মে এই সূক্তমন্ত্রটি সূত্রানুসারে পাঠপূর্বক ব্যাধিতের শরীর অভিমর্শন করণীয়। শেষের দু'টি ঋক্ ('পাদাভ্যাং তে' ও 'সং তে শীর্ষ্ণ') আদিত্যের উপাসনায় বিনিয়োগ কর্তব্য।...সর্বব্যাধিভৈষজ্য-কর্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ বিস্তারিত ভাবে দ্বিতীয় কাণ্ডের ষষ্ঠ অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে প্রাপ্তব্য ॥ (৯কা. ৪অ. ২সূ.)॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : আদিত্য, অধ্যাত্ম। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী]

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্‌পতিং সপ্তপুত্রম্ ॥ ১॥
সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ ॥ ২॥
ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অতি সং নবন্ত যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নামা ॥ ৩॥
কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥ ৪॥
ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ ॥ ৫॥
পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্ বি তত্নিরে কবয় ওতবা উ ॥ ৬॥
অচিকিত্বাংশ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্বনো ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভ ষডিমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥ ৭॥
মাতা পিতরমৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ ॥ ৮॥
যুক্তা মাতাসীদ্ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্ গর্ভো বৃজনীষ্বন্তঃ।
অমীমেদ্ বৎসো অনু গামপশ্যদ্ বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু যোজনেষু ॥ ৯॥
তিস্রো মাতৃস্ত্রীন্‌পিতৄন্ বিভ্রদেক ঊর্ধ্বস্তস্থৌ নেমব গ্লাপয়ন্ত।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদো বাচমবিশ্ববিন্নাম্ ॥ ১০॥
পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে যস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভুরিভারঃ সনাদেব ন চ্ছিদ্যতে সনাভিঃ ॥ ১১॥
পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণে সপ্তচক্রে ষডর আহুরর্পিতম্ ॥ ১২॥
দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ ॥ ১৩॥

সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।
সূর্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতং যস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪॥
স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নবি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমা চিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ১৫॥
সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষডিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥ ১৬॥
অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ।
সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে নহি যূথে অস্মিন্ ॥ ১৭॥
অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্য বেদাবঃ পরেণ পর এনাবরেণ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্ দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্ ॥ ১৮॥
যে অর্বাঞ্চস্তাঁ উ পরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তাঁ উ অর্বাচ আহুঃ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তা রজসো বহন্তি ॥ ১৯॥
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ ২০॥
যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে।
তস্য যদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্যঃ পিতরং ন বেদ ॥ ২১॥
যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভক্ষমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
এনা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ — এই আহ্বান করণের যোগ্য সূর্য, স্তুতির দ্বারা সকলকে পালন ক'রে থাকেন। বায়ু এঁর মধ্যম স্থানীয় ভ্রাতা। তিনিই আকাশে জল বহন ক'রে নিয়ে যান। এই বায়ুর তৃতীয় ভ্রাতা অগ্নি। এই প্রকার বায়ু, সূর্য ও অগ্নিরূপ জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি সূর্যকেই মুখ্য ব'লে মনে ক'রি। ...পলায়নপ্রয়াসী কিরণসমূহ অন্য জ্যোতিসমূহের তেজকে দূরীভূত ক'রে একচক্রশালী সূর্যের রথে মিলিত হয়ে যায়। এই সূর্য সপ্ত ঋষির দ্বারা নমস্কৃত হয়ে, সপ্ত অশ্বের দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ পূর্বক গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত নামক ঋতুগুলির কাল নির্ধারণ ক'রে ভ্রমণ ক'রে থাকেন। সেই রথে সপ্ত রশ্মিও অবস্থান করে। ...আমি (অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু ঋত্বিক) জানতে চাই—ভূমিকে প্রাণ দানশালী, জলকে রক্ষাকারী আত্মা কোথায় আছে? এই প্রথম উৎপন্ন প্রপঞ্চকে কে দেখেছে?...সূর্যের বিষয়ে যিনি জানেন, তিনি বলবেন কি যে, এঁর প্রতিষ্ঠা কেমন ক'রে হয়?...সত্যলোক নামে যে স্থান আছে, সেইস্থানে কি কেউ গমনে সমর্থ?...আমি আদিত্যমণ্ডলে দৃষ্ট, শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত সেই হিরণ্ময় পুরুষের স্বরূপ কে আমাকে প্রদর্শন করাবে?...সকলের মাতা (নির্মাত্রী) পৃথিবী সূর্যের উৎপত্তি কালেই পিতা (পালক) দ্যুলোকস্থ সূর্যের সেবা ক'রে থাকেন এবং মন বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায়।...বলবতী স্ত্রীসমূহে গর্ভ স্থিত হয়, বৎস ধেনুর দিকে দর্শনমাত্রই শব্দ করে।...তিন দ্যৌ রূপ তিনটি পিতা এবং তিন পৃথিবী রূপ তিনটি মাতা, এর মধ্যভাগে এক সূর্য স্থিত আছেন। বিশ্বকে জ্ঞাতশীল আকাশের পৃষ্ঠে বিশ্বকে অপ্রাপ্তশালিনী বাণী আলোচিত হয়। সেই পঞ্চ অরযুক্ত একচক্র রথে (ঋতুরূপ কালচক্রে) সম্পূর্ণ জগৎ স্থিত আছে; তার ভারশালী অক্ষ স্বয়ং সন্তাপিত হয় না

এবং সেটি পুরাতন হলেও কোন ভাবে ভঙ্গ হয় না। দ্বাদশ-মাসরূপ আকৃতি সম্পন্ন সম্বৎসর স্বয়ং চালিত হয়ে কখনও জীর্ণ হয় না এবং এই পঞ্চ ঋতুরূপ পাদশালীকে স্বর্গের পরার্ধে শয়নশালী বলা হয়। হে অগ্নি! এই সম্বৎসরের সন্তানরূপ সপ্তশত বিংশতি সংখ্যক মিথুন-যুগল বিরাজমান। (৩৬০ দিবা ও ৩৬০রাত্রি)।...শ্বেতবর্ণশালিনী গাভী (আহুতি) (বৎসস্থানীয় অগ্নিকে) সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা অন্নকে (অগ্নিকে) নিম্নদিকে এবং পশ্চাদ্‌বর্তী পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়ে বৎসকে ধারণ ক'রে সূর্যের দিকে উত্থিত হচ্ছে। ...হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র যা করতে আকাঙ্ক্ষা করো (অর্থাৎ যে মণ্ডপে পরিভ্রমণ করতে চাও), সেই লোক ধারণ করণে সমর্থ হয়।...সমান মায়ার দ্বারা যুক্ত এবং সমান প্রসিদ্ধিশালী দু'টি সুন্দর পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষের (আদিত্যের) উপর উপবিষ্ট। পরন্তু একটি পক্ষী (জীবাত্মা) সুস্বাদু পীপলকে (দেহ হ'তে উদ্ভূত সুখ-দুঃখরূপ ফলকে) ভোজন (ভোগ) ক'রে ও অপরটি (পরমাত্মা) তা ভোজন না করে সবকিছু দর্শন করতেই থাকে। বৃক্ষের যে ভাগ সুস্বাদু বলা হয়, তাতে যে মধুপানকারী পক্ষী ব'সে থাকে, সে সৃষ্টির বিস্তার ক'রে থাকে। ...ইত্যাদি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অস্য বামস্য' ইত্যনুবাকস্য সলিলগণমধ্যে পাঠঃ। (সূত্র, কৌ, ৩/১, ৩/৭)।...সলিলগণশ্চ 'আপো হি ষ্ঠা' ইতি সূক্তে (১/৫) দ্রষ্টব্য।। অস্য বামস্যেতি সূক্তমন্ত্রা ঋগন্তর্ভূতে তস্মিন্নেব সূক্তে (খ. ১৬৪) দৃষ্টাঃ। তত্র তদ্ভাষ্যং সায়নীয়ং দ্রষ্টব্যং ॥ (৯কা. ৫অ. ১সূ.)॥

টীকা — এই অনুবাকের সলিলগণে পাঠ আছে। সুতরাং প্রথম কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তে ('আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি) এই সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক পক্ষে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা অবশ্য অথর্ববেদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়; কারণ আভিচারিক ক্রিয়ায় যথাযথ মন্ত্রই বিনিয়োগে প্রযোজ্য, তার আধ্যাত্মিকতা বা রূপকত্ব প্রযোজ্য নয়॥ (৯কা. ৫অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : আত্মা

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : গৌ, বিরাট্, অধ্যাত্ম, মিত্রাবরুণ। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, শক্বরী, ভুরিক্]

যদ্ গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভং বা ত্রৈষ্টুভান্নিরতক্ষত।
যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইৎ তদ্ বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ১॥
গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥ ২॥
জগতা সিন্ধুং দিব্যস্কভায়দ্ রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ।
গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্র রিরিচে মহিত্বা ॥ ৩॥
উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু যু প্র বোচৎ ॥ ৪॥

হিঙ্কৃন্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ৫॥
গৌরমীমেদভি বৎসং মিষন্তং মূর্ধানং হিঙঙকৃণোন্মাতবা উ।
সৃক্কাণং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ৬॥
অয়ং স শিঙ্‌ক্তে যেন গৌরভীবৃতা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা।
সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যান্ বিদজ্জবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ॥ ৭॥
অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্ ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ॥ ৮॥
বিধুং দদ্রাণং সলিলস্য পৃষ্ঠে যুবানং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৯॥
য ঈং চকার ন সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিরা বিবেশ ॥ ১০॥
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তী ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ১১॥
দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্নো মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥ ১২॥
পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ।
পৃচ্ছামি বিশ্বস্য ভুবনস্য নাভিং পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ১৩॥
ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ।
অয়ং যজ্ঞো বিশ্বস্য ভুবনস্য নাভির্ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ১৪॥
ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥ ১৫॥
অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্ ॥ ১৬॥
সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ ॥ ১৭॥
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইৎ তদ্ বিদুস্তে অমী সমাসতে ॥ ১৮॥
ঋচঃ পদং মাত্রয়া কল্পয়ন্তোঽর্ধর্চেন চাক্লৃপুর্বিশ্বমেজৎ।
ত্রিপাদ্ ব্রহ্ম পুরুরূপং বি তষ্টে তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ১৯॥
সূর্যবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অধা বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ২০॥

গৌরিন্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা ভুবনস্য পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ
সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি ॥ ২১॥
কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্রন্‌ৎ সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবীং ব্যদুঃ ॥ ২২॥
অপাদেতি প্রথমা পদ্বতীনাং কস্তদ্ বাং মিত্রাবরুণা চিকেত।
গর্ভো ভারং ভরত্যা চিদস্যা ঋতং পিপর্ত্যনৃতং নি পাতি ॥ ২৩॥
বিরাড্ বাগ্ বিরাট্ পৃথিবী বিরাডন্তরিক্ষং বিরাট্ প্রজাপতিঃ।
বিরান্মৃত্যুঃ সাধ্যানামধিরাজো বভূব তস্য ভূতং ভব্যং বশে
স মে ভূতং ভব্যং বশে কৃণোতু ॥ ২৪॥
শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিযূবতা পর এনাবরেণ।
উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ॥ ২৫॥
ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমন্যো অভিচষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্ ॥ ২৬॥
চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ২৭॥
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ — গায়ত্রীর মধ্যে গায়ত্র এবং ত্রৈষ্টুভে ত্রিষ্টুপ্ নিরতক্ষিত (বা নিহিত) হয়ে থাকে এবং জগতীতে জগৎ নিহিত আছে। এটি বাস্তবিকভাবে জ্ঞাতশালী জন অমৃতত্ব ভোগ করে। গায়ত্রের দ্বারা অর্ক, অর্কের দ্বারা সাম, সাম হ'তে ত্রিষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ হ'তে বাক্ এবং বাকের দ্বারা দ্বিপদা, চৌপদা ইত্যাদি ছন্দ ও সেই ছন্দের দ্বারা সপ্ত বাণীকে (সুরকে) শব্দবান্ ক'রে তোলা হয়।...গো-সমূহকে নিপুণ হস্তে দোহনশালী আমি সরলতার সাথে দোহনশালিনী (সুদুঘা) ধেনুকে দোহন ক'রে নিকটে ডাকছি। বন হ'তে বৎসকে কামনা ক'রে, ধনের দ্বারা পালন করণের যোগ্য এই ধেনুই শব্দ পূর্বক ধনবান্‌গণের প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত আমাদের গৃহে শ্রীবৃদ্ধি লব্ধ হোক এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিমিত্ত দোহন হোক।...আমি যমলোকের ভয়ে কম্পায়মান প্রাণীর গৃহে শয়ন ক'রে শ্বাস গ্রহণ করছি। অমর্ত্য (অমরণধর্মী) জীব মরণধর্মী প্রাণীসমূহের সযোনি (সমজন্মা) হয়ে স্বধার সাথে আজ্য ভক্ষণ ক'রে থাকে।...ঈশ্বরের কুশলতা দেখো যে, যে চন্দ্রমা অদ্য মৃত্যু লাভ করেছে (অর্থাৎ অস্তমিত হয়েছে), সে-ই পুনরায় আগামী কল্য শ্বাস গ্রহণ করছে (অর্থাৎ উদিত হচ্ছে)।...গর্ভ করণশালী জন, গর্ভের তত্ত্বকে জ্ঞাত হয় না। গর্ভের ভিতরে যে গমন করে, সে-ই (অর্থাৎ সেই ভ্রূণই) গর্ভকে দর্শন করে। মাতার ভোজন ব্যবহারে পুষ্ট হয়ে সে-ই সময় মতো উৎপন্ন হয়ে থাকে। সে বহুবার উৎপত্তি-রূপশালিনী নির্ঋতির জালে পতিত হয়।...আমরা সংরক্ষক আত্মাকে জগৎ-রূপ চক্রে ঘূর্ণিত হ'তে দেখেছি। তাকে ইহলোক-পরলোকে সত্ত্ব-রজঃ-তমাত্মক মার্গে বিচরণ করতেও দেখেছি। সে আপনার মধ্যে ব্যাপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহের (বা ইন্দ্রিয়

জগতের) মধ্যে পরিভ্রমণ করছে।...বেদী হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু (অর্থাৎ পরম স্থান); সোমই বর্ষক ব্যাপকের বীর্য; যজ্ঞই সম্পূর্ণ জগতের নাভি এবং ব্রহ্মবাণীই পরম ব্রহ্ম।...আত্মা আমরণ ধর্মশীল, তা মর্ত্য মনের সাথে গর্ভ হ'তে প্রকট হয়ে থাকে। তার মধ্য দিয়েই আত্মা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে তৎ-রূপ হয়ে যায় এবং হৃদয় তার নিকট পৌঁছাতে পারে না।...হে পৃথিবী! তুমি জলময় সূর্যের দ্বারা জল রূপ সমৃদ্ধির সাথে পরিপূর্ণ হয়ে আছো। আমরাও তোমার জল রূপ ধনের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছি। তুমি সেই মেঘকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে শুদ্ধ জলকে সেবন করো, সূর্যের কিরণের দ্বারা নীত জলকে পান করো।...এই বাণীরূপ ধেনুই জগৎ-সংসারের নির্মাত্রী। সে-ই জলের উৎপত্তিশালিনী। ...পৃথিবী সকলের ভারই ধারণ করে; তবে সে সত্যবাদী জনকে পালন করে এবং মিথ্যাবাদী জনকে বিনাশ ক'রে থাকে।...যে সূর্য, অগ্নি ও বায়ু আপন কর্মের দ্বারা সময়ে সময়ে জগতের প্রতি অনুকম্পা ক'রে থাকেন, তাঁদের মধ্যে এক অগ্নি সম্বৎসরে ধরাকে ভস্ম ক'রে থাকেন; এর দ্বারা তিনি কার্যের যোগ্য হয়ে যান এবং সূর্য আপন কর্ম সাধিত করেন; তথা বায়ুর রূপ দেখা যায় না, কেবল তাঁর গতিই দেখা যায়।...বাণীর চারিটি পদ আছে, তা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ জ্ঞাত আছেন। তার মধ্যে তিনটি পদ গুপ্ত আছে এবং চতুর্থ পদ রূপ বাণীকে মনুষ্যগণ উচ্চারণ ক'রে থাকে। তত্বজ্ঞানী বিদ্বান্ ব্যক্তি অগ্নি, মিত্র, বরুণ ইত্যাদিকে অগ্নিই ব'লে থাকেন এবং দ্যুলোকে যে সুন্দর পর্ণযুক্ত বন্দনীয় সূর্য আছেন, তাঁকেও অগ্নিই ব'লে থাকেন। এই এক অগ্নিকে আত্মস্বরূপের দ্বারা দর্শনশালী বিদ্বান (এঁকে) মাতরিশ্বা, যম, অগ্নি ইত্যাদি নানা নামে আহ্বান ক'রে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যদ গায়ত্রে' ইতি সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।। (৯কা. ৫অ. ২সূ.)।।

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তে উক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে, এই সূক্তে বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার মর্মস্পর্শী রীতির দ্বারা বিশেষভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একেই আত্মবিদ্যা বলা হয়ে থাকে। এটিকে সদা গুপ্তবিদ্যা বোঝানো হয়েছে এবং অধিকারী পুরুষকেই এর উপদেশ দানের বিধান রয়েছে। এই কারণে এই বিষয়টিকে এইস্থানে স্পষ্ট ভাষায় কথনের পরিবর্তে গূঢ় ভাষা ও ব্যঙ্গ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। সূক্তকার পরমাত্মা ও আত্মার স্পষ্ট নামোল্লেখ না ক'রে সংকেতের মাধ্যমে লিখেছেন—"দুই উত্তম পঙ্খশালী পক্ষী একত্রে সাথে-সাথে অবস্থান করায় পরস্পর মিত্র হয়ে থাকে এবং সেই দুই পক্ষী একই বৃক্ষের উপর মিলে-মিশে থাকে; পরে তাদের মধ্যে একটি তো, সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, দ্বিতীয়টি কেবল দর্শন করতে থাকে, পরন্তু ভক্ষণ (ভোগ) করে না।" (১সূ. ২০ মন্ত্র)। এই মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের একতা ও তাদের অন্তর, দু'টি কথায় খুব উৎকৃষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এইরকমে, শেষ মন্ত্রে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, "ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, সুপর্ণ, যম ইত্যাদি অনেক দেবতার নাম গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে তা এক পরমাত্মারই বিভিন্ন রূপ এবং সেই একতম পরমাত্মাই জগৎ-সংসারের আদি স্রোত ও একমাত্র আধার।" এইভাবে, এই সমস্ত সূক্তটি আত্মবিদ্যার দৃষ্টিতে বড়ই মহত্বপূর্ণ হয়ে আছে ॥ (৯কা. ৫অ. ২সূ.) ॥

॥ ইতি নবমং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

দশম কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : কৃত্যাদূষণম্

[ঋষি : প্রতঙ্গিরস। দেবতা : কৃত্যাদূষণ। ছন্দ : বৃহতী, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

যাং কল্পয়ন্তি বহতৌ বধূমিব বিশ্বরূপাং হস্তকৃতাং চিকিৎসবঃ।
সারাদেত্বপ নুদাম এনাম্ ॥ ১॥
শীর্ষণ্বতি নস্বতী কর্ণিনী কৃত্যাকৃতা সংভৃতা বিশ্বরূপা।
সারাদেত্বপ্ নুদাম এনাম্ ॥ ২॥
শূদ্রকৃতা রাজকৃতা স্ত্রীকৃতা ব্রহ্মভিঃ কৃতা।
জায়া পত্যা নুত্তেব কর্তারং বন্ধ্বচ্ছতু ॥ ৩॥
অনয়াহমোষধ্যা সর্বাঃ কৃত্যা অদূদুযম্।
যাং ক্ষেত্রে চক্রুর্যাং গোষু যাং বা তে পুরুযেষু ॥ ৪॥
অঘমস্ত্বঘকৃতে শপথঃ শপথীয়তে।
প্রত্যক্ প্রতিপ্রহিন্মো যথা কৃত্যাকৃতং হনৎ ॥ ৫॥
প্রতীচীন আঙ্গিরসোঽধ্যক্ষো নঃ পুরোহিতঃ।
প্রতীচীঃ কৃত্যা আকৃত্যামূন্ কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৬॥
যস্ত্বোবাচ পরেহীতি প্রতিকূলমুদায্যম্।
তং কৃতোঽভিনিবর্তস্ব মাস্মানিচ্ছো অনাগসঃ ॥ ৭॥
যস্তে পরূংষি সন্দধৌ রথস্যেবর্ভূর্ধিয়া।
তং গচ্ছ তত্র তেঽয়নমজ্ঞাতস্তেঽয়ং জনঃ ॥ ৮॥
যে ত্বা কৃত্বালেভিরে বিদ্বলা অভিচারিণঃ।
শংভ্বীদং কৃত্যাদূষণং প্রতিবর্ত্ম পুনঃসরং তেন ত্বা স্নপয়ামসি ॥ ৯॥
যদ্ দুর্ভগাং প্রস্নপিতাং মৃতবৎসামূপেয়িম।
অপৈতু সর্বং মৎ পাপং দ্রবিণং মোপ তিষ্ঠতু ॥ ১০॥
যৎ তে পিতৃভ্যো দদতো যজ্ঞে বা নাম জগৃহুঃ।
সন্দেশ্যাৎ সর্বস্মাৎ পাপাদিমা মুঞ্চন্তু ত্বৌষধীঃ ॥ ১১॥
দেবৈনসাৎ পিত্র্যান্নামগ্রাহাৎ সন্দেশ্যাদভিনিষ্কৃতাৎ।
মুঞ্চন্তু ত্বা বীরুধো বীর্যেণ ব্রহ্মণ ঋগ্‌ভিঃ পয়স ঋষীণাম্ ॥ ১২॥
যথা বাতশ্চ্যাবয়তি ভূম্যা রেণুমন্তরিক্ষাচ্চাভ্রম্।
এবা মৎ সর্বং দুর্ভূতং ব্রহ্মনুত্তমপায়তি ॥ ১৩॥

অপ ক্রাম নানদতী বিনদ্ধা গর্দভীব।
কর্তৃন্ নক্ষস্বেতো নুত্তা ব্রহ্মণা বীর্যাবতা ॥ ১৪॥
অয়ং পন্থাঃ কৃত্যেতি ত্বা নয়ামোঽভিপ্রহিতাং প্রতি ত্বা প্র হিণ্মঃ।
তেনাভি যাহি ভঞ্জত্যনস্বতীব বাহিনী বিশ্বরূপা কুরূটিনী ॥ ১৫॥
পরাক্ তে জ্যোতিরপথং তে অর্বাগন্যত্রাস্মদয়না কৃণুষ্ব।
পরেণেহি নবতিং নাব্যা অতি দুর্গাঃ স্রোত্যা মা ক্ষণিষ্ঠাঃ পরেহি ॥ ১৬॥
বাত ইব বৃক্ষান্ নি মৃণীহি পাদয় মা গামশ্বং পুরুষমুচ্ছিষ এষাম্।
কর্তৃন্ নিবৃত্যেতঃ কৃত্যেঽপ্রজাস্ত্বায় বোধয় ॥ ১৭॥
যাং তে বর্হিষি যাং শ্মশানে ক্ষেত্রে কৃত্যাং বলগং বা নিচখনুঃ।
অগ্নৌ বা ত্বা গার্হপত্যেঽভিচেরুঃ পাকং সন্তং ধীরতরা অনাগসম্ ॥ ১৮॥
উপাহৃতমনুবুদ্ধং নিখাতং বৈরং কৎসার্যন্ববিদাম কর্ত্রম্।
তদেতু যত আভৃতং তত্রাশ্ব ইব বি বর্ততাং
হন্তু কৃত্যাকৃতঃ প্রজাম্ ॥ ১৯॥
স্বায়সা অসয়ঃ সন্তি নো গৃহে বিদ্মা তে কৃত্যে যতিধা পরূংষি।
উত্তিষ্ঠৈব পরেহীতোঽজ্ঞাতে কিমিহেচ্ছসি ॥ ২০॥
গ্রীবাস্তে কৃত্যে পাদৌ চাপি কর্ৎস্যামি নির্দ্রব।
ইন্দ্রাগ্নী অস্মান্ রক্ষতাং যৌ প্রজানাং প্রজাবতী ॥ ২১॥
সোমো রাজাধিপা মৃড়িতা চ ভূতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ॥ ২২॥
ভবাশর্বাবস্যতাং পাপকৃতে কৃত্যাকৃতে।
দুষ্কৃতে বিদজং দেবহেতিম্ ॥ ২৩॥
যদ্যেয়থ দ্বিপদী চতুষ্পদী কৃত্যাকৃতা সম্ভৃতা বিশ্বরূপা।
সেতোঽষ্টাপদী ভূত্বা পুনঃ পরেহি দুচ্ছুনে ॥ ২৪॥
অভ্যক্তাক্তা স্বরঙ্কৃতা সর্বং ভরন্তী দুরিতং পরেহি।
জানীহি কৃত্যে কর্তারং দুহিতেব পিতরং স্বম্ ॥ ২৫॥
পরেহি কৃত্যে মা তিষ্ঠো বিদ্ধস্যেব পদং নয়।
মৃগঃ স মৃগরুস্ত্বং ন ত্বা নিকর্তুমর্হতি ॥ ২৬॥
উত হন্তি পূর্বাসিনং প্রত্যাদায়াপর ইষ্বা।
উত পূর্বস্য নিঘ্নতো নি হন্ত্যপরঃ প্রতি ॥ ২৭॥
এতদ্ধি শৃণু মে বাচোঽথেহি যত এয়থ।
যস্ত্বা চকার তং প্রতি ॥ ২৮॥
অনাগোহত্যা বৈ ভীমা কৃত্যে মা নো গামশ্বং পুরুষং বধীঃ।
যত্রযত্রাসি নিহিতা ততস্ত্বোত্থাপয়ামসি পর্ণাল্লঘীয়সী ভব ॥ ২৯॥

যদি স্থ তমসাবৃতা জালেনাভিহিতা ইব।
সর্বাঃ সংলুপ্যেতঃ কৃত্যাঃ পুনঃ কর্ত্রে প্র হিন্মসি ॥ ৩০॥
কৃত্যাকৃতো বলগিনোঽভিনিষ্কারিণঃ প্রজাম্।
মৃণীহি কৃত্যে মোচ্ছিষোঽমূন্ কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৩১॥
যথা সূর্যো মুচ্যতে তমসস্পরি রাত্রিং জহাত্যুষসশ্চ কেতূন্।
এবাহং সর্বং দুর্ভূতং কর্ত্রং কৃত্যাকৃতা কৃতং হস্তীব
রজো দুরিতং জহামি ॥ ৩২॥

বঙ্গানুবাদ — কৃত্যাকে (আভিচারিক কর্মকে) যৌতুকে প্রাপ্ত বধূর ন্যায় যে ব্যক্তি সজ্জিত (বা সাধিত) করে; আমি তার সেই কৃত্যকে বিদূরিত করছি, সেই কৃত্য আমার নিকট হ'তে দূর হোক। ঐ রকম সুসজ্জিত শির, নাসিকা ও কর্ণযুক্ত আপত্তিকারক কৃত্যাকে আমি দূর করছি। শূদ্রের দ্বারা, রাজা বা স্ত্রীগণের দ্বারা, পতিসমূহ বা ভ্রাতৃগণের দ্বারা কৃত কৃত্যা তাদের নিকটেই প্রত্যাবর্তন করুক। ক্ষেত্র, গাভী ও পুরুষের উপরে কৃত কৃত্যা নির্বীর্য হোক। শপথ, শপথ দানশালীকেই প্রাপ্ত হোক। হিংসারূপ পাপ হিংসকের নিকটেই উপনীত হোক। হে পুরোহিত! সম্মুখ হ'তে আগমনশাশিনী কৃত্যাসমূহকে প্রহার করো। হে কৃত্যা! তুই কৃত্যাকারীর নিকটেই প্রত্যাবর্তন কর্, আমি হেন নিরপরাধী জনকে বিনাশ করিস্ না। আমরা যে কৃত্যাকে প্রাপ্ত হয়ে মৃতবৎসারূপ দুর্ভাগ্যকে প্রাপ্ত হয়েছি, আমাদের সেই পাপ দূর হোক এবং আমাদের নিকট ধন ইত্যাদি স্থিত হোক। পিতৃযজ্ঞের পাপ, দৈবাপরাধজনিত পাপ, পিতৃগণের নাম গ্রহণের পাপ ইত্যাদি পাপসমূহ হ'তে এই ঔষধি সমুদায় তোমাকে মুক্ত করুক। তোমার পাপ এই মন্ত্রবলের দ্বারা ভীতত্রস্ত হয়ে যাক। হে কৃত্যা! তুই মন্ত্রের দ্বারা প্রহৃতকৃত্যাকারীর নিকট গমন ক'রে তাকে বিনাশ কর্। শত্রুর দ্বারা প্রেরিত কৃত্যা তারই নিকট গমন করুক এবং তাকে বিভঙ্গ করুক, তার গো-ইত্যাদি ধনের বিনাশ করুক, তাকে সন্তানহীন করুক। হে কৃত্যা! তোকে অগ্নিতে, শ্মশানে, ক্ষেত্রে, গুপ্তরীতির দ্বারা কপটতার সাথে অভিচারিক কর্মতৎপর মনুষ্যজন নির্মাণ করেছে, তুই আমি হেন অপরিচিত নিরপরাধীকে ত্যাগ ক'রে শত্রুর নিকট গমন কর্ এবং তাকে বিনাশ কর্। ইন্দ্রাগ্নি, ভব, শর্ব, সোম আমাকে রক্ষা করুন। যদি তুই চতুষ্পদশালিনী হয়ে আগত হয়ে থাকিস, তাহলে অষ্টপদশালিনী হয়ে প্রেরকের নিকট গমন কর্, এখানে অবস্থান করিস্ না। তোর কর্ণ মৃগরূপ, তুই সিংহরূপে সেখানে গমন কর। হিংসা ভয়ঙ্কর কর্ম, তুই হিংসা করিস্ না। তুই বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভারহীন (হাল্কা) হয়ে যা, ভীত হয়ে যা। সূর্য ও ঊষা অন্ধকারকে এবং হস্তী রজকে যেমন মুক্ত করে, তেমনই আমি কৃত্যাকারীর পাপরূপ কৃত্যাকে দূর ক'রে দিচ্ছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — "যাং কল্পয়ন্তি' ইত্যর্থসূক্তস্য কৃত্যপ্রতিহরগণে পাঠাৎ কৃত্যানির্হরণার্থে শান্ত্যুদক এতৎ সূক্তং বিনিযুজ্যতে। তৎ উক্তং কৌশিকেন।...কৃত্যা-প্রতিহরণগণ 'দূষ্যা দূষিরসি' ইতি সূক্তে (২।১১) দ্রষ্টব্যঃ।...ইত্যাদি ॥ (১০কা, ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত অর্থ সূক্তের মন্ত্রগুলি অপরের দ্বারা কৃত আভিচারিক কর্মের ফল পরিহারের নিমিত্ত সূত্রোক্ত প্রকার শান্ত্যুদক কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তে এর বিনিয়োগ ও বিনিয়োগান্তর বিষয়ে আলোচনা আছে ॥ (১০কা. ১অ. ১সূ.) ॥

দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মপ্রকাশনম্

[ঋষি : নারায়ণ। দেবতা : পুরুষ, ব্রহ্মপ্রকাশন্। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী]

কেন পার্ষ্ণী আভৃতে পুরুষস্য কেন মাংসং সম্ভৃতং কেন গুল্ফৌ।
কেনাঙ্গুলীঃ পেশনীঃ কেন খানি কেনোচ্ছ্লঙ্খৌ মধ্যতঃ কঃ প্রতিষ্ঠাম্ ॥ ১॥
কস্মান্নু গুল্ফাবধরাবকৃন্বন্নষ্ঠীবন্তাবুত্তরৌ পূরুষস্য।
জঙ্ঘে নির্ঋত্য ন্যদধুঃ ক্ক স্বিজ্জানুনোঃ সন্ধী ক উ তচ্চিকেত ॥ ২॥
চতুষ্টয়ং যুজ্যতে সংহিতান্তং জানুভ্যামূর্ধ্বং শিথিরং কবন্ধম্।
শ্রোণী যদূরূ ক উ তজ্জজান যাভ্যাং কুসিন্ধং সুদৃঢং বভূব ॥ ৩॥
কতি দেবাঃ কতমে ত আসন্ য উরো গ্রীবাশ্চিক্যুঃ পূরূষস্য।
কতি চ স্তনৌ ব্যদধুঃ কঃ কফোডৌ কতি স্কন্ধান্ কতি পৃষ্টীরচিন্বন্ ॥ ৪॥
কো অস্য বাহূ সমভরদ্ বীর্যং করবাদিতি।
অংসৌ কো অস্য তদ্ দেবঃ কুসিন্ধে অধ্যা দধৌ ॥ ৫॥
কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ শীর্ষণি কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষণী মুখম্।
যেষাং পুরুত্রা বিজয়স্য মহ্মানি চতুষ্পাদো দ্বিপদো যন্তি যামম্ ॥ ৬॥
হন্বোর্হি জিহ্বামদধাৎ পুরূচীমধা মহীমধি শিশ্রায় বাচম্।
স আ বরীবর্তি ভুবনেম্বন্তরপো বসানঃ ক উ তচ্চিকেত ॥ ৭॥
মস্তিষ্কমস্য যতমো ললাটং ককাটিকাং প্রথমো যঃ কপালম্।
চিত্বা চিত্যং হন্বোঃ পূরুষস্য দিবং রুরোহ কতমঃ স দেবঃ ॥ ৮॥
প্রিয়াপ্রিয়ানি বহুলা স্বপ্নং সম্বাধতন্দ্র্যঃ।
আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কস্মাদ্ বহতি পুরুষঃ ॥ ৯॥
আর্তিরবর্তির্নির্ঋতিঃ কুতো নু পুরুষেঽমতিঃ।
রাদ্ধিঃ সমৃদ্ধিরব্যৃদ্ধির্মতিরুদিতয়ঃ কুত ॥ ১০॥
কো অস্মিন্নাপো ব্যদধাদ্ বিষূবৃতঃ পুরুবৃত সিন্ধুসৃত্যায় জাতাঃ।
তীব্রা অরুণা লোহিনীস্তাম্রধূম্রা ঊর্ধ্বা অবাচীঃ পুরুষে তিরশ্চীঃ ॥ ১১॥
কো অস্মিন্ রূপমদধাৎ কো মহ্মানং চ নাম চ।
গাতুং কো অস্মিন্ কঃ কেতুং কশ্চরিত্রাণি পুরুষে ॥ ১২॥
কো অস্মিন্ প্রাণমবয়ৎ কো অপানং ব্যানমু।
সমানমস্মিন্ কো দেবোঽধি শিশ্রায় পূরুষে ॥ ১৩॥
কো অস্মিন্ যজ্ঞমদধাদেকো দেবোঽধি পুরুষে।
কো অস্মিনৎসত্যং কোঽনৃতং কুতো মৃত্যুঃ কুতোঽমৃতম্ ॥ ১৪॥

কো অস্মৈ বাসঃ পর্যদধাৎ কো অস্যায়ুরকল্পয়ৎ।
বলং কো অস্মৈ প্রাযচ্ছৎ কো অস্যাকল্পয়জ্জবম্॥ ১৫॥
কেনাপো অন্বতনুত কেনাহরকরোদ্ রুচে।
উষসং কেনান্বৈন্দ্ধ কেন সায়ম্ভবং দদে॥ ১৬॥
কো অস্মিন্ রেতো ন্যদধাৎ তন্তুরা তায়তামিতি।
মেধাং কো অস্মিন্নধ্যৌহৎ কো বাণং কো নৃতো দধৌ॥ ১৭॥
কেনেমাং ভূমিমৌর্ণোৎ কেন পর্যভবদ্ দিবম্।
কেনাভি মহ্না পর্বতান্ কেন কর্মাণি পূরুষঃ॥ ১৮॥
কেন পর্জন্যমন্বেতি কেন সোমং বিচক্ষণম্।
কেন যজ্ঞং চ শ্রদ্ধাং চ কেনাস্মিন্ নিহিতং মনঃ॥ ১৯॥
কেন শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি কেনেমং পরমেষ্ঠিনম্।
কেনেমমগ্নিং পূরুষঃ কেন সম্বৎসরং মমে॥ ২০॥
ব্রহ্ম শ্রোত্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মেমং পরমেষ্ঠিনম্।
ব্রহ্মেমমগ্নিং পুরুযো রক্ষ সম্বৎসরং মমে॥ ২১॥
কেন দেবাঁ অনু ক্ষিয়তি কেন দৈবজনীর্বিশঃ।
কেনেদমন্যন্নক্ষত্রং কেন সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে॥ ২২॥
ব্রহ্ম দেবাঁ অনু ক্ষিয়তি ব্রহ্ম দৈবজনীর্বিশঃ।
ব্রহ্মেদমন্যন্নক্ষত্রং ব্রহ্ম সৎ ক্ষত্রমুচ্যতে॥ ২৩॥
কেনেয়ং ভূমির্বিহিতা কেন দ্যৌরুত্তরা হিতা।
কেনেদমূর্ধ্বং তির্যকং চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্॥ ২৪॥
ব্রহ্মণা ভূমির্বিহিতা ব্রহ্ম দ্যৌরুত্তরা হিতা।
ব্রহ্মেদমূর্ধ্বং তির্যকং চান্তরিক্ষং ব্যচো হিতম্॥ ২৫॥
মূর্ধানমস্য সংসীব্যাথর্বা হৃদয়ং চ যৎ।
মস্তিষ্কাদূর্ধ্বঃ প্রৈরয়ৎ পরমানোঽধি শীর্ষতঃ॥ ২৬॥
তদ্ বা অথর্বণঃ শিরো দেবকোশঃ সমুব্জিতঃ।
তৎ প্রাণো অভি রক্ষতি শিরো অন্নমথো মনঃ॥ ২৭॥
ঊর্ধ্বো নু সৃষ্টাস্তির্য্যঙ্ নু সৃষ্টাঃ সর্বা দিশঃ পুরুষ আ বভূবাঁ।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে॥ ২৮॥
যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদামৃতেনাবৃতং পুরম্।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং প্রজাং দদুঃ॥ ২৯॥
ন বৈ তং চক্ষুর্জহাতি ন প্রাণো জরসঃ পুরা।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে॥ ৩০॥

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরয়োধ্যা।
তস্যাং হিরণ্যয়াঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১॥
তস্মিন্ হিরণ্যয়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৩২॥
প্রভ্রাজমানাং হরিণীং যশসা সংপরীবিতাম্।
পুরং হিরণ্যয়ীং ব্রহ্মা বিবেশাপরাজিতাম্ ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ — মনুষ্যের পার্ষ্ণী (পাদগ্রন্থী বা গোড়ালির অগ্রভাগ), পাদগ্রন্থির অস্থি, অঙ্গুলীসমূহ, উরু, পদ,জঙ্ঘা, স্কন্ধ, কণ্ঠ, বাহু, নেত্র, কর্ণ, নখ, মুখ, জিহ্বা, চিবুক, ললাট, কপাল, বাণী ইত্যাদি শরীরের অঙ্গসমূহ, শরীরের ত্বক এবং প্রাণ ইত্যাদি বায়ুকে কে রচনা করেছে? দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রাণীগণের কারক-মারক কে? পুরুষের পাপ, সন্তাপ, ঋদ্ধি-সিদ্ধি, সমৃদ্ধি কোথা হ'তে আগত হয়? জলরাশি, তাদের বক্র-কুটিল গতি, যজ্ঞরূপ কর্মসমুদায়, জন্ম-মৃত্যু, সত্য-মিথ্যা, দিন, সন্ধ্যা ও রাত্রিকে কে নির্মাণ করেছে? কার প্রভাবে মনুষ্য কর্ম ক'রে থাকে, কার দ্বারা মনুষ্যের শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, সৎকর্ম-দুষ্কর্ম প্রাপ্ত করা হয়? কার দ্বারা অগ্নিকে লাভ করা যায়, কে সম্বৎসর ইত্যাদিকে গণনা করছে? ...পরমেষ্ঠী তথা অগ্নিকে ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়ে আছেন, তিনিই সম্বৎসরকে গণনা করছেন। ব্রহ্মের দ্বারাই দৈব অনুকূল হয়ে যায়, সৎ-ব্রহ্মকেই ক্ষত্র বলা হয়। ব্রহ্মই দ্যাবাপৃথিবীকে রচনা করেছেন, প্রজাপতি ব্রহ্ম মনুষ্যের শির হৃদয় ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন।...সেই ব্রহ্ম সকল দিকে প্রকট আছেন। যিনি ঐ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হন, তিনি ব্রহ্ম ও মন্ত্রযুক্ত কর্ম, নেত্র প্রাণ এবং সন্ততি প্রদত্ত হন। ব্রহ্ম পুরীতে শয়ন করেন ব'লে তাঁকে পুরুষ বলা হয়। এই কথা যিনি জ্ঞাত হন, তাঁর নেত্র ইত্যাদি অঙ্গ বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত অটুট থাকে। এই শরীর অষ্টচক্র ও নব-দ্বারশালিনী দেবতাগণের বাসস্থান বা নগরী, তাঁকে স্বর্গদা হিরন্ময় জ্যোতি আচ্ছাদিত ক'রে থাকে। সেই হিরন্ময় কোশে আত্মার যে স্থান আছে, তাকে ব্রহ্মের জ্ঞাতা উত্তমভাবে জ্ঞাত হন। পাপনাশক, যশস্বী, কান্তিযুক্ত, অপরাজের ব্রহ্ম হিরণ্ময় পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অস্মিন্ সূক্তে পুরুষস্য অর্থাৎ মনুষ্যস্য মাহাত্ম্যং বর্ণ্যতে। তচ্চ তদ্ভিন্নভিন্নাবয়বান্ কো দেবোকরোৎ ইত্যাদি প্রশ্নরূপেণ তত্তৎপ্রশ্নানাং উত্তররূপেণ চ। যজ্ঞলম্পটাঃ সম্প্রদায়িকাস্তু এতৎ সূক্তং পুরুষমেধে বিনিযোজয়ন্তি। তৎ যথা। পুরুষমেধে স্নাতালঙ্কৃতং উৎসৃজ্যমানং পুরুষপশুং 'কেন পার্ষ্ণী' ইত্যর্থসূক্তেন অনুমন্ত্রয়তে। তৎ উক্তং বৈতানে। ...তথা অস্য সূক্তস্য শনৈশ্চরগ্রহদেবত্যহবিরাজ্য হোমে সমিদাধানোপস্থানয়োশ্চ বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি ॥ (১০কা. ১অ. ২সূ.) ॥

টীকা — এই সূক্তে পুরুষের অর্থাৎ মনুষ্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বশালী মনুষ্যের কোন্ কোন্ দেবতা সৃষ্টি করেছেন, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা জ্ঞাপন করা হয়েছে। যজ্ঞপ্রিয় মনুষ্যগণ এই সূক্তটি পুরুষমেধ যজ্ঞে বিনিয়োগ ক'রে থাকেন। শনৈশ্চর গ্রহদেবতার হবিরাজ্য হোমে এই সূক্তটির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই সূক্তের দ্বারা সূত্রোক্ত প্রকারে পুরুষমেধে পুরুষপশু অভিমন্ত্রিত করা হয়ে থাকে ॥ (১০কা. ১অ. ২সূ.) ॥

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সপত্নক্ষয়ণো বরণমণিঃ

[ঋষি :অথর্বা। দেবতা : বরণমণি, বনস্পতি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী]

অয়ং মে বরণো মণিঃ সপত্নক্ষয়ণো বৃষা।
তেনা রভস্ব ত্বং শত্রূন্ প্র মৃণীহি দূরস্যতঃ ॥ ১॥
প্রৈণান্‌ছৃণীহি প্র মৃণা রভস্ব মণিস্তে অস্তু পুরএতা পুরস্তাৎ।
অবারয়ন্ত বরণেন দেবা অভ্যাচারমসুরাণাং শ্বঃশ্বঃ ॥ ২॥
অয়ং মণির্বরণো বিশ্বভেষজঃ সহস্রাক্ষো হরিতো হিরণ্যয়ঃ।
স তে শত্রূনধরান্ পাদয়াতি পূর্বস্তান্ দভ্নুহি যে ত্বা দ্বিষন্তি ॥ ৩॥
অয়ং তে কৃত্যাং বিততাং পৌরুষেয়াদয়ং ভয়াৎ।
অয়ং ত্বা সর্বস্মাৎ পাপাদ্ বরণো বারয়িষ্যতে ॥ ৪॥
বরণো বারয়াতা অয়ং দেবো বনস্পতিঃ।
যক্ষেমা যো অস্মিন্নাবিষ্টস্তমু দেবা অবীবরন্ ॥ ৫॥
স্বপ্নং সুপ্ত্বা যদি পশ্যাসি পাপং মৃগঃ সৃতিং যতি ধাবাদজুষ্টাম্।
পরিক্ষবাচ্ছকুনেঃ পাপবাদাদয়ং মণির্বরণো বারয়িষ্যতে ॥ ৬॥
অরাত্যাস্ত্বা নির্ঋত্যা অভিচারাদথো ভয়াৎ।
মৃত্যোরোজীয়সো বধাদ্ বরণো বারয়িষ্যতে ॥ ৭॥
যন্মে মাতা যন্মে পিতা ভ্রাতরো যচ্চ মে স্বা যদেনশ্চকৃমা বয়ম্।
ততো নো বারয়িষ্যতেয়ং দেবো বনস্পতিঃ ॥ ৮॥
বরণেন প্রব্যথিতা ভ্রাতৃব্যা মে সবন্ধবঃ।
অসূর্ত্তং রজো অপ্যগুস্তে যন্ত্বধমং তমঃ ॥ ৯॥
অরিষ্টোঽহমরিষ্টগুরায়ুষ্মান্‌ৎসর্বপূরুষঃ।
তং মায়ং বরণো মণিঃ পরি পাতু দিশোদিশঃ ॥ ১০॥
অয়ং মে বরণ উরসি রাজা দেবো বনস্পতিঃ।
স মে শত্রূন্ বি বাধতামিন্দ্রো দস্যূনিবাসুরান্ ॥ ১১॥
ইমং বিভর্মি বরণমায়ুষ্মান্‌ছতশারদঃ।
স মে রাষ্ট্রং চ ক্ষত্রং চ পশূনোজশ্চ মে দধৎ ॥ ১২॥
যথা বাতো বনস্পতীন্ বৃক্ষান্ ভনক্ত্যোজসা।
এবা সপত্নান্ মে ভঙ্‌গ্ধি পূর্বান্ জাতাঁ উতাপরান্ বরণস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১৩॥

যথা বাতশ্চাগ্নিশ্চ বৃক্ষান্ প্সাতো বনস্পতীন্।
এবা সপত্নান্ মে প্সাহি পূর্বান্ জাতাঁ উতাপরান্ বরণস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১৪॥
যথা বাতেন প্রক্ষীণা বৃক্ষাঃ শেরে ন্যর্পিতাঃ।
এবা সপত্নাংস্ত্বং মন প্র ক্ষিণীহি ন্যর্প্যয় পূর্বান্ জাতাঁ
উতাপরান্ বরণস্ত্বাভি রক্ষতু ॥ ১৫॥
তাংস্তং ছিন্ধি বরণ পুরা দিষ্টাৎ পুরায়ুষঃ।
য এনং পশুষু দিপ্সন্তি যে চাস্য রাষ্ট্রদিপ্সবঃ ॥ ১৬॥
যথা সূর্যো অভিভাতি যথাস্মিন্ তেজ আহিতম্।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ১৭॥
যথা যশশ্চন্দ্রমস্যাদিত্যে চ নৃচক্ষসি।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ১৮॥
যথা যশঃ পৃথিব্যাং যথাস্মিন্ জাতবেদসি
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ১৯॥
যথা যশঃ কন্যায়াং যথাস্মিন্ৎসম্ভৃতে রথে।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২০॥
যথা যশঃ সোমপীথে মধুপর্কে যথা যশঃ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২১॥
যথা যশোঽগ্নিহোত্রে বষট্কারে যথা যশঃ।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২২॥
যথা যশো যজমানে যথাস্মিন্ যজ্ঞ আহিতম্।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২৩॥
যথা যশঃ প্রজাপতৌ যথাস্মিন্ পরমেষ্ঠিনি।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু তেজসা
মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২৪॥
যথা দেবেষ্বমৃতং যথৈষু সত্যমাহিতম্।
এবা মে বরণো মণিঃ কীর্তিং ভূতিং নি যচ্ছতু
তেজসা মা সমুক্ষতু যশসা সমনক্তু মা ॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ — বরণ (বা বরুণ) বৃক্ষের মণি শত্রুনাশক, ঈপ্সিত ফলসমূহের রক্ষিকা, সর্বদুঃখের চিকিৎসিকা (অবসানকারিণী), শত্রুপতনকারিণী ও সহস্রাক্ষের (ইন্দ্রের) সমান পরাক্রমী; তুমি এই মণি ধারণ করো এবং শত্রুমর্দন করো। এটি ব্যাধি, পাপ-ভীতি, দুঃস্বপ্ন-ভীতি কুলক্ষণ (কাক ইত্যাদি পক্ষীসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত দুর্লক্ষণ), শত্রু-ভীতি, অভিচার এবং মৃত্যুময় তথা মাতা-পিতার প্রতি অপরাধজনিত পাপ ইত্যাদি হ'তে তোমাকে রক্ষা করবে। আমার শত্রু এই মণির দ্বারা ব্যথিত হয়ে আছে, তারা ভীষণ অন্ধকারে পতিত হয়ে রয়েছে। আমি হিংসরহিত হয়ে (অর্থাৎ কারো দ্বারা হিংসিত না হয়ে) শান্তি প্রাপ্ত হয়ে আছি। আমি পুত্র, ভৃত্য ইত্যাদি সম্পন্ন আছি; আয়ুষ্মান হয়েছি। এই মণি সর্বত্র আমাকে রক্ষা করুক। এই মণি আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটি আমার শত্রুদের বাধক। এটি আমাতে সকল রক্ষাসাধনকে স্থাপনা করুক। আমি শতায়ু হওয়ায় এটিকে ধারণ করছি। বায়ু যেমন বৃক্ষকে উৎপাটিত করে, তেমনই এই মণি আমার সকল শত্রুকে উৎপাটিত ক'রে দিক। যেমন অগ্নি নিকটে আগত হয়ে বৃক্ষসমূহকে ভস্ম করে, তেমনই এই মণি আমার শত্রুদের ভস্ম ক'রে দিক। শুষ্ক বৃক্ষ যেমন ভূপতিত হয়, তেমনই আমার শত্রুগণ পতন লাভ করুক। ...এই মণি আমাকে পৃথিবী, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য তুল্য যশ প্রদান করুক। যেমন মধুপর্কে যশ রয়েছে, তেমনই এই মণি আমাকে যশ প্রদান করুক। অগ্নিহোত্র ও বষট্‌কারে যেমন যশ আছে, তেমনই যশ এই বরণমণি আমাকে প্রদান করুক। যেমন যশ প্রজাপতি ও পরমেষ্ঠীতে রয়েছে, যেমন যশ দেবতাগণের অমৃতে রয়েছে, তেমন এই মণি আমাতে যশ ও ভূতি তথা তেজ ও যশ প্রতিষ্ঠিত করুক।

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তে বরণ (বরুণ নামক বৃক্ষের) মণির প্রভাব, শৌর্য, শত্রুক্ষয়ের সামর্থ্য, ধারণকারীর সর্বদুঃখবিনাশ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। সর্বকাম পূর্তির নিমিত্ত এই সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা দধি ও মধু তিন রাত্রি বাসিত ক'রে বরণমণি আভিমন্ত্রিত ক'রে ধারণ করণীয়। কৌশিক সূত্র (৩/২) অনুসারে পরবর্তী অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তে উল্লেখিত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অনুসরণীয়। নক্ষত্র কল্পে (১৯) বলা হয়েছে— 'মহাশান্তৌ বরণমণিবন্ধনেপি এতৎ সূক্তং।' অর্থাৎ মহাশান্তিকর্মে বরণমনি-বন্ধনেও এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে। আবার, নক্ষত্র কল্পে (১৭) 'অভয়ং ভয়ার্তস্য' কথাটি উল্লেখিত হওয়ায় এই সূক্তটি ভয়ার্তকে অভয়দানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বিহিত হয়েছে ॥ (১০কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : সর্পবিষদূরীকরণম্

[ঋষি : গরুত্মান্। দেবতা : তক্ষক। ছন্দ : পংক্তি, গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্]

ইন্দ্রস্য প্রথমো রথো দেবানামপরো রথো বরুণস্য তৃতীয় ইৎ।
অহীনামপমা রথ স্থাণুমারদথার্ষৎ ॥ ১॥
দর্ভঃ শোচিস্তরূণকমশ্বস্য বারঃ পরুষস্য বারঃ। রথস্য বন্ধুরম্ ॥ ২॥
অব শ্বেত পদা জহি পূর্বেণ চাপরেণ চ।
উদপ্লুতমিব দার্বহীনামরসং বিষং বারুগ্রম্ ॥ ৩॥
অরংঘুষো নিমজ্যোন্মজ্য পুনরব্রবীৎ।
উদপ্লুতনিব দার্বহীনামরসং বিষং বারুগ্রম্ ॥ ৪॥

পৈদ্বো হন্তি কসর্ণীলং পৈদ্বঃ শ্বিত্রমুতাসিতম্।
পৈদ্বো রথর্ব্যাঃ শিরঃ সং বিভেদ পৃদাক্কাঃ ॥ ৫॥
পৈদ্বো প্রেহি প্রথমোঽনু ত্বা বয়মেমসি।
অহীন্ ব্যস্যতাৎ পথো যেন স্মা বয়মেমসি ॥ ৬॥
ইদং পৈদ্বো অজায়তেদমস্য পরায়ণম্।
ইমান্যর্বতঃ পদাহিঘ্ন্যো বাজিনীবতঃ ॥ ৭॥
সংযতং ন বি ষ্পরদ্ ব্যাত্তং ন সং যমৎ।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বাবহী স্ত্রী চ পুমাংশ্চ তাবুভাবরসা ॥ ৮॥
আরসাস ইহাহয়ো যে অন্তি যে চ দূরকে।
ঘনেন হন্মি বৃশ্চিকমহিং দণ্ডেনাগতম্ ॥ ৯॥
অঘাশ্বস্যেদং ভেষজমুভয়োঃ স্বজস্য চ।
ইন্দ্রো মেঽহিমঘায়ন্তমহিং পৈদ্বো অরন্ধয়ৎ ॥ ১০॥
পৈদ্বস্য মন্মহে বয়ং স্থিরস্য স্থিরধাম্নঃ।
ইমে পশ্চা পৃদাকবঃ প্রদীধ্যত আসতে ॥ ১১॥
নষ্টাসবো নষ্টবিষা হতা ইন্দ্রেণ বজ্রিণা।
জঘানেন্দ্রো জঘ্নিমা বয়ম্ ॥ ১২॥
হতাস্তিরশ্চিরাজয়ো নিপিষ্টাসঃ পৃদাকবঃ।
দর্বিং করিক্রতং শ্বিত্রং দর্ভেষ্বসিতং জহি ॥ ১৩॥
কৈরাতিকা কুমারকা সকা খনতি ভেষজম্
হিরণ্যয়ীভিরভ্রিভির্গিরীণামুপ সানুষু ॥ ১৪॥
আয়মগন্ যুবা ভিষক্ পৃশ্নিহাপরাজিতঃ।
স বৈ স্বজস্য জম্ভন উভয়োর্বৃশ্চিকস্য চ ॥ ১৫॥
ইন্দ্রো মেঽহিমরন্ধয়ন্মিত্রশ্চ বরুণশ্চ।
বাতাপর্জন্যোভা ॥ ১৬॥
ইন্দ্রো মেঽহিমরন্ধয়ৎ পৃদাকুং চ পৃদাক্বম্।
স্বজং তিরশ্চিরাজিং কসর্ণীলং দশোনসিম্ ॥ ১৭॥
ইন্দ্রো জঘান প্রথমং জনিতারমহে তব।
তেষামু তৃহ্যমাণানাং কঃ স্বিৎ তেষামসদ্ রসঃ ॥ ১৮॥
সং হি শীর্ষাণ্যগ্রভং পৌঞ্জিষ্ঠ ইব কর্বরম্।
সিন্ধোর্মধ্যং পরেত্য ব্যনিজমহের্বিষম্ ॥ ১৯॥
অহীনাং সর্বেষাং বিষং পরা বহন্তু সিন্ধবঃ
হতাস্তিরশ্চিরাজয়ো নিপিষ্টাসঃ পৃদাকবঃ ॥ ২০॥
ওষধীনামহং বৃণ উর্বরীরিব সাধুয়া।
নয়াম্যর্বতীরিবাহে নিরৈতু তে বিষম্ ॥ ২১॥

যদগ্নৌ সূর্যে বিষং পৃথিব্যামোষধীষু যৎ।
কান্দাবিষং কনক্লকং নিরৈত্বৈতু তে বিষম্ ॥ ২২॥
যে অগ্নিজা ওষধিজা অহীনাং যে অপ্সুজা বিদজৎ আবভূবুঃ।
যেষাং জাতানি বহুধা মহান্তি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমসা বিধেম ॥ ২৩॥
তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি।
অধস্পদেন তে পদমা দদে বিষদূষণম্ ॥ ২৪॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ প্র চ্যাবয় হৃদয়ং পরি বর্জয়।
অধা বিষস্য যৎ তেজোঽবাচীনং তদেতু তে ॥ ২৫॥
আরে অভুদ্ বিষমরৌদ্ বিষে বিষমপ্রাগপি।
অগ্নির্বিষমহের্নিরধাৎ সোমো নিরণয়ীৎ।
দংষ্টারমন্বগাদ্ বিষমহিরমৃত ॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ — ইন্দ্রের প্রথম, দেবতাগণের দ্বিতীয়, বরুণের তৃতীয় এবং সর্পগণের 'অপমা' নামক রথ আছে। এই দর্ভ (ঔষধি) সর্পগণের শোকপ্রদ, এবং তরূণক, অশ্ব, পরুষ নামক সর্পের বিষকে নিবারণশালী। হে দর্ভ! তুমি শ্রেষ্ঠ; তুমি শ্বেত, কৃষ্ণ এবং অন্য সর্পসমূহের নাশক। তুমি এইস্থানে আগত হও এবং যে মার্গে আমরা গমনাগমন করি, সেই পথ সর্পরহিত ক'রে দাও। আমাদের দংশনের নিমিত্ত সর্পের মুখ যেন উন্মোচিত হ'তে না পারে। এই ক্ষেত্রের নর ও স্ত্রীজাতীয়—দুই রকম সর্প নষ্ট হোক। নিকটস্থ; দূরস্থ, সকল সর্প বিষহীন হয়ে যাক। আমি মুদ্গরাঘাতে বৃশ্চিকগণকে দলিত করছি। এই সর্পগুলির বিষকে বজ্রধারী ইন্দ্র নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। ইন্দ্রের দ্বারা প্রহৃত (বা নিহত) সর্পগুলিকেই আমরা প্রহার করছি। মন্ত্রশক্তির দ্বারা তির্যক, তিরশ্চরাজ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের সর্পকে কুশের (দর্ভের) উপর স্থাপন ক'রে বিনাশ করছি। এই যুবা বৈদ্য বৃশ্চিক ও সর্পের বিষকে নষ্ট-করণে সমর্থ। এঁর মধ্যে মন্ত্রশক্তি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমি আপন সৎ-বুদ্ধির দ্বারা উর্বরা ঔষধিগুলিকে বরণ পূর্বক সেগুলিকে বেগের সাথে প্রেরণ করছি; তাতেই সর্প তোমার (সর্পদষ্ট ব্যক্তির) বিষ দূর হয়ে যাক। সূর্য, অগ্নি, পৃথিবী ও ঔষধিসমূহে যে বিষ আছে, তা পূর্ণভাবে দূরে যাক। হে তৌদি ও ঘৃতাচী নামশালিনী ঔষধি! আমি বিষকে নির্বীর্য করণশালী অঙ্গকে গ্রহণ করছি। হে রোগী! তোমার উপর বিষের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাক। অগ্নি ও সোম সর্পবিষকে দূর ক'রে দিয়েছেন। এই বিষ দংশনকারী সর্পেরই প্রাপ্য হোক!

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অস্মিন্ সূক্তে নানাসর্পান্তেষাং চ বিষানি তত্তৎপ্রতীকারাশ্চ কবিবাগ্বিষয়ঃ। সর্পবিষভৈষজ্যে চ মন্ত্রাঃ। বিষভৈষজ্যে কর্মণি 'ইন্দ্রস্য প্রথমঃ' ইত্যর্থসূক্তস্য 'ব্রাহ্মণো জজ্ঞে' ইতি (৪/৬) সূক্তবৎ বিনিয়োগোবগন্তব্যঃ। ....ইত্যাদি॥ (১০কা. ২অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিতে নানা রকম সর্প ও তাদের বিষের প্রতিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই মন্ত্রগুলির সব ক'টিই সর্পবিষের ভৈষজ্যে বিনিয়োগ হয়। এই সূক্তের বিশেষ বিনিয়োগগুলি চতুর্থ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মে এই সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত কুশ-তৃণ পিষ্ট ক'রে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা রোগীর দক্ষিণ নাসাপুটে নস্য প্রদান করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (১০কা. ২অ. ২সূ.) ॥

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বিজয়প্রাপ্তিঃ

[ঋষি : দ্বিসন্ধুদ্বীপ, কৌশিক, ব্রহ্মা, বিহব্য। দেবতা : আপঃ, প্রজাপতি ইত্যাদি। ছন্দ : পংক্তি, জগতী, বৃহতী, ধৃতি, অনুষ্টুপ্‌, গায়ত্রী, শক্করী, অষ্টি, উষ্ণিক্‌, ত্রিষ্টুপ্‌]

ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্‌ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় ব্রহ্মযোগৈর্বা যুনজ্মি ॥১॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্‌ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় ক্ষত্রযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥২॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্‌ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায়েন্দ্রযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥৩॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্‌ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় সোমযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥৪॥
ইন্দ্রস্যৌজ স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্‌ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায়াপসুযোগৈর্বো যুনজ্মি ॥৫॥
ইন্দ্রস্যৌজি স্থেন্দ্রস্য সহ স্থেন্দ্রস্য বলং স্থেন্দ্রস্য বীর্য্যং স্থেন্দ্রস্য নৃম্‌ণং স্থ।
জিষ্ণবে যোগায় বিশ্বানি মা ভূতান্যুপ তিষ্ঠন্তু যুক্তা ম আপ স্থ ॥৬॥
অগ্নের্ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥৭॥
ইন্দ্রস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥৮॥
সোমস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥৯॥
বরুণস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥১০॥
মিত্রাবরুণয়োর্ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥১১॥
যমস্য ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥১২॥
পিতৃণাং ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥১৩॥

দেবস্য সবিতুর্ভাগ স্থ। অপাং শুক্রমাপো দেবীর্বর্চো অস্মাসু ধত্ত।
প্রজাপতের্বো ধাম্নাস্মৈ লোকায় সাদয়ে ॥১৪॥
যো ব আপোঽপাং ভাগোঽপ্স্বন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যৎ বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥১৫॥
যো ব আপোঽপামূর্মিরপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥১৬॥
যো ব আপোঽপাং বৎসোঽপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥১৭॥
যো ব আপোঽপাং বৃষভোঽপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥১৮॥
যো ব আপোঽপাং হিরণ্যগর্ভোঽপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তান্ মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥১৯॥
যো ব আপোঽপামশ্মা পৃশ্নির্দিব্যোঽপ্সু অন্তর্যজুষ্যো দেবযজনঃ।
ইদং তমতি সৃজামি তং মাভ্যবনিক্ষি।
তেন তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥২০॥
যো ব আপোঽপামগ্নয়োঽপ্স্বন্তর্যজুষ্যা দেবযজনঃ।
ইদং তানতি সৃজামি তান্ মাভ্যবনিক্ষি।
তৈস্তমভ্যতিসৃজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
তং বধেয়ং তং স্তৃষীয়ানেন ব্রহ্মণানেন কর্মণানয়া মেন্যা ॥২১॥
যদর্বাচীনং ত্রৈহায়ণাদনৃতং কিং চোদিম।
আপো মা তস্মাৎ সর্বস্মাদ্ দুরিতাৎ পান্ত্বংহসঃ ॥২২॥
সমুদ্রং বঃ প্র হিণোমি স্বাং যোনিমপীতন।
অরিষ্টাঃ সর্বহায়সো মা চ নঃ কিং চনামমৎ ॥২৩॥

অরিপ্রা আপো অপ রিপ্রমস্মৎ।
প্রাস্মদেনো দুরিতং সুপ্রতীকাঃ প্র দুষ্বপ্ন্যং প্র মলং বহন্তু ॥২৪॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা পৃথিবীসংশিতোঽগ্নিতেজাঃ।
পৃথিবীমনু বি ক্রমেঽহং পৃথিব্যাস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥২৫॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহান্তরিক্ষসংশিতো বায়ুতেজাঃ।
অন্তরিক্ষমনু বি ক্রমেঽহমন্তরিক্ষাৎ তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রণো জহাতু ॥২৬॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা দ্যৌসংশিতঃ সূর্যতেজাঃ।
দিবমনু বি ক্রমেঽহং দিবস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥২৭॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা দিক্সংশিতো মনস্তেজাঃ।
দিশোঽনু বি ক্রমেঽহং দিগ্‌ভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥২৮॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহাশাসংশিতো বাততেজাঃ।
আশা অনু বি ক্রমেঽহমাশাভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥২৯॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহ ঋক্সংশিতঃ সামতেজাঃ।
ঋচোঽনু বি ক্রমেঽহমৃগ্‌ভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥৩০॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা যজ্ঞসংশিতো ব্রহ্মতেজাঃ।
যজ্ঞমনু বি ক্রমেঽহং যজ্ঞাৎ তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥৩১॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহৌষধীসংশিতঃ সোমতেজাঃ।
ওষধীরনু বি ক্রমেঽহমোষধীভ্যস্তম্ নির্ভজাম যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥৩২॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহাপ্সুসংশিতো বরুণতেজাঃ।
অপোঽনু বি ক্রমেঽহমদ্ভ্যস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥৩৩॥
বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা কৃষিসংশিতোঽন্নতেজাঃ।
কৃষিমনু বি ক্রমেঽহং কৃষ্যাস্তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥৩৪॥

বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা প্রাণসংশিতঃ পুরুষতেজাঃ।
প্রাণমনু বি ক্রমেঽহং প্রাণাৎ তং নির্ভজামো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
স মা জীবীৎ তং প্রাণো জহাতু ॥৩৫॥
জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নমস্মাকমভ্যষ্ঠাং বিশ্বাঃ পৃতনা অরাতীঃ।
ইদমহমামুষ্যায়ণস্যামুষ্যাঃ পুত্রস্য বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি
বেষ্টয়ামীদমেনমধরাঞ্চং পাদয়ামি ॥৩৬॥
সূর্যস্যাবৃতমন্বাবর্তে দক্ষিণামন্বাবৃতম্।
সা মে দ্রবিণং যচ্ছতু সা মে ব্রাহ্মণবর্চ্চসম্ ॥৩৭॥
দিশো জ্যোতিষ্মতীরভ্যাবর্তে।
তা মে দ্রবিণং যচ্ছন্তু তা মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥৩৮॥
সপ্তঋষীনভ্যাবর্তে।
তে মে দ্রবিণং যচ্ছন্তু তে মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥৩৯॥
ব্রহ্মাভ্যাবর্ত্তে।
তন্মে দ্রবিণং যচ্ছতু তন্মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥৪০॥
ব্রাহ্মণাঁ অভ্যাবর্তে।
তে মে দ্রবিণং যচ্ছন্তু তে মে ব্রাহ্মণবর্চসম্ ॥৪১॥
যং বয়ং মৃগয়ামহে তং বধৈ স্তৃণবামহৈ।
ব্যাত্তে পরমেষ্ঠিনে ব্রহ্মণাপীপদাম্ তম্ ॥৪২॥
বৈশ্বানরস্য দ্রষ্ট্রাভ্যাং হেতিস্তৎ সমসাদতি।
ইয়ং তং প্সাত্বাহুতিঃ সমিদ্ দেবী সহীয়সী ॥৪৩॥
রাজ্ঞো বরুণস্য বন্ধোঽসি।
সোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমন্নে প্রাণে বধান ॥৪৪॥
যৎ তে অন্নং ভুবস্পত আক্ষিয়তি পৃথিবীমনু।
তস্য নস্ত্বং ভুবস্পতে সম্প্রযচ্ছ প্রজাপতে ॥৪৫॥
অপো দিব্যা অচায়িষং রসেন সমপৃক্ষ্মহি।
পয়স্বানগ্ন আগমং তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥৪৬॥
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা।
বিদুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥৪৭॥
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যদ্বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥৪৮॥
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মুরদেবাং ছৃণীহি পরাসুতৃপঃ শোশুচতঃ শৃণীহি ॥৪৯॥
অপামস্মৈ বজ্রং প্রহরামি চতুর্ভৃষ্টিং শীর্ষভিদ্যায় বিদ্বান্।
সো অস্যাঙ্গানি প্র শৃণাতু সর্ব। তন্মে দেবা অনু জানন্তু বিশ্বে ॥৫০॥

বঙ্গানুবাদ — হে জলরাশি! তোমরা ইন্দ্রের ওজঃ, বল ও বীর্যের শক্তি হয়ে আছো এবং তোমরা ইন্দ্রের ঐশ্বর্যস্বরূপ। আমি তোমাদের ব্রহ্মযোগ, ক্ষত্রযোগ, অপযোগ ও সোমযোগের সাথে সম্পন্ন ক'রে জয়শীল যোগের নিমিত্ত সমর্থ করছি। হে জল সমুদায়! তোমরা ইন্দ্রের ভাগ, অগ্নির ভাগ, সোমের ভাগ এবং বরুণের ভাগ হয়ে আছো, এই লোকে প্রজাপতির তেজের নিমিত্ত জলের বীর্য, তেজ ও উজ্জ্বল জলরাশিকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করো। হে জলরাশি! তোমরা মিত্রাবরুণের, যমের, পিতৃগণের ও সবিতার ভাগ হয়ে আছো। এই লোকে প্রজাপতির তেজের নিমিত্ত জলের বীর্য, তেজ ও উজ্জ্বল জল সমুদায়কে আমাদের মধ্যে পূর্ণ ক'রে দাও। হে জলরাশি! তোমাদের যে জলীয় ভাগ যজুর্বেদের মন্ত্রের দ্বারা সেবনীয় হয়ে থাকে, তোমাদের যে তরঙ্গ (আবেগ), তোমাদের মধ্যে যে বৎস, যে বৃষভ, যে হিরণ্যগর্ভ, যে দিব্য অগ্নি ও প্রস্তর আছে, সেগুলি যজুর্বেদের মন্ত্রের দ্বারা সেবনীয় এবং দেবতাবর্গের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সেই জলীয় ভাগকে, যারা আমাদের শত্রু, তাদের উপর নিক্ষেপ (প্রয়োগ) করছি এবং নিজেকে পুষ্ট করছি। আমি এই মন্ত্রবলে অভিচার কর্মের দ্বারা কৃত বলরূপ অস্ত্রের সাহায্যে আপন শত্রুকে দমিত ও বিনষ্ট করছি। আমি তিন বৎসরের মধ্যে যে মিথ্যা ভাষণ করেছি, সেই পাপ হ'তে জলসমুদায় আমাকে মুক্ত করুক। হে জলরাশি! তোমরা সমুদ্রে লীন হয়ে থাকো, তোমাদের গতি সর্বব্যাপী। পাপরহিত জলরাশি আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুক। হে জল! তুমি বিষ্ণুর পরাক্রম স্বরূপ; তোমাকে দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিক্‌সমূহ, আশা, ঋক্, যজ্ঞ, ঔষধি জল, বৃষ্টি, প্রাণ ইত্যাদি তীক্ষ্ণ করেছে, তুমি এই সকলের উপর বিক্রমণ করো। তোমাকে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, মন, ব্রহ্মতেজ, সোম, বরুণ, অন্ন ও পুরুষ তেজস্বী করেছেন, তুমি এঁদের উপর বিক্রমণ করো; আমি শত্রুকে এঁদের দ্বারা দূরীভূত করছি; আমার শত্রু প্রাণরহিত হোক, যেন জীবিত না থাকে। আমি অমুক (উদ্দিষ্ট) গোত্রীয়, অমুক মাতার পুত্র আপন শত্রুকে বশীভূত করছি। তার কান্তি, তেজ, আয়ু ও প্রাণকে বেষ্টন পূর্বক তাকে পাতিত করছি। দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত সূর্যের দ্বারা আবৃত মার্গকে আমি অনুবর্তন করছি; সেই দক্ষিণ দিক আমাকে ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন করুক। আমি দিকসমূহকে পরিক্রম করছি, সপ্ত ঋষি এবং মন্ত্রসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছি। এঁরা আমাকে ব্রহ্মতেজ ও ঐশ্বর্য প্রদান করুন। ব্রাহ্মণগণকে পরিক্রমা ক'রে তাঁদের নিকট ব্রহ্মতেজ ও ধন প্রার্থনা করছি। আমি শত্রুর মুখকে মন্ত্রবলের দ্বারা অগ্নিমুখে সজোরে নিক্ষেপ করছি। সমিধসমূহের যুক্ত এই হবিরূপ শস্ত্র সেই শত্রুকে অগ্নি মুখে পাতিত করুক।...হে পৃথিবী ! আমাকে বল প্রদান করো। হে অগ্নি! আমাকে তেজ, সন্তান ও আয়ুর সাথে যুক্ত করো এবং আমাকে যারা প্রপীড়িত করে, তাদের মর্দিত করো। আমি মন্ত্রশক্তির দ্বারা শত্রুর মস্তক ছিন্ন করার নিমিত্ত জল রূপ বজ্রে প্রহার করছি; সকল দেবতা আমার অনুকূল হোন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অভিচারকর্মৈতৎ। শত্রুনাশনসমর্থবলং উদকে প্রবেশ্য তদুদকে বজ্রত্বং কল্পয়িত্বা শত্রুং অভিলক্ষ্য তৎ প্রক্ষিপতি। তদ্ এবং। আদাবপঃ সম্বোধ্য যস্মাদ্ যূয়ং ইন্দ্রস্যৌজো ভবথ ইন্দ্রস্য সহআহি ভবথ তস্মাদ্ ইন্দ্রবলৈর্যুষ্মান যুক্তা করোমিত্যাহ। অনন্তরং ইন্দ্রস্য ভাগঃ অর্থাদ্ অংশো ভবথ সোমস্য ভাগঃ স্থ বরুণস্য ভাগঃ স্থ মিত্রাবরুণয়োর্ভাগঃ স্থ যমস্য ভাগঃ স্থ পিতৃণাং সবিতুশ্চ ভাগঃ স্থেত্যাহ।...সূত্র কো. ৬।৩, ১।৬ ইত্যাদি ॥ (১০কা. ৩অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি আভিচারক কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। শত্রুনাশনে সমর্থ বল জলে প্রবেশ করিয়ে সেই জলে বজ্রত্ব কল্পনা পূর্বক তা শত্রুকে অভিলক্ষ্য ক'রে প্রক্ষেপ করণীয়। সেই কর্ম এইরকম—

প্রথমে জলকে সম্বোধন করতে হয়—'হে জলরাশি! যেহেতু তোমরা ইন্দ্রের ওজঃ, তোমরা তাঁর সাথে অবস্থান করো, সুতরাং আমি তোমাদের ইন্দ্রবলের সাথে যুক্ত করছি।' অনন্তর 'তোমরা ইন্দ্রের অংশ, সোমের অংশ' ইত্যাদি উচ্চারণ করণীয়। এই জলসমূহকে ত্রৈলোকস্থ সকল জলের ভাগরূপে পূজন, তাদের উদ্দেশে হবিঃ ইত্যাদি সমর্পণ, সবই সূত্রানুসারে করণীয়। মূল বিনিয়োগ-প্রক্রিয়ায় শত্রুবিনাশের সাথে সাথে আপন ও প্রজাসমূহের আয়ু, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লাভের নিমিত্ত আভিচারিক পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এইগুলির নিমিত্ত এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিনিয়োগ পাওয়া যায় ॥ (১০কা. ৩অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : মণিবন্ধনম্

[ঋষি : বৃহস্পতি। দেবতা : বনস্পতি, ফালমণি, আপ। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, জগতী, শক্করী, অষ্টি, ধৃতি, পংক্তি]

আরাতীয়োর্ভ্রাতৃব্যস্য দুর্হার্দো দ্বিষতঃ শিরঃ।
অপি বৃশ্চাম্যোজসা ॥ ১॥
বর্ম মহামযং মণিঃ ফালাজ্জাতঃ করিষ্যতি।
পূর্ণো মন্থেন মাগমদ্ রসেন সহ বর্চসা ॥ ২॥
যৎ ত্বা শিক্বঃ পরাবধীৎ তক্ষা হস্তেন বাস্যা।
আপস্ত্বা তস্মাজ্জীবলাঃ পুনন্তু শুচয়ঃ শুচিম্ ॥ ৩॥
হিরণ্যস্রগয়ং মণিঃ শ্রদ্ধাং যজ্ঞং মহো দধৎ।
গৃহে বসতু নোঽতিথিঃ ॥ ৪॥
তস্মৈ ঘৃতং সুরাং মধ্বন্নমন্নং ক্ষদামহে।
স নঃ পিতেব পুত্রেভ্যঃ শ্রেয়ঃশ্রেয়শ্চিকিৎসতু
ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বো দেবেভ্যো মণিরেত্য ॥ ৫॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিৎ ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তমগ্নিঃ প্রত্যমুঞ্চত সো অস্মৈ দুহ আজ্যং
ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৬॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তমিন্দ্রঃ প্রত্যমুঞ্চতৌজসে বীর্যায় কম্।
সো অস্মৈ বলমিদ্ দুহে ভূয়োভুয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৭॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণি ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তং সোমঃ প্রত্যমুঞ্চত মহে শ্রোত্রায় চক্ষসে।
সো অস্মৈ বর্চ ইদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৮॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।

তৎ সূর্যঃ প্রত্যমুঞ্চত তেনেমা অজয়দ্ দিশঃ।
সো অস্মৈ ভূতিমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ৯॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্মণিং ফালং ঘৃতশ্চুতমুগ্রং খদিরমোজসে।
তৎ বিভ্রচ্চন্দ্রমা মণিমসুরাণাং পুরোঽজয়দ্ দানবানাং হিরণ্যয়ীঃ।
যো অস্মৈ শ্রিয়মিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১০॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
সো অস্মৈ বাজিনং দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১১॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তেনেমাং মণিনা কৃষিমশ্বিনাবভি রক্ষতঃ।
স ভিষগ্‌ভ্যাং মহো দুহ ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১২॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তৎ বিভ্রৎ সবিতা মণিং তেনেদমজয়ৎ স্বঃ।
সো অস্মৈ সূনৃতাং দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৩॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তমাপো বিভ্রতীর্মণিং সদা ধাবন্ত্যক্ষিতাঃ।
স অভ্যোঽমৃতমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ং শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৪॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তং রাজা বরুণো মণিং প্রত্যমুঞ্চত শংভুবম্।
সো অস্মৈ সত্যমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জাহি ॥ ১৫॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তং দেবা বিভ্রতো মণিং সর্বাংল্লোকান্ যুধাজয়ন্।
স এভ্যো জিতিমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৬॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্বাতায় মণিমাশবে।
তমিমং দেবতা মণিং প্রত্যমুঞ্চন্ত শম্ভুবম্।
স আভ্যো বিশ্বমিদ্ দুহে ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃশ্বস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ১৭॥
ঋতবস্তমবধ্নতার্তবাস্তমবধ্নত।
সংবৎসরস্তং বদ্ধা সর্বং ভূতং বি রক্ষতি ॥ ১৮॥
অন্তর্দেশা অবধ্নত প্রদিশস্তমবধ্নত।
প্রজাপতিসৃষ্টো মণির্দ্বিষতো মেঽধরাঁ অকঃ ॥ ১৯॥
অথর্বাণো অবধ্নতাথর্বণা অবধ্নত।
তৈর্মেদিনো অঙ্গিরসো দস্যূনাং বিভিদুঃ
পুরস্তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ২০॥

তং ধাতা প্রত্যমুঞ্চত স ভূতং ব্যকল্পয়ৎ।
তেন ত্বং দ্বিষতো জহি ॥ ২১ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমদ্ রসেন সহ বর্চসা ॥ ২২ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ সহ গোভিরজাবিভিরন্নেন প্রজয়া সহ ॥ ২৩ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ সহ ব্রীহিযবাভ্যাং মহসা ভূত্যা সহ ॥ ২৪ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমন্মধোর্ঘৃতস্য ধারয়া কীলালেন মণিঃ সহ ॥ ২৫ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমদূর্জয়া পয়সা সহ দ্রবিণেন শ্রিয়া সহ ॥ ২৬ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতি র্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ তেজসা ত্বিষ্যা সহ যশসা কীর্ত্যা সহ ॥ ২৭ ॥
যমবধ্নাদ্ বৃহস্পতির্দেবেভ্যো অসুরক্ষিতিম্।
স মায়ং মণিরাগমৎ সর্বাভির্ভূতিভিঃ সহ ॥ ২৮ ॥
তমিমং দেবতা মণিং মহ্যং দদতু পুষ্টয়ে।
অভিভূং ক্ষত্রবর্ধনং সপত্নদম্ভনং মণিম্ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মণা তেজসা সহ প্রতি মুঞ্চামি মে শিবম্।
অসপত্নঃ সপত্নহা সপত্নান্ মেঽধরাঁ অকঃ ॥ ৩০ ॥
উত্তরং দ্বিষতো মাময়ং মণিঃ কৃণোতু দেবজাঃ।
যস্য লোকা ইমে ত্রয়ঃ পয়ো দুগ্ধমুপাসতে।
স মায়মধি রোহতু মণিঃ শ্রৈষ্ঠ্যায় মূর্ধতঃ ॥ ৩১ ॥
যং দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা উপজীবন্তি সর্বদা।
স মায়মধি রোহতু মণিঃ শ্রৈষ্ঠ্যায় মূর্ধতঃ ॥ ৩২ ॥
যথা বীজমুর্বরায়াং কৃষ্টে ফালেন রোহতি।
এবা ময়ি প্রজা পশবোঽন্নমন্নং বি রোহতু ॥ ৩৩ ॥
যস্মৈ ত্বা যজ্ঞবর্ধন মণে প্রত্যমুচং শিবম্।
তং ত্বং শতদক্ষিণ মণে শ্রৈষ্ঠ্যায় জিন্বতাৎ ॥ ৩৪ ॥
এতমিধ্মং সমাহিতং জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য হোমৈঃ।
তস্মিন্ বিদেম সুমতিং স্বস্তি প্রজাং চক্ষুঃ
পশূন্ৎ সমিদ্ধে জাতবেদসি ব্রহ্মণা ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — আমি দ্বেষী শত্রুর মস্তক মন্ত্রের দ্বারা ছেদন করছি। এই মণি আমার কবচ-স্ব

রক্ষক। এই কালের দ্বারা উৎপাদিত হিরণ্যরূপ মণি আমার গৃহে অতিথি স্বরূপ। এটি কল্যাণকারিণী। আমরা একে ঘৃত, মধু, অন্ন ইত্যাদি উপহার প্রদান করছি। খদির বৃক্ষের মণির দ্বারা ইন্দ্র বল ও বৃহস্পতি ওজঃ লাভ করেছিলেন। এটি আমার শত্রুকে হনন করুক। যার দ্বারা চন্দ্রমা শ্রী-লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন; তুমি সেই মণি বন্ধন (বা ধারণ) ক'রে শত্রুকে বিনাশ করো; এই মণি বায়ুকে করেছে বেগবান্, অশ্বিনীকুমার যুগলকে করেছে ঋষি রক্ষক এবং সবিতাকে করেছে স্বর্গবিজয়ী। এটি জলকে অমৃতত্ব ও বরুণকে সত্য প্রদান করেছে। তুমি সেই মণি ধারণ ক'রে শত্রু নাশ করো; যে মণিকে বন্ধন ক'রে ঋতু, মাস ও সম্বৎসর প্রাণীবর্গকে রক্ষা করছে। প্রজাপতি এই মণিকে নির্মাণ পূর্বক অথর্ব মন্ত্রের দ্বারা যাঁকে এটি ধারণ করিয়েছেন, সে-ই শত্রু-সংহার করেছে; ধাতা এই মণি ধারণ ক'রে প্রাণীবর্গকে রচনা করেছেন, সেই হেন মণি আমার প্রাপ্ত হয়েছে। যে মণি বৃহস্পতি স্বয়ং দেবতাগণকে ধারণ করিয়েছিলেন, সেই গো-ইত্যাদি পশু, ধন, উৎসব, মধু, ঘৃত, অন্ন, বল, তেজ, কীর্তি ও সম্পূর্ণ বিভূতিশালিনী তথা রাক্ষসনাশিনী মণি দেবতাগণ আমাকে প্রাপ্ত করান। হে কল্যাণকারিণী! আমি তোমাকে গ্রহণ করছি। আমার শত্রুগণকে দুর্গতি সম্পন্ন করো। দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্য যার দ্বারা জীবন লাভ করেন, সেই মণি যজ্ঞ, খাদ্যান্ন, প্রজা ও পশুর বৃদ্ধিকারিণী। হে মণি! তুমি এই হবিকে সেবন করো, তৃপ্ত হও এবং আমাদের কল্যাণ সাধন করো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — খদিরকাষ্ঠকালবিকারং মণিং শত্রুনাশায় তথা সর্বকামাপ্তয়ে বধ্নাতি সূক্তেনানেন। সাম্প্রদায়িকা হি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বিনিযুঞ্জন্তি।... ইত্যাদি ॥ (১০কা. ৩অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির দ্বারা শত্রুনাশ ও সর্ব কামনা পূর্তির নিমিত্ত খদিরকাষ্ঠের (খদির কাষ্ঠনির্মিত ফালের) বিকাররূপ মণি ধারণ করণীয়। সম্প্রদায়গতভাবে এগুলির বিনিয়োগ পরে উল্লেখিত হয়েছে। সর্বকাম-সিদ্ধির নিমিত্ত খদিরফাল মণি ত্রিবাসিত ক'রে হিরণ্যবেষ্টিত পূর্বক এই সূক্তের 'এতমিধ্মং' (৩৫) ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগসমূহ মূল বিনিয়োগমালায় উল্লেখিত হয়েছে। এই সূক্তের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'আয়গমন্' (৩/৫), 'অয়ং প্রতিসর' (৮/৫), 'অয়ং মে বরণঃ (১০/৩) ইত্যাদি সূক্তগুলির বিনিয়োগসমূহের সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্র—কৌশিক ৩/২, বৈতান ২/৬, নক্ষত্র কল্প ১৭, ১৯ ॥ (১০কা. ৩অ. ২সূ.)॥

◆◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : সর্বাধারবর্ণনম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : স্কম্ভ, অধ্যাত্ম। ছন্দ : জগতী, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, গায়ত্রী, পংক্তি]

কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধি তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১॥
কস্মাদঙ্গাদ্ দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা।
কস্মাদঙ্গাদ্ বি মিমীতেঽধি চন্দ্রমা মহ স্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম্ ॥২॥

কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যন্তরিক্ষম্।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যাহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যুত্তরং দিবঃ ॥৩॥
ক্ক প্রেপ্সন্ দীপ্যত ঊর্ধ্বো অগ্নিঃ ক্ক প্রেপ্সন্ পবতে মাতরিশ্বা।
যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাবৃতঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥৪॥
ক্কার্ধমাসাঃ ক্ক যন্তি মাসাঃ সংবৎসরেণ সহ সংবিদানাঃ।
যত্র যন্ত্যৃতবো যত্রার্তবাঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥৫॥
ক্ক প্রেপ্সন্তী যুবতী বিরূপে অহোরাত্রে দ্রবতঃ সংবিদানে।
যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাপঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥৬॥
যস্মিন্ৎস্তব্ধ্বা প্রজাপতির্লোকান্ত্সর্বাঁ অধারয়ৎ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥৭॥
যৎ পরমমবমং যচ্চ মধ্যমং প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপম্।
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ৎ তদ্ বভূব ॥৮॥
কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ ভূতং কিয়ৎ ভবিষ্যদন্বাশয়েঽস্য।
একং যদঙ্গমকৃণোৎ সহস্রধা কিয়তা স্কম্ভঃ প্র বিবেশ তত্র ॥৯॥
যত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ব্রহ্ম জনা বিদুঃ।
অসচ্চ যত্র সচ্চান্ত স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১০॥
যত্র তপঃ পরাক্রম্য ব্রতং ধারয়ত্যুত্তরম্।
ঋতং চ যত্র শ্রদ্ধা চাপো ব্রহ্ম সমাহিতাঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১১॥
যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্নধ্যাহিতা।
যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১২॥
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১৩॥
যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা ঋচঃ সম যজুর্মহী।
একর্ষির্যস্মিন্নার্পিতঃ স্কম্ভং তৎ ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১৪॥
যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেঽধি সমাহিতে।
সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ পুরুষেঽধি সমাহিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১৫॥
যস্য চতস্রঃ প্রদিশো নাড্যস্তিষ্ঠন্তি প্রথমাঃ।
যজ্ঞো যত্র পরাক্রান্তঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১৬॥
যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।
যো বেদ পরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদ প্রজাপতিম্।
জ্যেষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিদুস্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ ॥১৭॥

যস্য শিরো বৈশ্বানরশ্চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
অঙ্গানি যস্য যাতবঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১৮॥
যস্য ব্রহ্ম মুখমাহুর্জিহ্বাং মধুকশামুত।
বিরাজমূধো যস্যাহুঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥১৯॥
যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমান্যথর্বাঙ্গিরসো মুখং
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥২০॥
অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমমিব জনা বিদুঃ।
উতো সন্মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখামুপাসতে ॥২১॥
যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ।
ভূতং চ যত্র ভব্যং চ সর্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥২২॥
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষথ ॥২৩॥
যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মা বেদিতা স্যাৎ ॥২৪॥
বৃহন্তো নাম তে দেবা যেঽসতঃ পরি জজ্ঞিরে।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্যাসদাহু পরো জনাঃ ॥২৫॥
যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্তয়ৎ।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য পুরাণমনুসংবিদুঃ ॥২৬॥
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥২৭॥
হিরণ্যগর্ভং পরমমনত্যুদ্যং জনা বিদুঃ।
স্কম্ভস্তদগ্রে প্রাসিঞ্চদ্ধিরণ্যং লোকে অন্তরা ॥২৮॥
স্কম্ভে লোকাঃ স্কম্ভে তপঃ স্কম্ভেঽধ্যৃতমাহিতম্।
স্কম্ভ ত্বা বেদ প্রত্যক্ষমিন্দ্রে সর্বং সমাহিতম্ ॥২৯॥
ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ ইন্দ্রেঽধ্যৃতমাহিতম্।
ইন্দ্রং ত্বা বেদ প্রত্যক্ষং স্কম্ভে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩০॥
নাম নাম্না জোহবীতি পুরা সূর্যাৎ পুরোষসঃ।
যদজঃ প্রথমং সম্বভূব স হ তৎ স্বরাজ্যমিয়ায় যস্মান্ন্যান্যৎ পরমস্তি ভূতম্ ॥৩১॥
যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্।
দিবং যশ্চক্রে মূর্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩২॥

যস্য সূর্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পনর্ণবঃ।
অগ্নিং যশ্চক্রে আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩৩॥
যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানীস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩৪॥
স্কম্ভো দাধার দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে স্কম্ভো দাধারোর্বন্তরিক্ষম্।
স্কম্ভো দাধার প্রদিশঃ ষডুর্বীঃ স্কম্ভ ইদং বিশ্বং ভুবনমা বিবেশ ॥৩৫॥
যঃ শ্রমাৎ তপসো জাতো লোকান্ৎ সর্বান্ৎসমানশে।
সোমং যশ্চক্রে কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩৬॥
কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তীর্নেলয়ন্তি কদা চন ॥৩৭॥
মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
তস্মিন্ ছ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ ॥৩৮॥
যস্মৈ হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং বাচা শ্রোত্রেণ চক্ষুষা।
যস্মৈ দেবাঃ সদা বলিং প্রযচ্ছন্তি বিমিতেঽমিতং
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥৩৯॥
অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্মনা।
সর্বাণি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ ॥৪০॥
যো বেতসং হিরণ্যয়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ।
স বৈ গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ ॥৪১॥
তন্ত্রমেকে যুবতী বিরূপে অভ্যাক্রামং বয়তঃ যন্ময়ূখম্।
প্রাণ্যা তন্তূৎস্তিরতে ধত্তে অন্যা নাপ বৃঞ্জাতে ন গমাতো অন্তম্ ॥৪২॥
তয়োরহং পরিনৃত্যন্ত্যোরিব ন বি জানামি যতরা পরস্তাৎ।
পুমানেনদ্ বয়ত্যুদ্গৃণত্তি পুমানেনদ্ বি জভারধি নাকে ॥৪৩॥
ইমে ময়ূখা উপ তস্তভুর্দিবং সামানি চক্রুস্তসরাণি বাতবে ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ — স্কম্ভের (সর্বাধারের) কোন্ কোন্ অঙ্গে ঋত, শ্রদ্ধা, সত্যব্রত, দ্যাবাপৃথিবী অবস্থিত আছে? কোন্ কোন্ অঙ্গে বায়ু চলাচল করে, অগ্নি জ্বলে? ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত অগ্নি এবং প্রবাহিত বায়ু কোথায় যায়? পক্ষ, মাস, ঋতু, রাত্রি-দিন, জল কোথায় গমন করে? পরম, অধম, মধ্যম রূপসমূহের মধ্যে কতটা অংশে তিনি (স্কম্ভ) প্রবিষ্ট আছেন, কতটায় নয়? যাঁর মধ্যে লোক ইত্যাদি নিহিত রয়েছে, যাঁতে সৎ-অসৎও আছে, সেই স্কম্ভ সম্পর্কে আমাকে বলো। যাঁর মধ্যে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরিক্ষ, ঋক্, সাম, যজু, রুদ্র-ভূত, সত্যলোক স্থিত আছে, সেই স্কম্ভ কেমনতর? যিনি ব্রহ্ম, পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি ও ব্রাহ্মণকে জ্ঞাত আছেন, তিনিই স্কম্ভকেও জ্ঞাত হন। যাঁর শির বৈশ্বানর, নেত্র অঙ্গিরাবংশীয় ঋষি, যাঁর জিহ্বা মধুকশা, মুখ ব্রহ্ম, দেহ বিরাট—সেই স্কম্ভ সম্পর্কে বলো। দেবতা তাঁর বিধি এবং তাঁরা তাঁর শরীরেই নিবাসিত, সেই হিরণ্যগর্ভ বর্ণনার অতীত। হে

ইন্দ্র! তুমিও স্কম্ভের মধ্যে নিহিত। পৃথিবী যাঁর প্রভা, অন্তরিক্ষ যাঁর উদর, দ্যুলোক শির, চন্দ্র-সূর্য যাঁর নেত্র এবং অগ্নি যাঁর মুখস্বরূপ, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করছি। স্কম্ভ দ্যাবাপৃথিবীকে, অন্তরিক্ষকে, সকল দিককে, ছয় ভুবনকে ধারণ ক'রে আছেন; তিনি সর্বলোকে ভ্রমণ করেন; যাঁর ইচ্ছায় বায়ু প্রেরণা প্রাপ্ত হয় না, যাঁর ইচ্ছায় জল অচেষ্ট হয়ে থাকে এবং মন পরিভ্রামিত হয় না; সকল দেবতা তাঁরই আশ্রিত এবং তাঁকেই সেবা ক'রে থাকে। যিনি অমিত দেহসমূহে অমিত রূপে বিদ্যমান আছেন, তিনিই স্কম্ভ।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'কস্মিন্নঙ্গে' ইতি স্কম্ভসূক্তং। স্কম্ভ ইতি সনাতনতমো দেবো ব্রহ্মণোপ্যাদ্যভূতঃ। অতো জ্যেষ্ঠং ব্রহ্মেতি তস্য সংজ্ঞা। তস্মিন্ সর্বমেতৎ তিষ্ঠতি তৎসর্বং এতেনবিষ্টং। বিরাডপি তস্মিন্নেব সমাহিতঃ। তস্মিন্নেব দেবাদয়ঃ সর্বে সমাহিতা ইত্যাদি বর্ণনং ॥ (১০কা. ৪অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি স্কম্ভসূক্ত। এই সূক্তের নাম সর্বাধারবর্ণনম্। অতএব এখানে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, উপলব্ধ বা অনুপলব্ধ, সব কিছুর আধারস্বরূপ যে দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তিনিই সনাতনতম দেবতা, —ব্রহ্ম তাঁর নাম। এই কারণে এঁকে ব্রহ্মারও জ্যেষ্ঠ সংজ্ঞায় ভূষিত করা হয়েছে। এই স্কম্ভেই সব কিছু অবস্থিত বা আবিষ্ট হয়ে রয়েছে (কিংবা বলা যায়—সব কিছুতেই স্কম্ভের অবস্থান); এমনকি, সৃষ্টির আদিমতম বিরাট্ পুরুষও এঁর মধ্যে সমাহিত। বলা বাহুল্য, সব কিছুর সাথে সকল দেবতাও যে এঁতে সমাহিত, সেই সব কথাই এই সূক্তে বর্ণিত ॥ (১০কা. ৪অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : জ্যেষ্ঠব্রহ্মবর্ণনম

[ঋষি.: কুৎস। দেবতা : অধ্যাত্ম। ছন্দ : বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতি, পংক্তি, উষ্ণিক্, গায়ত্রী]

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥১॥
স্কম্ভেনেমে বিষ্টভিতে দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তিষ্ঠতঃ।
স্কম্ভ ইদং সর্বমাত্মন্বদ্ যৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ ॥২॥
তিস্রো হ প্রজা অত্যায়মায়ন্ ন্যন্যা অর্কমভিতোঽবিশন্ত।
বৃহন্ হ তস্থৌ রজসো বিমানো হরিতো হরিণীরা বিবেশ ॥৩॥
দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তত্রাহতাস্ত্রীনি শতানি শঙ্কবঃ ষষ্টিশ্চ খীলা অবিচাচলা যে ॥৪॥
ইদং সবিতর্বি জানীহি যড্ যমা এক একজঃ।
তস্মিন্ হাপিত্বমিচ্ছন্তে য এষামেক একজঃ ॥৫॥
আবিঃ সন্নিহিতং গুহা জরন্নাম মহৎ পদম্।
তত্রেদং সর্বমার্পিতমেজৎ প্রাণৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬॥

একচক্রং বর্তত একনেমি সহস্রাক্ষরং প্র পুরো নি পশ্চা।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং ক্ব তদ্ বভূব ॥৭॥
পঞ্চবাহী বহত্যগ্রমেষাং প্রষ্টয়ো যুক্তা অনুসংবহন্তি।
অয়াতমস্য দদৃশে ন যাতং পরং নেদীয়োঽবরং দবীয়ঃ ॥৮॥
তির্যগ্বিলশ্চমস উর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্।
তাদসত ঋষয়ঃ সপ্ত সাকং যে অস্য গোপা মহতো বভূবুঃ ॥৯॥
যা পুরস্তাদ্ যুজ্যতে যা চ পশ্চাদ্ যা বিশ্বতো যুজ্যতে যা চ সর্বতঃ।
যয়া যজ্ঞঃ প্রাঙ্ তায়তে তাং ত্বা পৃচ্ছামি কতমা সর্চাম্ ॥১০॥
যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদ্ ভুবৎ।
তদ্ দাধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং তৎ সম্ভূয় ভবত্যেকমেব ॥১১॥
অনন্তং বিততং পুরুত্রানন্তবচ্চা সমন্তে।
তে নাকপালশ্চরতি বিচিন্বন্ বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য ॥১২॥
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরদৃশ্যমানো বহুধা বি জায়তে।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥১৩॥
উর্ধ্বং ভরন্তমুদকং কুম্ভেনেবোদহার্যম্।
পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ ॥১৪॥
দূরে পূর্ণেন বসতি দূরং উনেন হীয়তে।
মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তস্মৈ বলিং রাষ্ট্রভৃতো ভরন্তি ॥১৫॥
যতঃ সূর্য উদেত্যস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তদেব মন্যেঽহং জ্যেষ্ঠং তদু নাত্যেতি কিং চন ॥১৬॥
যে অর্বাঙ্ মধ্য উত বা পুরাণং বেদং বিদ্বাংসমভিতো বদন্তি।
আদিত্যমেব তে পরি বদন্তি সর্বে অগ্নিং দ্বিতীয়ং ত্রিবৃতং চ হংসম্ ॥১৭॥
সহস্রাহ্ন্যং বিযতাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গম্।
স দেবান্ত্সর্বানুরস্যুপদদ্য সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা ॥১৮॥
সত্যেনোর্ধ্বস্তপতি ব্রহ্মণার্বাঙ্ বি পশ্যতি।
প্রাণেন তির্যঙ্ প্রাণতি যস্মিন্ জ্যেষ্ঠমধি শ্রিতম্ ॥১৯॥
যো বৈ তে বিদ্যাদরণী যাভ্যাং নির্মথ্যতে বসু।
স বিদ্বান্ জ্যেষ্ঠং মন্যেত স বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥২০॥
অপাদগ্রে সমভবৎ সো অগ্রে স্বরাভরৎ।
চতুষ্পাদ্ ভূত্বা ভোগ্যঃ সর্বমাদত্ত ভোজনম্ ॥২১॥
ভোগ্যো ভবদথো অন্নমদদ্ বহু।
যো দেবমুত্তরাবন্তমুপাসাতৈ সনাতনম্ ॥২২॥

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।
অহোরাত্রে প্র জায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ ॥২৩॥
শতং সহস্রমযুতং ন্যর্বুদমসংখ্যেয়ং স্বমস্মিন্ নিবিষ্টম্।
তদস্য ঘ্নন্ত্যভিপশ্যত এব তস্মদ্ দেবো রোচত এষ এতৎ ॥২৪॥
বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকং নেব দৃশ্যতে।
ততঃ পরিষ্বজীয়সী দেবতা সা মম প্রিয়া ॥২৫॥
ইয়ং কল্যাণ্যজরা মর্ত্যস্যামৃতা গৃহে।
যস্মৈ কৃতা শয়ে স যশ্চকার জজার সঃ ॥২৬॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দন্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥২৭॥
উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবা মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ॥২৮॥
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে।
উতো তদদ্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে ॥২৯॥
এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্বং বভূব।
মহী দেব্যুষসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বি চষ্টে ॥৩০॥
অবির্বৈ নাম দেবতর্তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ ॥৩১॥
অন্তি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ॥৩২॥
অপূর্বেণেষিতা বাচস্তা বদন্তি যথাযথম্।
বদন্তীর্যত্র গচ্ছন্তি তদাহুর্ব্রাহ্মণং মহৎ ॥৩৩॥
যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চারা নাভাবিব শ্রিতাঃ।
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্মায়য়া হিতম্ ॥৩৪॥
যেভির্বাত ইষিতঃ প্রবাতি যে দদন্তে পঞ্চ দিশঃ সধ্রীচীঃ।
য আহুতিমত্যমন্যন্ত দেবা অপাং নেতারঃ কতমে ত আসন্ ॥৩৫॥
ইমামেষাং পৃথিবীং বস্ত একোঽন্তরিক্ষং পর্যেকো বভূব।
দিবমেষাং দদতে যো বিধর্তা বিশ্বা আশাঃ প্রতি রক্ষন্ত্যেকে ॥৩৬॥
যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥৩৭॥
বেদাহং সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্যাহং বেদাথো যদ্ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥৩৮॥

যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী অগ্নিরৈৎ প্রদহন্ বিশ্বদাব্যঃ।
যত্রাতিষ্ঠন্নেকপত্নীঃ পরস্তাৎ ক্বেবাসীন্মাতরিশ্বা তদানীম্ ॥৩৯॥
অপ্স্বাসীন্মাতরিশ্বা প্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টা দেবাঃ সলিলান্যাসন্।
বৃহন্ হ তস্থৌ রজসো বিমানঃ পবমানো হরিত আ বিবেশ ॥৪০॥
উত্তরেণেব গায়ত্রীমমৃতেঽধি বি চক্রমে।
সাম্না যে সাম সংবিদুরজস্তদ্ দদৃশে ক্ব ॥৪১॥
নিবেশনঃ সঙ্গমনো বসূনাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
ইন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে ধনানাম্ ॥৪২॥
পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥৪৩॥
অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ — ভূত ও ভবিষ্য কালে ব্যাপক দিব্যলোকাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মকে নমস্কার ক'রি। এই পৃথিবী ও আকাশ সেই স্কম্ভের (বা ব্রহ্মের) দ্বারাই স্থিত হয়ে আছে। গুম্ফা রূপ দেহে আত্মা নিবাস করেন। তাঁতেই এই সচেষ্ট, শ্বাসবান্ বিশ্ব স্থিতিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর অর্ধভাগের দ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে এবং অপর অর্ধভাগ নিকট হ'তেও নিকট এবং দূর হ'তেও দূরে আছে। যিনি সচেষ্ট আছেন—অচেষ্ট আছেন, প্রাণক্রিয়া করেন বা না-ও করেন; যিনি সকল রূপের দ্বারা সম্পন্ন হয়েও একরূপধারী হয়ে আছেন; তিনি অনন্ত, তিনি প্রশান্ত, তিনি কর্মজ্ঞ, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি গর্ভমধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকেন। তাঁকে পূর্ণ ব'লে মান্য করুক অথবা হীন ব'লে মনে করুক, তিনি এমন সকলের থেকে দূরে থাকেন। যিনি পৃথিবীকে ধারণ করেছেন, যাঁর দ্বারা সূর্যের উদয়-অস্ত হয়ে থাকে, তিনি সকলের অপেক্ষা বৃহৎ, অনন্তবিক্রমণীয়। পুরাতন বিদ্বান্ তাঁকে হংস বলে। তাঁর দ্বারাই সূর্য দিবারাত্র উৎপন ক'রে থাকেন। তিনি সংক্ষিপ্ত রূপী। তিনি আত্মা প্রমুখ হয়েও দৃষ্টিগোচর হন না, যেহেতু তিনি সূক্ষ্মতম। আত্মা কল্যাণময়ী ও জরারহিত। তিনি কুমারী, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সর্বরূপ। তিনি মনের মধ্যে, গর্ভের মধ্যে স্থিত আছেন। তিনি পূর্ণ হ'তেই পূর্ণকে সিঞ্চন করেন, পূর্ণের দ্বারা পূর্ণকে নির্গত করেন। তিনি অজর-অমর। বাক্যসমূহ তাঁর দ্বারাই বহির্গত হয় এবং তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। রথচক্রের নাভিতে (মধ্যস্থানে) অর্পিত অরের (নাভি ও নেমি অর্থাৎ চক্রের প্রান্তভাগের) সমান যাঁতে দেবগণ অর্পিত হয়ে আছেন; সেই নারায়ণ মায়ার দ্বারা কোথায় স্থিত আছেন? তিনি সকল দিকে ও সকলের মধ্যে স্থিত আছেন। তিনিই মহৎ-ব্রহ্ম। তিনি নবদ্বারযুক্ত ত্রিগুণাত্মক। তাঁকে স্থিত আত্মাকে ব্রহ্মজ্ঞানী জন জ্ঞাত হয়ে থাকেন। তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি নিজেতে নিজেই তৃপ্ত হয়ে আছেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যো ভূতং' ইতি সূক্তমপি স্কম্ভদেবতাকং। অত্রাপি স্কম্ভস্য জ্যেষ্ঠত্বং শ্রেষ্ঠত্বং সর্বেষামাশ্রয়ভূতত্বং চ দৃশ্যতে ॥ (১০কা. ৪অ. ২সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিও পূর্বোক্ত সূক্তের মতোই স্কম্ভদেবতাক। এই সূক্তেও স্কম্ভের অগ্রজত্ব, প্রধানত্ব এবং সকলের আশ্রয়ভূতত্ব দেখানো হয়েছে॥ (১০কা. ৪অ. ২সূ.)॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শতৌদনা গৌঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : শতৌদনা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, শক্করী]

অঘায়তামপি নহ্যা মুখানি সপত্নেষু বজ্রমর্পয়ৈতম্।
ইন্দ্রেণ দত্তা প্রথমা শতৌদনা ভ্রাতৃব্যঘ্নী যজমানস্য গাতুঃ ॥ ১॥
বেদিষ্টে চর্ম ভবতু বর্হি র্লোমানি যানি তে।
এষা ত্বা রশনাগ্রভীদ্ গ্রাবা ত্বৈষোঽধি নৃত্যতু ॥ ২॥
বালাস্তে প্রোক্ষণীঃ সন্তু জিহ্বা সং মার্ষ্ট্বঘ্ন্যে।
শুদ্ধা ত্বং যজ্ঞিয়া ভূত্বা দিবং প্রেহি শতৌদনে ॥ ৩॥
যঃ শতৌদনাং পচতি কামপ্রেণ স কল্পতে।
প্রীতা হ্যস্যর্ত্বিজঃ সর্বে যন্তি যথাযথম্ ॥ ৪॥
স স্বর্গমা রোহতি যত্রাদস্ত্রিদিবং দিবঃ।
অপূপনাভিং কৃত্বা যো দদাতি শতৌদনাম্ ॥ ৫॥
স তাংল্লোকান্ৎ সমাপ্নোতি যে দিব্যা যে চ পার্থিবাঃ।
হিরণ্যজ্যোতিষং কৃত্বা যো দদাতি শতৌদনাম্ ॥ ৬॥
যে তে দেবি শমিতারঃ পক্তারো যে চ তে জনাঃ।
তে ত্বা সর্বে গোপ্সন্তি মৈভ্যো ভৈষীঃ শতৌদনে ॥ ৭॥
বসবস্ত্বা দক্ষিণত উত্তরান্মরুতস্ত্বা।
আদিত্যাঃ পশ্চাদ্ গোপ্সন্তি সাগ্নিষ্টোমমতি দ্রব ॥ ৮॥
দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যে।
তে ত্বা সর্বে গোপ্স্যন্তি সাতিরাত্রমতি দ্রব ॥ ৯॥
অন্তরিক্ষং দিবং ভূমিমাদিত্যান্ মরুতো দিশঃ।
লোকান্ৎস সর্বানাপ্নোতি যে দদাতি শতৌদনাম্ ॥ ১০॥
ঘৃতং প্রোক্ষন্তী সুভগা দেবী দেবান্ গমিষ্যতি।
পক্তারমঘ্ন্যে মা হিংসীর্দিবং প্রেহি শতৌদনে ॥ ১১॥
যে দেবা দিবিষদো অন্তরিক্ষসদশ্চ যে যে চেমে ভূম্যামধি।
তেভ্যস্ত্বং ধুক্ষ্ব সর্বদা ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১২॥
যৎ তে শিরো যৎ তে মুখং যৌ কর্ণৌ যে চ তে হনূ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৩॥

যৌ ত ওষ্ঠৌ যে নাসিকে যে শৃঙ্গে যে চ তেঽক্ষিণী।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৪॥
যৎতে ক্লোমা যদ্ধৃদয়ং পুরীতৎ সহকণ্ঠিকা।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৫॥
যৎ তে যকৃদ্ যে মতস্নে যদান্ত্রং যাশ্চ তে গুদাঃ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৬॥
যস্তে প্লাশির্যো বনিষ্ঠুর্যো কুক্ষী যচ্চ চর্ম তে।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৭॥
যৎ তে মজ্জা যদস্থি যন্মাংসং যচ্চ লোহিতম্।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৮॥
যৌ তে বাহূ যে দোষণী যাবংসৌ চ তে ককুৎ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ১৯॥
যাস্তে গ্রীবা যে স্কন্ধা যাঃ পৃষ্টীর্যাশ্চ পর্শবঃ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২০॥
যৌ ত ঊরূ অষ্ঠীবন্তৌ যে শ্রোণী যা চ তে ভসৎ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২১॥
যৎ তে পুচ্ছং যে তে বালা যদূধো যে চ তে স্তনাঃ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২২॥
যাস্তে জঙ্ঘা যাঃ কুষ্ঠিকা ঋচ্ছরা যে চ তে শফাঃ।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২৩॥
যৎ তে চর্ম শতৌদনে যানি লোমান্যঘ্ন্যে।
আমিক্ষাং দুহ্রতাং দাত্রে ক্ষীরং সর্পিরথো মধু ॥ ২৪॥
ক্রোড়ৌ তে স্তাং পুরোডাশাবাজ্যেনাভিধারিতৌ।
তৌ পক্ষৌ দেবি কৃত্বা সা পক্তারং দিবং বহ ॥ ২৫॥
উলূখলে মুসলে যশ্চ চর্মণি যো বা শূর্পে তণ্ডুলঃ কণঃ।
যং বা বাতো মাতরিশ্বা পবমানো মমাথাগ্নিষ্টদ্ধোতা
সুহুতং কৃণোতু ॥ ২৬॥
অপো দেবীর্মধুমতীর্ঘৃতশ্চুতো ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্ সাদয়ামি।
যৎকাম ইদমভিষিঞ্চামি বোঽহং তন্মে সর্বং সং পদ্যতাং
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ২৭॥

বঙ্গানুবাদ — এই শত্রুনাশিকা, স্বর্গপ্রদায়িণী ধেনু ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত। এটি হিংসক শত্রুবর্গের মুখ বন্ধ করুক। হে ধেনু! তোমার লোম কুশরূপী, চর্ম বেদী রূপ। হে অজ! তোমার লোম (বা কেশ) প্রোক্ষণী স্বরূপ। তুমি শতৌদনা যজ্ঞকে প্রস্তুত করণশালী ইচ্ছাপূর্তিতে সমর্থ হয়ে থকো, তুমি

দিব্যলোককে প্রাপ্ত করিয়ে থাকো। স্বর্ণালঙ্কৃত ক'রে ধেনু দানকারী জন দিব্য ও পার্থিব লোক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। হে দেবী শতৌদনা! দক্ষিণে বসুদেবগণ, উত্তরে মরুৎ-বর্গ, পশ্চাতে সূর্য তথা মনুষ্যগণ, পিতৃবর্গ ও গন্ধর্ববৃন্দ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ঘৃত প্রোক্ষণ ক'রে দেবগণকে প্রাপ্ত হবে। ত্রিলোকবাসী দেবতাগণকে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু দান করতে থাকো। তোমার বাহ্য ও আন্তরিক অঙ্গ-দানকর্তাকে দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুকে দোহন করুক। হে দেবী শতৌদনা! পুরোডাশ সমূহ তোমার ঘৃতের সাথে যুক্ত। মাতরিশ্বা যে অন্নকে মন্থন ক'রে শুদ্ধ করেছেন, তার দ্বারা হোতাগণ অগ্নিতে সুহুত করুন। আমি যে অভীষ্ট লাভের উদ্দেশে তোমাকে চিন্তা করছি সেইসব ধনের দ্বারা হবো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অঘায়তাং' ইতি সূক্তং আহুত্যর্থগোবধে বিনিযুজ্যতে। সা চ বন্ধ্যা গৌঃ শতৌদনেত্যুচ্যতে। তস্য বধেন তস্যা মাংসাহুত্যা চ যদ্যজনং তদ্ অগ্নিষ্টোমাদপি অতিরাত্রাদপি চ শ্রেষ্ঠং ইত্যাদিরূপা প্রশংসা।...'অঘায়তাং' ইত্যর্থসূক্তেন শতৌদনসবে নিরুপ্তহবিরভিমর্শনং সম্পাতং দাতৃবাচনং দানং চ কুর্যাৎ। তথা চ সূত্রং...ইত্যাদি ॥ (১০কা. ৫অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি শতৌদনযজ্ঞে আহুতির নিমিত্ত গো-বধের ক্ষেত্রে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। বন্ধ্যা গাভীই শতৌদনা নামে উক্ত হয়েছে। এই শতৌদনা যজ্ঞের কর্তা (যজমান) অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্র যজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন, এমনই সব প্রশংসা করা হয়েছে। সূত্রানুসারে এই সূক্তের দ্বারা শতৌদন-যজ্ঞে নিরুপ্ত হবিঃ অভিমর্শন পূর্বক দাতৃবাচন ও দান করণীয়।....ইত্যাদি॥ (১০কা. ৫অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : বশাঃ গৌঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : বশা গৌ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, গায়ত্রী]

নমস্তে জায়মানায়ৈ জাতায়া উত তে নমঃ।
বালেভ্যঃ শফেভ্যো রূপায়াঘ্ন্যে তে নমঃ ॥ ১॥
যো বিদ্যাৎ সপ্ত প্রবতঃ সপ্ত বিদ্যাৎ পরাবতঃ।
শিরো যজ্ঞস্য যো বিদ্যাৎ স বশাং প্রতি গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ২॥
বেদাহং সপ্ত প্রবতঃ সপ্ত বেদ পরাবতঃ।
শিরো যজ্ঞস্যাহং বেদ সোমং চাস্যাং বিচক্ষণম্ ॥ ৩॥
যয়া দ্যৌর্যয়া পৃথিবী যয়াপো গুপিতা ইমাঃ।
বশাং সহস্রাধারাং ব্রহ্মণাচ্ছাবদামসি ॥ ৪॥
শতং কংসাঃ শতং দোগ্ধারঃ শতং গোপ্তারো অধি পৃষ্ঠে অস্যাঃ।
যে দেবাস্তস্যাং প্রাণন্তি তে বশাং বিদুরেকধা ॥ ৫॥
যজ্ঞপদীরাক্ষীরা স্বধাপ্রাণা মহীলুকা।
বশা পর্জন্যপত্নী দেবী অপ্যেতি ব্রহ্মণা ॥ ৬॥

অনু ত্বাগ্নিঃ প্রাবিশদনু সোমো বশে ত্বা।
ঊধস্তে ভদ্রে পর্জন্যো বিদজতস্তে স্তনা বশে ॥ ৭॥
অপস্ত্ব ধুক্ষে প্রথমা উর্বরা অপসা বশে
তৃতীয়ং রাষ্ট্রং ধুক্ষেঽন্নং ক্ষীরং বশে ত্বম্ ॥ ৮॥
যদাদিত্যৈর্হূয়মানোপাতিষ্ঠ ঋতাবরি।
ইন্দ্রঃ সহস্রং পাত্রান্‌ৎসোমং ত্বাপায়য়দ্ বশে ॥ ৯॥
যদনূচীন্দ্রমৈরাৎ ত্বা ঋষভোঽহ্বয়ৎ।
তস্মাৎ তে বৃত্রহা পয়ঃ ক্ষীরং ক্রুদ্ধোঽহরদ্‌বশে ॥ ১০॥
যৎ তে ক্রুদ্ধো ধনপতিরা ক্ষীরমহরদ্ বশে।
ইদং তদদ্য নাকস্ত্রিষু পাত্রেষু রক্ষতি ॥ ১১॥
ত্রিষু পাত্রেষু তং সোমমা দেব্যহরদ্ বশা।
অথর্বা যত্র দীক্ষিতো বর্হিষ্যাস্ত হিরণ্যয়ে ॥ ১২॥
সং হি সোমেনাগত সমু সর্বেণ পদ্বতা।
বশা সমুদ্রমধ্যষ্ঠাদ্ গন্ধর্বৈঃ কলিভিঃ সহ ॥ ১৩॥
সং হি বাতেনাগত সমু সর্বৈঃ পতত্রিভিঃ।
বশা সমুদ্রে প্রানৃত্যদৃচঃ সামানি বিভ্রতী ॥ ১৪॥
সং হি সূর্যেণাগত সমু সর্বেণ চক্ষুযা।
বশা সমুদ্রমত্যখ্যদ্ ভদ্রা জ্যোতীংষি বিভ্রতী ॥ ১৫॥
অভীবৃতা হিরণ্যেন যদতিষ্ঠ ঋতাবরি।
অশ্বঃ সমুদ্রো ভূত্বাধ্যস্কন্দদ্ বশে ত্বা ॥ ১৬॥
তদ্ ভদ্রাঃ সমগচ্ছন্ত বশা দেষ্ট্র্যথো স্বধা।
অথর্বা যত্র দীক্ষিতো বর্হিষ্যাস্ত হিরণ্যয়ে ॥ ১৭॥
বশা মাতা রাজন্যস্য বশা মাতা স্বধে তব।
বশায়া যজ্ঞ আয়ুধং ততশ্চিত্তমজায়ত ॥ ১৮॥
ঊর্ধ্বো বিন্দুরুদচরদ্ ব্রহ্মণঃ ককুদাদধি।
ততস্ত্বং জজ্ঞিষে বশে ততো হোতাজায়ত ॥ ১৯॥
আস্নস্তে গাথা অভবন্নুষ্ণিহাভ্যো বলং বশে।
পাজস্যাজ্জজ্ঞে যজ্ঞ স্তনেভ্যো রশ্ময়স্তব ॥ ২০॥
ঈর্মাভ্যাময়নং জাতং সক্থিভ্যাং চ বশে তব।
আন্ত্রেভ্যো যজ্ঞিরে অত্রা উদরাদধি বীরুধঃ ॥ ২১॥
যদুদরং বরুণস্যানুপ্রাবিশথা বশে।
ততস্ত্বা ব্রহ্মোদহ্বয়ৎ স হি নেত্রমবেৎ তব ॥ ২২॥

সর্বে গর্ভাদবেপন্ত জায়মানাদসূস্বঃ।
সসূব হি তামাহুর্বশেতি ব্রহ্মভিঃ ক্লৃপ্তঃ স হ্যস্যা বন্ধুঃ ॥ ২৩॥
যুধ একঃ সং সৃজতি যো অস্যা এক ইদ্ বশী।
তরাংসি যজ্ঞা অভবন্ তরসাং চক্ষুরভবদ্ বশা ॥ ২৪॥
বশা যজ্ঞং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ বশা সূর্যমধারয়ৎ।
বশায়ামন্তরবিশদোদনো ব্রহ্মণা সহ ॥ ২৫॥
বশামেবামৃতমাহুর্বশাং মৃত্যুমুপাসতে।
বশেদং সর্বমভবদ্ দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ পিতর ঋষয়ঃ ॥ ২৬॥
য এবং বিদ্যাৎ স বশাং প্রতি গৃহ্ণীয়াৎ।
তথা হি যজ্ঞঃ সর্বপাদ্ দুহে দাত্রেঽনপস্ফুরন্ ॥ ২৭॥
তিস্রো জিহ্বা বরুণস্যান্তর্দীদ্যত্যাসনি।
তাসাং যা মধ্যে রাজতি সা বশা দুষ্প্রতিগ্রহা ॥ ২৮॥
চতুর্ধা রেতো অভবদ্ বশায়াঃ।
অপস্তুরীয়মমৃতং তুরীয়ং যজ্ঞস্তুরীয়ং পশবস্তুরীয়ম্ ॥ ২৯॥
বশা দ্যৌর্বশা পৃথিবী বশা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
বশায়া দুগ্ধমপিবন্ৎসাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ৩০॥
বশায়া দুগ্ধং পীত্বা সাধ্যা বসবশ্চ যে।
তে বৈ ব্রধ্নস্য বিষ্টপি পয়ো অস্যা উপাসতে ॥ ৩১॥
সোমমেনামেকে দুহ্রে ঘৃতমেক উপাসতে।
য এবং বিদুষে বশাং দদুস্তে গতাস্ত্রিদিবং দিবঃ ॥ ৩২॥
ব্রাহ্মণেভ্যো বশাং দত্ত্বা সর্বাংল্লোকান্ৎসমশ্নুতে।
ঋতং হ্যস্যামার্পিতমপি ব্রহ্মাথো তপঃ ॥ ৩৩॥
বশাং দেবা উপ জীবন্তি বশাং মনুষ্যা উত।
বশেদং সর্বমভবদ্ যাবৎ সূর্যো বিপশ্যতি ॥ ৩৪॥

বঙ্গানুবাদ — হে বশা (বন্ধ্যা ধেনু)! উৎপন্ন হওনশালিনী তোমাকে, তোমার রোমাবলীকে, তোমার শফকে (খুরকে) নমস্কার। দ্যাবাপৃথিবী, জলরাশি যাঁর দ্বারা রক্ষিত হয়, সেই বশা গাভীকে নমস্কার। যজ্ঞপদী, ইরা, ক্ষীরা, স্বধা, পর্জন্যপত্নী-রূপা বশা তন্ত্রশক্তির দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট ক'রে থাকেন। হে বশা! তোমাতে সোম ও অগ্নি প্রবেশ করেছেন, পর্জন্য ও বিদজৎ তোমার স্তন। তুমি জল-অন্ন-দুগ্ধ প্রদায়িনী। আদিত্যের দ্বারা আহূত হয়ে ইন্দ্র তোমাকে বিপুল পরিমাণ সোম পান করিয়েছিলেন। যখন তুমি ইন্দ্রের সম্মুখে অবস্থান করছিলে, তখন ঋষভ তোমাকে আহ্বান করেছিল এবং ইন্দ্র রুষ্ট হয়ে তোমার দুগ্ধ হরণ ক'রে নিয়েছিলেন। সেই হরণ-কৃত দুগ্ধ স্বর্গলোকে তিনটি পাত্রে রক্ষিত হয়ে আছে। বশা ঋক্‌সমূহ ও সামগুলিকে ধারণ ক'রে থাকে। হে বশা! যখন তুমি স্বর্ণালঙ্কৃত হয়ে দণ্ডায়মানা হয়েছিলে, তখন দ্রুতগামী সমুদ্রও অধিক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। যে

স্থানে দীক্ষিত অথর্বাগণ (অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) কুশসমূহের উপর উপবেশন করেন, সেই স্থানে বশা মঙ্গল সাধন ক'রে থাকে। হে বশা! তুমি ব্রহ্মের শিখর অপেক্ষা উচ্চ হয়ে ওঠা একটি বিন্দু হ'তে উৎপন্ন হয়েছো এবং পুনরায় হোতা উৎপন্ন হয়েছে। তোমার মুখ হ'তে গাথা সমূহ, নাড়ি সমূহ হ'তে বল, বল হ'তে যজ্ঞ এবং স্তন হ'তে কিরণ রাশি উৎপন্ন হয়েছে। তোমার ব্রণসমূহ ও শক্তি হ'তে অয়ন হয়েছে, অন্ত্র সমূহ হ'তে অস্ত্র এবং উদর হ'তে লতাসমূহ উৎপন্ন হয়েছে। যে প্রাণী উৎপন্ন হ'তে থাকে, সে গর্ভ হ'তে ভীত হয়। বশাই তাকে জন্ম দিয়ে থাকে। বশা যজ্ঞের প্রতিগ্রহণ ক'রে থাকে। বশা অমৃত ও মৃত্যুর উপাস্য। বরুণের মুখের মধ্যে যে তিনটি জিহ্বা চক চক করে (উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান) তার মধ্য ভাগেরটিই বশা। বশাই দ্যাবাপৃথিবী, বিষ্ণু ও প্রজাপতি। যিনি বশাকে দান করেন, তিনি স্বর্গে গমন ক'রে থাকেন। বশাদানীকে দেবতাগণ জীবিকা প্রদান করেন। এই সমগ্র সংসার যতদূর পর্যন্ত সূর্যকে দর্শন করতে পারে, সেই সকল স্থান বশা-রূপই হয়ে থাকে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'নমস্তে জায়মানায়ৈ' ইতি সূক্তে পূর্বসূক্তোক্তবশা ন কেবলং মেধ্যমাংসাত্মিকা গৌর্ভবতি অপি তু সা বিশসনাদনন্তরং মহতী কাচিদ্ দেবী ভূত্বা দেবেষু মধ্যে সর্বাত্মিকা ভবতি যজ্ঞিয়েষু চ যজ্ঞিয়া ভবতীত্যাদি তস্যা মাহাত্ম্যং প্রশংসা চোক্তা। —তদ্ উক্তং কৌশিকেন (৮।৭)॥ (১০কা. ৫অ. ২সূ.)॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তে যে বশা বা শতৌদনার কথা বলা হয়েছে, সে কেবল মেধ্যমাংসাত্মিকা গাভী নয়, বরং সে বিশসনের পরে দেবীরূপে দেবতাগণের মধ্যে সর্বাত্মিকা যজ্ঞস্বরূপা হয়ে যায়, ইত্যাদি মাহাত্ম্য ও প্রশংসা উপর্যুক্ত সূক্তে বিধৃত হয়েছে। সূত্রানুসারে এর বিনিয়োগ কর্তব্য ॥ (১০কা. ৫অ. ২সূ.) ॥

॥ ইতি দশমং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥